প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

১। লীলা কন্যা কবি কঙ্ক ২। ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু
৩। কমলা কন্যা ৪। কাফেন চোরা ৫। সুনাই সুন্দরী
৬। ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী ৭। শীলাদেবী

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬/১এ, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২, ভারত

প্রথম সংস্করণ ১৯৭১
হিমাংশুভূষণ মৌলিক, নবদ্বীপ

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২ কর্তৃক
প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

লীলা কন্যা-কবি কঙ্ক পালা

কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ, রঘুসুত, শ্রীনাথ বাণিয়া
ও দামোদর দাস বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

লীলা কন্যা ও কবি কঙ্ক পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত লীলা-কঙ্ক পালার ছত্র সংখ্যা ১০১৪। এই ১০১৪ ছত্রের আটটি ছত্র বাদে ১০০৬ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। আটটি ছত্র বাদ দেবার হেতু পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ১৪৯৮, সেনমহাশয়ের সংগ্রহ অপেক্ষা ৪৯২ ছত্র অধিক। এই ৪৯২ ছত্র বুঝাইতে প্রতিটি নূতন ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। সেনমহাশয় সম্পাদিত ৫৭টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনায় অর্থ-তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন-মহাশয়ের পাঠ তৎ তৎ স্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। ছত্রে শব্দের অগ্রপশ্চাৎ, বানান ও বর্ণনার বিষয়বস্তুর অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ, দামোদর দাস, রঘুসুত ও শ্রীনাথ বাণিয়া —এই চারিজনে পর্যায়ক্রমে এই 'লীলা কন্যা-কবি কঙ্ক' পালা রচনা করিয়াছেন। 'চন্দ্রাবতী' পালার কবি নয়ানচাঁদ ও এই নয়ানচাঁদ ঘোষ একই ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেনমহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকার' ভূমিকায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সেনমহাশয়ের মতেই কবি রঘুসুত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে 'লীলা-কঙ্ক' পালা রচয়িতা কবি চতুষ্টয় নিশ্চয়ই সমসাময়িক ব্যক্তি। আবার ঐ সেনমহাশয়ের মতেই 'চন্দ্রাবতী' পালার নায়িকা দেবী চন্দ্রাবতী খ্রীষ্টীয় ষোড়শ

শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। ইহাতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, কবি নয়ানচাঁদ ঘোষের জীবনকাল হইতে চন্দ্রাবতীর জীবন-কাল প্রায় সওয়াশত বৎসর পূর্ববর্তী। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি পালার কবি যদি একই নয়ানচাঁদ হন, তবে উহা পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি-ঐতিহ্যের বিরোধী হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটিলে, ঘটনার অব্যবহিত কালেই পল্লীকবি সেই ঘটনা অবলম্বনে গাথা রচনা করিয়াছেন। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে 'মলয়ার বারোমাসী' পালার ভূমিকায় সেনমহাশয়ও এই ঐতিহ্যের কথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন '* * মূল ঘটনা বর্ণনাকালে কবিরা ইতিহাসের পথ সাবধানে অনুসরণ করিয়াছেন।'

ইহার কারণ, ঘটনার সমসাময়িক কালে রচিত এই সব গাথা তৎকালেই গায়েন ও বয়াতীরা জনসাধারণের আসরে গান করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন। সে আসরে গাথায় বর্ণিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাবনা সম্মুখে রাখিয়াই পল্লীকবি এই সব সত্যঘটনামূলক গাথা রচনা করিতেন। পশ্চিম-বঙ্গের 'মঙ্গলকাব্য' রচয়িতা কবিগণের মত সমসাময়িক পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিগণ কোনো পৌরাণিক বা ঔপন্যাসিক বিষয়বস্তু লইয় কবিকল্পনার জাল বিস্তার করিয়া কাব্য প্রচার করেন নাই। এই ঐতিহ্য অনুসারে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেনমহাশয়ের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তানুযায়ী দুইটি পালার কবি নয়ানচাঁদ যদি একই ব্যক্তি হন, তবে ঘটনা দুইটি সমসাময়িক হইবে। কিন্তু তাহা সেনমহাশয়ও স্বীকার করেন নাই।

মাননীয় সেনমহাশয় এই পালার কবিচতুষ্টয়ের মধ্যে পাটুনী-নন্দন রঘুসুতের বংশাবলীর তালিকা সংগ্রহ করিয়া তদনুযায়ী কবি রঘুসুত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন বলিয়া

মন্তব্য করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আর একটি অনুমান করিয়াছেন, 'খুব সম্ভব কঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্তী ছিলেন।' মৈঃ গীঃ ভূ; পৃঃ ১৮৶.।

কবি কঙ্ক তাঁহার গুরুর আদেশে একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। পাঁচালীখানা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার ফুটপাথের বইয়ের দোকানে দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কবি কঙ্কের রচনার ভাষার নমুনা স্বরূপ তাঁহার পাঁচালীর প্রথমে বন্দনায় আত্মপরিচয় অধ্যায়টির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি,—

'পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতী।
যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি॥
শিশুকালে বাপ মৈল মাও গেল ছাড়ি।
পালিল চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি॥
জ্ঞানমানে নাহি যাই অমি চণ্ডালের ঘরে।
চণ্ডালিনী মাতা মোরে পালিল আদরে॥
গঙ্গার সমান মাতার পবিত্র অন্তর।
সেহ মাতা রাখিল মোর নাম কঙ্কধর॥
জনমি না হেরিলাম আপন বাপ মায়।
শিশু থুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরে যায়॥
মুরারী চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া।
পালিল কৌশল্যা মাতা স্তন দুগ্ধ দিয়া॥
মুরারী চণ্ডাল পিতা মোর ভক্তির ভাজন।
বার বার বন্দি গাই তাহার চরণ॥
গর্গ পণ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী।
যাঁহার আশ্রমে থাকি ধেনু চরাই আমি॥
পুন পুন বন্দি আমি গর্গের চরণ।
যাঁর সম গিয়ানী না দেখি এ তিন ভুবন॥

বেদ ও পুরাণ-সার কণ্ঠে তাঁর গান্থা।
সাধনার ঘরে তাঁর সরস্বতী বান্ধা॥
বেদবিধি শাস্ত্রে যাঁর ক্ষেমতা অপার।
আর বার বন্দি গাই চরণে তাঁনার॥
শ্মশানের বান্ধব মোর অনাথ দেখিয়া।
জীবন করিল দান নিজ গিরে স্থান দিয়া॥
দুই দিন নাহি খাই আমি অন্ন আর পানি।
হাতে ধরি আশ্রমে আনিল মোরে মুনি॥
কোলে তুলি খাওয়াইল মোরে গায়ত্রী জননী।
মরিবার কালে মোরে দোঁয়ে বাঁচাইল পরাণী॥
কান্দিয়া কহিছে কঙ্ক সবার চরণে।
শোধিতে ইহাদের ঋণ না পারি জীবনে॥"

এই ভাষার সঙ্গে শ্রীমন্ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পূর্ববঙ্গের পল্লী-কবিগণ বিরচিত 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী,' প্রভৃতি পালার ভাষা তুলনা করিলে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাইবে। কবি কঙ্ক সম্পর্কে বলা যাইতে পারে, 'পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া' তাঁহার 'মাথা ঘোলাইয়া গিয়া * * অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃত শব্দ সংশোধন পূর্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া পরিচয়' দেবার 'ব্রাহ্মণ্য প্রচেষ্টা' সম্ভব। কারণ, তিনি 'টুলো পণ্ডিত' ব্রাহ্মণ গর্গের গৃহে বাস করিতেন। কিন্তু জাতিতে খেওয়া ঘাটের পাটনী কবি রঘুসুতের ভাষার সঙ্গে কবি কঙ্কের ভাষার যে মিল দেখা যাইতেছে, ইহার জন্য রঘুসুতকে তো ব্রাহ্মণপণ্ডিতের টোলে ঘোরার দায়ে দায়ী করার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কঙ্ক ও রঘুসুতের ভাষা ব্রাহ্মণ টুলো পণ্ডিতদের টোলে ধোলাই-রিপু করা বাংলা ভাষা নহে, উহা

সংস্কৃত-দুহিতা বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ। এবং যেহেতু চন্দ্রাবতী পালার কবি নয়ানচাঁদের ভাষা ও লীলা-কঙ্ক পালার কবি নয়ানচাঁদ ঘোষের ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, সেহেতু এই দুই পালার কবি পৃথক ব্যক্তি।

এইসব প্রাচীন পল্লীগাথাগুলির কবিলিখিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান না থাকায় গাথাগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত থাকা সম্ভব। যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত এই পালার ১১শ অধ্যায়ের শেষে আছে—

"হিন্দু যত সবে কঙ্কে মোসলমান বলি।
কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী ॥
জাতি গেল মোসলমানের পুঁথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে ॥

* * * *

সন্ধ্যামন্ত্র নাহি জানে বেদাচার হীন।
দুরন্ত দুর্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ ॥
মদ্য মাংস খায় সদা পাষণ্ড আচার।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে যত কুলাঙ্গার ॥"

প্রথমত এই আটটি ছত্রের ভাষা লক্ষণীয়। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর পল্লীকবি রঘুসুতের ভাষা নহে, পরন্তু মাননীয় সেনমহাশয়ের সমসাময়িক কালের পশ্চিমবঙ্গীয় কবিতার ভাষা। দ্বিতীয়ত, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা সেনমহাশয়ের অনুমান অনুযায়ী ষোড়শ শতাব্দীতে দোর্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান-কাজীর শাসনাধীনে, হিন্দুদের পক্ষে পীরের শিষ্য কঙ্ককে মোসলমান বলিয়া তাঁহার রচিত পাঁচালী ছিড়িয়া পুড়াইয়া, নির্বিবাদে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতি রক্ষা করা সম্ভব ছিল কিনা, তাহা তৎকালের হিন্দু-প্রজা শাসনের ইতিহাস দৃষ্টে

বুঝিতে হইবে। তাহাতে বুঝা যাইবে, ঐ প্রকার ঘটনা তৎকালে সম্ভব ছিল না। তৃতীয় কারণ, পাটুনীপুত্র কবি রঘুসুত যদি তৎকালে ঐ প্রকার সমালোচনা রচনা করিয়া হিন্দুসমাজে প্রকাশ্যে প্রচার করিতেন, তবে 'শত শত আচার-বিচার খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইন-কানুনে বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দু সমাজের কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাঁড়া হাতে বর্তমানকালে আমাদিগকে শাসাইতেছে'—বলিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে কাহারও বঙ্গসাহিত্যের বুকে লেখনী আঘাত করিয়া আর্তনাদ করিবার সুযোগ মিলিত না; আমরা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইংরেজ আমলে নির্মিত 'ডুরাণ্ড লাইন' ও আফ্গান রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশের নির্ভেজাল সভ্যতার অধিকারী হইতাম।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আমি বহুবার 'লীলা-কঙ্ক' পালা শুনিয়াছি ও কয়েকখানা লেখা খাতাও দেখিয়াছি, কোথাও উপরোক্ত আট ছত্র পাই নাই। অধিকন্তু দেখিয়াছি, মৈমনসিংহ জেলা ও ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে গৃহস্থবাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজায় পুরোহিত কবি কঙ্কের পাঁচালী শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিতেন।

মৈমনসিংহ জেলা নেত্রকোণা মহকুমায় রাজেশ্বরী নদীর তীরে বিপ্রগ্রাম বর্তমানে বিপ্রবর্গ নামে বোধ হয় এখনও টিকিয়া আছে। রাজেশ্বরী নদীর নাম হইয়াছে 'রাজীগাঙ্'। গ্রামের নিকটে মাঠে 'পীরের পাথর' নামে একখানা বড়ো পাথর আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলেন, কবি কঙ্কের গুরু পীরসাহেব ঐ পাথরের উপর বসিয়া আকাশে উড়িয়া এখানে আসিয়াছিলেন। এবং ঐ পাথরে বসিয়াই সাধন ভজন করিতেন। ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সকলেই পীরের পাথরটিকে শ্রদ্ধা করেন ও মানত করিয়া সিরণি

দেন। গ্রামের মধ্যে একটি পতিত স্থানকে 'বামুনের ভিটা' অর্থাৎ গর্গ ঠাকুরের বাড়ী বলিয়া স্থানীয় লোকে নির্দেশ করেন। যে শ্মশান হইতে গর্গপণ্ডিত অনাথ কঙ্ককে গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং লীলার মরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, রাজীনদীর তীরে সেই শ্মশানও আছে। এই শ্মশান, পীরের পাথর, গর্গের ভিটা ও সুরভীকে কেন্দ্র করিয়া ঐ অঞ্চলে বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি প্রথম বিপ্রবর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন 'বামুনের ভিটায়'একটি প্রাচীন বকুলগাছ ছিল। গ্রামের লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, লীলা স্বহস্তে গাছটি রোপণ করিয়া প্রতিদিন গাছের গোড়ায় এক ঘটি সুরভীর দুধ দিত। সেইজন্য গাছটি এই তিনশত বৎসর বাঁচিয়া আছে এবং ফুলে একটা অপূর্ব সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলে ঘুরিলে দেখা যায়, যেখানে কোন পীর বা ফকিরের প্রভাব আছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিতে পারে নাই। এই সব পীর ও ফকির সব সম্প্রদায়ের ধর্ম ও আচরণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

এই পালাটি আমি বহু গায়েনের মুখে শুনিয়াছি। পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলাম জামালপুর সহরের নিকটে বজরাপুর গ্রামনিবাসী নিতাই গায়েনের খাতা হইতে।

নবদ্বীপ
মাঘ ১৩৬২।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

লীলা-কঙ্ক পালা

কবি দামোদর দাস কৃত বন্দনা।

গোলক বৈকুণ্ঠপুরী পর্‌থমে[১] বন্দনা করি
তার মধ্যে বন্দি নারায়ণে।
পদ্মযোনি বইন্দ্যা[২] গাই যাহা হইতে জনম পাই
যেহি দেব সৃজন কারণে॥
আরে কৈলাশ পর্বত যথা শিব দুর্গা বন্দি তথা
তার সঙ্গে কাত্তিক গণপতি।
সর্ব দেব দেবী সার তাহার সঙ্গেতে আর
যোগমায়া লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তারপরে বন্দি আমি হর শিরে মন্দাকিনী
যাহা হইতে পাপীর উদ্ধার।
অন্ত্‌ম কালেতে যান্[৩] একবিন্দু কৈলে[৪] পান
মহাপাপী যায় স্বর্গদ্বার॥
পরে ত বন্দনা করি কুবের যমের পুরী
ইন্দ্র আদি দশ দিক পাল।
রাত্তির[৫] দিবা ভেদ নাই চন্দ্র সূর্য বইন্দ্যা গাই
অন্তক বন্দিমু* যম কাল॥

১। পর্‌থমে=প্রথমে। ২। বইন্দ্যা=বন্দনা করিয়া। ৩। অন্ত্‌ম কালেতে যান=আন্তিম কালেতে যাঁহার। ৪। কৈলে=করিলে। ৫। রাত্তির=রাত্রি।

পাঠান্তর :— * '—বন্দিনু—'॥—। 'বন্দিনু' শব্দটি পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহার হয়। পশ্চিম বঙ্গের 'নু' এবং পূর্ববঙ্গের 'মু' একই তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়। ইতি—সম্পাদক।

তেত্রিশ কোটি দেবগণে বইন্দ্যা গাই তার সনে
মুনি বন্দুম্ ষাইট হাজার।
বাপ মায়ে বইন্দ্যা গাই যাহা হইতে জন্ম পাই
ভক্তি রত্ন সাধনের সার॥
বন্দিমু পাতালপুরে সর্পরাজ বাসুকিরে
বসুমাতা যার শিরে স্থিতি।
সরল ত্রিপদী ছন্দে দামোদর দাসে বন্দে
সভাপদে জানায়্যা মিনতি॥

কবি নয়ানচাঁদ ঘোষের বন্দনা।

গোলোকে বন্দিলাম আমি ব্রহ্ম সনাতন।+
বৈকুণ্ঠে বন্দনা করি লক্ষ্মী নারায়ণ॥+
কৈলাসে বন্দনা করি ভবানী মহেশ্বর।+
তিন লোকে এক ব্রহ্ম তিনে একেশ্বর॥+
গণেশ দেবতারে বন্দি সর্বসিদ্ধিদাতা।+
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মারে বন্দি জগতের ধাতা॥+
ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ সূর্য আর দেবতা।+
সবারে বইন্দ্যা আমি গাইবাম্ ইতিকথা[১]॥+
পিতা বন্দুম্ মাতা বন্দুম্ বন্দুম্ জ্যেষ্ঠ ভাই।
যান্[২] হইতে সুহৃদ এই ত্রিভুবনে নাই॥
উপরে আকাশ বন্দুম্ নীচে বসু মাতা।
চাইর কোণা পৃথিবী বন্দুম্ বন্দুম্ তরুলতা॥

১। ইতিকথা=ঐতিহাসিক কাহিনী। ২। যান=যাঁহাদের

সাগর পর্বত বন্দুম্ জলে বন্দি মীন।
সবার চরণ বইন্দ্যা গাই আমি দীনহীন॥
সরস্বতী মায়েরে বন্দি জুইড়্যা[৩] দুই কর।
যার দয়ায় পাইলাম্ এই দেবের আসর[৪]॥
তুমি যদি ছাড়ো মা-গো আমি না ছাড়িব।
বাজন্ত[৫] নূপুর হয়্যা চরণে লুটিব॥
না আছে কবিত্ব মোর না আছে বিদ্যা জ্ঞান।+
সভাজন কর দয়া আমি ত অজ্ঞান॥+
শুদ্ধাশুদ্ধ নাই সে জানি আমি অন্ধ মতি।+
নিজগুণে ক্ষমা কর মোরে সভাপতি[৬]॥+
সর্বশেষ বন্দি আমি শ্রীগুরু চরণ।+
যাহার কৃপায় পর্বত লঙ্ঘে পঙ্গু জন॥+
আদি অন্ত সব বইন্দ্যা বন্দনা করলাম ইতি[৭]+
সভাজনের চরণ বন্দি করিয়া মিন্নতি॥+
সভাপতির চরণ বইন্দ্যা নয়ান চান্দে গায়।
এমন দুর্লভ জন্ম হয় কি না হয়॥
লীলা-কঙ্কের পালা গাইবাম্ শুন সভাজন।+
যে কাইনী[৮] শুইন্যা কান্দে পশু পঙ্খিগণ॥+

৩। জুইড়্যা=জোড় করিয়া। ৪। দেবের আসর=সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাবেশ। ৫। বাজন্ত=বাদনশীল। ৬। সভাপতি=আসরে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৭। ইতি=শেষ। ৮। কাইনী=কাহিনী।

পালা আরম্ভ।

(১)

ও ভাই একবার হরি বলনা। +
এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম আর হবে না ॥—(দিশা)

বিপ্রপুরে আছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষা কইর‍্যা করে তার জীবন পালন ॥
গুণরাজ নাম তার ভার্যা বসুমতী।
পতিব্রতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী ॥
সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে।
সইন্ধ্যাবেলা ফিরে ব্রাহ্মণ আপনার ঘরে ॥
এইমতে নিত্যি যাহা করয়ে অর্জন।
ইতে[১] কোনোমতে করে জীবন ধারণ ॥
সংসারে এক ভার্যা ছাড়া কেউ নাইত ছিল।
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল ॥
কেম্‌নে পালিব পুত্র দোয়ে[২] না দেখে উপায়।
কেউ নাই সে চায় পুত্র কেউ নাইত পায় ॥

চান্দের সমান পুত্র মায়ের বুক জুড়া। +
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন আন্ধার রাইতের তারা ॥ +
যেইনা দেখে সেই কয় পুত্র দেবের কুমার। +
শাপে ভ্রষ্ট হইয়্যা আইছে কাঙ্গালের ঘর ॥ +

১। ইতে = ইহাতেই। ২। দোয়ে = দুইজনে।

মায়ের আনন্দ বড়ো বাপে পাইল ভয়। +
এইনা ঘরে এই পুত্র কি জানি কি হয়॥ +
ষাটিয়ারা[৩] দিনেতে বাপে তালপাতায় লিখিয়া।
কঙ্ক নাম রাখিল মায়ে আদর করিয়া॥

ছয়না মাসের শিশু হইল যখন।
দারুণ রোগেতে মায়ের হইল মরণ॥
ভার্যার লাগিয়া ব্রাহ্মণ পাগল হয়্যা ফিরে।
কেবান্ রাখে শিশু পুত্র কেবা ভিক্ষা করে॥
চিন্তাজ্বরে গুণরাজ মরে অবশেষে।
কপালের লিখন এই কয় নয়ান ঘোষে॥

(২)

মা তুই কোথায় রইলি যাইয়া।
ও তর[১] বুকের মানিক শিশু পুত্ররে
সায়রে[২] ভাসাইয়া।—(দিশা)*
হায়রে—খাকুরা[৩] বলিয়া তারে
কেউ না লয় কোলে।

৩। ষাটিয়ারা=অশৌচান্তে ষষ্ঠীপূজার দিন।

১। তর=তোর। ২। সায়রে=কুলকিনারাহীন জলাশয় তুল্য দুঃখে। ৩। খাকুরা=শিশুকালে বাপমার মৃত্যু হইলে সেই শিশুকে পূর্ববঙ্গে 'খাকুরা' বলে।

---

*'মা তুই কোথায় রইলে গো তোর বালক সায়রে ভাসাইয়া।'—মৈঃ গীঃ

সংসারেতে কেউ নাই রে
অনাথ শিশুরে যে পালে[৪] ॥
আরে দশ না মাসের শিশু
হামুর হাইট্যা[৫] যায়।+
খালি ঘরে ঘুইর‍্যা ফিরে
কাউরে[৬] দেইখতে নাই ত পায় ॥+
ক্ষণেক কান্দে ক্ষণেক হাসে
শিশুর আপন মনে খেলা।+
পর্‌ভাত[৭] হইতে কাইট্যা গেল
হায় রে দিনের দুইপর বেলা ॥+
মা মা কইর‍্যা ডাকে শিশু
বা বা কইর‍্যা ডাকে।+
কে দিব তার ডাকে সাড়া
কোথায় পাইব মা'কে ॥+
খিধার[৮] জ্বালায় কান্দে শিশু
ভূমিতে গড়ি[৯] যায়।+
কে দিব তার মুখে অন্ন
কেবা কোলে তুইল্যা লয় ॥+
অবুধ শিশুর দুঃখে কান্দে
আরে বনের পশু পাখি।+
চৈতের হাওয়া কাইন্দ্যা ফিরে
হায়রে শিশুর দুঃখ দেখি ॥+

৪। পালে=প্রতিপালন করে। ৫। হামুর হাইট্যা=হামাগুড়ি দিয়া। ৬। কাউরে=কাহাকেও। ৭। পরভাত=প্রভাত। ৮। খিধার =ক্ষুধার। ৯। গড়ি=গড়াগড়ি।

গেরামের লোক না দেখিল
না আইল কেউ কাছে।+
পেটে নাইরে দানা পানি
কেম্‌নে শিশু বাচে
হায়রে কেম্‌নে শিশু বাচে ॥+

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে' কয় সর্বজন।+
সেইত ঘটনা হইল শুন সভাজন ॥+
মুরারি নামেতে এক চণ্ডাল সুজন।
শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হইল মন ॥
কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে
তার নারী[১০] পালে তারে পরম যতনে
নিজপুত্র তেঁই[১১] স্নেহ করে দুই জনে।
মুরারিরে বাপ বলি শিশু মনে জানে ॥
কৌশল্যারে ডাকে কঙ্ক মা মা করিয়া।
জনক জননী পুন পাইল ফিরিয়া ॥
ব্রাহ্মণের কুমার হইল চণ্ডালের পুত।
কর্মফল খণ্ডাইব কেম্‌নে কয় রঘুসুত ॥

(৩)

চণ্ডালের ঘরে কঙ্ক বাড়ে দিনে দিনে।+
পরম সুন্দর শিশু দোয়ে[১] পালে সযতনে ॥+

১০। নারী=স্ত্রী। ১১। তেঁই=তেমন, সেইমত।
১। দোয়ে=দুইজনে।

গায়ের বরণ কাঞ্চা সোনা চান্দের মতন মুখ।+
চণ্ডাল চণ্ডালিনী দেইখ্যা পায় মনে সুখ॥+
পায়ে দিছে[২] রূপার খাড়ু তাতে ঝুনঝুনি।+
হাতে দিছে রূপার বালা গলায় পদক মনি॥+
বাপ মাও মইর‍্যা[৩] গেছে কঙ্ক নাইত জানে।+
কৌশল্যা সুজনেরে শিশু মা ও বাপ মানে॥+

পঞ্চ না বচ্ছরের শিশু হইল যখন।
তেরাখিয়া[৪] জ্বরে মৈল[৫] চণ্ডাল সুজন॥
পতির লাগিয়া কাইন্দ্যা দিবস রজনী।
অনাহারে অনিদ্রায় মরে চণ্ডালিনী॥
যেই ডালে করে ভর[৬] সেই ভাইঙ্গ্যা যায়।
কেমনে বাঁচিব শিশু কি হইব উপায়॥
দিবানিশি চণ্ডাল মায়ের শ্মশানে পড়িয়া।
দুইদিন গেল কঙ্কের কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কেউ নাইরে হাত ধইর‍্যা ফির‍্যা[৭] আন্‌ব ঘরে।
ভাত পানি দিয়া কেউ জিজ্ঞাসা নাইত করে॥
খাকুরা বলিয়া সবে তারে দেয় গালি।+
শ্মশানে পড়িয়া শিশু কান্দে মা মা বলি॥+
দিনের আলো নিইব্যা[৮] যায়রে রাইতের আন্ধার
আইসে।+
রাইতের আন্ধারে শিশুর কান্দন বাতাসেতে ভাসে॥+

২। দিছে=দিয়াছে। ৩। মইর‍্যা=মরিয়া। ৪। তেরাখিয়া=ত্রিদোষ ঘটিত, তিরিক্ষে। ৫। মৈল=মরিল। ৬। ভরকরে=আশ্রয় করে। ৭। ফির‍্যা=ফিরাইয়া। ৮। নিইব্যা=নিভিয়া।

২

দারুণ শ্মশান সেইনা শিয়াল কুকুর থাকে।+
তারা নাইত বোলায়[৯] শিশুরে এ ঘোর বিপাকে ॥+

আরে বিধি
কি দোষ কইর‍্যাছে শিশু হায়।—(দিশা)+
এমত সুন্দর শিশু
আইজ আশ্রা[১০] নাইত পায় ॥+
মাও মৈল বাপ মৈল
চণ্ডালের ঘরে গেল।+
কি দোষেতে আইজ তার
সেও ঘর ভাঙ্গিল ॥+
পন্থের কুকুর সেও ত
বিপদে আশ্রা পায়।+
ব্রাহ্মণের শিশু পুত্র
শ্মশানে কান্দিয়া বেড়ায় ॥+
সমাজের নাই দয়া হায় রে
মানুষের নাই মায়া।+
খাকুরা বলিয়া কেউ
না ছুইব তার ছায়া ॥+
কে করিল খাকুরা তারে
আর কে দিল বিধান।+
সেই বিধিরে পাইলে আমি
একবার জাইন্যা[১১] লইতাম ॥+

৯। বোলায় = অনিষ্ট করে। ১০। আশ্রা = আশ্রয়। ১১। জাইন্যা = জানিয়া।

মাও নাইরে বাপ নাইরে
শিশু শ্মশানে পইড়্যা কান্দে।+
কিবা উপায় হইব শিশুর
আইজ চিন্তে[১২] নয়ান চান্দে॥+

(৪)

বিধির বিচিত্র লীলা না যায় বুঝন*।
কার সাধ্য মারে যদি রাখে নারায়ণ॥
গর্গ নামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
শিষ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন॥
পরম পণ্ডিত গর্গ ধর্মে বড়ো জ্ঞানী।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোকে কয় শুনি॥
দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি।
হাতে ধইর‍্যা উঠাইল গিয়া তড়াতড়ি॥
নামাবলী দিয়া শিশুর মুখখানি মুছায়।
সঙ্গেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে যায়॥
দেখিয়া গায়ত্রী দেবীর সুখী হইল মন।
পুত্র হীনা পুত্র পাইল মাতা মাতৃহীন॥
গোপাল রাখিল নাম গায়ত্রী জননী।
স্নেহভরে খাওয়ায় তারে ক্ষীর সর ননী॥
সেই দিন হইতে কঙ্ক উঠিয়া প্রভাতে।
লইয়া গর্গের ধেনু চরায় মাঠেতে॥
সইন্ধ্যাকালে ফিরে কঙ্ক গাভী লয়্যা ঘরে।
সিকায় তুলা দুগ্ধ কলা মাতা খাওয়ায় কঙ্কেরে॥

১২। চিন্তে=চিন্তা করে

গায়ত্রী জননীর কোলে কন্যা এক ছিল।+
কঙ্কের সঙ্গেতে কন্যার মিলন হইল॥+
দুই না বছরের কন্যা লীলা নাম তার॥+
কঙ্কের সঙ্গেতে খেলে আনন্দ অপার॥+
একে একে বাড়ে দোয়ে[১] বচ্ছরে বচ্ছরে।+
রূপে গুণে দোয়ে সমান ব্রাহ্মণের ঘরে॥+

বাড়ীতে আছিল টোল কত ছাত্র পড়ে।+
লীলা কঙ্ক শুইন্যা শুইন্যা পড়া কণ্ঠে করে[২]॥+
বড়ো বুদ্ধিমন্ত কঙ্ক বাখানি তাহারে।
মুখে মুখে শিলুক[৩] কত শিখিল অন্তরে॥
নরম স্বভাব বালক সুন্দর মুরতি।
আচার বেভারে[৪] তার সুখী সবে অতি॥
দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি।
দশ না বচ্ছরের কালে কঙ্কের হাতে দিলা খড়ি[৫]॥

আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়।
লেখাপড়া করে আর ধেনু সে চরায়॥
সইন্ধ্যা বেলা লীলা কঙ্ক বইস্যা গর্গের পাশে।+
পড়াশুনা করে দোয়ে মনের হরষে॥+

১। দোয়ে=দুইজনে। ২। কণ্ঠে করে=মুখস্থ করে। ৩। শিলুক শ্লোক। ৪। বেভার=ব্যবহার। ৫। হাতে দিলা খড়ি=আনুষ্ঠানিক বিদ্যারম্ভ করাইলেন।

* 'বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খণ্ডন।'—মৈঃ গীঃ

(৫)

আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন।
দয়া কর দয়াময়ী মোরে জাইন্যা দীন হীন ॥—(দিশা)

দুঃখিতের দুঃখ না যায়
আরে বিধি হইলে বাম।
বরাতের ফেরে হায় রে
হইল কিবা কাম ॥
বৃক্ষেতে পড়িল বাজ[১]
যেইনা বিরিক্ষে বাসা।+
সুখের ঘর পুইড়্যা[২] গেল
গেল সুখের আশা ॥+
গায়ত্রী জননী মৈল
শীতলা[৩] রোগেতে।
কঙ্কের কপাল মন্দ
হায়রে কয় রঘু সুতে ॥

"আমার না হইল মরণ।+
কান্দিতে কান্দিতে আমার
যায় রে জীবন ॥—(দিশা)+

আরে শিশুকালে মাও মৈল
কে বাঁচায় পরাণি।+
শোকে পাগল বাপ মৈল
কিছুই ত না জানি ॥

১। বাজ = বজ্র। ২। পুইড়্যা = পুড়িয়া। ৩। শীতলা = বসন্ত।

মায়ের দুগ্ধ না খাইলাম
না উইঠলাম বাপের কোলে।+
দুঃখের সায়রে[৪] আমি
ভাইস্যাছি অকুলে ॥+
বাঘে ভৈষে[৫] না মারিল
না ছুইল ডাকিনী।
দুঃখের লাগিয়া গোসাঁই[৬]
মোর রাখিল পরাণি ॥
চণ্ডালের ঘরে আশ্রা[৭]
পাইলাম যতনে।+
সেও আশ্রা ভাইঙ্গ্যা গেল
পুড়া[৮] কপালের গুণে ॥+
তিরতীয় বারেতে ফিইর‍্যা
আমি পাইলাম মায়েরে।
সেও মাও ছাইড়্যা গেল
আমার কপালের ফেরে ॥+
সোতের[৯] শেওলা রে আমি
এম্‌নে[১০] ভাইস্যা বেড়াই।
যেইনা ঘাটে যাই আমি
আশ্রা নাই ত পাই ॥+
কোন বা দেশে যাইবাম্ রে আমি
আমার সংসারে নাই কেউ।+

৪। সায়রে=কুলকিনারাহীন নদীতে। ৫। ভৈষে=মহিষে। ৬। গোসাঁই=ঈশ্বর। ৭। আশ্রা=আশ্রয়। ৮। পুড়া=পোড়া, দগ্ধ। ৯। সোতের=স্রোতের। ১০। এম্‌নে=এমন করিয়া।

দারুণ দুঃখের দরিয়ায়[১১]
উঠ্‌ছে শোকের ঢেউ—হায় রে
উঠছে শোকের ঢেউ ॥" +

আষ্ট না বচ্ছরের লীলা কাইন্দ্যা গড়ি যায়[১২]।
ভূমিতে লুটায়্যা কান্দে হারাইয়া মায় ॥
বুঝিল কঙ্কের দুঃখ কন্যা নিজ দুঃখ দিয়া।
কন্যার আখির জল কঙ্ক দেয় মুছাইয়া ॥ +
ভাই বইনের মত তারা দোয়ে করে বাস।
একজনা কান্দে যখন অন্যে দেয় আশ ॥
কঙ্কেরে না দিয়া ভাত লীলা নাই সে খায়।
দুইজনা গলাগলি ঘুইর‍্যা বেড়ায় ॥
কঙ্কের বিরহ লীলা সইতে[১৩] না পারে।
ধেনু চরাইতে রইদে[১৪] কঙ্কে মানা করে[১৫] ॥
ঘর না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ।
কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলার মন উচাটন ॥
দর দর দুই নয়ানে বয়[১৬] জল ধারা।
কাজ কাম ফেইল্যা লীলা পন্থে রয় খাড়া ॥
বাথান[১৭] হইতে কঙ্ক ধেনু লয়্যা আসে।
আবের[১৮] পাখা লয়্যা বইসে তার পাশে ॥
শ্রীনাথ বেণিয়া কয় এই নয়ত শেষ। +
অভাগ্যার[১৯] কপালে দুঃখ আছে অবশেষ ॥ +

১১। দরিয়ায়=তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে। ১২। গড়ি যায়=গড়াগড়িদেয়। ১৩। সইতে=সহিতে। ১৪। রইদে=রৌদ্রে। ১৫। মানা করে =নিষেধ করে। ১৬। বয়=বহে। ১৭। বাথান=গোচারণ ভূমি। ১৮। আবের=অভ্র খচিত। ১৯। অভাগ্যের=হতভাগ্যের।

(৬)

সুখেতে দুঃখেতে লীলার বাল্যকাল গেল ।*
সোনার যইবন[১] আইস্যা অঙ্গে দেখা দিল ।
শাওনীয়া[২] নদী যেমন কূলে কূলে পানি ।
অঙ্গে নাই সে ধরে রূপ চম্পক বরণী ॥
ভাদ্দর মাইস্যা[৩] চান্নি[৪] যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা ।
বিরিক্ষ তলায় যাইলে কন্যা তল করে আলা[৫] ॥
জলের ঘাটে গেলে কন্যা জ্বলে নদীর পানি ।
লীলারে দেখিলে বান্ধে সাউদের[৬] তরণী ॥
পুষ্পের বাগানে কন্যা পুষ্প তুইল্‌তে যায় ।
মৈলান[৭] হইয়া পুষ্প পাতাতে লুকায় ॥
পুষ্প ছাইড়্যা ভম্‌রা আইস্যা মুখে বইতে[৮] চায় ।+
আইঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ কন্যা আখি[৯] বাঁচায় ॥+
চান্‌মুখ[১০] দেইখ্যা চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে[১১] ।
পন্থের পথিক কন্যারে ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা দেখে ॥†
কি কইব সে রূপের কথা কইতে নাই সে পারি ।
চান্দের মতন মুখ যেমন স্বর্গের অপ্‌সরী ॥††

১। যইবন=যৌবন। ২। শাওনীয়া=শ্রাবণ মাসের। ৩। মাইস্যা=মাসের। ৪। চান্নি=চাঁদের জ্যোৎস্না। ৫। আলা=আলোকোজ্জ্বল। ৬। সাউদের—সাধুদের, সাধু অর্থে বণিক সওদাগর। ৭। মৈলান=মলিন। ৮। বইতে=বসিতে। ৯। আখি=চক্ষু। ১০। চান্‌মুখ=চাঁদমুখ। ১১। লুকে=লুকায়।

* 'হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল ।'—মৈঃ গীঃ।

† 'পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে ॥'—মৈঃ গীঃ।

†† 'চন্দ্রের সমান রূপ দেখিতে অপ্সরী ॥'—মৈঃ গীঃ।

সুন্দর বদন লীলার যেমন ফোটা পদ্মফুল।
হাইট্যা যাইতে কন্যার ভূমিতে পড়ে চুল॥
চাচর চিকণ কেশ কন্যার বাতাসেতে উড়ে।
বর্ষাতিয়া[১২] চান্দে যেমন ক্ষণে আবে[১৩] ঘিরে॥
উপড়েতে জোড়া ভুরু নীচে নয়ান তারা।
মধুলোভে পুষ্পে যেমন বইস্যাছে ভমরা॥
কালো কাজলে আঁকা তার দুই না পাশে।*
বার্য্যা রাইতের তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে॥
ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উড়ে ;
সিন্দুর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে॥
তার মধ্যে দন্ত কন্যার নাই সে যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনইর[১৪] মধ্যে ঢাকা॥
সেইনা মুখে খেলায় হাসি না দেখে কোন জন।†
সরমে ত ঢাইক্যা রাখে নবীন যইবন॥
মুষ্টিতে আঁটয়ে লীলার চিকণ কাঁকালি[১৫]।
হাইট্যা যাইতে সুন্দরী কন্যার যইবন পড়ে ঢলি॥
ভরা সে কলসী যেমন না ঝলকে পানি।
সেই মতন সুন্দরী লীলার চাইল চলনি॥

বারো না বচ্ছরের লীলা তেরতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনি চিন্তিত হইল॥

১২। বর্ষাতিয়া = বর্ষাকালীন। ১৩। আবে = খণ্ড খণ্ড মেঘ। ১৪ ঝিনয় = ঝিনুক। ১৫। কাঁকালি = কটি।

পাঠান্তর :— * '—কাজলে রাঙ্গা—'।
† তাহাতে খেলার হাসি—'।

বেশের নাই আদর-যতন নাই কেশের বন্ধনী।
কোথারতনে[১৬] আইসে পাগ্‌লা জোয়ারের পানি ॥
কলসী লইয়া লীলা যায় নদীর জলে।
উজান বইয়া সোত[১৭] যায় কল কলে ॥
নদীর কিনারায় কন্যা কলসী রাখিয়া।
চাইয়া দেখে নদীর জলে আখি ফিরাইয়া ॥
হেরিয়া স্থন্দর রূপ সেইনা চমকে স্থন্দরী।
শীঘ্রগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরি ॥
একেশ্বরী[১৮] হইয়া কন্যা থাকয়ে বিজনে[১৯]।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে ॥
মাও নাই ঘরে কন্যার কে বুঝে তার মন।+
বয়েস হইল কন্যার পর্‌থম যইবন ॥+
সোনার যইবন আইল কয় নয়ান ঘোষে।
সাধিলে না থাকে যইবন যত্নে নাই সে আইসে।

(৭)

মনের স্থখেতে কঙ্ক আছে গর্গপুরে।
লীলার যত্নেতে সব অভাব গেছে দূরে ॥+
গর্গের টোলেতে কঙ্ক শাস্ত্র পড়ে কত।
ব্যাকরণ আদি কইর‍্যা পুঁথি শত শত ॥+
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার।
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার ॥

১৬। কোথারতনে=কোথা হইতে। ১৭। সোত=স্রোত। ১৮। একেশ্বরী =একাকী। ১৯। বিজনে=নির্জনে।

ফেরুসাই[১] বারোমাসী[২] সঙ্গীত যে কত।
শিখিয়াছে কঙ্কধর গান শত শত ॥
সেই সঙ্গে শিখিয়াছে মোহন বাঁশির তান।+
সেইনা বাঁশি বাজায় কঙ্ক গোষ্ঠে বাথান ॥+
কঙ্কের বাঁশি শুইন্যা নদী বয় উজান বাঁকে।
বাঁশির সুরে বনের পশু সেও বশ[৩] থাকে ॥*
ভাটিয়ালী গানেতে তার ঝরে বৃক্ষের পাতা।
এক মনে শুন কই[৪] কঙ্কের বাঁশির বারতা[৫] ॥

শিশুকালে পরিচয় হইল লীলার সনে[৬]।+
এক গিরে[৭] থাইক্যা দুয়ে আছিল একমনে ॥+
না জানে সম্বন্ধের কথা সুখে দুঃখে এক।+
সোনার যইবন আইস্যা ঘটাইল বিপাক ॥+
দুয়ের মনের কথা মুখে পর্‌কাশ[৮] না পায়।+
বাঁশির সুরে মুখের গানে হাওয়ায় ভাইস্যা যায় ॥+
কঙ্কধর বাজায় বাঁশি নদীর কিনারে।+
ঘর ছাইড়্যা লীলা যায় পানি ভরিবারে ॥+
ঘাটে ত যাইয়া কন্যা শুনে বাঁশির গান।+
দিনে দিনে বুঝে কন্যা পরাণের টান[৯] ॥+

১। ফেরুসাই=বৈঠকী গান। ভাটিয়ালী গানের একটি সুরের নাম ফেরুসাই। ২। বারোমাসী=বিরহিনী নায়িকার বৎসরের বারোমাসের বিরহ-সূচক গান। ৩। বশ=বশীভূত। ৪। কই=কহি। ৫। বারতা=বার্তা, তাৎপর্য। ৬। সনে=সঙ্গে। ৭। গিরে=গৃহে। ৮। পরকাশ=প্রকাশ। ৯। টান=আকর্ষণ।

* 'সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে।'—মৈঃ গীঃ।

ঘরে বইসে গায় কন্যা কেউ নাই সে শুনে। +
আপন মন ভইর‍্যা উঠে আপন কণ্ঠের গানে ॥ +

"পরাণ বন্ধু রে
আমি কইতে নাইত পারি মনের কথা।—(দিশা) +
কাছে থাইক্যা আছ রে বন্ধু
তুমি কত দূর। +
আমার মন টাইন্যা লয় যে বন্ধু
তোমার বাঁশির সুর ॥ +
বাঁশি ত না বুঝে মোর
এই পুড়া মনের ব্যথা। +
আমি কইতে তো না পারি
মনের কথা ॥" +

"নদীর ঢেউ রে
আমি কইতে না পারি মনের কথা।—(দিশা) +
বামন হয়্যা চান্দের আশা
করে লোকে উপহাস। +
মনের কথা মনে থাক্‌ব
না হইব পর্‌কাশ ॥ +
তুমি তো রে নদীর ঢেউ
নিত্যি খেল তার সনে। +
জলে আইলে জিগাইও[১০] তারে
কি ভাবে সে মনে ॥ +

১০। জিগাইও = জিজ্ঞাসা করিও।

ঐ না বৃক্ষে ফুটে ফুল
বেইড়া[১১] আছে লতা।+
ঢাইক্যা রাখে লতায় ফুল
দিয়া ঘন পাতা।+
আমি কইতে ত না পারি মনের কথা॥+

"বন্ধু রে,
মনের কথা মনে রইল
আমি না কইলাম তোমারে॥—(দিশা)+
তুমি হইবা তরু রে বন্ধু
আমি হইবাম্ লতা।
বেইড়া রাখ্‌বাম্ যুগল চরণ
ছাইড়া যাইবা কোথা॥
তুমি রে ভোমরা বন্ধু
আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগ্যা আমি রে বন্ধু
ছাড়্‌বাম্ জাতিকুল॥
ধেনু বৎস লয়্যা রে বন্ধু
তুমি যাও যে বাথানে।
তোমার লাইগ্যা থাকি রে আমি
চাইয়া পন্থ পানে॥
নয়ানের কাজল রে বন্ধু
আরে বন্ধু, তুমি গলার মালা।
ঘরেতে পড়িয়া কান্দি
আমি সে একেলা॥

১১। বেইড়া=বেষ্টন করিয়া।

পন্থ নাই সে দেখিরে বন্ধু
আমার ঝরে আঁখির জল ।+
তোমায় না দেখিলে সইন্ধ্যায়
আমি হই যে পাগল ॥”+

“আশ্‌মানের পঙ্খীরে
তুমি কোথায় উইড়্যা যাও ।+
আমার মনের কথা শুইন্যা
আমার লীলারে বুঝাও ॥—(দিশা)+
ঐ না নদীর বাঁকে বাঁকে
অলছ্‌ তলছ্‌[১২] পানি ।+
ঐ মতন করিছে আমার
আকুল পরাণি ॥+
বাঁশির গানে জানাই কথা
সে শুনে কি না শুনে ।+
বাঁশি শুইন্যা কি ভাবে সে
কি বুঝে সে মনে ॥+
তুমিত আশ্‌মানের পঙ্খী
নানান্‌ দেশে যাও ।+
লীলার মনের কথা জাইন্যা
মোরে কইয়া যাও ॥”+

গোষ্ঠ হইতে সুরভী ঐ আসিতেছে ফিরি ।
ঐ শুনা যায় বাজে কঙ্কের মধুর বাঁশরী ॥

১২। অলছ তলছ্‌=ঘূর্ণিপাক ও তরঙ্গসঙ্কুল ।

পাগল হইয়া কন্যা ঘরতনে বাইরায়।+
ছুইট্যা গিয়া পন্থের ধারে একলা খাড়া রয়॥+
মন ভইর্যা উঠে তার মনের কথা গান।+
কঙ্কের মুখ দেইখ্যা মইলান ঝরে দুই নয়ান॥+

"আইস আইস পরাণের বন্ধু
বইস আমার কাছে।+
দেখিব তোমার মুখে
আর কত মধু আছে॥+
তোমায় শুইতে দিবাম্ রে বন্ধু
আমার অঞ্চল বিছান।+
মুখেতে তুলিয়া তোমার
দিবাম্ সাচিপান॥+
গলাতে গান্থিয়া দিবাম্
মালতীর মালা।+
ঝাড়িয়া পুছিয়া[১৩] দিবাম্
তোমার গায়ের ধূলা॥+
না যাইও না যাইও রে বন্ধু
আর ঐ চরাইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছে
তোমার সোনার তনু॥
আইস আইস সোনার বন্ধু
খাও রে বাটার পান।
তালের পাঙ্খায় বাতাস করবাম্
তোমার জুড়াইব পরাণ॥

১৩। পুছিয়া=মুছিয়া।

আহা রে পরাণের বন্ধু
তুমি ছিলা কই[১৪]।
তোমার লাইগ্যা রাইখ্যাছি ছিকায়
গামছা বান্ধা দৈ[১৫] ॥
গামছা বান্ধা দৈ রে বন্ধু
সাইল্যা ধানের চিড়া।
তোমারে খাওয়াইবাম্ রে আমি
সাম্‌নে থাইক্যা খাড়া ॥"

আইস্যাছে পরাণের বন্ধু পায়্যা বহু ক্লেশ।
ঘামেতে ভিজিয়া গেছে বন্ধুর মাথার কেশ ॥
আনিতে তালের পাঙ্খা লীলা ঘরে যায়।
গামছা* পাইত্যা শুয়ে কঙ্ক সেই না আঙ্গিনায় ॥
দুইজনার না মনের কথা কেউ কাউরে না বলে। +
মনের কথা মনে চাইপ্যা ঝরে আঙ্খির জলে ॥ +
শ্রীনাথ বাণিয়া কয় পিরীত বড়ো জ্বালা।
দণ্ডেক আদেখা হইলে মন হয় উতলা ॥।·

(৮)

এমন সময়ে কিবা হইল শুন বিবরণ।
কইব সগল কথা শুন দিয়া মন ॥

১৪। কই—কোথায়। ১৫। গামছা বান্দা দৈ=পূর্ববঙ্গে প্রস্তুত একপ্রকার উৎকৃষ্ট জমাট দধি।

* 'অঞ্চল—।।'—মৈঃ গীঃ

† 'দণ্ডেক আদেখা কন্যা না হও উতলা ॥'—মৈঃ গীঃ

সাগ্‌রিদ্[১]* লইয়্যা পঞ্চ পীর এক জন।
গোচারণ মাঠে আইস্যা দিল দরশন॥
বটগাছের তলাখানি চাঁছিয়া ছুলিয়া।
বাস করে পীর দর্‌গা স্থাপন করিয়া॥
নামডাকি[২] পীর তার বড়ো হেক্‌মত[৩]।
ধূলা দিয়া ভালো করে রুগী আসে যত॥
অন্তরের কথা পীর না দেয় কইবারে।
অপুনি কইয়া যায় অতি সুবিস্তারে॥
মাটী দিয়া বানায় মেওয়া[৪] কিবা মন্ত্রবলে।
শিশুগণে ডাইক্যা তারার[৫] হস্তে দেয় তুইলে॥
অবাক হইল সবে দেইখ্যা কেরামত্[৬]।
দরশন করিতে আইসে লোক শতে শত্॥
যে যাই-না[৭] মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেক্‌মত্ জাহির[৮] হইল দেশের মাঝার॥
চাউল কলা সিন্নি কত আইসে নিতি নিতি[৯]।
মোরগ ছাগল কইতর নাই তার ইতি[১০]॥
সাগরেদে জবাই কইর‍্যা সিন্নি লাগায়।+
সিন্নির কণিকামাত্র পীর নাই সে খায়॥
গরিব দুঃখীরে সিন্নি বিলায় ডাকিয়া।
কিছুই না রাখে ফকির ভোগের লাগিয়া॥+

১। সাগ্‌রিদ্=শিক্ষার্থী। ২। নামডাকি=লোকপ্রসিদ্ধ। ৩। হেক্‌মত=ক্ষমতা। ৪। মেওয়া=সুস্বাদু ফল। ৫। তারার=তাহাদের। ৬। কেরামত=অলৌকিক কার্য। ৭। যাই-না=যাহা কিছু। ৮। জাহির=প্রচার। ৯। নিতি নিতি=প্রত্যহ। ১০। ইতি=শেষ।

---

* 'সারগিদ—।'—মৈঃ গীঃ।

(৯)

বাথানে ছাড়িয়া ধেনু হস্তেতে লইয়া বেণু
ছায়াতলে বসিয়া মাঠেতে।
কঙ্কধর গায় গান শুনিলে জুড়ায় কান
যত সব রাখুয়াল সহিতে॥
সে মধুর গাহনা[১] শুনি দৌড়িয়া সকল প্রাণী
কঙ্কপানে সবে ছুইট্যা যায়।
পশুগণ ভূমিতলে পাখিগণ বইস্যা ডালে
শুইন্যা সবে শ্রবণ জুড়ায়॥
সুধামাখা গানে তার কুকিলা[২] মানয়ে হাইর[৩]
বীণা যন্ত্রী[৪] লাজেতে মৈলান।
যুবতী ব্যাকুল ঘরে যইবন সে আইসে ফিরে
নদী নালা বহে ত উজান।
বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
উচ্চ পুচ্ছে ছুইট্যা আইসে গোষ্ঠের যত ধেনু॥
আহা রে কঙ্কের বাঁশি ধরে কত মধু।
কাঙ্কের কলসী ভূমিত্ থইয়া[৫] শুনে কুলের বধূ॥

কঙ্কের মধুর গান পীরের কানে যায়।+
বাঁশির সুরে পীরসায়েবের পরাণ কাইড়্যা লয়॥+
এমন মধুর গীত কেবা করে আচম্বিত
শুইন্যা পীর ভাবে মনে মনে।
এ নয় ত সামান্য জন পীরের হইল মন
ডাকাইয়া আনে নিজস্থান।

১। গাহনা=সঙ্গীত। ২। কুকিলা=কোকিল। ৩। হাইর=পরাজয়।
৪। বীণাযন্ত্রী=সুদক্ষ বীণাবাদক। ৫। ভূমিত্ থইয়া=ভূমিতে থুইয়া।

পীরের নিকটে বসি 'মলয়ার বারোমাসী'[৬],
যবে কঙ্ক মধুরে গাইল।
আহা কিবা মনোহর অশ্রু বহে দর দর
শুইন্যা পীর মোহিত হইল॥
এইরূপে নিতি নিতি করে কঙ্ক গতায়তি[৭]
গায় গান পীরের সদনে।
ধেনু সে ছাড়িয়া মাঠে পীরের চরণে লুটে।
কাল কাটে ধর্ম আলাপনে॥
বুদ্ধিমন্ত অতি ধীর কঙ্করে দেখিলা পীর
মধু তার ঝরিছে বয়ানে[৮]।
আহা কিবা ভাব ভক্তি বাখানি কবিত্ব শক্তি।
কিবা রূপ জিনিয়া মদনে॥
ভাবে পীর মনে মনে "আইন্যা কঙ্কে নিজ-স্থানে
রাখবাম্ তারে শিষ্য বানাইয়া।
আইলে আমার স্থানে কঙ্ক অতি অল্প দিনে
মায়া মোহ যাইব কাটাইয়া॥"
দামোদর দাসে কয় এ ছেলে সামান্য নয়
গোবরে ফুইট্যাছে পদ্মফুল।
আন্ধাইরে[৯] জ্বইল্যাছে মণি নানান্ গুণে হইলা গুণী
উজালা[১০] করিয়া নিজ কুল॥

৬। মলয়ার বারোমাসী = একটি বিয়োগান্ত পালাগানের একাংশ। (পালাটি প্রকাশ করা হইবে।) ৭। গতায়তি = যাওয়া আসা। ৮। বয়ানে = মুখের কথায়। ৯। আন্ধাইরে = অন্ধকারে। ১০। উজালা = উজ্জ্বল।

(১০)

জুহরী জহর চিনে বানিয়ায় চিনে সোনা।
পীর প্যাগম্বরে চিনে সাধু কোন জনা॥
পীরের কেরামতির কাণ্ড অদ্ভুত দেখিয়া।*
কঙ্কের পরাণ গেল মোহিত হইয়া।
একে ত বালক বুদ্ধি তায় মনে দাগা[১]।+
শান্তি পাইবার লাইগ্যা খুইজ্যা পাইল জাগা[২]॥+
পীরের নিকটে কঙ্ক ভক্তিপূর্ণ মনে।
চরণে লুটায় তারে দেবতার জ্ঞানে॥
নিজের যে জাতি ধর্ম সকলি ভুলিয়া।
পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া॥
দীক্ষিত হইলা কঙ্ক যবন পীরের স্থানে।
সর্বনাশের কথা গর্গ কিছুই না জানে॥
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখয়ে কালাম[৩]।
জাতি ধর্ম নাশ হইল রটিল বদনাম॥
পীরের নিকটে যায় লীলা নাই সে জানে।
গতায়তি করে কঙ্ক অতি সংগোপনে॥
ভুক্তিমুক্তি তন্ত্র মন্ত্র দেহ প্রাণ মন।
অচিরে গুরুর পদে কৈল[৪] সমর্পণ॥
গুরুতে বিশ্বাস যার গুরু ইষ্টধন।
দামোদর দাস কয় এই ভক্তের লক্ষণ॥

১। দাগা=দুঃখকষ্টের স্মৃতি। ২। জাগা=জায়গা, স্থান। ৩। কালাম =মুসলমান শাস্ত্রের তত্ত্বকথা ৪। কৈল=করিল।

* 'পীরের অদ্ভুত কাণ্ড সকলি দেখিয়া।'—মৈঃ গীঃ

(১১)

দেখিয়া শুনিয়া পীর কঙ্করে করিলা থির[১]
উপযুক্ত ভক্ত এই জন।
সত্যপীরের[২] পাঁচালী কঙ্করে লিখিতে বলি
একদিন হইলা অদর্শন॥
গুরুর আদেশ মানি লিখিয়া পাঁচালীখানি
পাঠাইলা দেশ আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা ব্যক্ত হইল যথা তথা
দেশ পূর্ণ হইল তার যশে॥
কঙ্ক আর রাখাল নয় কবি কঙ্ক লোকে কয়
শুইন্যা গর্গ ভাবে চমৎকার।
হিন্দু আর মুসলমানে সত্যপীর সবে মানে
পাঁচালীর হইল সমাদর॥
যেই পূজে সত্যপীরে কঙ্কের পাঁচালী পড়ে
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।
বুঝি কঙ্কের দিন ফিরে রঘুসুতে কয় ফেরে[৩]
দুঃখিতের দুঃখ নাইত যায়॥

জানিয়া শুনিয়া কানে ভাবে গর্গ মনে মনে
নহে কঙ্ক সামান্য মানব।
ভক্তিমান অতি ধীর গর্গ কৈলা[৪] মনে থির
কঙ্কে ঘরে[৫] তুলিয়া লইব॥

১। থির=স্থির। ২। সত্যপীরের=সত্যনারায়ণের। ৩। ফেরে=ভাগ্য বিপাকে। ৪। কৈলা=করিল। ৫। ঘরে=জাতিতে।

পণ্ডিত সমাজিগণে[৬] একত্র করিয়া ভণে[৭]
"এই কঙ্ক ব্রাহ্মণ তনয়।
জ্ঞানমানে[৮] নাই সে রয় চণ্ডালের অন্ন খায়
ঘরে নিতে নাইত সংশয়[৯] ॥
এতেক শুনিয়া নন্দু[১০] আর যত গোঁড়া হিন্দু
কয় সবে মাথা নাড়াইয়া।
আমরা সম্মত নই আর শুন সবে কই
লও কঙ্কে মোদের ছাড়িয়া ॥
জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন যেই জন খায়।
যে তারে সমাজে তুলে সেই ত ব্রাহ্মণ নয়।
অনাচারে জাতি নষ্ট নষ্ট হয় কুল।
মাটিতে পড়িলে কেউ নাই সে তুলে ফুল ॥"
আর একদল ভয়ে গর্গে ডরাইয়া।
গর্গের কথায় কেবল গেল সায় দিয়া ॥
আদেখা হইলে তারা করে কত ফন্দি।
কঙ্কে না তুলিতে ঘরে খুঁজে অন্দিসন্দি[১১] ॥
কত তর্ক যুক্তি গর্গ সভায় দেখাইল।
পণ্ডিত সভায় তবু বিধান না দিল ॥
কেউ বলে তুলি ঘরে কেউ বলে নয়।
এই মতে নানান্ জনে বহু তর্ক হয় ॥

চাইর দিকে দাউ দাউ অনল জ্বলিল।
জ্বলিল সে গর্গ মুনি কঙ্ক ভস্ম হইল ॥

৬। সমাজিগণে = সমাজপতিদিগকে। ৭। ভণে = বিশদরূপে। ৮। জ্ঞানমানে = সজ্ঞানে। ৯। সংশয় = দ্বিধা। ১০। নন্দু = নিন্দুক (?)। ১১। অন্দিসন্দি = ছলছুতা।

,এমন সুখের ঘর পুইড়্যা হইল ছাই।
নিয়তি খণ্ডিতে পারে এমন সাধ্য নাই॥
*আছিল চণ্ডাল কঙ্ক সেই ছিল ভাল।
কঙ্কেরে নাশিতে সবে যুক্তি আটিল॥
নানান্ মতে সল্লা[১২] কইর‍্যা উপায় ঠিক করে।
সাপের মস্তকে যেমন মন্ত্র ধূলা পড়ে॥*

রটাইলা কঙ্ক নয় শুধু চণ্ডালের পুত।
মুসলমান পীরের কাছে হয়্যাছে দীক্ষিত॥
আর এক কথা রটায় না যায় কওন[১৩]।
কঙ্কেরে সোঁইপ্যাছে লীলা জীবন যইবন॥
মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়া।
কলঙ্কী হয়্যাছে লীলা কুল ভাঙ্গাইয়া॥
একেত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধ মতি।
কলঙ্ক রটাইল তার যত দুষ্ট মতি॥

(১১)

কন্যার কলঙ্ক শুইন্যা গর্গ জ্ঞান হারাইল।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র বুঝিতে নারিল॥

১২। সল্লা = কুপরামর্শ। ১৩। কওন = কথন।

— 'আছিল চণ্ডাল কঙ্ক হইল ব্রাহ্মণ।
কঙ্কেরে নাশিতে যুক্তি করে দ্বিজগণ॥
নানা মত ভাবি তারা উপায় করিল।
সাপের চখেতে যেন ধূলা পড়া দিল॥'—মৈঃ গীঃ।

বুদ্ধিভ্রষ্ট গর্গমুনি ভাবে মনে মনে ।+
"চণ্ডালে আনিয়া ঘর পুড়িল আগুনে ॥+
দুগ্ধ দিয়া কাল সাপে কইর‍্যাছি পালন।
ফাক পায়্যা সেই সাপে কইর‍্যাছে দংশন ॥
দূরে খেদাইলে তবু মিটে নাই ত আশ্[১] ।
স্বহস্তে করিবাম্ আমি কঙ্কেরে বিনাশ ॥
কি কলঙ্ক দিল কুলে কওন[২] না যায়।
কঙ্কেরে বধিয়া পরে বধিব লীলায় ॥
তারপর প্রবেশিয়া জলন্ত আগুনে।
পরাচিত্ত[৩] করবাম্ নিজ শরীর দাহনে ॥"

লজ্জা আর ভয়ে ত গর্গ পাগল হইয়া ।
এখানে সেখানে যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥
কলঙ্ক রইট্যাছে লীলা কিছুই না জানে ।+
বাপের ভাব দেইখ্যা তার ভয় হইল মনে ॥+
ভয়ে ত লীলার চক্ষু ভইর‍্যা উঠে জলে।
ক্রোধস্বরে গর্গ তারে ডাক দিয়া বলে ॥
"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
তরাতরি ঘাটে যাও জলের কারণ ॥*
শীঘ্রগতি আন্‌বা জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হয়্যা ॥
কুস্বপন দেইখ্যাছি আমি কাইল নিশাভাগে।
দেবতা যে চইল্যা যান তেই[৪] সে বিরাগে[৫] ॥

১। আশ্ = আপশোষ, ক্ষোভ। ২। কওন = কথন। ৩। পরাচিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত। ৪। তেই = সেই কারণে। ৫। বিরাগে = অপ্রসন্ন হইয়া

* 'ঝাটহ জলের ঘাটে করহ গমন ॥'—মৈঃ গীঃ

জল লয়্যা তুমি আইবা[৬] অতি তরাতরি।
স্বহস্তে মন্দির আমি পরিষ্কার করি॥
অপবিত্র ঘরখানি পবিত্র করিব।
জনমের তরে শেষ পূজায় বসিব॥"

সুশীলা সরলা লীলা কিছু না বুঝিল।
ভয়েতে সে কোনো কথা নাইত জিগাইল॥
বাপের আদেশে লীলা নদীর ঘাটে যায়।
মনেতে ভাবিয়া কিছু খুঁইজ্যা নাই সে পায়॥
"দৈবেতে ঘটাইলা কিবা অঘট ঘটন[৭]।
আইজ কেনে পিতা মোর হইলা এমন॥
পরম সুস্থির পিতা পণ্ডিত সুজন।+
শত্রুরে না ক্রোধ করে সদা খুশীমন॥+
সর্বজীবে দয়া যার জীবন আচার[৮]।+
আইজ কেনে এমন হইল পিতা সে আমার॥"+

গাগরী তুলিয়া কাঁকে লীলা যায় জলে।
পথ নাই সে দেখে কন্যা নয়ানের জলে॥
ভাবিতে ভাবিতে লীলা যায় যে চলিয়া।
কইতে লাগিলা গর্গ পশ্চাতে ডাকিয়া॥
"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমি সে আনিবাম্ জল দেবের কারণ॥
কলসী থইয়্যা[৯] তুমি যাও ফিইরা ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইয়্যাছে কুকুরে॥

৬। আইবা=আসিবে। ৭। অঘট ঘটন=অসম্ভব ঘটনা। ৮। জীবন আচার=জীবন ব্রত। ৯। থইয়্যা=থুইয়া।

পিতার আদেশে লীলা ঘরে ত ফিরিল।
কলসী লইয়া গর্গ ঘাটেতে চলিল ॥
লেইপ্যা পুইছা[১০] মন্দির ঘর পবিত্র করিয়া।
লীলার হস্তে তুলা ফুল দিলা ফালাইয়া ॥
সিংহাসন শালগ্রাম সগল ধুইল।
সিনান করিয়া তবে পূজায় বসিল ॥
দেবপূজা করিয়া গর্গ দেবের মন্দিরে।
বিশ্রাম করিতে গেল শয়ন আগারে ॥*

প্রতিদিন পূজাকার্য সমাপন করি।
লীলারে ডাকিয়া অন্ন চায় তড়াতড়ি ॥†
নিজ হস্তে লীলা করায় বাপেরে ভোজন।
আইজ নাই সে ডাকে লীলারে কিসের কারণ ॥
ভাইব্যা চিন্তিয়া লীলা কিছুই না পায়। +
একেলা ঘরেতে বইস্যা কাইন্দ্যা ভাসায় ॥ +
এমন হইলা পিতা কিসের কারণ।
কোনো দিন দেখে নাই পিতার বিরস বদন ॥

কান্দিতে কান্দিতে লীলা দেখিবারে পায়।
চুপিসারে[১১] পিতা তার রসুই ঘরে যায় ॥ +

১০। লেইপ্যা পুইছা=লেপিয়া ও মুছিয়া। ১১। চুপিসারে=নিঃশব্দ সতর্কতার সহিত।

* 'বিশ্রাম করিয়া গেল ভোজন আগারে ॥'—মৈঃ গীঃ।
† 'লীলায় ডাকিয়া কহে অতি তাড়াতাড়ি ॥'—মৈঃ গীঃ।

ভোজন আগারে গর্গ চায় চারিদিগে।
মানুষ জন নিকটে নাই ভালো কইর‍্যা দেখে ॥
কঙ্কের লাগিয়া ভাত লীলা যত্ন করি।
টানাইয়া রাখে ঘরে কাগমলার[১২] উপরি ॥
কৌটা খুইল্যা সেই অন্নে বিষ মিশাইল।
গোপনে থাকিয়া লীলা সগ্‌গল দেখিল ॥
দেইখ্যা বুইঝ্যা লীলার ত উড়িল পরাণ।
নিদয়া হইয়্যাছে পিতা হইয়্যাছে পাষাণ ॥

কপালের লেখা হায়রে কে খণ্ডাইব বল।
রঘুসুত কয় ইতে[১৩] হইব বিপরীত ফল ॥*

(১২)

বাথান হইতে সঙ্গে সুরভী[১] লইয়া।
যথাকালে কঙ্কধর আইল ফিরিয়া ॥
সিনান করিয়া কঙ্ক ঘরে ত যাইয়া।
দেখে লীলা ভাত লয়্যা কন্দিছে বসিয়া ॥
কঙ্ক বলে "লীলা দেবী কান্দ কি কারণ।
গিরেতে[২] ঘইট্যাছে কিবা অঘট ঘটন ॥
গোষ্ঠ থাইক্যা[৩] ফিরা পন্থে দেখি অমঙ্গল।
সুরভী মুখেতে নাই সে লয় ঘাস জল ॥

১২। কাগমলা=খাদ্য রাখিবার জন্য ঝুলানো কাঠে নির্মিত সিকা।
১৩। ইতে=ইহাতে।

১। সুরভী=গাভীর নাম। ২। গিরেতে=গৃহে। ৩। থাইক্যা=হইতে।

* 'রঘু সুতে কহে হিতে বিপরীত ফল ॥'—মৈঃ গীঃ।

আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ থাইক্যা আসি।
জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে বসি॥
আইজ কিবা অপরাধ কইর‍্যাছি চরণে।
জিগাইয়া[৪] উত্তর না পাই কি কারণে॥”

কঙ্কের কথায় লীলা কিছু নাই ত কয়।+
মাথা হেট কইর‍্যা কন্যা কান্দিয়া ভাসায়॥+
পাষাণের মূরতি লীলা দাণ্ডায়্যা অচল।
দুই চক্ষু বইয়া তার ঝরে চউক্ষের জল॥
দেইখ্যানা লীলার কান্দন দুঃখিত অন্তরে।+
কথা নাইত সরে কঙ্কের হৃদয় বিদরে॥+
আরবার কয় কঙ্ক “দেবী তোমারে জিগাই।
তোমারে কান্দিতে আমি কভু দেখি নাই॥
আইজ কেনে বসুমতী কাইন্দ্যা ভিজাও।
কথা যদি নাই সে কও মোর মাথা খাও॥
জানিত কি অজানিত অথবা স্বপনে।
কইর‍্যাছি কি অপরাধ নাই ত আইসে মনে॥”

বহুক্ষণ পরে লীলা অতীব যতনে।
কান্দা থামায়্যা[৫] কঙ্কে কইল গোপনে॥*
“আমার মিন্নতি রাইখ্যা শুন কঙ্কধর।
পলাইয়্যা যাও গো তুমি দূর দেশান্তর॥
মনুষ্য বসতি নাই নাই পিতা মাতা।
যে দেশে বান্ধব নাই তুমি যাও তথা॥

৪। জিগাইয়া=জিজ্ঞাসা করিয়া। ৫। থামায়্যা=থামাইয়া

* ‘কান্দিয়া কান্দিয়া কঙ্কে কহিল গোপনে॥”—মৈঃ গীঃ

কাল গরলের বিষ অন্নে মাখাইয়া।
আইন্যাছে রাক্ষসী লীলা তোমার লাগিয়া ॥*
নাই রে দয়া নাই রে মায়া পাষাণ কইর‍্যা হিয়া।†
আইজ রাক্ষসী হয়্যাছে লীলা মনুষ্য হইয়া ॥"

লীলার কথায় কঙ্ক অবাক্কি[৬] হইল।+
ভাইব্যা নাই সে পায় কোথায় কি দোষ ঘটিল ॥+
আর বার জিগাইল দুঃখী কঙ্কধর।+
"কে দিলা অন্নেতে বিষ কি দোষ আমার ॥+
জন্মিয়া না দেখিলাম বাপ আর মায়ে।+
চণ্ডালের ঘরে ছিলাম চণ্ডাল পুত হইয়ে ॥+
সেও ঘর ভাইঙ্গ্যা গেল শ্মশান হইল বাসা।+
শ্মশান থাইক্যা আইন্যাছে পিতা মনে কত আশা ॥
চণ্ডালের পালিত পুত্র আমি ত চণ্ডাল।+
চণ্ডালের মতন থাকি নাই ত জঞ্জাল ॥+
বাইরে থাকি বাইরে খাই না উঠি ঘরেতে।+
গরু লয়্যা গোষ্ঠে যাই সেই না পর্‌ভাতে ॥+
সারাদিন কাইট্যা যায় বনে আর বাথানে।+
সইন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরি আনন্দিত মনে ॥+
পিতা মোরে শিক্ষা দেন করিয়া যতন।+
সাধ্যমত সেবি আমি পিতার চরণ ॥+
পরম পবিত্র স্থান এই গির[৭] খানি।+
এমন সুখের ঘরে কে দিল আগুনি ॥"+

৬। অবাক্কি=বাক্‌শক্তি রহিত। ৭। গির=গৃহ।

* 'আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুঁজিয়া ॥'—মৈঃ গীঃ
† 'নাহি দয়া নাহি মায়া পাষাণ তার হিয়া।'—মৈঃ গীঃ।

তবে লীলাবতী অতি গোপন করিয়া।+
গর্গের সকল ফন্দি দিলা জানাইয়া॥+
"সরল পিতারে দুষ্ট লোকে ত ছলিল।+
সর্বনাশ হেতু দুষ্ট লোকে যুক্তি দিল॥+
তোমার লাগিয়া পিতার জাতি হইল নাশ।+
তোমারে বধিব সবে এই কইর‍্যাছে আশ॥+
মুসলমান হইলা তুমি চণ্ডালের পুত।+
আমারে কইর‍্যাছে সবে তোমার যমদূত॥+
কেমন কইর‍্যা কিবা আমি পরাণে ধরাই।
নিজ হস্তে বিষ-অন্ন তোমারে খাওয়াই॥
আইজ তুমি দূরদেশে যাওরে পলাইয়া।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া॥
শুন শুন শুন রে কঙ্ক আমার বচন।
যাইবার কালে দেইখ্যা যাও লীলার মরণ॥"

শুইন্যা ত লীলার কথা কঙ্ক চমৎকার।
পন্থ নাই সে দেখে চউক্ষে দেখে অইন্ধকার॥*
নিদারুণ কথা কঙ্ক শুনিলা যখন।
মস্তকে হইল যেমন বজ্রের পতন॥
ক্ষণেক থাকিয়া লীলারে কয় ধীরে ধীরে।
"দুষ্টের ছলনে[৮] পিতা ভুইল্যাছে নিজেরে॥
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী মোর সাক্ষী দেব গণে।
স্বপ্নে নাই সে জানি পাপ পিতার চরণে॥

৮। ছলনে = ছলনায়।

* 'পন্থ নাহি পায় শুধু দেখে অন্ধকার॥—মৈঃ গীঃ।

পরম পণ্ডিত পিতা কিছুদিন পরে।
দুষ্টের ছলনা প্রভু পারিব বুঝিবারে ॥
শুন দেবী লীলাবতী আমার বচন।
কিছুদিন করবাম্ আমি তীর্থ ভ্রমণ ॥
রাখিবা পিতারে মোর অতি যত্ন কইরে।
ভ্রম দূর হইলে পিতার আইব[৯] আমি ঘরে ॥
অপরাধ যোগ্য কাম কিছুই না জানি।
সাক্ষী আছে চন্দ্র সূর্য দিবস রজনী ॥
পীরের কাছেতে আমি শিখ্যাছি যেইনা কথা।+
মোদের শাস্তরে আছে সেইসব বারতা ॥
যেই আল্লা সেই ঈশ্বর এক কইর‍্যা জানি।+
ভাষা ভেদে ঈশ্বর ভেদ নাই সে আমি মানি ॥
সকল ধর্মেতে দেখ সাধু যেই জন।+
এক মতে থাকে তারা এক আচরণ ॥+
এইসব তত্ত্বকথা পিতার মুখে শুনি।+
সর্ব ধর্ম এক হয় এই তত্ত্ব জানি ॥+
মনে করি বনে করি যত অনাচার।+
দেবতা ধরম সাক্ষী হয় ত আমার ॥+
মেলানি মাগি [১০] যে লীলা আইজ তোমার কাছে
আবার হইব দেখা পরাণ যদি বাঁচে ॥
কিছুকাল ঘরে লীলা রইবা[১১] একাকিনী।
সুরভী পাটলী[১২] তোমার রইল সঙ্গিনী ॥

৯। আইব=আসিব। ১০। মেলানি মাগি=বিদায় প্রার্থনা করি।
১১। রইবা=রহিবে। ১২। পাটলী=সুরভীর বৎসের নাম।

"আমার অভাগা কপাল। +
যেইনা ঘরে যাইরে আমি সেই ঘরে অকাল ॥—
(দিশা) +

আমার নাইরে পিতা নাইরে মাতা
নাইরে বন্ধু ভাই।
যেইনা দিকে কপাল যায় সেইনা দিকে যাই॥
রইল রইল রইল রে লীলা
ঐনা তোতা শারী।
ক্ষীর সর দিয়া তারে পাইল[১৩] যতন করি॥
রইল রইল রইল রে লীলা
পুষ্প তরু যত।
জল সেচন দিয়া তাদের পাইল অবিরত॥
রইল রইল রইল রে লীলা
ঐনা মালতীর লতা।
আইজ হইতে শেষ হইল তোমার মালা গাঁথা॥
সুরভী পাটলী রইল লীলা
আমার প্রাণের দোসর।
তৃণ জল দিয়া তারার[১৪] করিও আদর॥
আমার লাইগ্যা হয়রে যদি
তারা দুঃখমনা।
গায়ে হাত বুলাইয়্যা করিও সান্ত্বনা॥
গৃহের দেবতা রইল লীলা
শালগ্রাম শিলা।
শুদ্ধমনে দেবপূজা করিও তিন বেলা॥

১৩। পাইল=পালন করিও। ১৪। তারার=তাহাদের।

দেবের পূজায় রে লীলা
হেলা না করিও।
সর্বনাশ ঘটিব তবে নিশ্চয় জানিও ॥
তোমার আমার গুরু রে লীলা
রইলেন বৃদ্ধ পিতা।
জীবনে মরণে জান্‌বা সাক্ষাৎ দেবতা ॥
এমন দেবতা পূজায় রে লীলা
না কর হেলন।
ইহ-পর-কাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ ॥
অত্যাচার আইসে রে যদি
লইও শির পাতি।
নারায়ণে স্মরিবা সদা অগতির গতি ॥
দুঃখ না করিও রে লীলা
তুমি আমার লাগিয়া।
আবার হইব দেখা আমি আইব ফিরিয়া ॥*
তোমার কাছে বিদায় লয়্যা
আইজ অমি যাই।†
বিপদে করিব রক্ষা তোমারে গোসাঁই ॥
আর এক কথা রে লীলা
শুন আমার নিবেদন।+
অভাগা বলিয়া কঙ্কে করিও স্মরণ ॥+
ঘরে আছে পোষা পাখি
ঐ না হীরামন সারী।
তাহারে ডাকিও লীলা কঙ্ক নাম ধরি ॥”

* ‘আবার হইবে দেখা আসিলে বাচিয়া ॥’—মৈঃ গীঃ।
† ‘আজ হতে মনে কইর কঙ্ক আর নাই।’—মৈঃ গীঃ।

(১৩)

বিরলে বসিয়া কঙ্ক ভাবে মনে মন।
"সেই না দেশে যাইব যথায় নাই সে মানুষ জন ॥
কেউ না করিব খোঁজ কিবা নাম ধাম।"
এমন সময় হায় হইল কোন কাম ॥
দৌড়্যা আইল লীলা কঙ্কের কাছারে।*
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ বাক্য নাই সে সরে ॥
"আমার বচন ধইর‍্যা শীঘ্র কইর‍্যা আইস।
আশ্রমে ঘইট্যাছে আইজ কিবা সর্বনাশ ॥
সুরভী ভূমিতে পইড়্যা হইল অচেতন।
বুঝি তারে কাল সাপে কইর‍্যাছে ডংশন ॥
কাল গরলের বিষে সুরভী ঢলিল।
আইজ থাইক্যা আমাদের কপাল ভাঙ্গিল ॥
পিতারে না খুঁইজ্যা পাই গৃহে কোনো স্থানে।+
কুথায় গিয়া আছে পিতা কেউ নাই সে জানে ॥+
বিচ্‌রাইয়্যা[১] আন তুমি ওঝা একজন।
সুরভীর কাছে আমি যাই ততক্ষণ ॥"

দৌড়াদৌড়ি কইর‍্যা দুইজনা ছুইট্যা যায়।
ছট্‌ফট্‌ করে ধেনু বিষের জ্বালায় ॥
লীলারে ডাকিয়া কঙ্ক ত্বরিতে সুধাইল।
বিষমাখা ভাত লীলা কুথায় রাখিল ॥

১। বিচ্‌রাইয়্যা=খুঁজিয়া।

* 'দৌড়িয়া আসিয়া লীলা সুধায় কঙ্কেরে।'—মৈঃ গীঃ।

বেতের ডোগার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
আঙ্গুল তুইল্যা লীলা দিল দেখাইয়া ॥
খালি থাল পইড়্যা আছে ভাত থালে নাই।
সুরভী খাইয়্যাছে ভাত আর সন্দে[২] নাই ॥
মনে মনে ভাবে কঙ্ক কি হইল হায়।
কালেতে খাইল যারে কি কইর্‌ব ওঝায় ॥
কঙ্ক বলে "লীলা দেবী হইল সর্বনাশ।
কিবা ক্ষতি যদি মোর হইত প্রাণ নাশ ॥
দেবতা মোদের প্রতি বিরূপ হইল।
ঠাকুর বাড়ীতে হায় গোহত্যা ঘটিল ॥"

আকুল হইয়্যা লীলা কান্দিতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে হায় রে সুরভী মরিল ॥
পরে ত উইঠ্যা না লীলা গেল রসুই ঘরে।
আইঞ্চল পাইত্যা শুইল লীলা ভূমির উপরে ॥
সারা রাইত কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা রজনী পোষায়[৩]।+
না আইল গর্গমুনি রাইতের বেলায় ॥ +

আড়াই প্রহর রাইতে কঙ্ক কি কাম করিল।
নিম্ববৃক্ষ তলে যাইয়া শুইয়া রইল ॥
ঘুমে নাই সে ঢুলে আঁখি উঠ্‌বইস্ করে।
বিষম চিন্তার কীট পশিল অন্তরে ॥
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা আইস্যা দেখিল স্বপন।
বড়ই আশ্চর্য কথা শুন সভা জন ॥

২। সন্দে=সন্দেহ। ৩। পোষায়=পোহায়, কাটায়।

স্বপনে দেখিল কঙ্ক রাইত শেষের কালে।
শ্মশান থলাতে[৪] পইড়্যাছে জ্বলন্ত অনলে'।।
চৌদিকে পিচাশ করে তাণ্ডব নির্ত্তন[৫]।
কান্দে কঙ্ক 'পরাণে মরি রাখ মোর জীবন।।'
পিচাশে না শুনে তার কাতর কান্দন।+
হেনকালে আইল এক না দেবতা ব্রাহ্মণ।।+
রক্ত গৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া।
মুখেতে মধুর হাসি কত দয়া মায়া।।
পশ্চাতে হইছে তার হরি-সংকীর্তন।+
কত লোক কীর্তনের ভাবে নিমগন।।+
কুথায় গেল পিচাশের দল কুথায় আগুন জ্বালা।+
চৌদিকেতে আইস্যা পড়ে সুন্দর ফুলের মালা।।+
মহাপুরুষ আইস্যা আগুন নিবাইয়্যা দিল।+
নিদারুণ ভয় হইতে কঙ্কে বাঁচাইল।।+
স্বপনে আদেশ তার পাইয়্যা কঙ্কধর।
পর্‌ভাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বইল্যা তেজিল যে ঘর।।
কপালের দোষে যেমন রামের বনবাস।+
দামোদর দাস কয় গর্গের হইল সর্বনাশ।।+

(১৪)

পরভাতে উঠিল লীলা কঙ্কের উদ্দেশে।
আউলা মাথার কেশ কন্যা পাগলিনী বেশে।।
পর্‌থমে দেখিল লীলা কঙ্কের শয়ন ঘরে।
শূন্য শেজ[১] পইড়্যা আছে কঙ্ক নাই ঘরে।।

৪। থলাতে=স্থলে। ৫। নির্ত্তন=নর্তন। ১। শেজ=শয্যা।

গোয়াল ঘরেতে লীলা ধায় পাগলিনী।
শূন্য গোয়াইল পইড়্যা আছে দেখে অভাগিনী ॥
ঘরতনে বাইর হইল লীলা কঙ্করে খুজিতে।+
কুথায় না পায় লীলা তাহারে দেখিতে ॥

এই না বনের পাখি রে।+
ক্ষীর সর খাইয়া রে পাখি পোষ নাইত মানে রে।+
—(দিশা)

আরে হেমন্তে জোয়ারের পানি
নদী যায় রে উজানিয়া।
নদীর কিনারে কন্যা
বেড়ায় কঙ্কেরে খুজিয়া ॥
নয়ানেতে নাইরে নিদ্রা
কন্যার পেটে নাই রে অন্ন।
সর্বস্থান খুইজ্যা দেখে
লীলা কইর‍্যা তন্ন তন্ন ॥
এক স্থানেতে শতবার
লীলা করে বিচরণ।
কুথায় কঙ্ক রইলা বলি
লীলা ডাকে ঘনে ঘন ॥
মালতী বকুলে লীলা
হায় রে জিজ্ঞাসে বারতা।+
'তোমরা নি দেইখ্যাছ আমার
কঙ্ক গেল কুথা' ॥+
পোষমানা পাখিরে কন্যা
আরে কান্দিয়া সুধায়।

'তোমরা নি দেইখ্যাছ আমার
কঙ্ক গিয়াছে কুথায়' ॥
উইড়্যা উইড়্যা যায় ভোমরা
বইসে মালতীর ফুলে।
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা
ভাইস্যা আখির জলে ॥
দিন রাইত নাই রে কন্যার
কন্যা হইল পাগলিনী।+
কে তারে রাখিব ঘরে
কন্যার নাইরে জননী ॥+
মনের বেদনা কন্যার
কইবার নাইত কেউ।+
পূবাইল[২] বাতাসে যেমন
কাছার[৩] ভাঙ্গা ঢেউ ॥+
বস্ত্র না সম্বরে কন্যা
নাই সে বান্ধে চুল।
আইজ হইতে আশা কন্যার
হইল রে নির্ম্মূল ॥
আইজ হইতে গেল রে কঙ্ক
হায় সন্ন্যাসী হইয়া।
অভাগিনী লীলার বইক্ষে
বিরহ শেল দিয়া ॥*

২। পূবাইল=বর্ষাকালে পূর্বদিক হইতে আগত। ৩। কাছার: নদীর খাড়া পাড়ি।

* 'অভাগিনী লীলার না বুকে শেল দিয়া ॥'—মৈঃ গীঃ

য়াইবার কালেতে লীলার
সঙ্গে না হয় দেখা।
এই ছিল সুন্দরী কন্যার
হায়রে কপালেতে লিখা॥
লীলারে দেখিয়া কান্দে
ঐ না বনের পশুপাখি।+
কঠিন মানুষের হিয়া
এমন নাই ত দেখি॥+

(১৫)

গর্গের হইল কিবা শুন দিয়া মন।+
চৌদিকে পাগল প্রায় করিল ভর্‌মন[১]॥+
ক্রমে দিন গত হইল রবি অস্ত যায়।
আশ্রমে না আইল গর্গ ঘুইর‍্যা বেড়ায়॥
ভাবনা চিন্তায় পণ্ডিত পাগল হইল।+
কন্যারে বধিতে শেষে মনে স্থির কৈল[২]॥+
দেবের মন্দিরে হইল পিচাশের থানা[৩]।
এমন পূজার ফুলে কীটে দিল হানা॥
কলঙ্ক ঘাটিয়া[৪] নিল চান্দের পসর[৫]।
দেবের অমৃত ভোগ[৬] খাইল বানর॥
গৃহ না ছাড়িয়া গর্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।+
কেমনে বধিব কন্যা ভাবে মন দিয়া॥+

১। ভর্‌মন=ভ্রমণ। ২। কৈল=করিল। ৩। থানা=আড্‌ডা। ৪। ঘাটিয়া=বিকৃত করিয়া। ৫। পসর=জ্যোৎস্না, সম্পত্তি। ৬। ভোগ=নৈবেদ্য।

"আর না ফিরিবাম্ রে আমি
ঐ না আশ্রমে আমার।
আগুনে পুড়ায়্যা কর্‌বাম্
সব ছারখার ॥
মনেতে কইর‍্যাছি স্থির
ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যারে
জলে ডুবাইয়া ॥"

সারা রাইত অনিদ্রায় পন্থে পন্থে ঘুরে।
পরভাত কালে আইসে গর্গ আপনার গিরে[৭] ॥
আইতে[৮] পন্থের মাঝে দেখে অমঙ্গল নানা।
চাইর দিকে যেন প্রেত পিচাশের থানা ॥
* কাগায় করে কা কা সাচানে[৯] করে রা[১০]।
ডাক শুইন্যা গর্গ মুনির কাঁইপ্যা উঠে গা ॥*
পথ কাটি[১১] শিবা যায় না চাইল ফিরিয়া।
ঝটিতে চলিল গর্গ আশ্রমে ধাইয়া ॥
পর্‌ভাতে আসিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে[১২]।
নয়ানেতে নিদ্রা নাই পাগলিয়া বেশে ॥

৭। গিরে = গৃহে। ৮। আইতে = আসিতে। ৯। সাচান = নিশাচর পাখি বিশেষ, ইহাকে 'কোক পাখি'ও বলে। ১০। রা = চিৎকার। ১১। পথ কাটি = সম্মুখের পথে এপাশ হইতে ওপাশে। ১২। প্রবেশে = প্রবেশ করে।

* 'কাক সাচানে করে দিবসেতে রা।
ডাক শুনি মুনির কাঁপিল সর্ব্ব গা ॥'—মৈঃ গীঃ

• চাইরদিকে শুন্যময় শুধু হাহাকার।
এত বেলা হইল কেউ না খুইল্যাছে দ্বার ॥
মালতী মল্লিকা পড়ে ঝড়িয়া ভূতলে।
ভমরা উড়িয়া যায় নাই সে বইসে ফুলে ॥
নাই সে খায় ফুলের মধু না দেয় ঝঙ্কার।
বিপদ ভাবিয়া মুনি চউক্ষে দেখে আইন্ধকার ॥
দেবালয়ে নাই সে হয় ভোরের আরতি।
কাইল বুঝি দেবগৃহে না জ্বইল্যাছে বাতি ॥
পোষনীয়া[১৩] পাখি যত নীরব খাচায়।
না ডাকে কঙ্করে তারা না ডাকে লীলায় ॥

আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিল তখন।
কাল বিষে সুরভী সে তেজেছে জীবন ॥
হাম্মা রবে পাটলী সে ডাকে মা মা বলি।
গর্গের পাষাণ প্রাণ দেইখ্যা গেল গলি ॥
কাতরে মায়ের কাছে মা মা কইর‍্যা যায়।
কভু আইস্যা গর্গের সে চরণে লুটায় ॥
লীলারে না দেখে গর্গ কঙ্ক গিরে নাই।+
পাগল হইয়া গর্গ ফিরে বিচ্‌রাই ॥+
লীলারে পাইল খুইজ্যা জলের ঘাটেতে।+
কন্যার মুখে শুনে কঙ্ক গেলা যেই মতে ॥+
লীলার কান্দনে গর্গ কান্দিতে লাগিল।+
নিজের কুবুদ্ধি স্মরি বিয়াকুল [১৪] হইল ॥

১৩। পোষনীয়া=প্রতিপালিত। ১৪। বিয়াকুল=ব্যাকুল।

পাষাণ দয়াল হয় লীলারে দেখিয়া ।+
দুশ্‌মন থামিয়া যায় আখি ফিরাইয়া ॥+
যাহার লাগিয়া গর্গ হয্যাছে সংসারী ।+
বিবাগী [১৫] হইয়্যা নাই সে ছাইড়্যা গেল বাড়ী ॥+
সেইত কন্যারে চাইল বধিতে পরাণে ।+
নিজের দুর্মতি ভাইব্যা কান্দে মনে মনে ॥+

এইমতে বহুক্ষণ কান্দিয়া পাগল মন
গর্গ পরে হইলা সুস্থির ।
নদীতে সিনান করি বাড়ীতে আইলা ফিরি
প্রবেশিলা দেবের মন্দির ।
কপাটেতে খিল দিয়া পূজায় বসিল গিয়া
চউক্ষে বয়[১৬] ধারা দর দর ।
বলি আইজ আত্ম দান দামোদর দাস ভণে
অশ্রুধারা পূজা উপচার ॥

(১৬)

বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনে ।
হত্যা[১] দিয়াছেন গর্গ দেবের চরণে ॥
অন্ন জল নাই সে খায় না খুলে দুয়ার ।*
ক্রমে কথা রাষ্ট[২] হইল সত্তর[৩] বাজার ॥

১৫। বিবাগী=বিরাগী, সন্ন্যাসী। ১৬। বয়=বহে।

১। হত্যা=সংকল্প সিদ্ধির জন্য আমরণ অনাহারে একাসনে অবস্থান, ধর্ণা। ২। রাষ্ট=প্রচার। ৩। সত্তর=সহর।

* 'অন্ন নাহি খায় গর্গ না খুলে দুয়ার ।'—মৈঃ গীঃ

শিষ্যগণ আশ্রমেতে আইস্যা ফিইর‍্যা যায়।
দুই দিন গত গর্গ বইস্যাছে পূজায় ॥
মন্দির দুয়ারে পইড়্যা লীলা হতভাগী। +
রাইত দিন কান্দে তার পিতার জীবন লাগি ॥ +
পেটে নাই রে ভাত কন্যার মুখে না দেয় পানি। +
দুইদিন চইল্যা যায় কেম্‌নে বাচিব পরাণি ॥ +

দুইদিন এক রাইত গেল রে কাটিয়া। +
না হইল দেবের দয়া গর্গ আছে ত বসিয়া ॥ +
দুই দিন পরে রাইতে দেবের দয়া হইল। +
অলক্ষ্যে থাকিয়া দেব্‌তা কইতে লাগিল ॥ +
"শুন শুন গর্গ আরে আমার বচন।
নারায়ণ বিরূপ তোমার হইল যে কারণ ॥*
আপন কন্যারে যেবা মারিতে যুক্তি করে।
পালিত জনেরে যেবা বিষ দিয়া মারে ॥
নারায়ণ তাহারে কভু না হয় সদয়। +
অতি হীন দুরাচার সেই নীচাশয় ॥ +
কোনো পাপ নাই সে করে কঙ্ক শুদ্ধমতি। +
লীলার নাই সে দোষ কন্যা শুদ্ধ সতী ॥ +
ব্রাহ্মণ সে কঙ্কধর পণ্ডিত সুজন। +
তার হস্তে কন্যা তুমি কর সমর্পণ ॥ +
লীলার সে তুলা ফুল দিয়াছ ফালাইয়া। +
নারায়ণে পূজ তুমি সেই ফুল দিয়া ॥ +

* 'শুন শুন শুন গর্গ দেবের বচন।
দেবতা বিরূপ তোমা হইল যে কারণ ॥'—মৈঃ গীঃ

দুষ্ট লোকে তুমি কভু না করিবা ভয়।+
নির্দোষেরে দোষ দিলা দুষ্ট নিচাশয়॥"

গয়বি[৪] আদেশ গর্গ শুনিলা শ্রবণে।
কঙ্কেরে মারিতে বিষ দিলা অকারণে॥
তেই[৫] না কারণে তার এতেক সর্বনাশ।
সেইনা বিষে সুরভীর হইল প্রাণনাশ॥
কান্দিতে লাগিলা গর্গ শুইন্যা দৈববাণী।+
কন্যার লাগিয়া হইল আকুল পরাণি॥
"না জাইন্যা না শুইন্যা আমি করলাম কুকর্ম।
আইজ হইতে আমারে ছাড়িল* শাস্ত্রধর্ম॥
শাস্ত্রজ্ঞান।· পণ্ড হইল গেল ইহপরকাল।
আপনার পায়ে আমি মারিলাম কুড়াল॥
সরলা সুশীলা কন্যা পাপ নাই সে জানে।
হাইন্যাছি[৬] কাটারির ঘা[৭] তাহার পরাণে॥
কি কইব পাপের কথা কইতে না জোয়ায়।
অভিসন্দি কইর‍্যাছি মনে মারিতে তাহায়॥
দেবের সমান যার অন্তর সরল।
হেন পুত্র বধিবারে আমি দিলাম হলাহল॥
আশ্রমে গো-হত্যা হইল আমার কারণ।
অগ্নিতে পশিয়া আমি তেজিব জীবন॥"

৪। গয়বি=দৈববাণী। ৫। তেই=সেই। ৬। হাইন্যাছি=হানিয়াছি
৭। কাটারির ঘা=ধারালো দায়ের আঘাত।

* '—ছলিল—॥'—মৈঃ গীঃ
† সর্ব্বধর্ম—।'—মৈঃ গীঃ॥

আঙ্গিনায় ফেলা ফুলে অঞ্জলী ভরিয়া তুলে
পূজা করে দেবের চরণ।
লীলার তুলা বাসি ফুলে পূজি প্রেম অশ্রুজলে
মুক্ত হইল গর্গের জীবন॥
পুন বসি পূজাসনে অশ্রু বয় দুই নয়ানে
কত মতে করে আরাধনা।
গো-হত্যা জনিত পাপ কেমনে হইব মাফ
সেই পাপে মুক্তির কামনা॥
অবশেষে অতি রুষ্ট দেবতা হইল তুষ্ট
তার অতি কঠোর সাধনে।
চতুর্থ দিবসে শুনি দেবতার দৈববাণী
ইষ্টদেব তুষ্টির কারণে॥
দুষ্টলোকে সবে মিলে চক্রান্ত করিয়া ছলে
অপাপ কঙ্কেরে খেদাইল।
বুঝিতে পারিয়া তবে ডাকাইয়া শিষ্য সবে
কঙ্কেরে আনিতে যুক্তি দিল॥

বিচিত্র মাধবে[৮] গর্গ ডাকিয়া সম্ভাষে।
"কঙ্কেরে খুজিতে তোমরা যাও দেশে দেশে॥
বহুদিন পুত্র জ্ঞানে পাইল্যাছি যাহারে।
হীরামন তোতা মোর কোথা গেল উড়ে॥
আমার দোষেতে পুত্র বিবাগী হইল।+
অভিমান কইর্যা কঙ্ক সংসার ছাড়িল॥+

৮। বিচিত্র মাধব=দুইজন শিষ্যের নাম

চাইর দিগে শুন্য দেখি তাহার কারণ।
দেশে দেশে ঘুইর‍্যা তারে কর অন্বেষণ॥
ভাইয়ের মতন তারে তোমরা কর স্নেহ।
কঙ্কের বিহনে মোর শূন্য হইল গেহ॥
মলিন চান্দের আলো ফুল হইল বাসি।
আমার লাগিয়া কঙ্ক হইল বৈদেশী[১]॥
যাও যাও বিচিত্র আর মাধব সুন্দর।
যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধর॥
সন্দেহ ঘুইচ্যাছে মোর কঙ্কধরের প্রতি।
এই কথা জানাইবা তারে করিয়া মিনতি॥
যতদিন না ফিরিবা কঙ্কেরে লইয়া।
ততদিন এইমত থাকিব বসিয়া॥
যদি নাই সে পাও তোমরা কঙ্কের দরশন।
তবে জাইন এইভাবে আমার মরণ॥
না খাইব অন্ন আর না ছুইব পানি।
এই রূপে অনাহারে তেজিব পরাণি॥"

বিচিত্র মাধব যায় কঙ্কে অন্বেষিতে।
ঘরে বইস্যা লীলাবতী শুনে সচকিতে॥
ভাই বইল্যা জানে লীলা বিচিত্র মাধবে।
বাপের না শিষ্য তারা বিদ্যার গৌরবে॥
দুই জনে ডাইক্যা আইন্যা মিনতি জানায়।+
কঙ্কেরে ফিরাইবার লাগি মাথার কিরা দেয়॥+

১। বৈদেশী = বিদেশবাসী।

"আমার কথা কইও কঙ্কের ঠাঁই।+
এ সংসারে বুড়া বাপ
আমার আর ত কেউ নাই ॥—(দিশা)+

কইও কইও কইও তারে
আমার জানায়্যা মিনতি।
সন্দে ঘুইচ্যা গেছে পিতার
মোর কঙ্কধরের প্রতি ॥

কইও কইও কইও আরও
তার পোষনিয়া পাখি।
ক্ষীর সর তেইজ্যাছে তারা
তোমারে না দেখি ॥

মাতৃহীন পাটলীরে
কেবা দিব তৃণ জল।
আশ্রমে এমন কেহ
আর নাই যে সম্বল ॥

আন্ধাইরে ঢাইক্যাছে আইজ
এই না চান্দের বাগান।
দেবের আশ্রম আইজ
হইয়্যাছে শ্মশান ॥

লাগাল[১০] পাইলে তারে
কইও করেতে ধরিয়া।+
আমার মাথার কিরা তারে
আসিও জানাইয়া ॥+

১০। লাগাল = দেখা, নাগাল।

আর যদি দেখা পাও
তারে কইও করে ধরি।
দোষ ঘাইট অপরাধের
আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি ॥"

লীলাবতীর কাছে দোয়ে বিদায় লইয়া। +
গর্গমুনির কাছে গেল চিন্তা যুক্ত হইয়া ॥ +
গুরু পদ ধূলি দোয়ে শিরে লইল তুলি।
আশীর্বাদ করে গর্গ হরি হরি বলি ॥
বিদায় হইয়া দোয়ে গুরুর চরণে।
বিচিত্র মাধব যায় কঙ্কের অন্বেষণে ॥
শ্রীনাথ বানিয়া কয় গর্গের এতেক বিড়ম্বন। +
দুষ্ট লোকের কথা শুইন্যা ঘটিল অঘটন ॥ +

(১৭)

অবধানে সভাজন শুন দিয়া মন।
বিরহিণী লীলার শুন যত বিবরণ ॥
বিচিত্র মাধব গেল কঙ্কে খুজিবারে।
গিরেতে থাকিয়া লীলা কোন কাম করে ॥
খাইতে না পারে অন্ন নাই সে ছুইয়ে[১] পানি।
ভূতলে পাতিল শয্যা কন্যা বিরহিণী ॥
চলিছে বিচিত্র মাধব কঙ্কের কারণে।
ঘরে বইস্যা লীলাবতী দুঃখে ভাবে মনে ॥
"অভিমানে কঙ্ক যদি ফিইর‍্যা না আইসে।
কেমনে হইব দেখা থাকিলে বৈদেশে ॥

১। ছুইয়ে = স্পর্শ করে।

কিজানি কঙ্কেরে তারা থুইজ্যা নাই সে পায়।
জীয়ন্তে না হইব দেখা কি হইব উপায়॥
আহা কঙ্ক কোথায় রইলা ছাইড়্যা আমায়।
তোমার মালঞ্চে ফুল আইজ বাসি হয়্যা যায়॥
পূবেতে উদয় রে ভানু তুমি পশ্চিমে অস্ত যাও।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কে তুমি দেখা নি[১]-গো পাও॥
এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাই সে পশে।
যাওয়া আসা ঠাকুর তোমার আছে সর্বদেশে॥
কইও কইও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি।
তাহার লাগিয়া আমি আইজ হইছি পাগলিনী॥
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
তোমার আলোকে চিনাইয়্যা পথ তারে দেশেতে
আনিও॥"

নদীর ঘাটে যায় কন্যা কলসী ভরিতে।+
সদাগরের ডিঙ্গা[২] যায় সেই নদীপথে॥+
ঘাটেতে ভিড়ায়্যা[৩] ডিঙ্গা মাঝি-মাল্লা নামে।+
বিরহিণী লীলা চাইয়া থাকে মাঝির পানে॥+
মনে মনে ভাবে কন্যা "এইনা ডিঙ্গা বাইয়া।+
কত দেশে যায় সাধু বেসাতি[৪] লইয়া॥+
"শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি-মাল্লাগণ।
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ॥
পাহাড় পর্বতে যাও ডিঙ্গাখানি বাইয়া।
লাগাল পাইলে কঙ্কে আনিও কইয়া॥

১। নি=কি। ২। ডিঙ্গা=প্রাচীন বাংলার বড়ো সদাগরী নৌকা।
৩। ভিড়ায়্যা=তীরে লাগাইয়া। ৪। বেসাতি=পণ্যদ্রব্য।

তাহার লাগিয়া আমি হইলাম উন্মাদিনী।
নদীর কিনারে বইস্যা কান্দি একাকিনী ॥
দিবস না কাটে মোর নাই সে পোষায়[৫] রাতি।
আমার দুঃখ কইও বন্ধে[৬] জানাইও মিনতি ॥
কইও কইও কইও আরে দুখুঃ বন্ধেরে জানাই।
মরিতে তাহার লীলার আর বেশী বাকি নাই ॥"

"শুন শুন নদী আরে
শুন আমার কথা।
তুমি ত অভাগী লীলার
জান মনের ব্যথা ॥
তুমি ত দরিয়া[৭] রে নদী
মোদের নদীর কূলে বাসা ।*
তুমি জান কঙ্ক লীলার
মনে কত আশা ॥
কত দেশে যাওরে নদী
তুমি বহিয়া উজান।
কোথাও নি শুইন্যাছ তুমি
কঙ্কের বাঁশির গান ॥†
পাহাড়ে পর্বতে নদী
তোমার যাওয়া আসা।

৫। পোষায়=পোহায়। ৬ বন্ধে=বন্ধুকে। ৭। দরিয়া=পর্বত হইতে সমুদ্রগামী।

---

*' তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কূলে তোমার বাসা।'—মৈঃ গীঃ

† 'কোথাওনি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান ॥'—মৈঃ গীঃ।

অভাগীরে ছাইড়্যা বন্ধু
কোথায় লইল বাসা ॥
লাগাল পাইলে কইও তারে
এইনা আমার কথা।
মিনতি জানায়্যা কইও
আমার দুঃখের বারতা ॥
আমার নিশ্বাসে শুকায় রে নদী
কান্দনে গলে শিলা।
প্রাণে মাত্র বাঁইচ্যা আছি
আমি অভাগিনী লীলা ॥*
সেও ত বেশী নয় রে নদী
আমার দিন যায় যে চলি।
মরিব অভাগী লীলা
আইজ কিম্বা কালি[৮] ॥
মরণ কালে দেইখ্যা যাইতাম
তার যুগল চরণ।
লাগাল পাইলে কইও নদী
লীলার দুক্কের[৯] বিবরণ ॥"

রাতে নাইরে নিদ্রা কন্যার
না শুকায় চউক্ষের পানি।+
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা
হইল উন্মাদিনী ॥+

৮। কালি = আগামীকল্য। ৯। দুক্কের = দুঃখের।

* 'প্রাণে মাত্র এইভাবে বাঁচি আছে লীলা ॥'—মৈঃ গীঃ।

ঘরে নাই রে মাও বইন
কে দিব সান্ত্বনা। +
লীলার মনের দুঃখ বুঝে
নাই রে হেন জনা ॥ +
বাউরী[১০] হইয়্যা লীলা
আকাশ পানে চায়। +
আকাশ বাতাস পশু পঙ্খী
সবারে সুধায় ॥ +

"রজনী কালের সাক্ষী তোমরা
শুন আশমানের চন্দ্র তারা।*
কোন দেশে হারাইয়্যা গেল
ও সেই আমার নয়ান তারা ॥
জাইগ্যা নিশি পোষাই রে আমি
তোমরা সবে জান।
কোন দেশে গেল সে বন্ধু
বইল্যা দেও সন্ধান ॥
সপ্ত সাগর তীরে তুমি
পর্বত অচল।
থির হয়্যা বইস্যা আছ
এইনা নিশাকাল ॥
অতি উচ্চে মাথা তুইল্যা
তোমরা পাও ত দেখিতে।†

১০। বাউরী = অর্ধ উন্মাদিনী।

---

* 'রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্র তারা।'—মৈঃগীঃ।
† 'অতি উচ্চে কর বাসা পাও ত দেখিতে।'—মৈঃ গীঃ

বন্ধ শুনি বন্ধু মোর
গেল কোন বা পথে ॥
শুন শুন শুন রে কথা
তোমরা যত তারাগণ।
তিলেকে বেড়াইতে পার
এ তিন ভূবন ॥
খুঁজিয়া দেখিও রে তারা
পিয়া আছে কোন স্থানে।
মরিবে অভাগী লীলা
রইল তার কানে কানে ॥
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে
আমি ছিলাম অচেতন।
অইঞ্চল খুলিয়া আমার
চোরে নিয়াছে রতন ॥
সেইনা রতন খুইজ্যা আমি
ঘুরিয়া বেড়াই।
কোন বা দেশে গেলে আমি
তারে খুইজ্যা পাই ॥
দিন যায় রে ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা
সইন্ধ্যায় আন্ধার আইসে।
দারুণ আন্ধাইর‍্যা নিশী
কাইট্যা যায় রে বইসে ॥
বর্ষাতিয়া[১১] রাইতের নিশী
আমি কান্দিয়া পোষাই।+

১১। বর্ষাতিয়া—বর্ষাকালে বৃষ্টিযুক্ত।

কে আমারে কইয়্যা দিব
কোথায় তারে পাই ॥+
কান্দিতে কান্দিতে আমার
অন্ধ হইল আখি।
কোন বা দেশে উইড়্যা গেল
আমার সোনার পঙ্খী ॥
এমন নিষ্ঠুর রে বিধি
আমার নাই ত দিলা পাখা।
পাখা পাইলে উইড়্যা যাইতাম
হইত বন্ধের সঙ্গে দেখা ॥*
দিবস রাইতের সাক্ষী তোমরা
তোমরা বনের তরুলতা।
তোমরা নি কইতে পার
আমার বন্ধ গেল কুথা ॥

কও কও তরুলতা কইয়্যা রাখো আমার প্রাণ।
দয়া কইর‍্যা কও মোরে তার পথের সন্ধান ॥
আর যদি শুনিয়া থাক সে যাইবার নি[১২] কালে।†
অভাগী লীলার কথা কিছু গিয়াছে নি বইলে ॥
যদি কিছু বইল্যা থাকে আরে কও তরুলতা।+
দয়া কইর‍্যা কইবা মোরে খাও আমার মাথা ॥"+

বৃক্ষের ডালেতে যদি পঙ্খী আইস্যা বসে।
কান্দিতে কান্দিতে লীলা তাহারে জিজ্ঞাসে ॥

১২। নি=সেই, কি।

* 'উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা ॥'—মৈঃ গীঃ।
† 'আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে।'—মৈঃ গী ঃ।

"উচা ডালে বইস রে পঙ্খী
তোমার নজর বহু দূর।
এই পথে নি যাইতে দেখ্‌ছ
আমার সোনার কঙ্কধর॥
কত দেশে যাও রে পঙ্খী
তোমরা উইড়্যা বেড়াও।
পূর্ণিমার চান্দে আমার
দেখিতে নি পাও॥
দেখিতে নি পাও রে তোমরা
আমার সেই হীরামণ্‌ তোতা।
দেখিলে জানাইও তারে
আমার এই দুঃখের বারতা॥
কইও কইও কইও রে পঙ্খী
তুমি আমার মাথা খাও।
লীলা অভাগীর দুঃখের কথা
যদি লাগাল তারে পাও॥"

পিঞ্জিরাতে পোষা শুক সারী থাকে বইসে।*
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে॥
"তোমরা তো পোষনীয়া[১৩] পাখি নাই সে থাক বনে।†
তোমরা সে কঙ্কের কথা ভুলিলা কেমনে॥

১৩। পোষণীয়া=প্রতিপাল্য

* 'পিঞ্জিরাতে সারীশুক গান করে বৈসে।'—মৈঃ গী।
† 'তোমরা ত পিঞ্জিরার পাখী নাহি থাক বনে।'—মৈঃ গী।

ক্ষীর সর দিয়া রে পাখি পালিল যে জন।
কেমনে তাহার কথা তোমরা হইলা বিস্মরণ ॥
এত যে বাসিয়া ভালো পালিল সকলে।
কি বলিয়া গেল রে বন্ধু যাইবার নি কালে ॥
কোন দেশে যাইব বলি সে কইল[১৪] ঠিকানা।
অবশ্য তোমাদের পাখি কিছু আছে জানা ॥
ধরিয়া সারীর গলা লীলা কইছে কান্দিয়া।
"আগে আগে চল রে সারী আমায় পন্থ দেখাইয়া ॥
উইড়্যা চলিতে রে পাখি আছে তোমার পাখা।
একদিন অবশ্য পন্থে পাইব কঙ্কের দেখা ॥"

উড়ায়্যা খাচার পাখি কয় লীলাবতী।
ফিরায়্যা কঙ্কেরে মোর আন্‌বা ঝটিতি ॥
উইড়্যা যাও রে হীরামণ্‌ তোতা
আরে তোতা উঠরে আকাশে।
শীঘ্রগতি চইল্যা যাও রে
আমার বন্ধু যেইনা দেশে ॥
দেখিলে শুনাইও রে তোতা
আরে তোতা আমার দুঃখের গান
বইল্যা কইয়্যা আইন্যা তারে
তুমি বাঁচাও আমার প্রাণ ॥
সম্পদ কালেতে পঙ্খী
সে যে পাইল্যাছে তোমায়।
ভুলিতে এমন জনে
পঙ্খী কভু না জোয়ায়[১৫] ॥

১৪। কইল=কহিল। ১৫। জোয়ায়=উচিত হয়।

পৃথিবী ভর্‌মিয়া পঙ্খী
তার করিও সন্ধান।
বারতা আনিয়া কঙ্কের
বাঁচাও লীলার প্রাণ ॥”
নয়ান চান্দে কয় পঙ্খী
তারে কোথায় পাইব দেখা।+
লীলা তারে বিদায় দিছে
সে চইল্যা গেছে একা ॥+

(১৮)

কাত্তিক মাসে কঙ্ক গেল আশ্রম ছাড়িয়া।+
শীতকাল কাটে লীলা আশায় পথ চাইয়া ॥+
বিচিত্র মাধব গেল কঙ্কের তালাসে[১]।+
মাঘ মাস কাইট্যা যায় ফিইর‍্যা নাইত আসে ॥+
শীত যায়্যা বসন্ত আইল বৃক্ষে নানান্ ফুল।+
মালঞ্চে দাঁড়ায়্যা লীলা কাইন্দ্যা আকুল ॥+

“এইনা ফাল্‌গুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী বকুল ॥
মধু লোভে যাও উইড়্যা ভমরা ভমরী।
বহু দিন নাই সে শুনি বন্ধুর বাঁশরী ॥
নানান দেশে যাও রে ভমর
আর পুষ্পের মধু খাও।
কইও কইও লীলার কথা
যদি বন্ধুর লাগাল পাও ॥

১। তালাসে—খুঁজিতে।

কইও কইও বন্ধুর আগে
আরে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার
কত ফুইট্যা রইছে ফুল ॥

দারুণ চৈতরের[২] হাওয়া
দূর হইতে আসে।
আমার বন্ধু এমন কালে
রইল রে বৈদেশে ॥
গাছে গাছে সোনার পাতা
আর ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জইর‍্যা উঠে
কত ভমরার রুল[৩] ॥
গাছে বইস্যা ডাকে কোকিল
ঐ না পুষ্পেতে ভমর।
এমন কালেতে বন্ধু
তুমি রইলা দেশান্তর ॥
না কইয়া না বইল্যা রে বন্ধু
তুমি হইলা বৈদেশী।
মালঞ্চেতে ফুইট্যা ফুল
আইজ ঝইর‍্যা হইছে বাসি ॥
বিনা সূতে মালা গাইস্থ্যা
ঐ না মালতী বকুলে।
পরাণ বন্ধু নাই রে ঘরে
আমি দিব কার বা গলে ॥

২। চৈতরের = চৈত্র মাসের। ৩। রুল = রোল, গুঞ্জন শব্দ

সাঁঝ সকালে মালঞ্চে বইস্যা
সেই না মালা গান্থা।+
এই মালঞ্চ ফেইল্যা রে বন্ধু
আইজ তুমি রইলা কোথা ॥+
কইও কইও কইও রে ভোমরা
তুমি কইও বন্ধুর কানে।+
এই মালঞ্চে বইস্যা কান্দি
আমি সাঁঝে ও বিয়ানে[৪] ॥+
কইও কইও কোকিলা রে
তুমি কইও বন্ধুর আগে।
গান্থা মালা বাসি হইলে
পরাণে বড় লাগে ॥
যদি নাই সে যাও রে কোকিল
তুমি আমার মাথা খাও।
অভাগিনী লীলার দুঃখ
যাইয়্যা বন্ধুরে জানাও ॥”

নূতন বৎসর আইল ধইর‍্যা নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ ॥
গাছে গাছে নব পত্র নবীন মুকুল।
চাইর দিকে শুনে মধু-মক্ষিকার রুল ॥
এই ত বৈশাখের দুপর[৫]* অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌইদের তাপে তনু দগ্ধ হয় ॥

৪। বিয়ানে=প্রভাতে। ৫। দুপর=দ্বিপ্রহর।

* ‘এহি ত বৈশাখ মাস—।’—মৈঃ গীঃ

কোকিল কোকিলা মাগে বসন্ত বিদায়।
পরাণের বন্ধু লীলার রইল কোথায় ॥
নূতন বৎসর আইল মনে নব আশা।
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস মাসের জ্যেষ্ঠ সকল মাসের বড় ॥*
ফল ফুলে তরুলতা দেখিতে সুন্দর ॥
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান্ ফল।
মনের সাধে বইসে ডালে বিহঙ্গ সকল ॥
নানান্ গীত গায় তারা নানান্ ফল খায়।
অচিনা অজানা দেশে ঘুইর‍্যা বেড়ায় ॥
নিত্য আইসে নূতন পাখি নূতন ভ্রমর।
কান্দিয়া সুধায় লীলা না পায় উত্তর ॥
দারুণ জৈষ্ঠের তাপ রোইদে অঙ্গ জ্বলে।
ভূতলে শুইলা কন্যা পাইত্যা অইঞ্চলে ॥

বার্ষ্যা[৬] না আষাঢ় মাস আশা ছিল মনে।†
অবশ্য আইব[৭] কঙ্ক লীলা সম্ভাষণে ॥
নূতন বরষা আইসে লয়্যা নব আশা।
মিটিব অভাগী লীলার মনের যত আশা ॥
হাতেতে সোনার ঝারি বার্ষ্যা নাইম্যা আইসে
নবীন বার্ষ্যার জলে বসুমাতা ভাসে ॥

৬। বার্ষ্যা = বর্ষা, বরষা। ৭। আইব = আসিবে।

* 'জ্যৈষ্ঠ মাস জ্যেষ্ঠরে সকল মাসের বড়।'—মৈঃ গীঃ।
† 'আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।'—মৈঃ গীঃ।

সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা[৮] ছিল তরুলতা উঠিল বাচিয়া॥
শুকনা নদী ভইর‍্যা উইঠ্যা কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর[৯] তরণী॥
পাল উড়াইয়্যা তারা কত দেশে যায়।
লীলার বন্ধুরে তারা লাগাল[১০]নি পায়॥
এতকাল ছিল রে লীলা বড়ো আশার আশে।
সাধুর তরণী বাইয়া বন্ধু আইব দেশে॥
কত দিন বাচে রে পরাণ আশায় ধরিয়া।
আষাঢ় মাস যায় রে লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া॥*

শাওন[১১] আইল মাথে[১২] জলের পসরা[১৩]।
পাথর ভসায়্যা বয় শাউনিয়া ধারা॥
কালো মেঘে সাজন[১৪] করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বার্ষ্যার বাহার।
লতায় পাতায় সাজে হীরামণ[১৫] হার॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
নদীর বুকে পগলা ঢেউ হইল উতলা॥
বিলেতে[১৬] কমল ফুটে আর নদীর কূল।
গন্ধে আমোদিত কইর‍্যা ফুটে কেওয়া ফুল॥

৮। মরা=নির্জীব। ৯। সাধু=বণিক। ১০। লাগাল=নাগাল, দেখা। ১১। শাওন=শ্রাবণ। ১২। মাথে=মাথায়। ১৩। পসরা=দ্রব্য সম্ভার। ১৪ সাজন=সজ্জা। ১৫। হীরামণ=হীরা ও মণির ন্যায়। ১৬। বিলেতে=বৃহৎ বদ্ধ জলাশয়।

* 'দুই মাস গেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া॥'—মৈঃ গীঃ।

দিন রাইত বিরাম নাই মেঘ বর্ষে পানি।'
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি[১৭] ॥
খাউড়ি[১৮] বিউনা[১৯] করে যত ডোমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাইয়া না তরী ॥
রইয়া রইয়া[২০] চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর ॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধইর‍্যা মাথে।
'বউ কথা কও'[২১] বইল্যা কাইন্দ্যা
পাখি ফিরে পথে পথে ॥
কাহারে সুধাইছ রে পাখি
আমি নাই ত জানি।
তোমার মত লীলাবতী
গিরে রইছে বিরহিণী ॥
কাজল মেঘে সাজন করে
মেঘে বিজলীর খেলা। +
ঘরের কুণায় লুকায়্যা কান্দে
আরে অভাগিনী লীলা ॥ +

"শাওন মাস ত গেল হায় রে
বন্ধু না আইল দেশে।
কোন পরাণে রইব রে আমি
আর কোন বা আশে ॥

১৭। ছাউনি =যাযাবরদের অস্থায়ী বস্তি। ১৮। খাউড়ি =বাঁশের পাতি নির্মিত মৎস্যাধার ও শস্য রাখিবার 'ডোল'। ১৯। বিউনা =বয়ন, গাঁথিয়া নির্মাণ। ২০। রইয়া রইয়া =থাকিয়া থাকিয়া। ২১। বউ কথা কও = এক শ্রেণীর পাখির নাম।

আশ্‌মানে ডাকিছ রে পাখি
তুমি চাতকিনী।
আমি ও তোমারই মত
চির বিরহিণী॥
শুন রে বিরহী পাখি
আরে পাখি তোমায় পাইতাম যদি কাছে।
কইতাম আমার মনের দুঃখ
এই না মনে যত আছে॥
কি কইব দুঃখের কথা
কথা কইতে না জুয়ায়।
দেশে না আইল বন্ধু
এই না বার্ষ্যা চইল্যা যায়॥"
দিন যায় রে মাস যায় রে
লীলার না মিটিল আশ।
এইরূপে কান্দিয়া লীলার
গেল ছয় না মাস॥
বিচিত্র মাধব কঙ্কের সন্ধান করিয়া।
কঙ্কেরে লইয়া সঙ্গে আসিব ফিরিয়া॥
এই ত আশাতে লীলার রাইখ্যাছিল প্রাণ।
রঘুসুতে কয় লীলার বিধি হইল বাম॥

(১৯)

নয় মাস* দেশে দেশে বনেতে ঘুরিয়া।
বিচিত্র মাধব আইল দেশেতে ফিরিয়া॥

*'ছয় মাস—।'—মৈঃ গীঃ

কঙ্কের সন্ধান নাই সে পাইল কোনোখানে।
বিফল তালাস হায় রঘুসুতে ভণে ॥

বিচিত্র মাধবে দেইখ্যা লীলাবতী ধীরে।
জিগাইল "আইব নি কঙ্ক ফিইর‍্যা নিজ ঘরে ॥
শুন শুন বিচিত্র আর মাধব সুন্দর।
ঘুইর‍্যা আইলা তোমরা দেশ দেশান্তর ॥
নানান্ স্থানে ঘুইরা আইলা পায়্যা বহু ক্লেশে।
পরাণের ভাই কঙ্করে দেখা পাইলে নি কোনো দেশে
বিচিত্র মাধব শুইনা লীলার বচন।
ধীরে ধীরে কইল দোয়ে অতি দুঃখী মন ॥*

"শুন বইন লীলাবতী আমাদের দুর্গতি
গেলাম ছাইড়্যা আপন ভবন।
অনাহারে অনিদ্রায় অতি দুঃখে দিন যায়
বহু কষ্টে কইর‍্যা অন্বেষণ ॥
কপালের দোষে হায় নিদারুণ বিধাতায়
নাই সে দিল সুদিন ফিরায়্যা।
বৃথা কষ্টে কাটাইলাম উদ্দেশ না পাইলাম
নিরর্থক আইলাম ঘুরিয়া ॥
পর্থমে আলয় ছাড়ি পূর্ব মুখি গেলাম ঘুরি
যথা হয় ছিলটের সহর।
সুর্মা গাঙ্গ খরসুতে[১] বহে পাহাড়িয়া পথে
তালাসিলাম[২] ঘুইর‍্যা ঘর ঘর ॥

১। খরসুতে=খরস্রোতে। ২। তালাসিলাম=খোঁজ করিলাম।

* '—করিয়া রোদন ॥'—মৈঃ গীঃ।

কামরূপ তার পরে ঘুরিয়া গেলাম ফিরে
দেখি তথায় দেবীর* মন্দির।
শনি আর মঙ্গল বারে জোড়া মইষ পাঁঠা পড়ে
অরও বলি দেয় কবিতর[৩] ॥
পশ্চিম দিকেতে পরে যাই নবদ্বীপ পুরে
যথা প্রভু গৌরাঙ্গ জন্মিল।
গয়া কাশী বৃন্দাবন বন জঙ্গল চোদ্দভুবন
খুজিলাম হইয়া বিফল ॥
নিরাশ হইয়া পরে আইস্যাছি ঘরেতে ফিরে
কইলাম যত দুঃখ বিবরণ।
বুঝি কঙ্ক বাইচ্যা নাই এমন হইল তাই
থাকিলে হইত দরশন ॥"

বিচিত্র মাধব পরে গিয়া গুরুর স্থানে।
দরশন দিল[৪] কইর‍্যা প্রণাম চরণে ॥
আশীর্বাদ কইর‍্যা গর্গ জিগায় বিচিত্র মাধবে।
"কঙ্কের খবর কিবা কও মোরে তবে ॥
বহু ক্লেশ পাইলা তোমরা আমার কারণে।
ছয় মাস ঘুইর‍্যা আইলা পর্বত কাননে ॥
কও শুনি বৎসগণ তাহার বারতা।
তোমরা আইলা দেশে কঙ্ক রইল কুথা ॥"
গুরুর দুঃখেতে দোহে দুঃখিত হইল। +
বিণয় করিয়া তবে কইতে লাগিল ॥ +

৩। কবিতর = কবুতর পাখী। ৪। দরশন দিল = উপস্থিত হইল।

* '—কালীর—।'—মৈঃ গীঃ

"বহু দেশ ঘুইর‍্যাছি মোরা কঙ্কের লাগিয়া। +
ফিরিয়া আইলাম দোয়ে উদ্দেশ না পাইয়া॥ +
শৈশবে সুহৃদ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই।
প্রাণ দিতে পারি তারে খুইজ্যা যদি পাই॥
কত যে খুজিলাম তারে নাই সে লেখাজোখা।
নিখুজি হইল বুঝি না পাইলাম দেখা॥"

আশীর্বাদ কইর‍্যা গুরু পুন কয় ধীরে।
"যেখানেতে পাও বৎস কঙ্কে আন ফিরে॥
কঙ্কেরে আনিয়া তোমরা দেও দুই জনে।
তাহারে লইয়া সঙ্গে মোরা যাইব বনে॥*
লোকালয় ছাড়িয়া যাইব ছাড়িব সমাজ।
এ সংসারে আমার আর নাই কোনো কাজ॥
নগর ছাড়িয়া মোরা হইব বনবাসী।
ব্যাঘ্র ভল্লুক হইব মোদের প্রতিবাসী॥
মহাযাত্রার আর বেশী দিন নাই বাকি।
সুখেতে মরিব যদি কঙ্কে সাম্‌নে দেখি॥
তোমরারে[৫] রাখিয়া এই সংসার মাঝারে।
দুই চক্ষু মুদিব সুখে দেখিয়া সবারে॥
গুরুর দক্ষিণা দেও কঙ্কেরে আনিয়া। +
দুঃখে ত মরিবা‌† নইলে তাহারে ছাড়িয়া॥ +
বড়ো আশা আছে মনে লীলারে আমার। +
কঙ্কের হস্তে তুইল্যা দিয়া যাইবাম্ ভবপার॥ +

৫। তোমরারে = তোমাদের।

* 'লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে॥'—মৈঃ গীঃ

† 'পরাণে মরিব—॥'—মৈঃ গীঃ।

শুন শুন বিচিত্র আর মাধব সুন্দর।
আইজ হইতে তোমরা পুন যাও দেশান্তর ॥
এক কথা তোমরা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত কঙ্ক সে সুজন ॥
যেই দেশে বাজিছে গৌর চরণ নূপুর।
সেই পথ ধইর‍্যা তোমরা যাইবা ততদূর ॥
যেইনা দেশে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব করে কোলা কুলি।+
হরিনামে মত্ত তারা সব ভেদ ভুলি ॥+
সেই দেশে কঙ্কেরে তোমরা করিবা অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাইবা দরশন ॥
সমাজের অবিচার আর জাতি অভিমান।+
গৌরাঙ্গের পদধূলি কইর‍্যাছে সে ম্লান ॥+
হাড়ি ডোম চণ্ডাল আর কুলীন ব্রাহ্মণ।+
একসঙ্গে বইস্যা করে শ্রবণ কীর্তন ॥+
দুষ্টমতি সমাজী কথা কইতে নাই সে পারে।+
সেই দেশে খুজিলে তোমরা পাইবা কঙ্কেরে ॥+
বড়ো তাপ পায়্যা কঙ্ক গৃহ ছাইড়্যা গেছে।+
দয়াল গৌরাঙ্গ পদে শরণ লইয়্যাছে ॥+
গৌরাঙ্গের ভক্তগণ আশ্রয় তাহার।+
সেইখানেতে গেলে পাইবা কঙ্কের সমাচার ॥+
ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে তারে করিও সন্ধান।+
না মইর‍্যাছে কঙ্কধর আমার মন সে প্রমাণ ॥+
যে দেশে গাছের পাখি গায় হরিনাম।
নাম সংকীর্তনে নদী বয় রে উজান ॥

*ভক্ত পদধূলি মেঘে ছাইছে গগন।
সেই দেশে অবশ্য কঙ্কে পাইবা দরশন ॥"*

বিচিত্র মাধব তবে গুরুর আদেশে।
পুনারায় দোয়ে মিলি চলিল বৈদেশে ॥
কঙ্কে অন্বেষিতে পুন যায় দুইজন।
রঘুসুতে কয় গর্গ পণ্ডিত সুজন ॥†

(২০)

বিচিত্র মাধব গেল পুন কঙ্কে অন্বেষিতে। +
ঘরে থাইক্যা লীলাবতী শুনে নানামতে ॥ +
জনরব এই মাত্র সর্বলোকে কয়।
ডুইব্যা মইর‍্যাছে কঙ্ক বৈদেশের দরিয়ায় ॥
বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনি।
জিগাইলে উত্তর নাই না জিগাইলে শুনি ॥
কাহারে জিগাইব লীলা
হায় রে কে দিব উত্তর।
মনের দুঃখে কান্দে লীলা
বইস্যা ঘরে নিরন্তর ॥ +
ঘরে নাই রে মাও কন্যার
সেইনা দুঃখের সমভাগী। +
গর্ভ সোদর বইন নাই রে
কন্যা একা সে অভাগী ॥ +

* 'শিষ্য পদধূলি মেঘে ছাইয়াছে গগন।
সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন ॥'—মৈঃ গীঃ।

† এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ ॥

জিগাইবার কেউ নাই রে
কে জানাইব তারে ;+
বাপেরে ডরায় লীলা
অন্তরে অন্তরে ॥+
ধূলায় পড়িয়া কান্দে
কোথায় কঙ্কধর।
হস্ত ধইর‍্যা তুলে এমন
নাই রে আপন পর ॥+
* চান্দ উঠে তারা উঠে
রাইতের আশ্‌মানে।
পাগলিনী লীলা তারে
জিগায় আপন মনে ॥+
জিগাইয়া চান্দ তারায়
কন্যা না পায় উত্তর।+
আশ্‌মানের চন্দ্র তারা
কি দিব উত্তর ॥
লীলারে দেখিয়া তারা
আন্ধাইরে লুকায়।
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা
করে হায় হায় ॥*

— 'চান্দ উঠে তারা উঠে কোথা কঙ্কধর।
শুধাইলে তারা নাই সে দেয় যে উত্তর ॥
জিজ্ঞাসিলে চন্দ্র তারা আঁধারে লুকায়।
সর্বনাশ হইল লীলা কান্দিয়া লুটায় ॥'—মৈঃ গীঃ

কানে কানে কয় কেবা
হায় রে কঙ্ক আর নাই।
কাহারে শুধাইলে বল
কঙ্কের খবর পাই ॥
দিন যায় রে রাইত যায় রে
লীলার পন্থের পানে চাইয়া। +
মাধব আইব ফিইর‍্যা
কঙ্কেরে লইয়্যা ॥ +
শুইলে সোয়াস্তি নাই রে
চউক্ষে নিদ্রা নাই ত আসে।
ঘুমাইলে স্বপনে দেখে
কঙ্ক জলে ভাসে ॥
কতনা দেব্‌তারে কন্যা
ডাকে মনে মনে। +
কঙ্কেরে বাঁচাইও ঠাকুর
আমি পূজিব চরণে ॥" +

কিছুদিন এইমতে গেল ত কাটিয়া।
একদিন মাধব তবে আইল ফিরিয়া ॥
মাধবের সঙ্গে লীলা কঙ্কে না দেখিয়া।
সাহস না পায় তারে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া ॥

লীলার নিকটে তবে মাধব আসিয়া।
দুঃখমনে কয় কথা নৈরাশ হইয়া ॥
"শুন শুন বইন লীলা বলি যে তোমারে।
কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কঙ্কধরে ॥

কি দিব উত্তর আমি গুরুর চরণে।
এতকাল কাটাইলাম মোরা বৃথা অন্বেষণে॥"

সন্দেহ ভঙ্গিতে লীলা জিগায় মাধবেরে।
"শুইন্যাছ কি কিবা হইল কিছু জনরবে॥"

কান্দিয়া মাধব কয় "বইন শুন সমাচার।
সত্যমিথ্যা নাই সে জানি জানেন ঈশ্বর॥
জনরব এই মাত্র লোক মুখে শুনি।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক তেইজ্যাছে পরাণি॥
বিদায় হইয়া কঙ্ক আমাদের স্থানে।
সংসার তেজিয়া যায় গৌরাঙ্গ অন্বেষণে॥
আষাইঢ়্যা সে পাগ্‌লা নদী খরধারে[১] বয়।
অকস্মাৎ কালো মেঘ গগনে উদয়॥
ঝড় তুফানে ডুইব্যা গেল সাধুর তরণী।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক তেজিল পরাণি॥
কোন বা দেশের সাধু সেই খুইজ্যা না পাই।+
কোথায় ডুইব্যাছে নাও[২] তার সন্ধান নাই॥" +

মাধবের কথা শুইন্যা কান্দে লীলাবতী।
শ্রীনাথ বানিয়া কয় কন্যার নাই অন্য গতি॥+

(২১)

গৃহেতে মাধব আইস্যা জানাইলা যেই দিন।+
কঙ্কের সন্ধান পাবার আশা অতি ক্ষীণ॥+

১। খরধারে=তীব্র স্রোত বেগে। ২। নাও=নৌকা।

আছে কি না আছে কেউ বলিতে না পারে। +
ডুইব্যা মইর‍্যাছে কঙ্ক সবাই প্রচারে ॥ +
এতদিনের আশা রে লীলার এইবার হইল শেষ। +
কোন আশায় বাচিব কন্যা নাই কোনো বিশেষ ॥ +
সেই দিন হইতে লীলা ছাড়িল অন্ন পানি।
একেলা বসিয়া কান্দে দিবস রজনী ॥

বন্ধু মোরে সঙ্গে লয়্যা যাও।—ধুয়া +
কোন বা দোষ পায়্যা মোরে
দুঃখের সায়রে ভাসাও ॥—(দিশা) +
ঐ না গোষ্ঠে চরে ধেনু
দিনের দুইপর বেলা। +
আর নাই ত শুনি সে বাঁশি
আমি বইস্যা নিরালা ॥ +
পূবাইল[১] বাতাসে মাঠে
ধানে খেলায় ঢেউ। +
তোমার বাঁশি বাজেনা আর
বাতাসের সঙ্গে নাইত কেউ ॥ +
আইজও ঐ গাঙ্গের পানি
ভাটি বাইয়া যায়। +
তোমার বাঁশি শুইন্যা পানি
আর ত না উজায় ॥ +
বৃক্ষের ডালে বইস্যা থাকে
দইয়ল শালিক কত। +

১। পূবাইল=পূর্বদিক হইতে আগত।

তোমার বাঁশি না শুনিয়া
তারা গায় না মনের মত ॥+
যেইনা দেশে গিয়া রে বন্ধু
তুমি বাজাইছ বাঁশি ।+
সেইনা দেশে লয়্যা যাও
আমি হইবাম্ তোমার দাসী ॥”+

হেমন্ত চলিয়া গেল শীত আইল ঘুইরে ।
আইঞ্চল পাইত্যা থাকে লীলা শুইয়্যা ভূমির পরে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া লীলার তনু হইল ক্ষীণ ।+
হায় রে সোনার অঙ্গ কন্যার হইল মলিন ॥+
নিজ মনে করে দুঃখ ঘরেতে বসিয়া ।+
শুনিবার কেউ নাই কাছেতে আসিয়া ॥+
অন্তরের দুঃখ যদি আপনজনে কওয়া যায় ।+
বইল্যা কইয়্যা দুঃখের ভার বহুত্ লাঘব হয় ॥+
অভাগিনী লীলার নাই রে এমন আপন জন ।+
যার কাছে কইব কথা খুইল্যা আপন মন ॥+
আপন মনে থাকে কন্যা আপন মনে কান্দে ।+
এমন কিছু নাই রে তার যাইতে[২] মন বান্ধে ॥+
শিশুকাল হইতে কঙ্ক লীলার দোসর ।+
সেই কঙ্ক নিখুজি হইল লীলার শূন্য সংসার ॥+

“সোদর সাক্ষাত্ বেশী[৩] তাহার অধিক বাসি
হেন ভাই জলেতে ডুবিল ।

২। যাইতে=যাহাতে। ৩। সোদর সাক্ষাত বেশী=সাক্ষাৎ সহোদর অপেক্ষাও বেশী ।

কিসের কর্ম্মের লেখা　　　আর না হইল দেখা
বিধি মোরে নিদারুণ হইল ॥
পরাণের দোসর ভাই　　　তা' হইতে সুহৃদ নাই
এমন ভাই জলে ডুইব্যা মরে।
যাইবার কালে হায়　　　চউক্ষে না দেখিলাম তায়
এইনা শেল রইল অন্তরে ॥
অকুলে ডুবিল নাও[৪]　　　শিশুকালে মৈল[৫] মাও
কত দুঃখে পাইল্যা[৬] তুলে বাপে।
হেন বাপ বৈরী হইল　　　কারে দোষ দিব বল
কপাল পুড়িল ব্রহ্মশাপে ॥
মনে চিত্তে নাই সে জানি　　　লোকে বলে কলঙ্কিনী
এত ছিল কর্ম্মে নাহি জানি।
দিবস আন্ধাইর ঘোর　　　চন্দ্র সূর্য সাক্ষী মোর
আমি এক ছাড়া দুইয়ে নাই ত চিনি ॥*

"বন্ধু রে আমার মাথা খাও।+
কোন বা দেশে রইলা বন্ধু
একবার দেখা কইর‍্যা যাও ॥+
লোকে কইছে[৭] তুমি নাই
আমার পরাণ নাই ত মানে।+
অপঘাতে নাই সে মরে
কভু ধার্মিক জনে ॥+

৪। নাও=নৌকা। ৫। মৈল=মরিল। ৬। পাইল্যা=পালন করিয়া। ৭। কইছে=কহিতেছে।

* '—আর কারে সাক্ষী করি আমি ॥'—মৈঃ গীঃ

ধর্ম তোমার পরাণ রে বন্ধু
সে ত আমি ভালা জানি ।+
জলে ডুইব্যা না মইর‌্যাছে
কভু আমার গুণমণি ॥+
অভিমানে চইল্যা গেছ
তুমি ছাইড়্যা গৃহবাস ।+
কোন বা দেশে সাধু সঙ্গ
তোমার মিটাইছে আশ ॥+
ভুইল্যা গেছ লীলার কথা
বন্ধু ভুইল্যাছ এই ঘর ।+
তোমার সাধু সন্ত আপন হইছে
আমি হইলাম পর ॥+
তোমার দোষ নাই রে বন্ধু
আমার কপাল হইল দোষী ।+
কপাল আমার পুইড়্যা গেছে
বন্ধু তুমি ত নির্দোষী ॥+
আমার এই না পরাণ পর্‌দীম[৮]
আইল রে নিভিয়া ।+
এই না কালে একবার বন্ধু
আইস্যা যাও দেখিয়া ॥+
আর কত কাল সইব রে বন্ধু
আর কত কাল সয় ।+
তোমার বিচ্ছেদ জ্বালায়
আমার তনু দগ্ধ হয় ॥+

৮। পরদীম—প্রদীপ

নেও মোরে যথায় গেছ
আমি করি গো মিনতি ।+
ধর্ম জানে তুমি বিনা
লীলার নাই সে অন্য গতি ॥”+

এক দুই তিন কইর‍্যা বচ্ছর গোয়াইল ।
দেশে না আইল কঙ্ক দিন বইয়্যা গেল ॥
মাধব আইল হায় রে কঙ্ক না আইল ফিরিয়া ।
দিবা রাত্রি ভাবে লীলা শয্যায় শুইয়া ॥
ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা ।
সাপের বিষ হইতে অধিক বিরহের জ্বালা ॥
রঘুসুতে কয় কন্যার পরাণে বাঁচা দায় ।
এই বিষ না নাবে[৯] কভু ঝাড়িলে ওঝায় ॥

(২২)

হায় বিধি কি কাম করিলা ।—ধুয়া ।+
এমন সোনার কমল
বিধি অকালে হইর‍্যা[১] নিলা ॥+ —দিশা
দিন যায় রে মাস যায় রে
বচ্ছর গেল বইয়া[২] ।+
সব আশায় নৈরাশ হয়্যা
লীলার মুখে মরণ ছায়া ॥+

৯। নাবে=নামিয়া যায় ।

১। হইর‍্যা=হরণ করিয়া। ২। বইয়া=অতিবাহিত হইয়া ।

এইত না ছিল রে কন্যার
দেহে সোনার যইবন।
হেমন্তের নীহারে যেমন
হায়রে মরে পদ্মবন ॥
গঙ্গার তরঙ্গ লীলার
আছিল দীঘল কেশপাশ।
সেই না কেশ শুকাইয়্যা হইল
চাঁচুলির আঁশ[৩] ॥
হাটিয়া যাইতে কেশ
লীলার লুটাইত পায়।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়্যা সেই কেশ
আইজ শয্যাতে লুটায় ॥
বদন সুন্দর কন্যার
ফুটা পদ্মের সমান।
মেঘেতে ঢাইক্যাছে হায় রে
আইজ পুন্নমাসীর চান্[৪] ॥
সাঁজুতীয়া তারা[৫] যেমন
লীলার দুইটি আখি।
কোটরে বইস্যাছে আখি
দেখি বা না দেখি ॥
অধর যুগল রে কন্যার
আছিল সুন্দর বরণ।
মৈলান হইল অধর
হায় রে কাজল যেমন ॥

৩। চাঁচুলির আঁশ=বাঁশ চাঁছিলে যেরূপ আঁশ বাহির হয়। ৪। পুন্নমাসীর চান্=পূর্ণিমার চাঁদ। ৫। সাঁজুতীয়া তারা=সন্ধ্যা তারা।

প্রথম যইবন কন্যার
যেমন কমনীয়[৬] লতা।
সেই দেহ শুকাইয়া হইল
শুক্‌না ইক্ষুকের[৭] পাতা॥
নাসিকা হালিয়া[৮] পড়ে
নাকে শ্বাস বহে ঘনে॥
মরণ বসিল আইস্যা
কন্যার নয়ানের কোণে॥
বৈকালীর[৯] রাঙ্গা ধনু
ঐ না মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু
কন্যা শয্যাতে শুকায়॥
সব আশা মিছা রে হইল
লীলার পরাণ মাত্র বাকি।
এক দিন সে উইড়্যা গেল
সুন্দর পিঞ্জরের পাখি॥
নয়ান চান্দে কাইন্দ্যা কয়
মিছা রে দুনিয়া।
কারে লাইগ্যা কেবা মরে
একবার দেখনা ভাবিয়া॥*

৬। কমনীয়=সজীবসুন্দর। ৭। ইক্ষুকের=আকের। ৮। হালিয়া=হেলিয়া ৯। বৈকালীর=অপরাহ্নের।

* 'রঘুসুত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া।
কার লাগিল কেবা মরে না দেখে ভাবিয়া॥'—মৈঃ গীঃ

(২৩)

দৈবের নির্বন্ধ কথা কপালের লিখন।
সেই দিন শ্মশানে কঙ্ক গর্গের মিলন॥

বিচিত্রের মুখে লীলার বারতা পাইয়া।
শীঘ্রগতি হইয়্যা কঙ্ক ঘরে আইল ধাইয়া॥
আসিয়া দেখিল কঙ্ক সব অইন্ধকার।
গৃহে না জ্বলয়ে বাতি সকলি আঁধার॥
শীঘ্রগতি গেল কঙ্ক শ্মশান নদীর তীরে।
শ্মশানে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচ্চস্বরে॥
বজ্রাঘাতে বৃক্ষ যেমন জ্বইল্যা উঠিল।
হাহাকার কইর‍্যা গর্গ কঙ্কেরে ধরিল॥

"হায় কঙ্ক এতকাল কোথায় তুমি ছিলে।
তোমারে ডাইক্যাছে লীলা মরণের কালে॥
কিসের সংসার ঘর কি হইব আমার।
মায়ের বিহনে আইজ সব অইন্ধকার॥
পঞ্চ বচ্ছরের শিশু মাও গেল ছাড়ি।
কত কষ্টে পাইল্যাছি আমি কোলে কাঁকে করি॥
এই না কন্যার লাইগ্যা আমার সংসার বন্ধন।
সেই কন্যা হারাইলাম রে আমি জন্মের মতন॥
বোধনে প্রতিমা আমার ডুইব্যা গেল জলে।
কি কইব[১] কর্ম ফল আমার এই ছিল কপালে॥

১। কইব=কহিব

"উঠ উঠ উঠ মাও গো
আরে তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি অভাগা বাপে ডাকি
একবার আখি মেইল্যা চাও ॥
আইস্যাছে পরাণের ভাই সে
দেখ তোমার লাগিয়া।
নিদ্রা তেজি উইঠ্যা মা গো
একবার দেখ চক্ষু চাইয়া ॥
অভাগা বাপের ছাইড়্যা
মাও গো আইজ কোথায় যাও রে চলি
একবার না চাও[২] মা চক্ষু
একবার দেখ আখি মেলি ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কে বা মোরে
আর দিব অন্ন পানি।
বাউনির[৩] বাতাসে কেবা
আমার জুড়াইব পরাণি ॥
কারে লয়্যা দিব রে আমি
মন্দিরে দেবের আরতি।
কে মোর আন্ধাইর ঘরে
জ্বালাইব সাঁঝের বাতি ॥
কে তুলিব পূজার ফুল
ভইর‍্যা বড় ডালা।
কি করিয়া শূন্য ঘরে
আমি রইব রে একেলা ॥

২। চাও=তাকাও। ৩। বাউনির=তালপাখার।

পইড়্যা রইল ঐ না মা গো
তোমার হীরামন সারী।
পইড়্যা রইল শূন্য মা গো
তোমার জলের গাগরী ॥
পইড়্যা রইল সংসারে মা গো
তোমার মনের যত আশা।
আইজ সর্বস্ব তেজিয়া মাও গো
লইলে নদীর কূলে বাসা ॥
ঐ না শূন্য গৃহে আমি
আর না যাইব একেলা।
আইজ হইতে সাঙ্গ হইল
আমার সংসারের খেলা ॥
দিন যে ফুরাইল মোর
আমি চউক্ষে ঘোর দেখি।+
মরণের কালে আমি
কারে যাইব রাখি ॥+
দেবের মন্দিরে আমার
কে দিবে আর বাতি।+
কে করিব দেব পূজা
আর সইন্ধ্যায় আরতি ॥+
কে মোর মরণ কালে
আর বসিব শিয়রে।
কাহারে রাখিয়া যাইব
শেষ আশীর্বাদ কইরে ॥
আর একবার উঠ মা গো
আখি মেলি চাও।+

বাপ বইল্যা ডাইক্যা মা গো
পরাণ জুড়াও ॥+
আর একবার চাইয়া দেখ
মেইল্যা তোমার ঐ না আঁখি।+
নয়ান ভইর‍্যা মা গো তোমায়
একবার জন্ম শোধ দেখি ॥"+

গর্গের কান্দনে ঝরে বৃক্ষের কাঞ্চা পাতা।
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা ॥
আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কান্দনে।
ভাটিয়ালে কান্দে নদী না বহে উজানে ॥
আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রইয়া[৪]।
বনের পশু পক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া ॥
দামোদর দাসে কয় গর্গের সব অইন্ধকার।
যে নিধি হারাইয়্যা গেল ফিইর‍্যা না পাইব আর

(২৪)

বহুকষ্টে জ্বালায়্যা চিতা
গর্গ চিতা প্রদক্ষিণ করে।
কন্যার লাগিয়া গর্গ
কান্দে হাহাকারে ॥
জ্বলিয়া উঠিল চিতা
পুইড়্যা হইল ছাই।+

৪। রইয়া = ধীরে, থামিয়া।

এ তিন সংসারে গর্গের
আর কেউত নাই ॥+
শ্মশানের চিতা কঙ্ক
ধুইল ঢাইল্যা জল।+
ডাকিয়া আনিল গর্গ
তার শিষ্য সকল ॥+
শিষ্যগণে কয় গর্গ
কান্দিয়া কান্দিয়া।+
"ঘরে না যাইব আমি
মায়েরে হারাইয়া ॥+
আর না ফিরিব আমি
তোমরা সবে যাও।
যা কিছু না আছে লয়্যা
দেব সেবা সে চালাও ॥*
আইজ হইতে সাঙ্গ মোর
সংসারের খেলা।
আর না নিভিব মোর
এই না শোকের জ্বালা ॥
শ্মশান হইতে আমি
গৌর দেশে ত যাইব।+
গৌরাঙ্গের চরণে আমি
শেষ শান্তি খুজিব ॥"+

* 'শালগ্রাম শিলা যত সায়রে ভাসাও॥' মৈমনসিংহ গীতিকার এই পাঠান্তর সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শোকানলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সঙ্গেতে গর্গ যায় নীলাচল ॥
সঙ্গেতে চলিল তার শিষ্য পঞ্চজন।
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন ॥
এতদূরে লীলা-কঙ্ক পালা হইল শেষ।
শ্রীনাথ বানিয়া কয় গৌর চরণ অবশেষ ॥

গায়েনের নিবেদন ঃ—

বারো মাসী পালা গীত হইল সমাপন।
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাজন ॥
কি গাইতে কি গাইলাম আমি অল্পমতি।
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি ॥
দারুণ মাঘের শীতে অঙ্গে বস্ত্র নাই।
কর্মকর্তার কাছে একখান শীতের কাপড় চাই ॥
ইনাম বকসিস্ চাই কর্মকর্তার বাড়ী।
বছর বছর যেন গান গাইতে পারি ॥
দেবতা সকলে মাগি করি জোড় কর।
কর্মকর্তারে তাঁরা দিয়া যাউখাইন[১] বর ॥
ধন পুত্রে লক্ষ্মী হউক পূর্ণ হউক আশা।
গায়েন ভিক্ষুক যারা তাহাদের হউক আশা ॥
দেবসভা পায়্যাছিলাম আমি যে অধম।
প্রণাম জানাই আমি সবার চরণ ॥
হরি হরি বল সবে পালা হইল শেষ।
কর্তা যদি বিদায় করেন চইল্যা যাইবাম্ দেশ ॥

১। যাউখাইন=যাউন।

শিবু গায়েনের নিবেদন ঃ—

পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতেরা রচিলেন গান।
তাঁদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম॥
গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী।
সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল কড়ি॥
ইনাম বকসিস্ কিছু সভাপদে চাই।
কর্মকর্তার কাছে একখান নববস্ত্র পাই॥
ভালমন্দ নাহি জানি না জানি আখর[১]।
সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর॥
জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গাও গান।
তোমার চরণে মাগো সহস্র প্রণাম॥
খোল করতাল বন্দুম যন্ত্র যত ইতি।
ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি॥
শিবু গায়েন নাম মোর আশুজিয়া বাড়ী।
সভার চরণে আমি পরিচয় করি॥

সমাপ্ত

১। আখর=গানের মধ্যে গায়কের নিজের প্রদত্ত রসাবহ কথা। পদ কীর্তনে 'আখর' লক্ষ্যণীয়।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালার

ভূমিকা

পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম নোয়াখালি ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার পল্লী অঞ্চলে দুইটি 'ভোলুয়া সোন্দরীর পালা' প্রচলিত আছে। দুইটি পালার কাহিনী, নায়ক-নায়িকা, ঘটনাস্থল ও ঘটনার কাল পৃথক। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দুইটি পালাই 'ভেলুয়া' নামে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা' নাম দিলাম।

সেন মহাশয় সম্পাদিত এই পালার ছত্র সংখ্যা ১২১৯, এই সংগ্রহে ১২৭৪। নূতন সংগৃহীত ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

এই পালা রচয়িতা কবির নাম-পরিচয় জানা যায় নাই। ঘটনার স্থানগুলি এখনও সুপরিচিত। শাফ্‌লাপুর মইষাখালী দ্বীপের একটি বন্দর। চট্টগ্রাম সহরের অনতিদূরে 'ভেলুয়ার দীঘি' এখনও ঘটনার সাক্ষী রূপে বর্তমান আছে। মুনাফ্‌ কাজীর বাড়ী ছিল 'সরইপাড়া' গ্রামের কাজীপাড়ায়। সরইপাড়া গ্রাম চট্টগ্রামের নিকটেই 'ডবল-মুরিং' থানার অন্তর্গত। 'তেলেন্যা' এখন 'তেলাদ্বীপ' নামে পরিচিত। ভোলা সদাগরের বাড়ী 'কাট্টলি' বা 'কাট্যাল' গ্রাম মুনাফ্‌ কাজীর বাড়ী সরইপাড়া গ্রামের নিকটেই। 'কুড়াল্যা মুড়া' পাহাড়ের নিকট দিয়া প্রবাহিতা কর্ণফুলি নদীর 'কাউখালীর পাক' এখনও নৌকার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া খ্যাত। 'ছির্‌মাই', 'শঙ্খ' প্রভৃতি নদী চট্টগ্রাম জেলায় বিখ্যাত। 'কাইচ্যা' কর্ণফুলি নদীর দেশজ নাম।

এই কাহিনী সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ

"ভেলুয়ার কথা গল্প বা উপকথা নয়, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। হামিদুল্লা নামক কোনো লেখক 'তারিখ্-ই-হামিদি' নামক ফার্সি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই গীতি-বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যোক্ত ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের পুত্র নসরত্‌শাহের সময় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।"

নবদ্বীপ।
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা

(১)

আচানক[১] মুল্লুক সেই রে শাফ্‌লা বন্দর।
তারই পর্‌চিমে[২] সদাই গরজে সাইগর[৩] ॥
ঘাটের মাঝে বান্ধা থাকে হারেক রকম ডিঙ্গা।
মাঝি-মাল্লা গহিন রাইতে ফুকারে যে শিঙ্গা ॥
দোকানী পসারী কত কারে কনে[৪] চিনে।
কেহ বেচে নানান্ জিনিস কেহ আবার কিনে ॥
পথে ঘাটে চলে মানুষ হাজারে হাজার।
নুকা[৫] নারা[৬] কত আছে নাহিকো সুমার[৭] ॥
বৈদেশী বন্দর হইতে লইয়া মালা-মাল।
হাঙ্কারি জাহাজ[৮] আইসে তুলি জুইতর[৯] পাল ॥
শাফ্‌লা বন্দরের মালিক মাণিক সদাইগর।
ধনদৌলতে পুন্ন[১০] যে তান্[১১] দালান কোটা ঘর ॥
নদীর কূলে হাওয়াখানা সোন্দর ভোবন[১২]।
রাত্তিরকালে জ্বলে বাত্তি ফান্নুস[১৩] লণ্ঠন ॥

১। আচানক=আশ্চর্য, চমৎকার। ২। পর্‌চিমে=পশ্চিমে। ৩। সাইগর=সাগর। ৪। কনে=কেবা। ৫। নুকা=নৌকা। ৬। নারা=সরঙ্গা নৌকা। ৭। সুমার=সংখ্যা। ৮। হাঙ্কারি জাহাজ=যে জাহাজ সমুদ্রের বড়ো ঢেউ ভাঙ্গিয়া হুঙ্কার করিয়া চলে। ৯। জুইতর=উপযুক্ত ও সুন্দর। ১০। পুন্ন=পূর্ণ। ১১। তান=তাঁহার। ১২। ভোবন—ভবন। ১৩। ফান্নুস=রঙ্গীন কাঁচের আলোকাবরণ।

লাখের[১৪] সদাইগরী তান্ লাখর জমিদারী।
সেনা সৈন্য আছে কত পাইক পাটোয়ারী[১৫] ॥
গরিব দুইখ্যা মোসাফের নিত্যি ঘরে খায়।
ছোডো বড়ো সক্কলেতে সালাম্ জানায় ॥
স্তিরী পুত্র খেসি[১৬]-কুটুম সক্কলর লই।
বড়ো সুখ্খে সদাইগরের দিন কাডি যাই[১৭] ॥

মাণিক সদাইগরের বেটা আমির সাধু নাম।
দেখিতে সোন্দর যেমন পুন্নিমার চান্ ॥
ভালা লেয়াকত্[১৮] বেটার ভালা দিল্ মন।
ষোল বছর বয়স হৈছে নতুন যইবন ॥
চৈদ্দ এলেম্[১৯] শিখিয়াছে আর নানান্ কাম।
কোরাণ কেতাব সক্কল পইড়াছে তামাম[২০] ॥
ভালা বেটা পাইয়া রে খুশী মাণিক সদাইগর।
খোশ্নামীতে[২১] পুন্ন হইল দেশ-দেশান্তর ॥

(২)

দহিনালী[১] হাওয়া ফিরিল ফাউন[২] মাইস্যা দিন।
শীয়ারে[৩] যাইতে আমির করিল একিন[৪] ॥

১৪। লাখের=লক্ষ টাকা আয়ের। ১৫। পাটোয়ারী=সুদক্ষ কর্মচারী। ১৬। খেসি—আত্মীয়। ১৭। কাডি যাই=কাটিয়া যায়। ১৮। লেয়াকত্=ব্যবহার। ১৯। চৈদ্দ এলেম=চতুর্দশ বিদ্যা। ২০। তামাম্=শেষ, সম্পূর্ণ। ২১। খোশ্নামীতে=সুনামে।

১। দহিনালী=দক্ষিণা। ২। ফাউন=ফাল্গুন। ৩। শীয়ারে=শিকারে। ৪। একিন=ইচ্ছা।

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির কি কাম করিল।
মা-জননীর কাছে যাই কহিতে লাগিল ॥
"শুন শুন মা-জননী কহি যে তোমারে।
শীয়ারে যাইয়ম্ আমি কালুকা ফজরে[৫] ॥
কালাধর ডিঙ্গা চাই আর গৌরল-ধর মাঝি।
কইবুলি[৬] বাপ্ জানেরে করাইবা রাজি ॥"

শুনিয়া পুতের কথা মা-জননী কয়।
"ফাউন মাসে দইরা[৭]* আউন[৮] যাইতাম্ দিতাম নয়[৯] ॥
দশ নয় পাঁচ নয় আমার এক কালা চাঁন্।
নয়ানের কাজল রে আমার পরাণের পরাণ ॥"

আমির সাধু উডি বলে, "শুন আমার মাও †।
শীয়ারে যাইতে মোরে জল্দি বিদায় দেও ॥
নরম পরাণ তোমার লও রে দড় করি।
মুল্লুকে মুল্লুকে যাইব কইত্তে সদাইগরী ॥
হাইল্যার পোলা নহি যে মাও চায করি খাব।
জাইল্যার পোলা নহি যে খালত্ জাল বসাইব ॥
সদাইগরের পোলা আমি কিসের ঘর বাড়ী।
শীয়ারে যাইতে বিদায় দেও রে তড়াতড়ি ॥

৫। কালুকা ফজরে = আগামীকল্য প্রভাতে। ৬। কইবুলি = কহিয়া বলিয়া। ৭। দইরা = দরিয়া, সাগর। ৮। আউন = আগুন। ৯। যাইতাম্ দিতাম্ নয় = যাইতে দিব না।

পাঠান্তর :—

* '—দইরজা—' † '—"আমার মাথা খাও।'

শীয়ারে যাইলে দেশ চিনিব বিস্তর।+
কত না দেখিব চিজ্[১০] সাইগর বন্দর ॥”+

এইনা মতে মায়ে পুতে নানান্ কথা হয়।
মানিক সদাইগর তথায় আইল সেই সময় ॥
শুনিয়া সকল কথা মাণিক সদাইগর।
ডিঙ্গা সাজাইবারে ঘাটে দিল রে খবর ॥
খালাসি টেণ্ডল[১১] সবে লইল রে সাজি।
দড় দেখি ছুয়ান[১২] লইল গৌরলধর মাঝি ॥
রঙ্ বেরঙের পাল লইল দড়ি আর কাছি।
লঙ্গর লাগি লইল যত ভালা ভালা বাছি ॥
ছয় মাসের খানা লইল ডিঙ্গার মাঝে তুলি।
তীর কাম্টা-ধনুক[১৩] লইল বন্দুক আর গুলি ॥
সিপাই লইল পাইক লইল আর গোলন্দাজ।+
এইরূপে হইল রে শীয়ারের সাজ ॥+
কালাধর ডিঙ্গা সাজিল দেখিতে সোন্দর।
ছুয়ান[১৪] ধরিল গিয়া মাঝি গৌরলধর ॥

মাণিক সদাইগর আসি কহিল তখন।
“শুন শুন মোর কথা মাঝি গৌরল ধন ॥+
তোমার হাতে সোঁপি দিলাম আমার জান পরাণ।

১০। চিজ্=দ্রব্য। ১১। খালাসি টেণ্ডল=জাহাজের মাল্লা ও মাল্লাদের সর্দার। ১২। ছুয়ান=জাহাজ বা নৌকার হাইল বাঁধা দড়ি। ১৩। কাম্টা ধনুক=রাম ধনুক, বারো হাত লম্বা ধনুক যাহা খোঁটায় বাঁধিয়া চড়কির সাহায্যে তীর ছুঁড়িতে হয়। ১৪। ছুয়ান=জাহাজের হাইল পরিচালনার দড়ি বা যন্ত্র।

বয়ার[১৫] আসিলে মাঝি হইও সাবধান ॥
কোরে[১৬] কোরে লইও ডিঙ্গা দড় করি ছুয়ান* ॥"
আমির সাধুর মাথাত্ হাত দিয়ারে তারপর।
বহুত দোয়া[১৭] করিল তারে মাণিক সদাইগর ॥

বাপের চরণে আমির সালাম জানাইয়া।
কালাধর ডিঙ্গার মাঝে পেয়ার হইল[১৮] গিয়া ॥
বাও, বাও,—বলি দিল নাগ্‌রায় বাড়ি।
নঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙ্গা দিল ছাড়ি ॥
বদর বদর[১৯] নাম লইল মাঝি মাল্লাগণ।
ছুটিয়া চলিল ডিঙ্গা তুরিত গমন ॥
দহিনালী বাতাসে মাঝি পাল দিল তুলি।
ছুটিয়া চলিল ডিঙ্গা হেলি আর দুলি ॥
কোরে কোরে বায় রে ডিঙ্গা মাঝি গৌরলধর।
ডাক দিয়া কইল তারে আমির সদাইগর ॥
"শুন শুন মাঝি আরে শুন আমার বাণী।
দেখিতে একিন্ হইল মাঝ দরিয়ার পানি ॥
ফিরাও ছুয়ান মাঝি ভয় কোনো নাই।†
মাঝ দরিয়ার মিক্যা[২০] ডিঙ্গা দেও রে চালাই ॥"

১৫। বয়ার = প্রবল বায়ু। ১৬। কোরে = কূলে। ১৭। দোয়া = আশীর্বাদ। ১৮। পেয়ার = প্রীতি (এখানে 'পেয়ার হইল' অর্থে—সুখে অবস্থান করিল)। ১৯। বদর = জলযানের নিরাপত্তা বিধানকারী মুসলমান পীরের নাম। ২০। মিক্যা = দিকে।

পাঠান্তর :—

* কোরে কোরে নিও ডিঙা করিয়া যত্তন।
† ফিরাও ফিরাও ছুয়ান কন ভয় রে নাই।

গৌরলধর মাঝি বলে "সদাইগরের মানা[২১]।
কেন পথ-দি কঁড়ে যাইয়ম্[২২] আমার আছে জানা ॥"
অল্প বইস্যা আমির সাধুর রাগ হইল ভারি।
ছুয়ান ধরিয়া তখন নিজে দিল পাড়ি ॥

ছুটিতে ছুটিতে ডিঙ্গা মাঝ দরিয়ায় পড়িল।
ঢেউয়ের উপরে ডিঙ্গা নাচিতে লাগিল ॥
মানুষে কি বুঝিব ভাই রে আল্লার কেরামত।
মাঝ্ দরিয়ার মাঝে ডিঙ্গা হারাইল পথ ॥
হু হুঁ করি ছুটে ডিঙ্গা পালত্ পইড়ল টান।
পরিচয় ন রইল যাইছে ভাডি কি উজান ॥*
এক ঢেউয়ে উডে রে ডিঙ্গা আকাশ বরাবর।
আর ঢেউয়ে যায় রে ডিঙ্গা পাতালর ভিতর ॥
উতর দহিন পূগ পর্চিম হইল ভিনাভিন্[২৩]।
কন্দিকর থুন কন্দিকে যায় কিছু ন রইল চিন্ ॥
ঘুইরা ঘুইরা চলে ডিঙ্গা কি কহিব আর।
গৌরলধর মাঝির মাথাত্ যেন পড়িল ঠাডার[২৪]।
কেহ ডাকে ফেরেস্তারে[২৫] আল্লাতালায় কেউ।
বেবাম[২৬] দরিয়ার মাঝে উডিল বিষম ঢেউ ॥
কেহ পড়ি রইল আর কেহ বমি করে।
উইঠ্তে চাহি কেহ আবার কাইত্ হই চিত্ হই পড়ে ॥
থর থর কাঁপে আমির সাইগরের ডাকে।

২১ মানা = নিষেধ। ২২। কঁড়ে যাইয়ম্—কোথায় যাইব। ২৩। ভিনাভিন্ = অভিন্ন। ২৪। ঠাণ্ডার = বজ্র। ২৫। ফেরেস্তা = অলৌকিক শক্তিমান্ সাধু ফকির। ২৬। বেবাম = অতল গভীর।

পাঠান্তর :—* পরিচয় না রইল্ল ভাডা কি উজ্জান ॥

ডিঙ্গা যেমন ঘুরেরে যেমন কুমারের চাকে ॥
আমির সাধু বলে "এইবার পৌছিলে মোকামে।
হাজার ট্যাকার সিন্নি দিয়ম গাজী কালুর নামে ॥"
খালাসী ধৈঞ্জল[২৭] ডাকে—বদর বদর।
দড়-মতে ছুয়ান ধরিল মাঝি গৌরলধর ॥
আল্লারে ভাবিয়া দিল উত্তর মিকে[২৮] পাড়ি।
কড়্-মড়্ শব্দ করে পালের বাঁশ বাড়ি ॥
পঙ্খীর মতন ডিঙ্গা উড়িয়া চলিল।
একদিন পরে তারা কুলের দেখা পাইল ॥

আমির সাধু উডি বলে "ভাইরে গৌরলধর।
বড়ো গোস্বা[২৯] হইলা তুমি আমার উপর ॥
এবার ভিড়াও ডিঙ্গা পূগের কিনারে।
কূলেতে উডিয়া মোরা যাইয়ম শিকারে ॥
খোয়া খোয়া[৩০] দেখা যায় রে এ কোন পাহাড়।
তার মাঝে আছে জানি কতই জানোয়ার ॥"
গৌরলধর মাঝি বলে "আইজ করইন্[৩১] সবুর।
দেবাঙ্গের পাহাড় সেইডা পন্থ অনেক দূর।"
সাঁজের কালে রাঙ্গা সূরুজ ডুপিল সাইগরে।
সোনালী ছডক্[৩২] পইল ঢেউয়ের উপরে ॥

(৩)

সেই না ঘাটের মাঝে তারা লঙ্গর ফেলিল।
পরদিন পর্‌ভাতে উডি শিকারে চলিল ॥

২৭। ধৈঞ্জল=যাহারা জাহাজের পালের দড়ি ধরিয়া পাল ঘুরায়। ২৮। মিকে=দিকে। ২৯। গোস্বা=অসন্তুষ্ট। ৩০। খোয়া খোয়া=কুয়াশায় অস্পষ্ট। ৩১। করইন্=করেন। ৩২। ছডক্=ছটা।

আগে আগে যায় রে সাধু পিছে গৌরলধর
নদীর পাড়ে ফুলর বাগান দেখিল সোন্দর ॥
গাছের উপর বস্যা আছে কৈতরের[১] ঝাঁক।
তার মাঝে এক কৈতরের অচরিত[২] ডাক ॥
অচরিত কথা সে যে মানুষের স্বরে।
কলেমা-তৈয়ব[৩] কৈতর মুখে মুখে পড়ে ॥
শুনিয়া কৈতরের মুখে কোরাণের বাণী।
আমির সাধু ভাবে তারে কেম্‌নে ধরি আনি ॥
বড়ই সেয়ানা কৈতর যায় রে উড়ি উড়ি।
তাহারে ধরিতে সাধুর চিন্তা হইল ভারি ॥
গৌরলধর গাছে গাছে লাসা[৪] লাগাইল।
ডিঙ্গা হইতে জাল আনি যত্তনে পাতিল ॥
গাছের আড়ালে সাধু রইল লুকাইয়া।
হয়রাণ হইয়া রে কৈতর চলিল উড়িয়া ॥
তড়াতড়ি আমির সাধু কি কাম করিল।
কাম্‌টার[৫] মাঝে গুলি খেঁচি[৬] সেই কৈতরে মারিল ॥

টঙ্গীর[৭] মাঝে বসি ছিল ভেলুয়া সোন্দরী।
তেইর[৮] বুগে[৯] পইড়্‌ল কৈতর ধড়্‌ফড়্‌ করি ॥
কইতর লইয়া কইন্যা কাঁদিতে লাগিল।
"কন্[১০] দুশ্‌মনে আমার কৈতর মারিল ॥"

১। কৈতর = কবুতর, (এখানে কৈতর শব্দের অর্থ—টিয়া বা ময়না। সেন মহাশয় কোনো অর্থ করেন নাই)। ২। অচরিত = আশ্চর্য। ৩। কলেমা তৈয়ব = কোরাণের প্রথম বাণী। ৪। লাসা = আঠাযুক্ত ফাঁদ। ৫। কাম্‌টা = ধনুক। ৬। খেঁচি = টানিয়া। ৭। টঙ্গী = উচ্চ হাওয়াখানা। ৮। তেইর = তাহার। ৯। বুগে = বুকে। ১০। কন্ = কোন।

মাথা কুড়ি কুড়ি[১১] কইন্যা কান্দিল বিস্তর।
"কনে[১২] মারি গেল্গৈ আমার হিরণী কৈতর॥

কইন্যার কাঁদন শুনি দাসী-বাঁদিগণ।
টঙ্গীর উপরে আসি দিল দরশন॥
সাত ভাইয়ের বইন ভেলুয়া পরম সোন্দরী।
দূরে থাকি লাগেরে যেমন ইন্দ্রকুলের পরী।
কাছে গেলে দেখা যায় রে সোনার পত্তিমা[১৩]।
আর সোনার লাগে রে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা॥
আখির তারা যে কইন্যার অতি মনোহর।
পর্দফুলের মাঝে যেমন রসিক ভমর॥
ভালা পুষ্প পাই ভম্‌রা মধু করে পান।
সোন্দর লাগে রে কইন্যার বাঁকা দুই নয়ান॥
হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার।
চাঁচর চিক্কণ কেশ পায়ে পড়ে তার॥
হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেমন কুন্দের শলা[১৪]।
গায়ের রঙ্‌ যেমন তার চিনিচম্পা কলা॥
চান্নির মতন মুখ তার করে ঝলমল।
রাঙ্গা ঠোঁট দুইডা যেমন তেলাকুচির ফল॥
বার-বচ্ছর হইয়া কইন্যার তের নাই সে পুরে।
একেশ্বরী থাকে কইন্যা জোড়্‌মন্দির ঘরে॥
বাপের নাম মনুহর ধনী সদাইগর।
সাত পুত্র রাখিয়া রে হইলেন লোকান্তর॥

১১। কুড়ি=খুঁড়িয়া, কুটিয়া। ১২। কনে=কোন জনে। ১৩। পত্তিমা =প্রতিমা। ১৪। কুন্দের শলা=কাঠ কুঁদিয়া বাহির করা শলার মত।

তেলেন্যা নগরের মাঝে তারার[১৫] বসতি
ভেলুয়ায় মাতা মনাই বড়ো ভাগ্যবতী ॥
সাত পুত্র সাত মাণিক কইন্যা যেমন পরী।
মায়ের পরাণের পরাণ ভেলুয়া সোন্দরী ॥
সাইগরে ঘেরিয়া আছে তেলেন্যা নগর।
সাত ভাই বান্ধ্যাছে তাতে সোন্দর বাড়ী ঘর ॥
বইনের লাগি টঙ্গী এক দিয়াছে বান্ধিয়া।*
হাওয়া খায় সোন্দরী কন্যা নিত্তিপত্তি[১৬] গিয়া ॥
পর্চিমে সাইগরের মাঝে ঢেউ করে খেলা।
টঙ্গীর মাঝে বসি দেখে ভেলুয়া একেলা ॥

(৪)

এমন সুখের কালে কি কাম হইল।
আমির সাধু আসি তার কৈতর মারিল ॥
কাঁদিতে লাগিল কইন্যা করি হায় রে হায়।
চউক্ষের পানিতে তার বইক্ষ ভাসি যায় ॥
কোথায় হিরণী কৈতর গেলি আমারে ছাড়ি।
কন দুশমনে গেল রে আমার হাউসের[১] কৈতর মারি ॥
আশ্‌মান ভাঙ্গি পড়ুক তার মাথার উপর।”
এই না মতে কাঁদি কইন্যা করে ধড়্‌ফড়্‌ ॥

১৫। তারার=তাহাদের। ১৬। নিত্তিপত্তি=প্রতিদিন।
১। হাউসের=সখের।

পাঠান্তর :— * আশীগজা টঙ্গী এক দিয়াছে বান্ধিয়া

ভেলুয়ার কাঁদন যখন শুনিল সাত ভাই।
পুছার[২] করিল তেঁইরে[৩] টঙ্গীর মাঝে যাই ॥
"শুন শুন বইন ভেলুয়া কহি যে তোমারে।
কি কারণে কাঁদন কর টঙ্গীর উপরে।"
"আমার হাউসের এই হিরণী কৈতর।
কন দুশ্‌মনে মারি গেল্‌গৈ ন পাইলাম খবর ॥"

সাত ভাই শুনিয়া রে জ্বলিয়া উঠিল।
বারুদের ঘরে যেমন আগুন লাগাই দিল ॥
সাত ভাই ছুড়ি[৪] আসি সম্বাদ পাইল।
এক বৈদেশী সদাইগর কৈতর মারিল ॥
সাত ভাই ধাই আইল সাইগরের কিনারে।
সদাইগরর ডিঙ্গা দেখি তারে পুছার করে ॥
"কি হেতু মারিলা কৈতর বল জল্‌দি করি।
ঘাটে ঘাটে ডিঙ্গা লইয়া কর বুঝি চুরি ॥"
গৌরলধর মাঝি বলে "শুন ভাইগণ।
কৈতরের মূল্য দিব লাগে যত ধন ॥"
গর্জিয়া কহিল তখন তারা সাত ভাই।
"কৈতরের মূল্য দিতে সেই ধন নাই ॥"
আমির সাধু উডি বলে "না করিস বড়াই।
কৈতর মাইরাছি আমি কি করিবি চাই ॥"
সাত ভাই বলে "এখন দেখিবি কি করি।
বন্দীখানায় লই যাইব রে গর্দানাত্‌[৫] ধরি* ॥"

২। পুছার=জিজ্ঞাসা। ৩। তেঁইরে=তাহাকে। ৪। ছুডি·ছুটিয়া। ৫। গর্দানাত্‌=ঘাড়ে।

পাঠান্তর :— * বন্দীখানায় লৈয়ারে যাইব গর্দ্দনাতে ধরি

দিশা ঃ—সাধু ভাইরে
জান যার্‌গৈ নিকলি[৬]।

তারপর সাত ভাই কি কাম করিল।
কালাধর ডিঙ্গা টানি উপরে তুলিল ॥
চাইরমিক্যার থুন্[৭] ধাইয়া আইল লোকলস্করগণ*।
সাত ভাই আমির সাধুরে করিল বন্ধন ॥
বান্ধিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
সাতমণি পাথর দিল তার বুগর[৮] উপরে ॥
দুখুঃ যে হইল কত আমির সাধুর।
পাষাণের ভারে রে তার সিনা[৯] হয় চুর ॥
অকান্দনা[১০] কাঁদে রে সাধু চউক্ষে বহে পানি।
কোথায় রইল পিতা রে তার দুর্লভ জননী ॥
তার দুখুঃ দেখিয়া রে পানিত্ কান্দে মাছ।
বনের পশু-পক্ষী কান্দে আর কান্দে গাছ ॥
তাহার কান্দনে বুগর পাষাণ গলি যায়।
রাও ধরি[১১] কাঁদে রে সাধু করি হায় হায় ॥
"কোথায় আমার মা জননী কোথায় আমার বাপ।
শুনিলে দুখুঃর কথা জলে দিত ঝাঁপ ॥
এত দুখুঃ যদি আমার মা-বাপে দেখিত।
তেলেন্ড্যা নগর আজি সাইগরে ডুপাইত[১২] ॥"

৬। জান যার্‌গৈ নিকলি=প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। ৭। চাইর মিক্যার থুন=চারিদিক হইতে। ৮। বুগর=বুকের। ৯। সিনা=বক্ষ। ১০। অকান্দনা=যে কোনোদিন কাঁদে নাই অথবা অসাধারণ ক্রন্দন। ১১। রাও ধরি=বিলাপ করিয়া। ১২। ডুপাইত=ডুবাইত।

পাঠান্তর :— * চাইর দিগর থুন ধাইয়ারে আইল লোকলস্করগণ

এইরূপে কান্দে সাধু চোগর জলে ভাসি।
সোনাইসুন্দরী শুনিল ভিতর বাড়ীত্ বসি ॥*
কান্দনের কথা শুনি ভেলুয়ার জননী।†
লাডি হাতে লইয়া রে বুড়ী চলিল তখনি ॥
ধীরে ধীরে আসে বুড়ী ধীরে বাড়ায় পা।
শুনিতে লাগিল সাধুর কান্দনের রা[১৩] ॥
"কোথায় রইলা বাপ্‌জান মাণিক সদাইগর।
এমন নিদানর কালে না পাইল্যা †† খবর ॥
কোথায় আমার মাজননী সোনাই সোন্দরী।
এমন নিদানর কালে রহিলা পাশরি ॥"
ধীরে ধীরে আসি বুড়ী দেখিবারে পায়।
সোনার বরণ যাদু ভূমিতে গড়ায় ॥
তার কাছে যাইয়া রে বুড়ী লইল খবর।
"কার বেটা যাদু তুমি কন্ দেশে ঘর ॥"
সাধু বলে, "শুন বুড়ী, আমার পরিচয়।
শাফলা বন্দরের মাঝে আমার বাড়ী হয় ॥
আমার বাপ মাণিকধন করে সদাইগরী।
আমার মায়ের নাম জাইন্য সোনাই সোন্দরী ॥
শিকার করিতে আমি একিন[১৪] করিয়া।
তেলেন্যা নগরে আসি যাইতেছি মরিয়া ॥"

১৩। রা = বিলাপ কথা। ১৪। একিন = মত্‌লব,

পাঠান্তর :— * মনাই সোন্দরী শুনিল ভিতর বাড়ীত্ বসি ॥
† কাঁদন শুনিয়া তখন ভেলুয়ার জননী।
†† "—না লৈলা—" ॥

এই না কথা শুনি বুড়ী কাঁদিয়া উডিল
সাতপুত্‌রে ডাক দিয়া কহিতে লাগিল ॥
"ফালাইয়া দেওরে যাদুর বুকের পাষাণ ।
তোমরা লইলা আমার বইন-পুতর পরাণ ॥"
সাতমণি পাথর তারা দিল রে লামাই[১৫] ।
বুড়ী যাইয়া বইনপুত্‌রে ধরিল বেড়াই[১৬] ॥

সাতপুত্‌রে কহে বুড়ী "শুন দিয়া মন ।
না চিনিয়া বইনপুত্‌রে কইরাছ বন্ধন ॥
আমার এক বইন আছে শুন রে খবর ।
মাও বাপে দিছিল বিয়া শাফলা বন্দর ॥
ছোডোকালের পরাণের বইন মোনাই সোন্দরী ।
তার যাদুরে আমার ঘরে আইন্যাছ* বন্ধন করি
সোনার বরণ কালি হইল আমার যাদুর ।
পাথরের চাপে তার সিনা হইল চুর ॥
শুন শুন বেটাগণ আমার কথা রাখো ।
এখন আনি ভালা তেল যাদুর মুখে মাখো ॥"
বুড়ীর কথা শুনি রে তারা সাত ভাই ।
মাপ চাহিল করজোড়ে সাধুর কাছে যাই ॥
সাধুর সঙ্গে সাত ভাই করি কোলাকোলি ।
আদাব সালাম করে ভাই ভাই বুলি ॥
পালঙ্কে বসাই তার খানাপিনা দিল ।
নানান্ রকমে সাধুর যত্তন করিল ॥

১৫ । লামাই=নামাইয়া । ১৬ । বেড়াই=বেড়িয়া, জড়াইয়া

পাঠান্তর :— * 'জান্য—' ।

(৫)

দাসী এক যাইয়া কইল ভেলুয়ার গোচরে।
সাত ভাই বান্ধি আইনাছে সেই না সদাইগরে ॥
খবর শুনিয়া কইন্যার খুশী হইল মন।
সোহাইগ্যা[১] দাসীরে ডাকি কহিল তখন ॥
"দেখি আইস রে বইন কেমন সদাইগর।
কন্ হাতে মারিল আমার হিরণী কৈতর ॥
সেই হাতর আঙ্গুল কাটি আনিবা এখন।
হিরণীর শোক তবে হইব পাশরণ ॥"

ঐদিকে করিল কিবা ভেলুয়ার মাতা।
সাত পুত্‌রে ডাকিয়া রে কইতে লাগে কথা ॥
"পরাণের পুত্‌ তোমরা শুন মন দিয়া।
সোন্দরী ভেলুয়া কইন্যা তারে দিয়ম্ বিয়া ॥
বইনের সঙ্গে সত্যে বান্ধা আছি ছোডোকালে।
তেইর[২] পুত্‌রে বিয়া দিয়ম্ আমার বেটী হইলে ॥
কার কন কথা এখন না শুনিব কানে।
দোনো বইনের সত্যের কথা আল্লাতালা জানে ॥"
এই কথা বলিয়া বুড়ী জবাব চাহিল।
পন্থে যাইতে যাইতে দাসী সেই কথা শুনিল ॥

বাহিরে যাইয়া দাসী দেখে সদাইগরে।
সূরুজ যেন উডিয়াছে আসমানের উপরে ॥

১। সোহাইগ্যা=আদরের। ২। তেইর=তাহার।

অপরূপ সোন্দর সাধু আচানক[৩] সাজ।
মাথার উপর আছে রে তার হাজার টাকার তাজ[৪] ॥
কাশ্মীরী শালের জামা* পিন্নুনে[৫] চিকণ ধুতি।
পায়ের মাঝে লাগাই দিছে ভালা চীনার জুতি[৬] ॥
সাধুরে দেখিয়া দাসীর মন ভিজি যায়।
ভেলুয়ার যোগ্য দুলা[৭] মিলাইল আল্লায় ॥
দুনিয়ার মাঝে কেহ লইক্ষ টাকা দিয়া।
এমন দুলা ন পাইব ভেলুয়ার লাগিয়া ॥
দেখিয়া শুনিয়া দাসী কি কাম করিল ॥
ভেলুয়ার নিকট যাই উপনীত হইল ॥
দাসী কহে "শুন কইন্যা খোদাতালার ভুল।
সদাইগরের হাতের মাঝে নাই রে আঙ্গুল ॥"
খল খল হাসি দাসী যায় রে গড়াগড়ি।
কথার মর্ম ন বুঝিল ভেলুয়া সোন্দরী ॥

সাধুর নিকটে তারা গেল সাত ভাই।
আদাব সালাম করি ধরিল বেড়াই ॥
"বড়ো দুখুঃ দিয়াছি ভাই রে পাষাণ চাপা দিয়া।
ভেলুয়া বইনরে তুমি এখন কর বিয়া ॥
সত্যে বান্ধা আছে খালা[৮] আমার মায়ের সনে।
দোনো বইনের ধর্মের কথা আল্লাতালা জানে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির রাজি যে হইল।
দিনক্ষেণ বাছিয়া বিয়ার তারিক করিল ॥

৩। আচানক=অপূর্ব। ৪। তাজ=টুপি। ৫। পিন্নুনে=পরণে
৬। জুতি=জুতা। ৭। দুলা=বর। ৮ খালা=মাসী।

পাঠান্তর :—* '—কোট—'

ওরে তোরা জয়-জোকার[৯] দে
আইজ ভেলুয়ার বিয়া হইব রে ॥ —দিশা

শুভ দিনে শুভক্ষেণে বহুত ধুমধাম সনে
হইল রে বিয়ার আয়োজন।
দুলা কইন্যা হইল রাজি সরা[১০] পড়াইল কাজী
দেশবাসী করিল ভোজন ॥
খোত্‌বা[১১] পড়াইয়া পরে দুলা কন্যা নিল ঘরে
মিলিলেক যেন রবি শশী।
চউক্ষে চোউক্ষে দেখা হইল প্রেম আলিঙ্গন দিল
সুখ্‌খে তারা গুঞ্জরিল নিশি ॥

বিয়া সাদী গত রে হইল শুন সভাজন।
দেশে যাইতে আমীর সাধু করে আয়োজন ॥
সাত ভাইয়ের বউ আসি সাজায় ভেলুয়ারে।
দাঁতে মিশি* নাকে নথ পরাইল তারে ॥
আঁচুড়ি-বিচুরি চুল কইর্‌ল লড়া লড়া[১২]।
তার উপর তুলি দিল মণি-মুক্তার ছড়া ॥
হার পরাইল গলায় আর দিল হাসুলি।
নাকে দিল করম ফুল কানে দিল বালি ॥
তোড়ল্ তাড়ন্[১৩] দিল দেসরা বাজুবন্[১৪]।
দোনো হাতে পরাই দিল সোনার কঙ্কণ ॥

৯। জোকার=উলুধ্বনি। ১০। সরা=বিবাহের মন্ত্র। ১১। খোত্‌বা=মঙ্গল প্রার্থনা মন্ত্র। ১২। লড়া লড়া=অনেকগুলি বেণী। ১৩। তোড়ল্ তাড়ন্=হাতের গহনা। ১৪। বাজুবন=বাহুর অলঙ্কার ॥

পাঠান্তর :— * '—মিসকি—'।

চুলেতে মাখাই দিল আতরের পানি।
মাথার উপরে দিল সিঁথির ঢাকনি ॥
ঘুঙ্গুরু পরাইয়া দিল দোনো পায়ের মাঝে।
সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপ সাজে ॥
সাজিয়া গুজিয়া কইন্যা ধীরে বাড়ায় পা।
ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ শুনা যায় অলঙ্কারের রা ॥

তার পরেতে আমির সাধু কি কাম করিল।
ভেলুয়ারে সঙ্গে লইয়া দেশেতে চলিল ॥
কান্দিয়া কহিল সোনাই* "শুন রে বাপ্ জান।
তোমার হাতত্ সোঁপি দিলাম আমার জান পরাণ ॥
সোহাইগ্যা[১৫] যে কইন্যা আমার ঘরের দুলালী।
বড় করিয়াছি আমি তারে পালি তুলি ॥
আমার ভেলুয়ারে তুমি যত্তনে রাখিবা।
কনো অপরাধ হইলে তাহারে ক্ষেমিবা ॥
গোবর ফেলিতে নদ্দিও[১৬] † গায়ে দাগ লাগিব।
উডান কুড়াইতে নদ্দিও গায়ে ধূল যে লাগিব ॥
হাত যে জ্বলিব কইন্যার মরিচ বাঁটিতে।
কেঁকাইলে [১৭] †† হইব বেথা পানি যে আনিতে ॥
পরাণের পরাণ আমার দিলাম তোমার হাতে।
দুখুঃ যেন না পায় কইন্যা ভাত আর পানিতে ॥"

১৫। সোহাইগ্যা=সোহাগের, আদরের। ১৬। নদ্দিও=না দিও
১৭। কেঁকাইলে=কাঁকালে, কোমরে।

পাঠান্তর :— * '—মনাই—'। † '—নৈদ্দ—'। †† কৈঁয়াইল—'

এইনা বলি ভেলুয়ার মাও কান্দিতে লাগিল।+
বিদায়ের শুভক্ষণ তখন হইল ॥+
গৌরলধর মাঝি আসি সাধুরে ডাকি কয়।+
ভাডার টান পড়িছে গাঙ্গে ডিঙ্গা ছাড়িতে হয় ॥+
সোনাই শাশুড়ীর পদে সালাম জানাইয়া।
সোয়ার হইল ডিঙ্গায় সাধু ভেলুয়ারে লইয়া ॥

(৬)

আমির সাধুর বড়ো বইন বিভলা তার নাম
মাংস নাই সরা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম ॥
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়।
পুরুষের মত কেশ হাত আর পায় ॥
কুড়ি বচ্ছর বয়েস হইল বইলতে লজ্জা পাই
যইবন-জোয়ার তবু গঙ্গে আসে নাই ॥
ডালিম্বের গাছে হায় রে ধরে নাই ফল।
ডাঙ্গর[১] ডাঙ্গর চৌখ করে ঝলমল ॥
নারীর ছুরত্[২] নাই বিভলার অঙ্গে।
এ দুনিয়ায় বর্ক[৩] নাই তার কারো সঙ্গে ॥
আষাঢ়্যা মেউলার[৪] মত লাগে মুখখানি।
সে মুখের বাণী যেমন চিরতার পানি[৫] ॥
এক কথারে টানিটুনি দশ কথা করে।
দাসী বাঁদী কাঁপে সদাই বিভলার ডরে ॥

১। ডাঙ্গর=বড়। ২। ছুরত: । ৩। বর্ক=বর্গ, মনের মিল। ৪। মেউলার=মেঘ্‌লার; ৫। চিরতার পানি=চিরতা ভিজানো জলের মত তিক্ত।

বিষে ভরা সারা পেট রিশে[৬] ভরা হিয়া।
কন কেহ ন করিল এ নারীরে বিয়া॥
তবুও বাপের ঘরে বড়ই কদর।
শত দোষের মাঝে পায় মায়ের আদর॥

সদাইগরের বাড়ীঘর পশর[৭] করিয়া।
ভেলুয়া আশ্‌মানের পরী আইল রে উড়িয়া॥
শাফলা বন্দরের লোক কহাকহি করে।
সোনার চান্নি[৮] উদয় হইছে মানিকধনের ঘরে॥
বউ পাইয়া আমিরের মা বহুত খুশী হইল।
সোনাই* বইনের কথা মনেতে পড়িল॥
খুশী হইল সদাইগরের পাড়াপড়শী জন।
রিশেতে জ্বলিল হায় রে বিভলার মন॥
আবিয়াত৷† ননদিনী আছে যার ঘরে।
সে বধুর সুখ কখ্‌খনো না হয় সংসারে॥

এক দুই তিন করি কয় মাস গেল ভালা।
আমিরের উপরে কুদিন ফালাইল বিভলা॥
মস্‌গুল হইয়াছে আমির ভেলুয়ারে পাই।
বিভলা বুঝাইত্‌ লাগিল মায়ের কাছে যাই॥
"ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙ্গা নষ্ট হইয়া যায়।
দাঁড়ি মাঝি যত আছে বইস্যা মাহিনা খায়॥

৬। রিশে=ঈর্ষায়। ৭। পশর=আলোকিত, উজ্জ্বল। ৮। চান্নি=চাঁদিনী।

পাঠান্তর :— * মনাই—'। † আবিহতা'

বধূর কাতরগ্যা[৯] ভাই ভারুয়া[১০] মরদ।
সোন্দর নারী বিয়া করি রইয়্যাছে ঘরত্ ॥"
মাছির মত ভন্‌ভনায়া যত কথা কইল।
কিছু কিছু কথা মায়ের পরাণত বাজিল ॥

সংসারের রীতর্ কথা শুন সভাজন।
মাও-বাপের শত্তুর হয় বউয়র বশ যে জন ॥
রঙ্গ রসে আমির সাধু আছে রাইত দিন।
বাপ মা ও বইনে সদাই দিতে লাগিল ঘিণ্[১১] ॥
আমিরের মা একদিন সহিতে না পারি।
আমিররে ডাকি কইল লাজ সরম ছাড়ি ॥
"শুন শুন আমার কথা জানাইয়া যাই।
এক্কিবারে তল পইলা[১২] হোঁস গোঁস[১৩] নাই ॥
ঘাটে আছে ঘাটের ডিঙ্গা নষ্ট হইয়া যায়।
দাঁড়ি মাঝি যত আছে বইস্যা মাহিনা খায় ॥
কনে * গেইয়ে[১৪] নুকানারা[১৫] নাইরে সমাচার।
ঘাটে ঘাটে যত মাল হইল রে ছারখার ॥
বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি খাইলে।
সংসার নষ্ট হয় রে জাইন্য বউয়র বশ্য হইলে ॥

৯। বধূর কাতরগ্যা=বধূর জন্য অতিশয় কাতর (ব্যাকুল)। ১০। ভারুয়া=ভেরুয়া, স্ত্রৈণ। ১১। ঘিণ্=ঘৃণা, ধিক্কার। ১২। তল পইলা=তলাইয়া পড়িলে। ১৩। হোঁস গোঁস=হুঁস জ্ঞান। ১৪। গেইয়ে=গিয়াছে। ১৫। নুকানারা=পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্য করিবার জন্য সরঙ্গা নৌকার বহর।

পাঠান্তর :— * 'কণ্ডে—'।

ইজ্জত আব্রু খাইলা, খাইলা সদাইগরী।
ঘরর মাঝত্ বসি রইলা বউয়র আঁচল ধরি॥"

মায়ের এতেক বাণী শুনিয়া আমির।
নীচের মিক্যা[১৬] * চাহি রইল নত করি শির॥
তুষের আগুনে তার দহিল অন্তর।
ঝরিল চৌক্ষের জল ঝর ঝর ঝর॥
আঠাইট্ট্যা ঠাডার[১৭] পড়িল মাথার উপরে।
কলিজার লৌ[১৮] আমিরের টগ্‌বগ করে॥
ভাবিতে লাগিল আমির হেঁট করি মাথা।
"মিছা দুনিয়ার মাঝে মিছা মাতা পিতা॥
দুই দিন আগে হায় রে মা জননী মোরে।
শিকারে বিদায় দিতে কত কাঁদিল রে॥
অঙ্গ জ্বলি যায় রে আজি অঙ্গ জ্বলি যায়।
বড়ো অপমান† হায় রে দিল মোর মায়॥"

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির কি কাম করিল।
গৌরলধর মাঝির বাড়ীত্ উপনীত হইল॥
"শুন শুন গৌরলধর শুন রে খবর।
বাণিজ্য কামাইবারে যাইয়ম্ উজানী নগর[১৯]॥
কালুকা ফজরে[২০] ডিঙ্গা করিবা তৈয়ার।
মাঝি মাল্লা যত আছে দাও রে সমাচার॥"

১৬। মিক্যা=দিকে। ১৭। আঠাইট্ট্যা ঠাডার=আচম্‌কা বজ্র।
১৮। লৌ=রক্ত। ১৯। উজানী নগর=নদীর উজানের বন্দর সমূহে।
২০। কালুকা ফজরে=আগামীকল্য প্রভাতে।

পাঠান্তর :— * '—থিক্যা—' † '—অকমান—'।

(৭)

স্বপনে রসের ঘুমে কে দিল দাগা,
হায় রে, কে দিল দাগা।—দিশা। +
সোন্দরী ভেলুয়া সেই দিন কি কাম করিল।
সোয়ামীর লাগি ভালা খানা পাকাইল॥ +
খোর্‌মা খাজুর লইল কিচ্‌মিচ্‌ বাদাম।
কালা গাইয়র দুধ লইল যাত্‌[১] হইব কাম॥ +
দুধকমল চইল[২] লইল আর লইল চিনি।
ক্ষীর্‌সা রাঁধিল ভালা দিয়া ডাবর পানি॥
বাসনে লইয়া ক্ষীরসা বসি রইছে দুয়ারে।
সইন্ধ্যাবেলা আমির সাধু আসিল রে ঘরে॥
চৌখ দুইটি ফুলা ফুলা মুখ যে বেজার[৩]।
ভেলুয়া অবাক হইয়া চাহে বারে বার॥
আমির সাধু উডি বলে, "শুন রে রূপসী।
আর কত কাল থাইকম্‌ আমি ঘরের মাঝে বসি॥
রুজি নাই রোজগার নাই কপালেতে পিছা[৪]।
ধন দৌলত না থাকিলে দুনিয়াই মিছা॥
মাতা বল পিতা বল হাউসের[৫] স্তিরী।
গিরেত্‌[৬] পইসা ন থাকিলে কেহ ন চায় ফিরি॥
মায়ে দিল ঝাঁডা পিছা বইনে দিল তাপ।
ঘরত্‌ থাকা দায় হইল নসিব খারাপ॥

১। যাত=যাহাতে। ২। চইল=চাউল। ৩। বেজার=ম্লান, অসন্তুষ্ট ভাব। ৪। পিছা=ঘর ঝাঁট দেওয়া বারুণ। ৫। হাউসের=সখের। ৬। গিরেত্‌=গৃহে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি মন কইরাছি থির।
কালুকা ফজরে হইয়ম ঘরর বাহির ॥
বাণিজ্য কামাইবারে যাইয়ম উজানী বন্দরে।
হাসিমুখে তুমি এখন বিদায় দেও মোরে ॥"

বিদায়ের কথা কইন্যা শুনিল যখন।
হাতর্‌থুন্[৭] খসি পইড়্‌ল ক্ষীরসার বাসন ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কইন্যা কহিল তখনি।
"তোমারে না দেইখ্‌লে আমি হইয়ম্ পাগলিনী* ॥
পিঞ্জারাতে রাখি মোরে তুমি যাইবা উড়ি।
কেমনে বাঁচিব আমি এই আগুনেতে পুড়ি ॥
কন্ দোষে দোষী হইলাম তোমার গোচরে।
তোমারে ছাড়িয়া কেম্‌নে রহিব যে ঘরে ॥"
আমিরের গলাত্ ধরি কহিল সোন্দরী।
"তোমার সঙ্গেতে আমি হইয়ম্ দেশান্তরী ॥
একা না যাইও তুমি আমার মাথা খাও।
যেথায় তুমি যাইবা চলি মোরে সঙ্গে নেও ॥"

আমির বলে, "কোথায় যাইবা তুমি ঘরের বউ।
সাইগরের মাঝে আছে বড়ো বিষম ঢেউ ॥
কিছুদিন থাক তুমি মন থির করি।
জল্‌দি ফিরিয়া আমি আসিব সোন্দরী ॥"
কইন্যারে লইয়া আমির বুগ জুড়াইল।
হাতে হাতে কইন্যার পানের খিলি খাইল ॥

৭। হাতর্‌থুন=হাত থেকে।

পাঠান্তর :— * '—পাকলিনী।'

সারা নিশি দুইজনে নানান্ কথা কয়।
পরভাতে উডিয়া সাধু বাণিজ্যে চলি যায়॥

(৮)

পরভাতকালে ঘাটে আসি সাধু ডাকে মাঝি মাল্লা।*
কেহ লয় বদরের নাম কেহ বলে আল্লা॥
মাঘমাইস্যা শীতর দিনে ঠাণ্ডা যে সাইগর।
ডিঙ্গার মাঝে সোয়ার[১] হইল আমির সদাইগর।
ছুটিয়া চলিল ডিঙ্গা পানি দুই ফাঁক করি।
ভেলুয়ার কানে গেল দাঁড়র কড়্মড়ি॥
একদিন দুইদিন তিন দিন যায়।
দিশা[২] ভুল হইল মাঝির মাঘমাইস্যা খোয়ায়[৩]॥
চারিদিন পরে রে ভাই কি কাম হইল।
হাঁজরকালে[৪] ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটে চলি আইল॥
ঘাটোয়ালে দাঁড়ী মাঝি ডাক দিয়া পুছ্ করে।
"কন্ মুল্লুকে আইলাম আমরা কন্ বা বন্দরে॥"
ঘাটোয়াল শুনি কথা হাসে খল খল।
আমির সাধুর দাঁড়ী মাঝি হইয়াছে পাগল॥
ঘাটোয়াল বলে, "শুন মাঝি গৌরলধর।
ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটে আইল শাফ্লা বন্দর॥

১। সোয়ার=আরোহী। ২। দিশা=দিক। ৩। খোয়ায়= কুয়াশায়। ৪। হাঁজরকালে=সাঁঝের কালে।

পাঠান্তর :— * ঘাটেতে আসিয়া আমির ডাকে মাঝি মাল্লা

এই কথা শুনিয়া গৌরলধর* নিরখিয়া চায়।
ঘাটর ডিঙ্গা ঘাটত্ দেখি বহুত লৈজ্জা পায়॥

সেই না নিশিতে আমির কি কাম করিল।
ঘাটে উঠি ভেলুয়ার ঘরে চলিয়া আইল॥
কি বলিব ভেলুয়ার দুঃখের কাহিনী।
চারিদিন ছোঁয় নাই ভাত আর পানি॥
সারাদিন কাঁদি কইন্যা ঘুমায় অচেতনে।
আমির সদাইগরের মুখ দেখিছে স্বপনে॥
এমনিকালে আমির সাধু মনে বড়ো ডর।
এক দুই তিন ডাকে না পাইল উত্তর॥
চারি ডাকের মাঝে কইন্যা চেতন পাইল।
চৌখ কচালিয়া পরে উঠিয়া বসিল॥
সাধুর আবাজ[৫] শুনি ভেলুয়া সোন্দরী।
কোঠার কেবার[৬] খুলি দিল তড়াতড়ি॥
ভেলুয়ারে দেখি আমির হইল পাগল।
কুলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল॥
দোনো জনে কোলাকুলি গলাগলি করে।
চারি চোগের জল তারার অজ্‌ঝরেতে ঝরে॥
ভেলুয়ার চোগের জল দরিয়ার পানি।
ভাসাই দিল আমির সাধুর ভাঙ্গা বুকখানি॥

৫। আবাজ=আওয়াজ, কণ্ঠস্বর। ৬। কেবার=কেওয়াড়, দরজা।

পাঠান্তর :— * '—আমির—'।

কাঁদিয়া কহিল কন্যা, "শুন সমাচার।
কলিজা মোর চারি দিনে হইয়াছে আঙ্গার ॥
নিদ্রা নাহি ছিল আমার চোগের পাতায়।
মাথার বিষেতে আমার পরাণ যায় যায় ॥"
আমির বলে "শুন কন্যা শুন আমার বাণী।
মা-বাপের রোষে কেম্‌নে ঘরে থাকি আমি ॥
বাপের ধনে এখন আমার নাই রে অধিকার।
নিজে কামাই না করিলে পরাণে ধিক্কার ॥
রুজি[৭] না করিয়া কেম্‌নে খাইব বাপের ভাত।
মুখেতে গরাস[৮] দিতে কাঁপে ডা'ন হাত ॥"

আমির সাধুর কথা শুনি ভেলুয়া সোন্দরী।
কান্দিতে লাগিল সাধুর দোনো পায়ত্‌ ধরি ॥
"আমারে ছাড়িয়া সাধু ন যাইও তুমি।
হাতের বাজু বেচিয়ারে খাওয়াইয়ম্‌ আমি ॥
ন যাইও ন যাইও সাধু কহি বারে বার।
বেচিয়া খাবাইয়ম্‌ তোমায় সপ্তছড়ির[৯] হার ॥
বৈদেশে বিপাকে যাইতে আমি করিরে মানা।
বেচিয়া খাবাইম্‌ তোমায় আমার সোনা দানা ॥
বালক বয়েস তোমার না বুঝ কামাই।+
এই না বয়সে বৈদেশে বাণিজ্যি যাইতে নাই ॥+
ন যাইও ন যাইও সাধু আমার পরাণ ধন।
তোমার জন্য বেচিব রে সোনার কঙ্কণ ॥

৭। রুজি=প্রাত্যাহিক উপার্জন; ৮। গরাস=গ্রাস সপ্তছড়ি=সাত নহর।

তুমিত আমার সাধু আসকের[১০] পাগল।
বেচিব হাসুলি আর কানের শিকল॥
ন যাইও ন যাইও তুমি ছাড়ি আমার ঘর।
পিন্ধনের শাড়ী বেচ্যম্ সোনালী চান্দর॥
তার পরে ভিক্ষা মাগি খাওয়াইয়্যম্ তোমারে।
এই বয়েসে ন যাইও বৈদেশের বন্দরে।"

আমির বলে, "শুন কইন্যা রাত্তির বেশী নাই।
পেটে ক্ষুধা লাগিয়াছে দেও কিছু খাই॥"
খোর্মা কিস্মিস্ বাদাম বাসনে ভরিয়া।
ভেলুয়া আমিরের হাতে দিল রে তুলিয়া॥
খানা পিনা খাই সাধু করিল শয়ন।
সুখ্খে রাত্তির শেষ করিল বঞ্চন॥
তুলা গাছে[১১] কুড়্গাল[১২] ডাকিল শুনিয়া আমির।
রাত্তির পোষাইল বলি হইল ঘরের বাহির॥
পূব আকাশে লাল হইছে পাইখ্-পহলে[১৩] গায়।
তেল ফুরাইন্যা বাত্তির মতন আশ্মানে তারা নিবি যায়॥
ঘুমে অচেতন ভেলুয়া হোঁস্ গোঁস নাই।
সুখ্খের রজনী তার গেল রে পোষাই[১৪]॥
দেরী হইল দেখি আমির মনে পাইল ডর।
তড়াতড়ি চলি আইল ডিঙ্গার উপর॥
দাঁড়ি মাঝি সয়লরে ডাকি চেতাইল।
বেবাম্ দরিয়ার মাঝে ডিঙ্গা ভাসাইল॥

১০। আসকের=প্রেমের। ১১। তুলাগাছে=শিমুল গাছে।
১২। কুড়্গাল=কুড়া পাখি। ১৩। পাইখ্পহলে=পোখপাখালি।
১৪। পোষাই= পোহাইয়া।

(৯)

এ দিগে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কেবার খুলা রাখি আমির করিল গমন ॥
সোন্দরী ভেলুয়া ছিল নিদ্রায় কাতর।
যাইবার কালে আমির সাধুর ন পাইল খবর ॥
ফজরে[১] বিভলা উঠি নিরখিয়া চায়[২]।
ঘরর কেবার খুলা রইছে দেখিবারে পায় ॥
রিশেতে[৩] বিভলা তখন হইয়া আকুল।
আপনি ছিঁড়িয়া ফেলায় আপন মাথার চুল ॥
অঘোরে ঘুমায় ঘরে* ভেলুয়া সোন্দরী।
পালঙ্কে শয়ান রইছে যেমন আশমানের পরী ॥
বিভলার মাথায় তখন উথলিল বিষ।
কি করিব কন্তে[৪] যাইব না পাইল দিশ ॥
মোনাই† শাশুড়ী আসি দেখিল তখন।
ভেলুয়া পালঙ্কে শুইয়া নিদ্রায় মগন ॥
গায়ে পড়িল রোইদর ছড়া[৫] চালে ডাকিল কাউয়া।
সাধের স্বপন ভাঙ্গি গেল্‌গৈ জাগিল্‌ ভেলুয়া ॥

জাগিল ভেলুয়া তখন ঢুলু ঢুলু আঁখি।
চমকিয়া উডিল সাম্‌নে বিভলারে দেখি ॥

১। ফজরে=প্রভাতে। ২। নিরখিয়া চায়=লক্ষ্য করিয়া দেখে। ৩। রিশেতে=ঈর্ষায়। ৪। কন্তে=কোথায়। ৫। রোইদর ছড়া=রোদের ছটা।

পাঠান্তর :— * '—ঘোরে—' † সোনাই—'

কি কাম করিল হায় রে বিভলা তখন।
বলিতে লাগিল কথা করিয়া গর্জন ॥
"মজাইলি মাও বাপ্‌রে মজাইলি কুল।
একখান একখান করি ফাইড়্‌গ্যাম্[৬]* তোর চুল ॥
বাণিজ্যেতে গেল ভাই চাইর দিন হইল।
কালুকা রাতুয়া[৭] তোরে কন রসিকে পাইল ॥
সারা রাত্তির মজা করিস নতুন বঁধু পাই।
তে কারণে ফজরেতে হোঁস্‌গোস্‌ নাই ॥"

ভেলুয়া কহিল কান্দি মাথা নোয়াইয়া।
"সোয়ামী মোর আইসাছিল কালুকা রাতুয়া ॥
কোরাণ দেও কিতাব দেও খোদার নামে কই।
এক সোয়ামী বিনে আমি আর ন জানম্‌ দুই ॥"
এই কথা শুনিয়া সবে জ্বলিয়া উঠিল।
বাণিজ্যেতে গেল আমির কিরূপে আইল ॥
ভেলুয়া কহিল, "আমি বলিলাম সইত্য।"
কেহ ন করিল হায় রে সেই কথা পৈত্য[৮] ॥
কেহ বলে, ভেলুয়ারে নানান্‌ শাস্তি কর।
কেহ বলে, ভেলুয়ার গলায় দড়ি দিয়া মার ॥
বিভলা বলিল "তাইরে[৯] গাড়িয়া ময়দানে।
পাগ্‌লা কুকুর লাগাই দিয়া মারহ পরাণে ॥

৬। ফাইড়্‌গ্যাম=ফাড়িয়া ফেলিব। ৭। কালুকা রাতুয়া—কা'ল রাত্রে। ৮। পৈত্য=প্রত্যয়, বিশ্বাস। ৯। তাইরে=তাহারে।

পাঠান্তর :— * '—হাইরগ্যাম্‌—'।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শাশুড়ী মোনাই।*
ভেলুয়ারে রাইখ্‌ল বাহির কামুলী বানাই[১০] ॥

(১০)

হায় হায় নছিব রে—
রাজার দুলালী কইন্যা কত দুখুঃ করে রে ।।—দিশা।
দাসীর কাম করি ভেলুয়া খায় দুই বেলা।
যাতনা দিল রে কত ননদী বিভলা ॥
বাহুর বাজু খুলি নিল নিল গলার হার।
অগ্নি পাটের শাড়ী খানা কাড়ি নিল তার ॥
হাতের কঙ্কণ নিল নিল গলার হাঁসুলি।
কানের শিকল নিল নিল সক্কল খুলি ॥
ফজরে উঠিয়া ভেলুয়া গোবর ফেলায়।
উডান কুড়াইতে[১] কন্যা তার পরে যায় ॥
ঘর-দুয়ার ফোঁড়ে পোঁছে[২] আনে নদীর পানি।
সোনার অঙ্গ ঢাকে কইন্যা দিয়া ছিড়া কানি[৩] ॥
একদিন বিভলা যে কি কাম করিল।
সাড়ে তিন সের মরিচ[৪] আনি বাঁটিবারে দিল ॥
ভেলুয়া কান্দিল হায় রে মাথাত্‌ থাবা দিয়া।
সাড়ে তিনসের মরিচ বাড়িল চৌখের পানি দিয়া ॥

১০। বাহির কামুলী বানাই=বাহিরের কষ্ট সাধ্য কর্মের দাসী করিয়া।
১। উডান কুড়াইতে=উঠান ঝাঁট দিতে। ২। ফোঁড়ে পোঁছে=লেপিয়া মোছে। ৩। কানি=পুরাতন বস্ত্র খণ্ড। ৪। মরিচ=লঙ্কা।

পাঠান্তর :— * '—সোনাই।'

হাত জ্বলে ভেলুয়ার করে ধড়্‌ফড়্‌।
বিভলা বকিয়া উড়িল তাহার উপর ॥
ঘরে নাহি থান পায় কইন্যা বাইরে কাড়ায়।+
রোইদ বিষ্টি ঝড় তুফান গায়ের উপর যায় ॥+
মাথাত্‌ নাই রে তেল কইন্যার পেটত্‌ নাই রে ভাত।+
কান্দি কান্দি কাড়ায় কন্যা দুঃখের দিন-রাত ॥+
দিবা নিশি কাঁদে কইন্যা দানা নাহি খায়।
বিরহে তাপিত হইয়া বরো মাসী গায় ॥

"আইল বৈশাখ মাস নতুন বচ্ছর।
কঁড়ে গেলা[৫] সোয়ামী মোর না পাই খবর ॥
ঘর শূন্য বাড়ী শূন্য নাই রে আমার কেউ।
কন সাইগরের পারে বসি গইন্‌ছ[৬] তুমি ঢেউ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়াছে গাছে নানান্‌ ফল।
কনে[৭] মোরে পাড়ি দিব আম আর কাট্‌ঠল ॥
পঙখী যদি হইতাম রে আমি তবে ছাড়ি বাড়ী ঘর
উড়ি উড়ি লইতাম রে আমি তোমার যে খবর ॥

আইল আষাইঢ়া মাস রে গাঙ্গে আইল পানি।*
চৌখের জলে ভিজ্‌জা যায় রে
আমার পিন্ধনের ছিঁড়া কানি ॥
কহিবার জাগা নাই রে কার কাছে বা কহি।
দারুণ দুঃখের জ্বালা আমি দিবা নিশি সহি ॥

৫ কঁড়ে গেলা=কোথায় গেলে। ৬। গইন্‌ছ=গণিতেছ। ৭। কনে=কোন জনে।

পাঠান্তর :—* আইল আষাঢ় মাস নয়া নবীন পানি

শ্রাবণ মাসেতে চাষা বিলে রোয় ধান।
তোমারে না পাইয়া হায় রে মোর কান্দিছে পরাণ ॥
সেই না নিশিতে তুমি কেবার খুলা রাখি।
শিকল কাডি পলাইলা আমার তোতা পাখি ॥

ভাদ্দর মাসে অঙ্গ জ্বলে রবির মত জ্বালা।
তার উপরে দুখুঃ দেয় রে ননদী বিভলা ॥
ভরা গাঙ্গে যখন আমি জল আনিতে যাই।
তোমার ডিঙ্গা আইল বলি ফিরি ফিরি চাই ॥

আশ্বিন মাসে আশ্‌মানেতে দেখি চাঁদের হাসি।
পরাণের মাঝে রে মোর কে যে ফুঁকে[৮] বাঁশি ॥
সোনার অঙ্গ মৈলান[৯] হইল হায় রে ভাবনা চিন্তায়*।
স্বপ্পনে দেখি তোমার মুখ আমার যইবন কাডি যায় ॥

কাত্তিক না মাসেতে হায় রে ধানে হইল ক্ষীর।
তোমার লাগিয়া রে বন্ধু আমার মন নহে থির ॥
শুকাইয়া যায় রে মধু ফুল হই যায় বাসি।
পাগ্‌লা ভোম্‌রা রে মোর দেখ্‌খে যাও রে আসি ॥

অগ্রাণ মাসেতে ধান উডিল পাকিয়া।
কঁডে গেলা তুমি রে বন্ধু মোরে একেলা রাখিয়া ॥
দাসী হইয়া কাম করি আমার পেটে নাই রে ভাত।
মরিচ বাঁটিয়া আমার জ্বলি গেল্‌গৈ হাত ॥†

৮। ফুঁকে = ফুঁ দিয়া বাজায়। ৯। মৈলান = মলিন।

পাঠান্তর :— * '—কে মোরে আর চায়।' † '—ক্ষয় হইল হাত।'

পৌষ না * মাসেতে হইল পৌষা শীতের তাড়না।
তোমার বিহনে বন্ধু আমার শীত যে মানে না ॥
কাড়ি নিছে লেপ আমার ভরা ছিল রুই[১০]।
ফাড়া[১১] কাঁথা গায়ত্ দিয়া ঘরর কোণাত্ শুই ॥

মাঘের শীতে বাঘ ডোঁয়[১২] রে আমার কি যে হাল।
চোগর জলে কান্থা ভিজাই ঘটাইলাম জঞ্জাল ॥
ঘরর মাঝে ধুনি জ্বালি আউন[১৩] তাপাইণ।
ভিতরের আউন আমার বল কেম্‌নে নিবাই ॥

ফাউন মাসে কোইলা ডাকে দহিনালী হাবা[১৪]।
দারুণ যাতনায় আমি মাথাত মারি থাবা ॥
কখন ঘুচিবে রে বন্ধু মোর নসিবের লিখন।
কত দিনে তোমার সঙ্গে হইব রে মিলন ॥

ফুরাইয়া গেল রে বচ্ছর আইল চৈত্র মাস।
দুখুঃ না ঘুচিল আমার না পুরিল আশ ॥
কেম্‌নে কোথায় রে আমি পাইব তোমার দেখা।
তোমার লাগি কান্দি আমি যখন থাকি একা ॥ +
কন বা দেশে রইলা রে বন্ধু ভুলিয়া আমারে। +
কোন বন্দরে রইছ তুমি কোন সাইগরের পারে ॥

১০। রুই=গারো পাহাড়ে উৎপন্ন হরিদ্রাভ কাপাসের তুলাকে দেশীয় ভাষায় 'রুই' বলে। সেন মহাশয় এই শব্দের অর্থ করেন নাই।
১১। ফাড়া=ফাটা, ছেঁড়া। ১২। ডোঁয়=কাতর কণ্ঠে গর্জন করে।
১৩। আউন=আগুন। ১৪। দহিনালী হাবা=দক্ষিণা হাওয়া।

পাঠান্তর :— * পুস্পল—'। † '—পোষাই।'

তোমার আসকের ভেলবা[15] আমি ধুলায় গড়ি যাই। +
আমার দুঃখে দুঃখী হইব এমন কেউ আর নাই ॥ +

(১১)

কলিজা সদাই জ্বলে রে,
এমন সোহাগ্যা[1] কইন্যা কত দুখুঃ করে রে॥—দিশা। +
থিল দুপরে[2] একদিন ভেলুয়া সোন্দরী।
কলসী লইয়া কাঙ্কে চলে একেশ্বরী ॥
দানাপানি খায় নাই ক্ষুধায় জ্বলে গা।
ধীরে ধীরে যায় ভেলুয়া নাহি চলে পা ॥
বাম চৌখ কাঁপে রে তার আরও কাঁপে বুক।
ঘন ঘন আজি কেন শুকাই যায় রে মুখ ॥
ঘাটেতে আসিয়া কইন্যা কাঁদিয়া উঠিল।
"আমারে ছাড়িয়া সাধু এইনা পন্থে গেল ॥
কন্ বা দেশে গেলা রে বন্ধু, তুমি সঙ্গে নেও মোরে।
ভরা কলসী কাঙ্কে লইয়া আমি কেম্‌নে যাইয়ম্ ঘরে ॥
সদাইগরীর দোহাই দিয়া গেলা মোরে ছাড়ি।
শাশুড়ী ননদী হইল কাল পরাণের বৈরী ॥
সাত ভাইয়ের বইন আমি মাটিত্ ন দিতাম পা *।
সোনালী চাদর দিয়া ঢাকি রাখ্‌তাম গা ॥
শত দাসী ছিল মোর সেবার কারণ।
বিভলার দাসী হইলাম নসিবের লিখন ॥

১৫। আসকের ভেলবা = ভালবাসিয়া নাম দেওয়া ভেলবা।
১। সোহাগ্যা = সোহাগের, আদরের। ২। থিল দুপুরে = স্থির দুপুরে।
পাঠান্তর :— * '—মাডিত্ নৈদ্দাম পা

যে শরীল থাকিত মোর পালঙ্কের উপর।
সে শরীল মাড়ি হইল থাকি গোয়াইল ঘর ॥
আতর গোলাপ-জল মাখিতাম অঙ্গে।
সেই অঙ্গ মজি গেল্‌গৈ ধূইলা বালুর সঙ্গে ॥
চাঁদ সুরুজ দেখে নাই রে আমার বদন।
ননদী পাঠায় একা জলের কারণ ॥
কোথায় গেলা সাধু মোর আইস জল্‌দি করি।
ঘাটের জল নিতে আইল একলা তোমার সোন্দরী ॥"

কান্দিতে কান্দিতে * কন্যা কি কাম করিল।
কলসী রাখিয়া ঘাটে জলেতে নামিল ॥
কি করিব ভেলুয়ার চুলের ব্যাখ্যান।
মাথা ভরা চুলরে তার পায়ের সমান ॥
চুলের ভরেতে কইন্যা উডিতে না পারে।
নদী যেন চুলত্ ধরি টানিছে তাহারে ॥
কষ্টেছিষ্টে কূলত উডি ভেলুয়া সোন্দরী।
চুল শুকাইতে বইল[৩] ঘাটে একেশ্বরী ॥

তারপরে কি হইল শুন সভাজন।
ভোলা সদাইগরের কিছু কহি বিবরণ ॥
ভোলা গিয়াছিল জাইন্য[৪] মাছিলি বন্দরে।
জাহাজের কামাই লইয়া ফিরি আসে ঘরে ॥
হাট ঘাট নদীনালা সকলি বাহিয়া।
শাফলা বন্দরর ঘাটে আইল চলিয়া ॥

৩। বইল=বসিল। ৪। জাইন্য=জানিও।

পাঠান্তর :— * এই না ভাবিয়া—'।

ঘাটেতে উডিয়া ভোলা দিষ্টি করি চায়।
পরীর মত সোন্দর কইন্যা দূরে দেখা যায়॥
এক চান্নি[৫] উঠে দেখি আশমানের উপরে।
আইজ কেনে দেখি চান্দ্ দরিয়ার কিনারে॥
কইন্যারে দেখিয়া ভোলা পাগল হইল।
মাঝি মাল্লায় ডাকিয়ারে শল্লা[৬] করিল॥
নসিবের দুখুঃ আরে খণ্ডন কে করে।
ভেলুয়ারে লুটি লইল ভোলা সদাইগরে॥
চঞ্চলা চপলা ডিঙ্গা হাঙ্কারিয়া[৭] যায়।
ডিঙ্গার মাঝে পড়ি কইন্যা করে হায় হায়॥
কুডিতে কুডিতে মাথা ফাডিল কপাল।
বেবাম্[৮] দরিয়ায় কইন্যা দিতে যায় ফাল্[৯]॥
ধরিয়া রাখিল তারে যত মাঝি মাল্লা।
নসিবেতে এত দুখুঃ লিখিয়াছে আল্লা॥

(১২)

"গাঙ্গের কৈতরা[১] উড়ি যাওরে যথা তথা।
বন্ধের লাগাল পাইলে কইও আমার কথা॥
শুন শুন তুমি ওরে সাইগরের পানি।
বন্ধের কাছে কইও তুমি আমার দুখ্খের বাণী॥
নাচিছ সাইগরের ঢেউ তোমারেও বলি।
বন্ধের সঙ্গে আর না হইল কোলাকুলি॥

৫। চান্নি=চাঁদিনী, চাঁদ। ৬। শল্লা=শলা পরামর্শ। ৭। হাঙ্কারিয়া হুঙ্কার করিয়া। ৮। বেবাম=অথৈ। ৯। ফাল=লাফ্, ঝাঁপ।
১। কৈতরা=পাখীর সাধারণ নাম 'কৈতর'।

দহিনালী হাওবা[২] তুমি কন্ দেশেতে যাও।
দুঃখের কথা কইও যদি বন্ধের লাগাল পাও ॥
দুঃখের কপাল মোর কেনে আইলাম ঘাটে।
একলা পাইয়া ভোলা চোরা নিল আমায় লুটে ॥"
এইরূপে বিলাপি কইন্যা করে ধড়্ফড়্।
তাহার নিকটে আইল ভোলা সদাইগর ॥

ভোলা বলে, "সোন্দর কইন্যা শুন রে খবর।
তোমারে লইয়া যাইব কাট্টলি নগর ॥
দালান কোঠা আছে আমার আছে রংমহাল।
নিকা হইব আমার সঙ্গে সুখ্খে যাইব কাল ॥
ফুলে ভরা মধু তুমি ফির একেশ্বরী।
সোনার পালঙ্কে তুমি শুইবা সোন্দরী ॥
এমন যইবন তোমার যায় রে অকারণ।
বড়ো সুখে থাকিবা তুমি রাখি আমার মন ॥"

এই না কথা শুনি কইন্যা কাঁদিতে লাগিল।
চৌক্ষের জলে কইন্যার বক্ষ ভিজি গেল ॥
"কোথায় এখন আমির সাধু আমার প্রাণধন।
কেন না হইল হায় রে আমার মরণ ॥"

আমির সাধুর কথা শুনি ভোলা সদাইগর।
বলিতে লাগিল কথা ভেলুয়ার গোচর ॥
"শুন শুন কইন্যা আরে শুন দিয়া মন।
মাছিলি বন্দরে সাধুর হইয়াছে মরণ ॥

২। হাওবা=হাওয়া।

আমরা সগলে তারে দিয়াছি কয়বরে।
তাহারে পাশরি এখন চল মোর ঘরে॥
শুন শুন কন্যা আরে মন কর থির।
সোনা দিয়া বেড়ি দিয়ম তোমার শরীর॥
লাখ টাকার চন্দ্রহার দিব রে বানাই।
চল রে সোন্দরী কইন্যা আমার ঘরত্ যাই॥
ছিড়া বসন ফেলাই দিয়া পরিবা নীলাম্বরী।
নাকর নথ কানর বালি দিয়ম্ সোনায় গড়ি॥
মুক্তায় গাঁথিয়া দিয়ম্ তোমার গলার মালা।
তোমার ছুরত[৩] মোরে করিয়াছে পাগলা॥
আমি সে বুঝেছি বিবি তোমার কিস্মত[৪]।
জহুরীর হাতত্ পইড়াছে আজি দামী জহরত॥*
ধন দৌলত যইবন মন পাইবারে বেবাক[৫]।
আর যত বিবি আছে দিবরে তালাক্॥
দিন রাইত তোমার মন যোগাইবার তরে।
তোমার বাঁদী হইয়া তারা থাইক্ব আমার ঘরে॥
খাইতা বইলে[৬] তারা তোমার ধুইয়া দিব হাত।
মোরগের ছালন খাইবা নিত্যি তুলসীমালার[৭] ভাত॥
আন্দর মহালে আমার ফুলের বাগান।
দোনো জনে বেড়াইব হাঁজ আর বেয়ান[৮]॥†

৩। ছুরত=রূপ। ৪। কিস্মত=যোগ্যতা, মূল্য। ৫। বেবাক=সবকিছু। ৬। বইলে=বসিলে। ৭। তুলসীমালা=চাটগাঁ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট চাউলের নাম। ৮। হাঁজ আর বেয়ান=সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।

পাঠান্তর :— * জহরীর হাতে পৈলা দামী জহরত।
† '—হাজৈন্যা বেয়ান।

তেতালার উপরে আছে আমার হাওয়াখানা।
সোনার পালঙ্ক তাহে নরম বিছানা॥
তুমি আমি দোনোজনে থাইকম্ বড়ো সুখে।
পানের খিলি বানাই তুমি দিবা আমার মুখে॥
আমির সাধু মরিয়াছে গিয়াছে বালাই।
বড়ো খোশ্[৯] পাইবা বিবি আমার ঘরত্ যাই॥"

ভেলুয়া লুচ্চার কথা পৈত্য[১০] না করিল।
মাথা নীচ করিয়ারে ভাবিতে লাগল॥
"কন অমঙ্গল যদি হইত সাধুর।
মলিন হইত রে আমার মাথার সিঁদূর॥
বুগের মধ্যে ডুব্ ডুব্ কৈর্‌ত রে পরাণ।
অমঙ্গল হইলে রে আমার কাঁপিত নয়ান॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া কইন্যা মন কইর্‌ল থির।
দুষ্ট ভোলা আবার আসি হইল হাজির॥
জোয়া ফুলর[১১] মত কন্যার আখি হইল লাল।
"আমরে লুটিয়া লুচ্চা ঘটাইলি জঞ্জাল॥
ঘরর ভিডাত্ আর তোর ন জ্বলিব বাতি।
তোর ধন দৌলতে আমি পায়ে মারি লাথি॥"

ফিরিয়া কহিল ভোলা, "শুন বিবি বলি।
ফুটা ফুলর মধু খাইব আমি পাগ্‌লা অলি॥
জানিও জানিও কইন্যা কি বলিব আর।
ভোলার হাতে পড়িয়াছ নাইরে নিস্তার॥"

৯। খোশ্ =আনন্দ। ১০। পৈত্য=প্রত্যয়, বিশ্বাস। ১১। জোয়া ফুলর =জবাফুলের।

তারপর কি হইল শুন বিবরণ।
রাত্তির নিশাকালে ভোলা করিল কেমন ॥
ডিঙ্গাখানি বাঁধা হইয়ে চরের কিনারে।
মাঝি মাল্লা ঘুমাই ঘুমাই নাকে ডাক ছাড়ে ॥
ধীরে ধীরে আসে ভোলা ধীরে বাড়ায় পা।
চমকি চমকি হায় রে উড়ে তার গা ॥
আকাশ-পাতাল* ভাবেরে কইন্যা চৌক্ষে নাই ঘুম।
ভোলার বজ্জাতি তার হইল মালুম ॥
এমনি কালে ভোলারে দেখি বড়ো ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণী পড়িল ॥
ভোলা বলে "সুন্দরী গো রাখো আমার মন।
পায়ে ধরি মাগি আমি তোমার যইবন ॥
আমার মাথা খাও রে তুমি আমার মাথা খাও।
হাসি মুখে একটি বার আমার মিক্যা[১২] চাও ॥
বেজার[১৩] মুখে বসিয়া রে কেনে কর আপসোস্।
কোলে উডি আইস আমার দেল্ কর খোশ্ ॥"

দুরন্ত দুর্জন ভোলা কামেতে অগেন[১৪]।
ভেলুয়ার নিকট যাইতে হইল আগুয়ান ॥
খানিক পিছাই কন্যা কি কাম করিল।
ছল করি দুশ্‌মনেরে বুঝাইতে লাগিল।
"পর পুরুষ এখন তুমি ন ছুইবা মোরে।
যাহা চাও তাহা পাইবা নিকা হইলে পরে।"

১২। মিক্যা = দিকে। ১৩। বেজার = বিষণ্ণ, অসন্তুষ্ট। ১৪। অগেন = অজ্ঞান।

পাঠান্তর :— * আঁয়াস পাতাল—'।

খুশী হইয়া দুষ্ট ভোলা দাড়িতে হাত বুলায়।
ঘন ঘন ভেলুয়ার মুখের মিক্যে চায় ॥
ভেলুয়া কহিল ফিরতুন[১৫] "শুন সদাইগর।
মনের কথা কইয়ম্ এখন তোমার গোচর ॥"
"বল বল কিবা কথা বল বিবিজান।*
হাতর লাগত্ পাইয়ম্ কখন আশ্‌মানের চান্ ॥"
ভেলুয়া কহিল তখন "কেমন কইরা কই।
খোদার কছম[১৬] কর আগে পচ্চিম মিক্যা হই ॥
আমার কথা রাইখ্‌বা বলি করহ কছম।
তার পরেতে তোমার কাছত্ মন খুলি দিয়ম্।"

ভোলা বলে "আমি তোমার হইলাম রে গোলাম।
তুমি যাহা বলিবা আমি করিব সেই কাম ॥"
খোদার কছম করি ভোলা চাহে কইন্যার পানে।
নাকত্ নাকা[১৭] দিয়ারে কইন্যা বিরিষরে[১৮] যেন টানে ॥
ধীরে ধীরে বলে কইন্যা, "শুন সদাইগর।
আমার কাছে ন আসিবা এক বচ্ছর ভিতর ॥
এহার অন্যথা হইলে বিষ করি পান।
নিচ্চয় নিচ্চয় আমি তেজিব পরাণ ॥
শুন শুন সদাইগর তোমারে যে কই।
ইদ্দত্[১৯] পালিব বচ্ছর খোদার নাম লই ॥"

১৫। ফিরতুন=পুনরায়। ১৬। কছম=প্রতিজ্ঞা। ১৭। নাকত্ নাকা =নাক ছিদ্র করিয়া তাহাতে যে দড়ি পরান হয় তাহাকে 'নাকা' বলে। ১৮। বিরিষরে=বৃষকে। ১৯। ইদ্দত্=স্বামীর মৃত্যু বা তালাক হওয়ার পর নূতন পতি গ্রহণের মধ্যবর্তীকাল 'ইদ্দত' বলে।

পাঠান্তর :— * বল বল বল বিবি নিকলি যায় জান।

সাপের মতন মাথা নোয়াইয়া ভোলা।
দূরে আসি নানান্ কথা ভাবিতে লাগিলা ॥

(১৩)

উজানী নগরে[১] আসি আমির সদাইগর।
বহুত টাকা কামাই করিল* হইল ধনেশ্বর ॥
ছাই ধরিলে সোনা হয় রে এমন ভাগ্য তার।
রুজির[২] গাঙ্গে আইল যেন পূন্নিমার জোয়ার ॥
যত পাইল তত আশা গেল তার রে বাড়ি।
মাছিলি বন্দরে গেল কইর্‌তে সদাইগরী ॥
কত ট্যাকা লাফা[৩] * হইল লেখা জোখা নাই।
নানান্ অলঙ্কার বানায় বাইন্যা[৪] বাড়ীত্ যাই ॥
কত জিনিস বেচে কিনে দিলে বড়ো খুশী।
সদাইগরী করে সাধু গদীর মাঝে বসি ॥

এইরূপে কয় মাস গেল রে গত হইয়া।
কুস্বপন দেখিল আমির ভেলুয়ার লাগিয়া ॥
বুগ করে দুরু দুরু মন নহে থির।
গৌরল ধর মাঝিরে ডাকি কহিল আমির ॥
"সাজাও সাজাও ডিঙ্গা লও রে ট্যাকা কড়ি।
শাফলা বন্দরের ঘাটে চল তড়াতড়ি ॥"

১। উজানী নগরে=নদীর উজানে উত্তর দেশের বন্দরে। ২। রুজি =উপার্জন। ৩। লাফা=লাভ। ৪। বাইন্যা=কর্মকার।

পাঠান্তর :— * '—লাফ পাইল—'। † 'ধীরে ধীরে—'।

ঘাটত্ আসিয়া আমির ফেলিল লঙ্গর।
তড়াতড়ি * চলি আইল আপনার ঘর॥
পর্থমে যাইয়া আমির করিল কি কাম।
মাও-বাপের চরণে পড়ি জানাইল সালাম॥
মুখে কারও কথা নাই চোখ জলজলা[৫]।
হেন কালে আসি সেথায় বলিল বিভলা॥
"আইলা আমার সাধু ভাই রে এক বচ্ছর পরে।
হারামী[৬] ভেলুয়া এখন নাহি আর ঘরে॥
ভালা কইন্যা বিয়া কইরা সুখে কর বাস।
ভেলুয়া থাকিলে এখন হইত সর্বনাশ॥"

কিছু না বুঝিয়া আমির করিল পুছাড়[৭]।
"সোন্দরী ভেলুয়া কঁড়ে[৮] গেল যে আমার॥"
বিভলা বলিল, "ভাই শান্ত কর মন।
তিন দিন আগে তেইর্[৯] হইয়াছে মরণ॥"
এই কথা শুনি সাধু করে ধড় ফড়।
আশ্‌মান ভাঙ্গি পইড়্‌ল যেন মাথার উপর॥

"হায় হায় নসিব রে,—
কিসের ধন কিসের দৌলত কিসের সদাইগরী।
কঁড়ে গেল আমার সাধের ভেলুয়া সোন্দরী॥
নয়ান ভরিয়া রে আমি দেখি নাই হায়।
কঁড়ে গেলা ভেলুয়া তুমি মোর জান নিকলি[১০] যায়॥"

৫। জলজলা = অশ্রুসিক্তা। ৬। হারামী = অকৃতজ্ঞ। ৭। পুছাড় = জিজ্ঞাসা। ৮। কঁড়ে = কোথায়। ৯। তেইর্ = তাহার। ১০। নিকলি = বাহির হইয়া।

এই রূপে কাঁদি কাঁদি আমির সদাইগর।
পুছাড়্ করিল ফির্ বিভলার গোচর॥
"কন্ জাগাতে দিলা আমার ভেলুয়ার কয়বর॥"
বিভলা বলিল' "ঐ সাইগরের কিনারে।
মাডিচাপা দিয়া আইল তোমার ভেলুয়ারে॥"

ধাইয়া চলিল তথায় আমির সদাইগর।
সাইগর কিনারে দেখিল নতুন কয়বর॥
কয়বরের উপরে সাধু যায় গড়াগড়ি।
মাডি ভিজি গেল্‌গৈ তার চোখর জল পড়ি॥
"আইসরে পরাণের ভেলুয়া কয়বর ছাড়িয়া।
কেম্‌নে আছ তুমি মোরে বুগ্‌ছাড়া করিয়া॥
উডি আইস ভেউল্যা মোর আমার মাথা খাও।
আর ন হইলে তোমার কাছে মোরে নিয়া যাও॥
তোমারে একেলা রাখি গেলাম বাণিজ্যা কারণে।+
এক বচ্ছর না আইলাম দূরদেশথনে॥+
সেইনা দুঃখে আইজ তুমি ছাড়ি গেলা মোরে॥+
কঁডে যাই পাইব আমি আমার সোনার ভেউলারে॥+

এইরূপে কাঁদি আমির কি কাম করিল।
কয়ব্বরের মাডি অখ কুঁড়িতে লাগিল॥
কতক দূর কুঁড়িয়ারে চৌক্ষু করে থির।
কয়ব্বরেতে কালা কুত্তা[১১] দেখিল আমির॥
পাড়াপড়শীজনে সাধু পুছাড় করিয়া।+
ভেলুয়ার খবর জানিল গেরাম ঘুরিয়া॥+

১১। কুত্তা = কুকুর।

(১৪)

শুন শুন সভাজন পরে কি হইল।
ধন দৌলত ছাড়ি সাধু পথের ফকির হইল ॥
জরির তাজ রেশমী লুঙ্গি ছাড়িল আমির।
বাড়ী ঘর ছাড়িয়ারে হইল ফকির ॥
পিন্ধনেতে আট্যুয়া কাপড় কাঁধে লইল ঝুলি।
ভাঙ্গা টুপি আনি একটা মাথাত্ দিল তুলি ॥
নাই সে জানে ভেলুয়ারে কন বা চোরা নিল।+
ভেলুয়ারে খুঁজি আমির বৈদেশে চলিল ॥+
চলিল রে পাগ্‌লা ফকির কান্দিয়া কান্দিয়া।
নদীনালা পার হইয়া আইল চকরিয়া[১] ॥
সেইত মুল্লুকে কত জঙ্গলা পাহাড়।
খুঁজিতে খুঁজিতে* ফফির শঙ্খ[২] হইল পার ॥
ছিরমাই নদীর কূলত্ বসি ফকির ছাড়ে চোগর পানি।
"আমারে ছাড়িয়া কোথায় উড়িল পঙ্খিনী ॥
কন বা দেশে গেলা রে তুমি আমারে ছাড়িয়া।+
কন দুশ্‌মনে লই গেল্‌গৈ ডাকাইতি করিয়া ॥+
কন বা দেশে যাইরে আমি কোথায় তোমারে পাই।+
মাস পার হই গেল রে তোমার খবর নাই ॥"+
বহুত মুল্লুক পাগলা আমির ঘুরি ঘুরি যায়।
কাঁইচা নদীর পারে আইল কুড়াল্যামুড়ায়[৩] ॥

১। চকরিয়া=গ্রামের নাম। ২। শঙ্খ=নদীর নাম
৩ কুড়াল্যামুড়া=গ্রামের নাম।

পাঠান্তর :— * 'ঘুরিয়াফিরিয়া—'।

চোগে আর পানি নাই রে মাথা তার খারাপ।
কি বুঝিয়া পাগ্‌লা ফকির খালত্ দিল ঝাঁপ॥
তিয়াই[৪] জোয়ার খালর মাঝে থিয়াই[৫] আইসে পানি।
উতরমিক্যা[৬] হোঁতে[৭] পাগ্‌লারে লই যাই রে টানি॥
কাউখালির পাক[৮] পার পাগ্‌লা হইল নানান্ দুখে।
হাঁজর কালে[৯] আইল আমির ইছামতীর[১০] মুখে॥
ইছামতীর মুখত্ আসি কি কাম করিল।
পানি হইতে উডি পাগ্‌লা* রাগন্যা[১১] চলিল॥
রাগন্যা চাক্‌লার[১২] মাঝে সৈয়দ নগর।
গুণিন্ এক আছে তথায় টোনা বারুই নাম॥
টোনা বারোইয়ার গুণের কথা কি করি বাখান।
সারিন্দা বাজাইতে লাগ্‌লে গাঙ্গ বহে উজান॥
বনের বাঘ বশ হয় কাঁদে রে হরিণী।
সাপে মাথা নোয়াই থাকে এমন টোনা গুণী॥
পাগ্‌লা আমির আসি তার সাক্‌রিদ[১৩] হইল।†
নসিবের যত দুঃখ সকলি জানাইল॥

৪। তিয়াই=তৃতীয়া তিথির। ৫। থিয়াই=উঁচু হইয়া। ৬। উত্তর মিক্যা=উত্তর দিকে। ৭। হোঁতে=স্রোতে। ৮। কাউখালীর পাক=কাউখালি বাজারের নিকট কর্ণফুলি নদীর বিখ্যাত পাক (=ঘুর্ণিবর্ত)। ৯। হাঁজর কালে=সাঁজের কালে। ১০। ইছামতী=নদীর নাম। ১১। রাগন্যা=গ্রামের নাম। ১২। চাকলা—বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় ইউনিয়নের মত সেকালে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি 'চাক্‌লা' ছিল। ১৩। শাক্‌রিদ্=সাক্‌রেদ্, ছাত্র।

পাঠান্তর :— * শীতে থর থর কাঁপি—'।
† ফকিরা আসিয়া তার শাহারিদ হৈল—

টোনা বারুই বলে—"ফকির, শুন দিয়া মন।
সারিন্দা শিখিলে হইব দুঃখ পাসরণ।।"
এত বলি টোনা বারুই কি কাম করিল।
তার লাগি সারিন্দা এক বানাইতে লাগিল॥
বৈলাম[১৪] কাঠের সারিন্দা সে মন-পবনার[১৫]
বইলা[১৬]।
দাড়াইছ সাপের রগ[১৭] দিয়া তার বানাইলা।।
ধলা ঘোড়ার ফ্যালের[১৮] ছড়্ নোয়াছা গাছের লাসা[১৯]।
সারিন্দা তৈয়ার হইল দেইখ্‌তে বড়ো খাসা।।
এমন গুণের গুণিন্ টোনা কি বলিব আর।
ভেলুয়া ভেলুয়া ডাকে সারিন্দার তার।।
সারিন্দা বাজায় আমির চোগর জল ছাড়ি।
পেটে নাই রে দানা পানি ফিরে বাড়ী বাড়ী।।
ঝড়ে ভিজে রৌদে পুড়ে শীতে কাঁপে গা।
পর্‌চিমের পন্থে চলে পাগ্‌লা ফকিরা।।
নানান্ গেরাম ঘুরি ঘুরি ফৈতাবাজে আইল।
মুড়ার[২০] গোড়াত্ ঘুরি ঘুরি খুল্‌সীর ঢালা[২১] পাইল।।

১৪। বৈলাম্=চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলার পার্বত্য অঞ্চলের গাছ বিশেষ। ১৫। মন-পবনা="গাছ বিশেষ, কিন্তু 'মন-পবন' শব্দ প্রথমতঃ মন এবং পবনের মত দ্রুত—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ প্রাচীন বাংলায় বহু স্থলে পাওয়া যায়। শব্দটি অলৌকিক একটা কোনো সংস্কার জ্ঞাপক। প্রায়শঃ নৌকা সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। 'মন পবনের বৈঠা' কথাটা সুলভ।" —সেন মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা। ১৬। বইলা=বাদ্যযন্ত্রের তার কষিবার 'কান'॥ ১৭। রগ=শিরা। ১৮। ফালের=লেজের রোম দিয়া প্রস্তুত। ১৯। লাসা=আঠা, এই আঠা দিয়া কাঠ জোড়া হয়। ২০। মুড়া=টিলা পাহাড়। ২১। ঢালা=গিরিবর্ত্ম।

ঢালার পরচিম কূলে কাট্টলী নগর।
বেশুমার[22] দেখিল তাতে কোটা বাড়ী ঘর ॥

(১৫)

গাছের মাথাত্ রোইদ পড়িল লাহা-চাহা[1] বেলা।
হেন কালে লুচ্চা ভোলা ভেলুয়ার ঘরে গেলা ॥
মুখেতে সুগন্ধি পান দাড়িতে আতর।
ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর ॥
"বচ্ছর গত হইল কন্যা ফুরাইল মেয়াদ[2] ।*
এখন বিবি পূর্বর সইত্য কর রে এয়াদ্[3] ॥"
ভেলুয়া কহিল, "আমার মন কেমন করে।
মাপ কর সদাইগর মাপ কর মোরে ॥"
ভোলা বলে, "তোমার কাছে আমি মাপ চাই।
ফায়দা[4] কি হবে আর আমারে ভাড়াই[5] ॥"

এম্নি কালে সেইনা ফকির ছিঁড়া কানি পিঁধা[6]।
বাহিরে 'ভেলুয়া' বলি বাজাইল সারিন্দা ॥
সোন্দরী ভেলুয়া শুনি চক্‌মক্যা[7] হইল।
হাসিয়া রে লুচ্চা ভোলা কহিতে লাগিল ॥
"দেল্ খোশ্[8] কর বিবি মাগি এই ভিখ্[9]।
কালুকা নিকার দিন করিয়াছি ঠিক ॥

২২। বেশুমার = অগণিত।

১। লাহা-চাহা = অল্প সল্প। ২। মেয়াদ = চুক্তির কাল। ৩। এয়াদ্ = স্মরণ। ৪। ফায়দা = লাভ। ৫। ভাড়াই = বঞ্চনা করিয়া। ৬। পিঁধা = পরিধান। ৭। চক্‌মক্যা = অস্থির। ৮। দেল্ খোশ্ = মন আনন্দিত। ৯। ভিখ্ = ভিক্ষা।

পাঠান্তর :— * ছমাস গত হৈয়ারে ফুরাইল মেয়াদ।

আবার 'ভেলুয়া' বলি বাজিল সার‍্যাং।
অধীর হইল হায়রে ভেলুয়ার পরাণ ॥
ভোলা বলে, "কহ বিবি হইলা এখন রাজি।
খোৎবা[১০] পড়িবা কাইল আইলে সরার[১১] কাজি ॥"

কার বা কথা কেবান্ শুনে কন্যার মন হইছে অথির।+
কন্ জনা বাজায় রে সারেঙ্গ্ কন্ দেশের ফকির ॥+
পাগ্‌লা ফকির সারেঙ্গ্ বাজায় ডাকে ঘনে ঘন্।
ভেলুয়ারে ডাকি যেন কে করে রোদন ॥
সোন্দরী ভেলুয়া তখন ঘরর বাহির হইল।
ছাদের উপরে গিয়া দেখিতে লাগিল ॥
ছিঁড়া কানি পিন্ধা রে তার ছিঁড়া কানি পিঁন্ধা।
ঘুরিয়া ফিরিয়া ফকির বাজাইছে সারিন্দা ॥
কটা[১২] তার মাথার চুল কটা মোচ দাড়ি।
সারিন্দা বাজায় রে ফকির চোগর জল ছাড়ি ॥

ভেলুয়ার পিছে আসি কহে দুষ্ট ভোলা।
"দেল্‌খোশ্ কর আমায় জবাব দিয়া খোলা[১৩] ॥
ভেলুয়া শুনিতেছিল সারিন্দার সুর।
আনমনে কইল কথা "কর রে সবুর ॥"
ঠাহর করি চাহি ভেলুয়া চিনিতে পারিল
দোনো চোগর জল তার টলমল হইল ॥

ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর।
ফকিরারে থাকিবারে দিল একখানি ঘর ॥

১০। খোৎবা = মঙ্গল প্রার্থনা মন্ত্র। ১১। সরার কাজি — বিবাহ দাতা মোল্লা। ১২। কটা = বিবর্ণ। ১৩। খোলা — স্পষ্ট।

ভাত পানি খাই ফকির করিল শয়ন।
চোগর পাতাত্ নাই ঘুম তার মন উচাটন ॥

রাইত নিশাকালে ভেলুয়া কি কাম করিল।
ফকিরার দুয়ারে যাইয়া হাজির হইল ॥
কেবারেতে টুকি[১৪] দিল সাড়া শব্দ নাই।
ভেলুয়া ভাবিল সাধু পড়িছে ঘুমাই ॥
"দুয়ার খুলে দেওনা" বলি আবার দিল লাড়া।
ধড়্মড়্ করি * উডি আইল পাগলা ফকিরা ॥
"সাধু সাধু"—বলি ভেলুয়া বুগে লইল টানি
অঝ্ঝোরে ঝরিতে লাগিল দুই নয়ানের পানি ॥
লোটন কৈতরের মতন ধরিল বেড়াই[১৫]।
চাই চোগে পানির হোত্[১৬] মুখে কথা নাই ॥
সুখে দুখে ফকিরার কাঁপে সর্ব গা।
ভেলুয়ার মুখ চাহি করি রহিল হা ॥
শরমিন্দা[১৭] হইয়া তখন ভেলুয়া সোন্দরী।
সালাম জানাইল সাধুর দোনো পায়ত্ পড়ি ॥

একে একে কইতে লাগিল সগল বিবরণ।
যত দুখুঃ পাইল হায় রে বিভলার কারণ ॥
একে একে জানায় কন্যা আপনার হাল।
"রাইত নিশাকালে আসি ঘটাইলা জঞ্জাল ॥

১৪। কেবারেতে টুকি=দরজার কবাটে টোকা। ১৫। বেড়াই= বেড়িয়া, জড়াইয়া। ১৬। হোত=স্রোত। ১৭। শরমিন্দা=লজ্জিতা।

পাঠান্তর :— * 'ধীরে ধীরে—'।

কোটার কেবার খুলা রাখি গেলা রে চলিয়া।
ভালামন্দ কিছু মোরে না গেলা বলিয়া ॥
খুলা কেবার দেখিয়ারে বইন বিভলা।
কলঙ্ক রটাইয়া মোরে যত দুখুঃ দিলা ॥
তারপরে মায়ে বইনে পাড়াপড়শী মিলি।
ঘরের বাইর কর্‌ল মোরে বানাইল কামুলী[১৮] ॥
নানান্ মতে দুখুঃ তারা দিল জনে জনে।
একেশ্বরী পাঠাইল জলের কারণে ॥
ভরা কলসী কাঙ্কে লইয়া রে ঘরে আমি ফিরি।
এম্‌নি কালে ভোলার চর কইর্‌ল আমারে চুরি।
এক বচ্ছর কাটাইছি আমি দুষ্টু ভোলার ঘরে।
নানান্ ছলনা করি বুঝাইছি আমি তারে ॥
বুগ ফাড়ি যাইতে চায় রে বলিতে তোমায়।
নিকার দিন ঠিক কইরাছে কাইল শুক্কুরবার ॥

আমির বলে "শুন কইন্যা আমার বিবরণ
মায়ে বইনে কইল তোমার হইয়াছে মরণ ॥
সাইগরের পাড়ে যাইয়া কুড়িলাম কয়ব্বর।
কালা কুত্তা পাইলাম এক তাহার ভিতর ॥
দোজকের মতন আমি দেখি দুনিয়াই।
পাগল হইয়া তাই ফকিরী কামাই ॥"
বুকে বুকে মুখে মুখে তারা দুই জন।
কত কথা হইল হায় রে ঝরিল নয়ন ॥

১৮। কামুলী=বাহিরের দাসী।

ভেলুয়া কহিল শেষে "সময় আর নাই।
রাইতে রাইতে চল আমরা এই দেশ ছাড়ি যাই॥"

আমির সাধু বলে "আমি চোরার পোলা[১৯] নই।
যাইতাম্ নয়[২০] ভোলার মতন চুরি করি লই॥

কাউয়া করে কলরব কোকিলা কুশরে[২১]
উপায় না দেখি ভেলুয়া চলি গেল ঘরে॥

(১৬)

সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজী।
ফজরে[১] ফকির তানে[২] দিল এক আরজি॥
গের্দায়[৩] বসিছে কাজী মুখে পেঁজের নল[৪]।
পাইক পেয়াদা আশেপাশে দাঁড়াইছে সগ্গল॥
সালাম জানাইয়া ফকির বলে মাথা কুটি।
"আমার ভেলুয়ারে আইনাছে দুষ্ট ভোলা লুটি॥"

আর্‌জি পাইয়া মুনাপ কাজীর রাগ হইল ভারি।
ভোলারে ধরিয়া আইন্‌তে পরাণা কইর্‌ল জারি॥
পাইক পেয়াদা ধরিলই আইল ভোলা সদাইগরে।
মুখের ধুমা ছাড়ি কাজী তারে পুছার[৫] করে॥

১৯। পোলা=পুত্র। ২০। যাইতাম নয়=যাইব না। ২১। কুশরে=কুহরে।

১। ফজরে=প্রভাতে। ২। তানে=তাঁহার সমীপে। ৩। গের্দায়=গদীতে। ৪। পেঁজের নল=তামাক খইবার গড়্‌গড়ার পেঁচানো নল। ৫। পুছার=জিজ্ঞাসা।

"ফকিরার বধূরে তুমি আইনাছ লুটিয়া।
এখন নাকি জোরজুলুমে তেইরে[৬] কর বিয়া ॥"

ভোলা বলে, "ঝুটা কথা ফকির পাগল।
তার বধূ আমি কঁড়ে[৭] পাইলাম লাগল ॥
ঘরে ঘরে যাইয়া বেটা সারিন্দা বাজায়।
সোন্দর বধূ দেখ্‌লে বেটা তাহারে ফুশ্‌লায় ॥"
নব্বই বচ্ছর বয়স কাজীর শতের বাকী দশ।
মাড়ির মাঝে দাঁত নাই তবু মুখে রস ॥
বয়েস কালে আছিল বেটা পাক্কা বদ্‌মাশ্‌।
শত শত কুলনারীর কইরাছে সর্বনাশ ॥
কয়বরের মাঝে হইছে বিছানা তৈয়ার।
তবুও স্বভাব দোষ না ঘুচিল তার ॥
"মধুভরা ফুল আল্লা মিলাইল আজি।"
খানিকক্ষণ ভাবি চিন্তি কহিলেন কাজী ॥
"শুন শুন শুন আরে ভোলা সদাইগর।
বিবিরে লইয়া আইস আমার গোচর ॥
তোমার বিবি হইলে তুমি পাইবা হদেহদ্[৮]।
ফকিরারে দিয়ম্ আমি সাত বচ্ছর কয়দ্[৯] ॥"

এই কথা শুনি ভোলা বাড়ীর মাঝে যাই।
ভেলুয়ারে নানান্ কথা দিল রে শিখাই ॥
পাল্‌কির মাঝে করি তবে ভোলা সদাইগর।
ভেলুয়ারে লই আইল মুনাপ কাজীর ঘর ॥

৬। তেইরে=তাহাকে। (স্ত্রীলিঙ্গে এই প্রাকার হয়)। ৭। কঁড়ে কোথায়। ৮। হদেহদ্=যথাযথ, ঠিকমত। ৯। কয়দ্=কয়েদ, জেল

পাল্‌কি থনে বাইর হইল বিজলীর কণা।
ভেলুয়ারে দেখি কাজীর হইল ভাবনা॥
কাজী বলে "কহ বিবি ছাড়িয়া সরম।
দোনো জনের মাঝে তোমার কে হয় খসম॥"

ভেলুয়া কহিল "কাজি শুন বিবরণ।
পাগ্‌লা ফকির আমার সোয়ামী প্রাণধন॥
চুরি করি আনিয়াছে ভোলা মোরে একলা পাই।+
সোয়ামী বিনারে আমার অন্য গতি নাই॥+
ভালা হউক পাগ্‌লা হউক ফকিরা মোর পতি।+
ফকিরার সঙ্গে যাইতাম চাই যথায় তাহার গতি॥"+

ভোলারে গর্জিয়া[১০] কাজী দিল রে ধাপাই[১১]
কইতে লাগিল নানান্ কথা ফকিরারে ডাকি॥
"তোমার যোগ্য নয় এ বিবি তোমার যোগ্য নয়।
কুত্তার পেডে ঘিত্তের ভাত[১২] বদ্‌হজম হয়॥
সারিন্দা ফকিরা তুমি শুন আমার কথা।
ভোমরা খায় ফুলর মধু পোগে[১৩] খায় পাতা॥
তোমার যোগ্য নয় এ বিবি কহিলাম সার।
আর এক জন লুডি নিলে আসিবা আবার॥
তোমার লাগি বারে বারে কে করে হাঙ্গাম্।
পত্তিদিন[১৪] এজ্‌লাসে আমার আছে অন্য কাম॥

১০। গর্জিয়া = তিরস্কার করিয়া। ১১। ধাপাই = তাড়াইয়া। ১২। পেডে ঘিত্তের ভাত = পেটে ঘি-ভাত। ১৩। পোগে = পোকায়। ১৪। পত্তিদিন = প্রতিদিন।

আমার ঘরে থাকি বিবি সুখে খাইব ভাত।
সোনার পালঙ্কের মাঝে শুইব দিন রাত॥"

কাঁদিতে কাঁদিতে আমির বুগত্ মারে কিল।
পাথরের মতন দড় মুনাপ কাজীর দিল॥
পাইক পেয়দা মুনাপ কাজীর ইসারা পাইয়া।
ধাপাই দিল ফকিরারে গলাত্ ধাক্কাইয়া* ॥

হায় হায় নসিব রে—
নসিবের দুখুঃ হায় রে কে খণ্ডাইতে পারে।
কান্দিতে লাগিল ভেলুয়া মুনাপ কাজীর ঘরে॥
রাইতর কালে বুড়া কাজী দাড়িত্ মাখি আতর।+
ধীরে ধীরে আইল কাজী ভেলুয়ার ঘর॥+
বাঘ যেমন শিকার দেখি এক দিষ্টে চায় +
আগুনর ফুল্‌কা ঝরে চৌক্ষর কিনারায়॥+
কইন্যার দুই চোগ তেমনি দেখে কাজী বুড়া।+
ভয় পাই পলায় কাজী দাড়িত্ দিয়া লাড়া॥+

দিন রাইত কাঁদে কইন্যা চৌক্ষে নিদ্রা নাই।+
ঘরর মাঝে থাকে কন্যা দূর আকাশে চাই॥+
দানা পানি ন খাইল কইন্যা লইল বিছান।
বিমারে[১৫] পড়িয়া কইন্যা করে আন্ চান্[১৬] ॥

১৫। বিমারে=রোগে। ১৬। আনচান=ছট্ ফট্

পাঠান্তর :— * '—ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া।'

(১৭)

কাঁদিতে কাঁদিতে আমির কি কাম করিল।
শাফ্‌লা বন্দরে যাইয়া উপনীত হইল॥
বাপেরে কহিল আমির সগল সমাচার।
মায়েরে কহিতে কথা ফাটিল বুগ তার॥

মাণিক সদাইগর শুনি বলে গৌরলধরে।
"চৈদ্দ কাহন[১] ডিঙ্গা আমার সাজাও জল্‌দি করে॥
সেনা সৈন্য লাঠিয়াল সব চলি যাও।
কাট্টুলি নগর তোমরা সাইগরে ডুপাও"[২]॥

'সাজ সাজ'—বলি রে বন্দরে পইড়্‌ল সাড়া।
চট্‌ করি সাজি লইল কোতোয়ালের পাড়া॥
এমন সেনা সাজে রে কেউ হাতে লয় কোঁচ[৩]।
পচ্চিমা সেপাই সাজিল বড়ো বড়ো মোছ॥
তারপরে সাজিল সেনা বন্দুক লই কান্ধে।
সক্কল সেনা কোমরেতে ধারাল কিরিচ বান্ধে॥
লাঠিয়াল হাতে লইল রণ্‌-বাঁশ লাম্বা[৪]।
কেঁড়া-বাইর্‌গা লইল কেহ যেমন ঘরের খাম্বা[৫]॥
লোক-লস্কর সাজিল কত লেখা-জোকা নাই।
মোটের উপর সাজি লইল দশ হাজার সেপাই॥

গৌরলধর মাঝি আসি হুকুম ভালা দিল।
চৈদ্দ কাহন ডিঙ্গা ঘাটে সাজিতে লাগিল॥

১। কাহন=বহর (অঙ্কের 'কাহন' নহে। 'কাহন' শব্দের এপ্রকার ব্যবহার পূর্ববঙ্গে বহু আছে।) ২। ডুপাও=ডুবাও। ৩। কোঁচ=বহুফলাযুক্ত মাছধরা ক্ষেপণাস্ত্র। ৪। লাম্বা=লম্বা, দীর্ঘ। ৫। খাম্বা=থাম, খুঁটি।

পর্‌থমে সাজায় রে ডিঙ্গা নামেতে 'ফোর্‌কান'।
ছায়াত্[৬]* করি তুলি লইল কেতাব আর কোরাণ॥
দুতীয়ে[৭] সাজায় রে ডিঙ্গা নামে 'কালাধর'।
সেই ডিঙ্গাতে সোয়ার হইল আমির সদাইগর॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামেতে 'কৈল্যাণ'।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল বন্দুক আর কামান॥
চতুর্থে সাজায় ডিঙ্গা নামে 'কাঞ্চনমালা'।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল বারুদ আর গোলা॥
তার পরেতে সাজায় ডিঙ্গা নামে 'গুণধর'†।
সেই ডিঙ্গাতে উডিল যত লোক আর লস্কর॥
তারপরে সাজায় রে ডিঙ্গা নামে 'হংসমালা'।
সেই ডিঙ্গাতে সোয়ার হইল যত লাঠিয়ালা॥
তারপরে সাজিল ডিঙ্গা 'শ্যামল সোন্দর'।
পচ্চিমা সেপাই উডিল তাহার উপর॥
'হাঙ্কারা'†† নামেতে এক সাজাইয়া ডিঙ্গা।
ঢাক ঢোল তুলি লইল বড়ো বড়ো শিঙ্গা॥
নবমে সাজায় ডিঙ্গা নামে 'খৈয়াপটি'।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল কেঁড়া বাইর্‌গার[৮] লাঠি॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামে 'রঙ্গশালা'।
ঢাল কিরিচ লইল তাতে বাছি ভালা ভালা॥

৬। ছায়াত্‌=প্রথম শুভারম্ভ। ৭। দুতীয়ে=দ্বিতীয়ে।
৮। কেঁড়া বাইর্‌গা=চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে প্রাপ্তব্য একশ্রেণীর ঘন গিঁট ও কঞ্চির পরিবর্তে কাঁটা বিশিষ্ট বাঁশ।

পাঠান্তর:— * ছাহাত—'। † '—গুয়াধর †† 'হাঙ্গরা—'।

'হক্‌চুর' নামে এক ডিঙ্গা সাজাইল।
ছয় মাসের নানান্ খানা তাহার উপর লইল॥
তারপর সাজায় ডিঙ্গা নামে 'আউল কাউল'।
সেই ডিঙ্গাতে তুলি লইল ভালা চিকন চাউল॥
তারপরে সাজায় ডিঙ্গা নামে 'হুড়্‌মুড়্'।
মিঠা জল তুলিয়া রে ডিঙ্গা কইর্‌ল পূর॥
শেষেতে সাজাইল ডিঙ্গা নামে 'লক্ষীধর'।
তার উপরে সোয়ার হইল মাঝি গৌরলধর॥

হু হু করি ছুড়িল রে চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গা।
ঢাক ঢোল বাজে আর মাঝি ফুকে শিঙ্গা॥
সেনা সৈন্য ডাক ছাড়ে বদর বদর।
পলাইল যত আছে কুম্ভির হাঙ্গর॥
হু হু করি ছুড়িল বাতাস পালে দিল ডাক।
তিন দিনে আইল তারা কাট্রলির বাঁক॥
ঘাটেতে আসিয়া সাধু মারিল কামান।
বিজলী ঠাডায়[৭] যেন ভাঙ্গিল আশ্‌মান॥

(১৮)

শুন শুন কিছু কথা মুনাপ কাজীর।
ভয় পাই ভোলার বাড়ীত্ হইল হাজির॥
কাজী বলে "শুন ভোলা তোমার কাছে কই।
বড় দুখুঃ পাই আমি ভেলুয়ারে লই॥

৭। ঠাডায়=বজ্রাঘাত

আশ্‌মানের পরী কইন্যা নতুন যইবন।
আমার লাগিয়া তার ন ভিজিল মন॥
তোমার উপরে তেইর[১] পইড়াছে নজর।
ভেলুয়ারে লই তুমি সুখ্‌খে কর ঘর॥"

কাজীর কথায় ভোলা হাসে মনে মনে।
সোন্দরী ভেলুয়ার নজর পইড়্‌ল এতদিনে॥
কাজী বলে "সোন্দরীর অস্থিচর্ম সার।
বিমারে পড়িয়া তোমারে ডাকে বার বার॥"

এমন কালে ঘাটে পড়িল কামানের ডাক।
নাকাড়া টিকাড়া বাজে আর বাজে ঢাক॥

কাজী বলে "শুন ভোলা পাইলাম খবর।
ভেলুয়ারে নিতে আইসে আমির সদাইগর॥"
এই কথা শুনি ভোলা ক্ষাণিক ভাবিল।
লাঠিয়াল বরকন্দাজে সাজিতে বলিল॥
সাজিতে লাগিল কাজীর পাইক পেয়াদা সব।
কাট্টলি নগরে পইড়ল সাজ সাজ রব॥
কোমরেতে বান্ধি কিরিচ হাতত্‌ লই ঢাল।
কাট্টলি নগরে সাজে যত কোতোয়াল॥
হাজারে হাজারে সেপাই সাজিয়া আসিল।
কাট্টলি নগরে হায়রে লড়াই সুরু হইল॥

আমির সাধুর সৈন্য ছুড়ে করি মার মার।
বন্দুকের ধূমায় হইল দেশ অন্ধকার॥

১। তেইর=তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার)।

ঢাক ঢোল ডগরেতে ঘন মারে কাড়ি।
লড়াইর ধমকে কাঁপে কাট্টলির মাড়ি ॥
আমির সাধু মারে কামান গোলা ছুড়ি যায়।
কিবা রাত্তির কিবা দিন চিহ্ন নাহি তায় ॥
বহুত মানুষ মারা পইড়্‌ল কাট্টলি নগরে।
কাঁদা কাড়ির রোল পইড়্‌ল গরীব দুইখ্যার ঘরে ॥
কার গেল হাত কাটা কার পদ নাই।
কত জন মড়ার মধ্যে রহিল লুকাই ॥
সাইগরের পানি হায়রে করে টলমল।
আল্লার মুল্লুক যেন পড়ি যায় রে তল ॥

এইমতে সাতদিন গুজারিয়া[২] গেল।
ভোলা আর কাজীর সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল ॥
ভোলারে ধরিয়া আইন্‌ল করিয়া সন্ধান।
আমির সাধু দশ্‌মনের লইল গর্দান[৩] ॥
ঘরর্‌ কোণাত্‌ লুকাই ছিল মুনাপ কাজী বুড়া।+
তানারে ধরি আইন্যা কর্‌ল সাম্‌নে খাড়া ॥+
নোগর্‌ গোড়াত্‌ পরাণ[৪] কাজী করে ধড়্‌ ফড়্‌ ॥
থাপ্পর্‌ মারিল তারে মাঝি গৌরলধব ॥
জমিনের উপরে কাজী পড়িল পাক্কাই[৫]।
মড়ার মতন পড়ি রইল হোঁস গোঁস নাই ॥

লাঠিয়াল আর সৈন্য সবে ডাকি আমির বলে।
"এক কাম কর এখ্‌খন তোমারা সক্কলে ॥

২। গুজারিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ৩। লইল গর্দান=শিরচ্ছেদন করিল। ৪। নোগর গোড়াত্‌ পরাণ=নখের গোড়ায় প্রাণ। ৫। পাক্কাই =ঘুরপাক খাইয়া।

দুরন্ত দুর্জন ভোলা হত্তুর আমার।
বাড়ী ঘর ভাঙ্গি তার কর ছারখার॥
তিষ্টা ন মিটিল আমার লই বেটার জান্।
ভোলার ভিডাঁত্ রাইখ্‌তাম্ চাই[৬] একটি নিশান॥
কাটিবা এক বড়ো পুনী[৭] * ভিডাঁর মাঝার।
ভেলুয়ার দীঘি নাম রাখিবা তাহার॥"

তারপর আমির সাধু কি কাম করিল।
ভেলুয়ার সন্ধান লইতে কাজীর ঘরে গেল॥

(১৯)

ভেলুয়া কাজীর ঘরে বিমারে পড়িল।
সোনার অঙ্গ মইলান[১] হইয়া হাড়ে মিলাইল॥
মনের আগুনে জ্বলি কইন্যা খানা দিল ছাড়ি।
কখন হাসে কখন কাঁদে মাথাত্ থাবা মারি॥
কখন বকে কখন আবার বারোমাসী[২] গায়।
পাগল হইল হায় রে নানান্ চিন্তায়॥
এই অবস্থায় দেখি হায় রে আমির সদাইগর।
ভেলুয়ারে লইয়া আইল ডিঙ্গার উপর॥
মুখে নাই কথা কন্যার দোনো চৌক্ষু থির।
হাতে ধরি ভেলুয়ারে কাঁদিছে আমির॥

৬। রাইখ্‌তাম্ চাই=রাখিতে চাহি। ৭। পুনী=পুষ্করিণী।

১। মইলান=মলিন। ২। বারোমাসী=বৎসরের বারো মাসের প্রতিটি মাসের বৈশিষ্ট্য স্মরণে বিরহিনী নায়িকার গান।

পাঠান্তর :— * কাটিবা কাটিবা পুনী-

"কার লাগি করিলাম রে বিষম লড়াই।
কল্লিকার মাঝে[৩] আমার ফুল যায় শুকাই॥
ভাঙ্গি নেয় রে ঘর আল্লা নাহি দিতে ছানি[৪]।
পহির[৫] শুকাই যায় রে ন উডিতে পানি॥"

*　　*　　*

যুদ্ধ জিনি[৬] আসে আমির শাফ্‌লা বন্দরে।
খুশী মনে বাপ মায় রোশ্‌নাই[৭] করে॥
সঙ্গে তার বধূ আসিছে শুনি সর্বজনা।+
দেখ্‌তাম্ চাই[৮] বলি ঘাটে করে আনাগনা॥+
সধবা বিধবা আর পাড়ার যত নারী।
ধাইয়া আসিল তারা সদাইগরের বাড়ী॥
হাঁহলা[৯] গাহিছে কেহ কেহ দেয় জোকার[১০]।
ঘাটে বাজে ঢাক ঢোল নহবত আর॥
বন্দরের লোকজন দেখে খাড়া হই।
ঘাটে আইল চৈদ্দ ডিঙ্গা মরা কইন্যা লই॥

(২০)

সদাইগরের কিনারে দিল
ভেলুয়ার কয়ব্বর।
তারৈ চাইর পাশে আমির
ঘুরে আট প্রহর॥

৩। কল্লিকার মাঝে=কলির মাঝের, অর্থাৎ কলি অবস্থায়। ৪। ছানি =ছাউনি। ৫। পহির=পুকুর। ৬। জিনি=জয় করিয়া। ৭। রোশ্‌নাই= আলোকসজ্জা। ৮। দেখ্‌তাম চাই=দেখিবার জন্য। ৯। হাঁহলা বা হাঁয়েলা=নায়ক নায়িকার মিলন সঙ্গীত, এই গান পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিবাহোৎসবে মহিলারা গাহিতেন। ১০। জোকার=উলুধ্বনি।

পেডে নাই রে খিদা তার
মুখে নাই রে বাণী।
কলিজাতে লউ[১] নাই রে
চৌক্ষে নাই রে পানি॥
দিন রাইত ডাকে সারিন্দা
ভেলুয়া ভেলুয়া।+
কয়ব্বরের মাঝে কইন্যা
রহিল শুতিয়া[২]॥+
সেই না নিশিতে আমির
কয়ব্বরেতে দেখে।
সাত পরী আসিয়া রে
ভেলুয়ারে ডাকে॥
উঠিল উঠিল কইন্যা
ছাড়িয়া কয়ব্বর।
পরীর সঙ্গে উর্কা দিল[৩]
আশ্‌মানের উপর॥

১। লউ=রক্ত। ২। শুতিয়া=শুইয়া। ৩। উর্কা দিল=উড়িয়া চলিল

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

কমলা কন্যার পালা

কবি দ্বিজ ঈশান বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

কমলা কন্যার পালা

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'কমলা' পালার ছত্র সংখ্যা ১২০৮। এই সম্পাদনার ছত্র সংখ্যা ১৪২৬। সেন মহাশয় প্রকাশিত ১৮টি ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহে তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ যথাস্থানে পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। শব্দের বানান, ছত্রে শব্দের অগ্রপশ্চাৎ ও বিষয় সন্নিবেশের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে পৃথক ও অধিক ২১৮টি ছত্র বুঝাইতে প্রতিটি ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

এই পালার কবির নাম ঈশান। ভণিতায় কবির নাম 'দ্বিজ ঈশান' বলিয়া উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কবি যে শিক্ষিত ছিলেন, তাহা পালার ভাষা দেখিলে বুঝা যাইবে। পালার ঘটনা বোধ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। কিন্তু সমসাময়িক পল্লীগাথার ভাষার সঙ্গে দ্বিজ ঈশানের ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি-ঐতিহ্য অনুসারে দেশে কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিলে, ঘটনার অব্যবহিত কাল পরেই পল্লীকবি সেই ঘটনা অবলম্বনে পালা রচনা করেন। এইদিক হইতে চিন্তা করিলে কবির ভাষা ও রচনা-শৈলী দৃষ্টে তাঁহাকে ঘটনার সমসাময়িক ব্যক্তি বলা কষ্টকর। আমার ধারণা,—ঘটনার অব্যবহিত পরেই কোনো পল্লীকবি তৎকালের পল্লীকথ্য ভাষায় পালাটি রচনা করিয়াছিলেন। সেই পালা অবলম্বনে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'চৈতন্য ভাগবত' প্রভৃতি বাংলা

কাব্যগ্রন্থ পড়িতে অভ্যস্ত দ্বিজ ঈশান এই পালা তৎকালের আঞ্চলিক পল্লীভাষার ছাঁচে গায়েনদের জন্য রচনা করিয়াছেন। এই পালার বন্দনা গানটি দ্বিজ ঈশান রচিত নহে। এই সব পালাগানের অধিকাংশ বন্দনা মূল কবির রচনা নহে। পালাগায়ক ওস্তাদ গায়েন তাঁহাদের ধর্ম ও শ্রদ্ধানুরূপ বন্দনা রচনা করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রপরম্পরা আসরে গাহিয়া থাকেন। মাননীয় সেন মহাশয় এই পালায় যে বন্দনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সংগ্রহ বন্দনার কিছু অংশ জুড়িয়া এই সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল। এই পালার শেষের ছয়টি ছত্রও বোধহয় কবি দ্বিজ ঈশানের রচিত নহে।

বাংলা দেশে মুসলিম শাসনকালে হিন্দু রাজা-জমিদার ছোটো-খাটো বিচার করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারিতেন। যে অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইতে পারে সে প্রকার অপরাধের বিচার ও দণ্ড দিবার অধিকার হিন্দু রাজা-জমিদারদের ছিল না। সে অধিকার ছিল কাজী ও দেওয়ানদের। ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সাম-সুদ্দিন ইলিয়াস প্রথম সমগ্র বাংলা দেশ জয় করিয়া মুসলিম শাসনের অধীনে আনেন। সেই হইতে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বর্ত্তমান মৈমনসিংহ জেলা মুসলমান শাসনাধীন ছিল। এই মুসল-মান শাসনাধীনে কমলার পক্ষে কারকুনকে শূলে দেবার ভয় দেখানো এবং দয়াল রাজার পক্ষে সপুত্র মাণিক চাকলাদারকে বলি দেবার আয়োজন করা সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় এই পালার ঘটনা প্রাক্ মুসলিম যুগে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ঘটনার স্থান সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,— 'হুলিয়া নামক কোন গ্রাম পূর্ব মৈমনসিংহে পাইলাম না। তবে 'হালিয়ারা' গ্রামটি নন্দাই হইতে বেশী দূর নহে। এই হালিয়ারার

নিকটে রঘুপুর আছে। এই হালিয়ারা হুলিয়া হইতে পারে, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ সদর শাব-ডিভিসনের অন্তর্গত হালিয়াঘাট নামক স্থানই খুব সম্ভব কাব্যবর্ণিত হুলিয়া। কারণ তাহার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে বিস্তৃত রাজবাড়ী ও গড়খাই প্রভৃতির চিহ্ন আছে। ২।৩ শত বর্ষ পূর্বে তথায় কেশর রায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিধবারমণী শত্রু কর্তৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদ সংলগ্ন দীঘির জলে প্রাণত্যাগ করেন। এই কেশর রায় 'দয়াল রাজা'র বংশধর হইতে পারেন।"

সেন মহাশয়ের এই প্রবন্ধ পড়িয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমি হালিয়াঘাট গিয়াছিলেন। হালিয়াঘাট গ্রামের প্রায় একমাইল দূরে কেশর রায়ের বাড়ী ও 'ভরাডুবির দীঘি' * জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। ঐ স্থান দেখিয়া মনে হয় দয়াল রাজার বাড়ী এখানে সম্ভব। কিন্তু মাণিক চাক্‌লাদারের বাড়ী যে হুলিয়া গ্রামে ছিল, সে গ্রাম সম্পর্কে পালায় যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহাতে মাণিক চাক্‌লাদারের বাড়ীর এত নিকটে দয়াল রাজার বাড়ী হইতে পারে না। আমার মনে হয়, এই হালিয়াঘাটের পাঁচ-সাত মাইল দূরে ছিল হুলিয়া গ্রাম। মুসলমান শাসনকালে বহু গ্রাম ও সহরের প্রাচীন নাম লোপ করিয়া নূতন নাম রাখা হইয়াছে।

---

* মুসলমান শাসনকালে বাংলাদেশে হিন্দু জমিদার ও ধনী গৃহস্থ নদীর তীরে বাড়ী করিতেন। নদীর সুযোগ না পাইলে বাড়ীর পিছনে দীঘি বা বড়ো পুষ্করিণী কাটাইতেন। অন্দরমহলের ঘাটে বাঁধা থাকিত একখানা বজরা নৌকা। শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে বংশ ও পুরনারীর মর্যাদা রক্ষার চরম ব্যবস্থা হিসাবে বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঐ বজরায় উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বজরার তলা ফাঁসাইয়া ডুবিয়া যাইতেন। এই ব্যাপারটিকেই 'ভরাডুবি' বলা হয়। বাংলাদেশে 'ভরাডুবির ঘাট', 'ভরাডুবির দীঘি' বহু আছে।

এই পালার প্রথমে বন্দনা গানের প্রথম দুই ছত্র—

'ও কানা মেঘা রে, তুই না আমার ভাই।
এক ফোটা পানি দে সাইলের ভাত খাই॥'

প্রয়োজন মত সব করুণ রসাত্মক পালার 'ধুয়া' হিসাবে গায়েন গাহিয়া থাকেন। এককালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কৃষকসমাজে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অভিজ্ঞ গায়েন এই সব পালাগান গাহিয়া অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইতে পারেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে টাঙ্গাইলের উত্তরপূর্ব পনরো মাইল দূরে বল্লারতনগঞ্জ বাজারে ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকার দশ মাইল পশ্চিমে ভাকুর্তা গ্রামে গায়েনের এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি এই উদ্দেশ্যে পালা গাহিতে হিন্দু ও মুসলমান গায়েন তাঁহাদের নিজস্ব ওস্তাদ-গুরু পরম্পরা কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করেন। সে নিয়মগুলির মধ্যে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার ও আসরে গান গাহিবার সময় ছাড়া অন্য সময় মৌন থাকা হিন্দু ও মুসলমান গায়েনদের একই প্রকার বিধান। দুই জায়গায়ই দেখিয়াছি গানের দ্বিতীয় রাত্রের শেষে বৃষ্টি নামিয়াছিল। রতন-গঞ্জের গায়েনের নাম, বলাই বৈরাগী, বাড়ী নান্দিনা রেলস্টেশনের নিকটে মহেশপুর। ভাকুর্তার গায়েনের নাম কালু ফকির বা 'কালু গায়েন', বাড়ী মির্জাপুর-ধামরাই।

এই পালাগান আমি বহু জায়গায় শুনিয়াছি। মৈমনসিংহ জেলার শেরপুর সহরে নগেন্দ্রনাথ সাহা ও ইসলামপুরের ঈশান মিস্ত্রী গায়েনের খাতা মিলাইয়া 'কমলা কন্যার পালা' লিখিয়া লইয়াছিলাম।

নবদ্বীপ
১৩৫২, আশ্বিন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কমলা কন্যার পালা

গায়েনের বন্দনা।

ও কানা মেঘা রে, তুই না আমার ভাই।
এক ফোটা পানি দে সাইলের ভাত খাই॥
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হইব রুচি।
মা-লক্ষ্মীর নিয়রে[১] রাইখ্যো ধান এক খুচি[২]॥
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদ্মের আশি[৩]।
এইখানে গাইবাম্ আমি কমলার বারোমাসী[৪]॥
এই গান গাইতে লাগে পাঁচ কড়া কড়ি।
এই গান গাইবাম্ আমি ভাগ্যিমানের বাড়ী॥
ভাগ্যিমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ।
আসন পাতিয়া সাম্‌নে দেও রে জলের ঘট॥
দেশে নাই রে বিষ্টি পানি ক্ষেতের মাটি ফাটা।+
পিত্‌লা ঘট ভইরা দিলে লাগ্‌ব মেঘের ঘটা॥+
ঘটের উপরে আমি শাড়ী একখান পাই।+
দেওয়ার মেঘ দয়া কইর্‌ব আর ভাবনা নাই॥+

আইস মাও-গো সরস্বতী আইজ তোমার গুণ গাই।
তোমার গুণ গাইতে মাগো, আমি অমৃত মধু পাই॥

১। নিয়রে=নিকটে। ২। খুচি=ছোট ঝুড়ি। ৩। আশি=ফুলের কলি। ৪। বারোমাসী=পূর্ববঙ্গে নায়িকার বিরহ বর্ণনাযুক্ত পল্লী-গীতিকে বারোমাসী বলে।

আমি হইলাম তাল যন্ত্র মা-গো তুমি বাদ্যকর ।*
আইজ এই আসরে আমার কণ্ঠে কর ভর ॥
বৈকুণ্ঠে ত বন্দি আমি লক্ষ্মী নারায়ণ ।+
যানার[৫] দয়া হইলে ভক্তের বাড়ে ধন জন ॥+
কৈলাসে বন্দনা গো করি জগতের পিতা ।+
ভব আর ভবানীরে এই জগতের মাতা ॥+
স্বর্গেতে বন্দনা করি গো দেব ইন্দ্ররাজে ।+
যানার আদেশে সব মেঘগণ সাজে ॥+
পিথিমির উপরে যত সাধুগুরুজন ।+
মুসলমানের পীর আর হিঁদুর দেবতাগণ ॥+
সর্ব দেবগণে বন্দি আমি করিয়া মিন্নতি ।+
বিষ্টি লামাইয়া দেশে দূর কর এই দুগ্‌গতি ॥+
তারপরে বন্দনা গো করি গুরু উস্তাদের চরণ ।+
যানার কির্‌পায় মানুষ পায় বিদ্যা জ্ঞান ॥+
দেবের আসরে আমি আইজ গাইবাম্ গান ।+
মিন্নতি করিয়া বলি গানের রাখিবা সম্মান ॥+
দ্বিজ ঈশান রচিল এইনা কমলার বারোমাসী ।+
যে গান শুনিয়া কান্দে আশ্‌মানে মেঘ আসি ॥+
সভাজনের চরণে আমার কোটি নমস্কার ।
কমলার বারোমাসী গান করবাম্ প্রচার ॥

৫। যানার=যাঁহার।

পাঠান্তর :— * তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর।

পালা আরম্ভ।

(১)

হুলিয়া গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর।
বাগিচায় বেইড়্যা আছে যত বাড়ী ঘর॥
সেহি ত গেরামে থাকে মাণিক চাক্‌লাদার[১]
ধনে জনে বাড়িয়াছে তার সম্পদ অপার॥
চৌচালা আটচালা তার ঘর যতখানি।
সুন্দিবেতে[২] বান্ধা আর উলু-ছনের ছানি॥
পাঁচখণ্ড বাড়ী[৩] তার বিশ গোটা ঘর।
হাজারে বিজারে খাটে দাঙ্গর আর গাবর[৪]।
খামারিয়া জমি তার আছে চল্লিশ কুড়া[৫]।
দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া

১। চাকলাদার=বড়ো জমিদারের আধীন ছোটো জমিদারের উপাধি বিশেষ। ২। সুন্দিবেত=সুন্দরবনে উৎপন্ন বেত, এই বেত সর্বাপেক্ষা মজবুত। ৩। পাঁচখণ্ড বাড়ী=কাছারিবাড়ী, পূজাবাড়ী, অন্দরমহল, রান্নাবাড়ী ও গোহালবাড়ী—এই পাঁচ খণ্ড বাড়ী। ৪। হাজারে বিজারে—অসংখ্য বুঝাইতে বলা হয়। দাঙ্গর=নিম্ন শ্রেণীর বলবান ভৃত্য। গাবর=বলবান পার্বত্য জাতীয় ভৃত্য। (দীনেশ সেন মহাশয় 'দাঙ্গর' ও 'গাবর' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"দাঙ্গর গবর=বলবান ভৃত্য। ধাঙ্গর শব্দের অপভ্রংশ দাঙ্গর। গাবর শব্দ=গর্ভরা, নৌকার মাঝি; তাহা হইতে ভৃত্য ও যুবক অর্থ আসিয়াছে।") সেন মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা কিন্তু সর্বত্র তিনি করেন নাই। গীতিকাগুলির বহু পালায় 'গাবর' ও 'গাবুরালী' শব্দ আছে।—সম্পাদক। ৫। কুড়া=এককুড়া সমান ছয়বিঘা।

বন্দ[৬] ভইর‍্যা চরে তার যত দুধের গাই।
মইষ ছাগল মেড়া কত লেখাজুখা নাই ॥
টাইল[৭] ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু
বছরে বছরে বান্ধা একপুরা সরু[৮] ॥
নিদান নামেতে তার আছিল কারকুন[৯]।
মহলের যত কিছু করে দেখাশুন ॥
হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়।
অতিথ আইস্যা কভু ফিইরা না যায় ॥
ফকির-বোষ্টম যদি দুয়ারে হাক ছাড়ে।
কাঠায় মাইপ্যা চাউল দেয় হরিষ অন্তরে ॥
রান্ধা যদি হইয়া থাকে দেয় খাওয়াইয়া।
নয়া বস্তর দিয়া দেয় আদর করিয়া ॥
বামুন আইস্যা ঘরে অতিথ হইলে।
দান-দক্ষিণা কত দেয় বিদায়ের কালে ॥
বারো মাসে তের পার্বণ ইতে নাই আন।
দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যিমান ॥

এক পুত্র আছিল তার নামেতে সুধন।
রূপেতে জিনিয়ে যেন রতির মদন ॥
তার আগে এক কন্যা হইল রূপবতী।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী ॥
সুলক্ষণা কন্যা তার নামটি কমলা।
চান্দের পসরে[১০] যেমন ঘর হইল উজলা ॥

৬। বন্দ=গো-চারণের মাঠ। ৭। টাইল=গোলা। ৮। একপুরা সরু=একগোলা ভরা সর্ষে ও তিল। ৯। কারকুন=সর্বকর্মাধ্যক্ষ, ম্যানেজার। ১০। পসরে=জ্যোৎস্নায়

দেখিতে সুন্দর কন্যা পরথম[১১] যইবন।
কিঞ্চিৎ করিব তার রূপের বর্ণন ॥
চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দূরে রাঙ্গিয়া ঠুট পাকা তেলাকুচ ফল ॥
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখি।
ভমরা উইড়্যা আইসে সেইনা রূপ দেখি ॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার জোড়া ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানি সরু ॥
কাপুইনা[১২] সুপারি গাছ বায়ে[১৩] যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যার যইবন পড়ে ঢইলে ॥
আষাঢ় মাসে বাঁশের কেরুল[১৪] মাটি ফাইট্যা উঠে।
সেইমত পাও দুইখানি গজন্দমে[১৫] হাটে ॥
বেলাইনে[১৬] বেইল্যা তুইলাছে দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কুকিলা কয় কথা ॥
শাওন মাসেতে যেমন কাইল্যা মেঘ সাজে।
দাগল[১৭] দীঘল বেশ বায়েতে[১৮] বিরাজে ॥
কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বান্ধে বেণী।
রূপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদন মোহিনী ॥
অগ্নিপাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে ॥

১১। পরথম=প্রথম। ১২। কাপুইনা=কম্পনশীল। ১৩। বায়ে=বাতাসে। ১৪। কেরুল=কোঁড়, অঙ্কুর। ১৫। গজন্দম=গজগমনে। ১৬। বেলাইন=বেলুন। ১৭। দাগল=গোছায় প্রচুর। ১৮। বায়েতে=বায়ুতে।

আষাইঢ়্যা জোয়ারের জল কন্যার যইবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুইলে ॥
এইমত সুন্দর কন্যা থাকে পিতার বাসে। +
বিয়া নাই তো হয় কন্যার বর নাই তো আসে ॥ +

(২)

একদিন তো না কমলা সেই স্নান করিতে যায়।
আগে পাছে সখীগণ চলে পায় পায় ॥
যইবনের ভারে কন্যা সামনে পড়ে এলি।
এরে দেইখ্যা সখীগণ দেয় করতালি ॥
জলের ঘাটেতে গেল করি উলামেলা[১]।
কন্যার রূপেতে ঘাট হইল উজলা ॥
হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা সানবান্ধা ঘাটে।
ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে ॥
এমন কালে 'কারকুন নিদান' পন্থে করে মেলা।
ঘাটের পাড়ে দেখে কন্যা ঘাট কইর‍্যাছে আলা ॥ +
জলেতে সুন্দরী কন্যা যেমন ফুটা পদ্মফুল।
কন্যা দেইখ্যা নিদান কারকুন হইল আকুল ॥
লুকাইয়া দেখে দুশ্‌মন মিটায় চক্ষের আশ।
যত দেখে তত বাড়ে পাপ মনের পিয়াস ॥
সেইদিন হইতে কারকুন যে হইল পাগলা। +
খোজে থাকে কেমনে কন্যারে দেখিবে একেলা ॥ +

১। উলামেলা = ছড়াছড়ি।

ছান[২] করিতে যেদিন কন্যা জলের ঘাটে যায়।
কারকুন লুকাইয়া দেখে বকুল গাছের ছায় ॥
মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ।
অন্ধিসন্ধি[৩] করে কত কেমনে মিটে আশ ॥

(৩)

গেরামে আছিল এক চিকন গোয়ালিনী।
যইবনে আছিল যেমন সবরিকলা[১] চিনি ॥
বড়ো রসিক আছিল এই দুষ্ট গোয়ালিনী।
এক সের দইয়েতে দিত তিন সের পানি ॥
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুশী।
দই-দুধ হইতে সে না কথা বেচে বেশী ॥
যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত করিত রঙ্গরস ॥
রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী।
দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গয়লানী ॥
যদিও যইবন গেছে তবু আছে বেশ।
বয়সের দোষে মাথায় পাইক্যা গেছে কেশ ॥
কোনো দন্ত পইড়্যা গেছে কোন দন্ত পোকা।
সোয়ামী সে মইর‍্যা গেছে তবু হাতে শাখা ॥
চলিতে সে ঢইল্যা পরে রসে থল্‌থলে[২]।
শুকাইয়া গেছে রস যইবন কমলে ॥

২। ছান=স্নান। ৩। অন্ধিসন্ধি=নানা কৌশল।

১। সবৃরিকলা=মর্তমানকলা। ২। রসে থলথলে=বাতরোগে মোটা ও বাতরসে ভরা।

তবু মনে ভাবে যে, সে চিকন গয়লানা।
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী ॥

সংসারেতে আছে যত লুচ্চা-লোকন্দরা[৩]।
গোয়ালিনীর বাড়ীতে গিয়া করে ঘুরাফিরা ॥
শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে।
ঘরতনে কুলের বধূ বাইরে টাইন্যা আনে ॥
তেল-পড়া দেয় যদি চিকন গয়লানী।
সোয়ামী ছাড়িয়া যায় ঘরের কামিনী ॥
আর একটা ওষুধ শুনি আছে তার কাছে।
গির্ধিনীর[৪] কান আর কালপনা[৫] মাছে ॥
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পমিমাণ বড়ী করে রইদে শুকাইয়া ॥
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ থুরি[৬] কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী।
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে।
সতী নারী পতি ছাড়ে ওষুধের গুণে ॥

চাকলাদারের বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী।
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনাগুনি ॥
গোয়ালিনীর সঙ্গে কমলার ছিল পরিচয়।
মিলিলে দুইজনা কত রসের কথা হয় ॥

৩। লোকন্দরা = যাহারা অন্দরের কুলবধূদের ধর্মনাশ করে। দীনেশ সেন মহাশয়ের মতে 'লুচ্চা' শব্দের সহচর শব্দ। ৪। গিরধিনী = গৃধিনী শকুন। ৫। কালপনা — এক শ্রেণীর কালো লাঠা মাছ, চ্যাংটাকি। ৬। থুরি = সংখ্যা বিশেষ, এক থুরি সমান ১২১।

গোয়ালিনীর অত ভাব কমলার সনে।
আরও কত ওষুধপাতি গয়লানী সে জানে॥
নিদান কারকুন শুনি গয়লানীর গুণ।
খাইয়া বাটার পান না খাইল চুন॥
ধীরে ধীরে যায় পরে গোয়ালিনীর বাড়ী॥
কারকুনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী॥
"কিসের লাইগ্যা আইছুইন্[৭] দুয়ারে হইছুইন্[৮] খাড়া।
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির[৯] কেন সে পাড়া[১০]॥"

গোয়ামরি হাস্যা[১১] তবে কইছে কারকুন।
"খালি পান খাইয়্যা আইছি ভাণ্ডে নাই তো চুন॥
চুনের লাইগ্যা আইলাম আমি এই না তোমার বাড়ী।
সঙ্গে মোর নাই কিন্তু একটা কানা কড়ি॥"

গোয়ালিনী কয়, "আমি নাই তো বেচি পান।
বিনামুল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ॥
রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।"
গোয়ালনীর কথা শুইন্যা কারকুন কয় হাসি॥
"অত বয়স হইছে তোমার না যায় তবু রস।
কত জানি গোয়াল্নী তুমি জান রঙ্গরস॥
তিনকাল গেছে তোমার এককাল আছে।
কত রঙ্গ শিইখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে॥"

৭। আইছুইন্=আসিয়াছেন। ৮। হইছুইন=হইয়াছেন। ৯। আত্তির হাতির। ১০। পাড়া=পদক্ষেপ। ১১। গোয়ামরি হাস্যা=দুষ্ট লোকের অর্থপূর্ণ মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া।

চিকন গয়লানী কয় "তবে শুন কথার নাল[১২]।
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল ॥
সময়ে বয়স যায় না যায় তার রস।
মুখের কথায় থাকে ত্রিজগত বশ ॥
ফাঁদ পাইত্যা চান্দে ধরি জমিনে থাকিয়া।
আমার গুণের কথা জানে যত ভূইয়্যা[১৩] ॥
কি কারণে সইন্ধ্যাবেলা আইলা আমার বাড়ী।
কোন্ কামের হেতু আইলা কও সত্য করি ॥"
এত বলি গোয়ালিনী দৌড়্যা[১৪] তড়াতড়ি।
বৈসনের[১৫] লাইগ্যা দিল নতুন একখান পিড়ি ॥
কেওয়া-সুপারি[১৬] খয়ের সাচি পান দিয়া।
কারকুনেরে দিল চিকন পান বানাইয়া ॥
গুর্‌গুরিতে ভরিয়া দিল তামুক কারকুনেরে।
কারকুন কহিল সেই গোয়ালনীর হাত ধইরে ॥
"শুন শুন শুন ওগো চিকন গয়লানী।
তোমার তো যইবন ছিল জোয়ারের পানি ॥
তুমি তো রসিক নারী ভালা কইর‍্যা জান।
যইবনে কেম্‌নে হয় মন উচাটন ॥
না কইর‍্যাছি বিয়া আমি ঘরে নাই কেউ।+
মনের মতন খুঁইজ্যা না পাই বিয়া করবার বউ ॥+
এতকাল পরে এক কন্যারে দেখিয়া।+
পাগল হইয়াছি আমি থির নয় তো হিয়া ॥+

১২। নাল=ধারা, পদ্ধতি। ১৩। ভূইঁয়া=বহু সম্পত্তির অধিকারী। ১৪। দৌড়্যা=দৌড়িয়া। ১৫। বৈসনের=বসিবার। ১৬। কেওয়া-সুপারি=কেওয়া ফুলের আতর-জলে ভিজানো সুগন্ধি সুপারি।

শুন শুন তোমার কাছে কই মনের কথা।
কমলারে দেইখ্যা বড়ো পাই মনে ব্যথা ॥
কেমনে পাইব তারে কও গোয়ালিনী।
কমলারে কইর‍্যা দান রাখো মোর প্রাণী।
আগেতে পিরিত কইর‍্যা পরে বিয়ার কথা।+
না হইলে রাজার কন্যা না পাইবাম্ সর্বথা ॥+
একবার কমলারে আমি যদি পাই।+
পরে বিয়া হইব তাতে সন্দে[১৭] কিছু নাই ॥+
আন-অইলে[১৮] আমার প্রাণ রাখা হইল ভার।
মরিলেও না ছাড়িব আমি তোমার কাছার[১৯] ॥"

এতেক শুনিয়া তবে কয় গোয়ালিনী।
"এই কথা যেন আমি আর নাই তো শুনি ॥
চাকলাদার শুনিলে তোমার লইব গর্দান।
অকালে বিপাকে কেন হারাইবা প্রাণ ॥"
এত শুনি ধরে কারকুন গোয়ালিনীর পাও।
"সাত-পাঁচ বইল্যা তুমি মোরে না ভারাও ॥
ভালা জানি গোয়ালিনী তোমার ওষুধের গুণ।
তুমি দয়া করিলে আমার নিবিবে আগুন ॥
মারো আর কাটো লইছি তোমার আশ্রয়।
কর মোরে বধ যদি তোমার ধর্মে হয় ॥"
এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল।
একশ' ট্যাকা গইন্যা চিকনের হস্তে তুইল্যা দিল ॥

১৭। সন্দে=সন্দেহ। ১৮। আন্-অইলে=অন্যপ্রকার হইলে
১৯। কাছার=সান্নিধ্য।

ট্যাকা পাইয়া গোয়ালনীর আনন্দিত মন ।+
ট্যাকায় সে বশ হয় এইনা তির্‌ভূবন ॥+
যা থাকে কপালে বইল্যা তুক্‌তাক্ করে ।+
মন্তর তন্তর খাটায় কত কমলার উপরে ॥+

(৪)

কারকুন নিত্যি নিত্যি করে আনাগুনি[১] ।
কিছু কিছু পয়সা কড়ি পায় গোয়ালিনী ॥
পরে তো কমলার নামে পত্র সে লিখিয়া ।
চিকনের সঙ্গে কারকুন দিল পাঠাইয়া ॥
পত্রেতে লিখিল "কন্যা আরে শুন দিয়া মন ।
তোমার লাইগ্যা হইছি আমি বাউরা যেমন ॥
কির্‌পা[২] কইর‍্যা তুমি একবার চাও মোর পানে ।
পরাণে বাচাও কন্যা মোরে যইবন দানে ॥
আমার যা আছে সব তোমারে দিছি দান ।
তোমার লাইগ্যা পারি আমি ত্যজিতে পরাণ ॥
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা ।
তোমারে দেখিয়া আমি হইছি পাগলা ॥
পরাণে বাচাও কন্যা খাও মোর মাথা ।
আমার দুঃখেতে দেখ ঝরে বিরিক্ষের পাতা ॥
রাইতে নাই সে ঘুম কন্যা দিনে থাকি বইস্যা ।+
হাইস্যা কথা কইবা কন্যা আমার কাছে আইস্যা ॥+

১ । আনাগুনি=আসা যাওয়া । ২ । কির্‌পা=কৃপা ।

ছানের ঘাটে বকুলগাছ গাছগাছালি ঢাকা।+
সেইখানেতে আইবা কন্যা দুইপর বেলা একা॥+
তুমি সে পরাণ রে কন্যা আমার পানে চাও।+
বিয়া পরে হইব আগে আমারে বাচাও॥"+

চিকন গয়লানী পত্র গিষ্ঠেতে[৩] বান্ধিয়া।
কন্যার মন্দিরে ধীরে দাখিল হইল গিয়া॥
সোনার পালঙ্ক পরে সাজুয়া বিছান।
তারপরে বইস্যা কমলা খায় গুয়া পান॥
নবীন বয়স কন্যার পর্‌থম যইবন।
রূপেতে রোশ্‌নাই করে চন্দমা[৪] যেমন॥
কালো চিকন কেশে কন্যা বান্ধিয়াছে খোপা।
খোপায় সাজাইয়া দিছে ফুল থোপা থোপা॥+
মালতীর মালা আর ফুলের নানান্ কাজ।
পইর‍্যাছে সুন্দরী কন্যা ফুলের নানান্ সাজ॥+
আশ্বিন মাসেতে যেমন পাতায় পদ্মের কলি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাই সে দেখে অলি॥
সিনান করিতে কন্যা জলের ঘাটে যায়।
ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায়[৫]॥
বাতাসে বসন যখন রঙ্গে উইড়্যা পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উইড়্যা আইসে পদ্মফুল ছাইড়ে॥
নাকের নিশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমত অঙ্গে পরকাশ॥

৩। গিষ্ঠেতে=গিঁঠে, অঞ্চলকোণে। ৪। চন্দমা=চন্দ্রমা।
৫। ফালায়=নিক্ষেপ করে।

পর্‌থম যইবন কন্যা সদা হাসিখুশী।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি।'
নিতম্ব দেখিয়া চান্দ নিতম্বের তরে।
আশমান ছাড়িতে সেই মনে আশা করে॥
কণ্ঠস্বরে কন্যার কোইলে[৬] পায় লাজ।
দণ্ডে দণ্ডে পরে কন্যা নানা রঙ্গের সাজ॥
পালঙ্ক উপরে বইস্যা কমলা সুন্দরী।
মালতীর ফুলে মালা গান্থে যত্ন করি॥
হেন কালে গেল তথা চিকন গয়লানী।
গয়লানীরে দেইখ্যা তবে হাসে কমলিনী॥
"শুন শুন গয়লানী কই যে তোমারে।
আইজ আমি উচিত শিক্ষা দিবাম্ তোমারে॥
চোকা[৭] দইয়ে পোকা তোর দুধে দোনা পানি।
এত যে বয়স তোর তবু না গেল ভণ্ডামি॥
লনীতে[৮] ফেনাইয়া উঠে বদ্‌গন্ধ ভারী।
রাজ্যি হইতে খেদাইবাম্ দিয়া পায় বেড়ী॥

গোয়ালিনী কয় "ইহা বয়সের দোষ।
এই দই খাইয়্যা তুমি হইতা সন্তোষ॥
আগের যইবন যদি থাকিত আমার।
এই দই খায়্যা তুমি করিতে বাহার॥
এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি।
তবু লোকে ডাইক্যাছে মোরে চিকন গয়লানী॥

৬। কোইলে=কোকিলে। ৭। চোকা=টক। দোনা=দ্বিগুণ।
৮। লনী=মাখন।

চোকা দই খায়্যা লোকে কইত দই মিঠা।
যইবন হারাইয়া আমার হইছে এখন লেঠা॥
কাছলা[৯] ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর।
আমার দই খায়্যা লোকে হইয়াছে অমর॥
বুড়ির[১০] দই কিন্যা মোরে কাহন[১১] দিছে লোকে।
কত লোক ভাইস্যা গেছে আমার দইয়ের পাকে॥
মৌমাছির চাক যেমন তেম্নি ছিলাম আমি।
রাইত দিন কানের কাছে মাছির ভন্‌ভনি॥
'অখন যইবন গেছে গাঙ্গে ধইরাছে ভাটিয়াল।
পাকা দই চোকা হইছে এমন জঞ্জাল॥
সদ্য[১২] কইর‍্যা ননী উঠাই হদ্দ[১৩] যে হইয়া।
তবু লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া॥
দই না বেচবাম্ আর ছাড়বাম্ বেসাতি[১৪]।
শেষকালে কিষ্ট[১৫] মোর যা করেন গতি॥"
দ্বিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাণ্ড।
এইমত[১৬] গয়লানী কভু না ছাড়ে দধির ভাণ্ড॥*
গোয়ালিনীর কথা শুইন্যা হাইস্যা কন্যা কয়।+
"বেসাতি না ছাড়বা তুমি তোমার নাই ভয়।+

৯। কাছলা=ঘোল রাখার জন্য প্রশস্তমুখ মেটে হাঁড়ি। দীনেশ সেনের মতে 'গামছা'। ১০। বুড়ির=পাঁচগণ্ডা কড়িতে এক বুড়ি। ১১। কাহন=৬৪ বুড়িতে এক কাহন। ১২। সদ্য=টাটকা। ১৩। হদ্দ=পরিশ্রান্ত। ১৪। বেসাতি=ব্যবসার দ্রব্যাদি। ১৫। কিষ্ট=শ্রীকৃষ্ণ। ১৬। এইমত=এই চরিত্রের।

পাঠান্তর :— * 'আজি হতে শূন্য হইল এই দধির ভাণ্ড॥'

আমার বয়সে তোমার দই হইছে চোকা ।+
তোমার বয়সের লোকে দিবা তুমি ধোকা ॥+
মাছি না যাইব আর চাকে মধু নাই ।+
এখন বেচিবা তুমি কথা আর দই ॥”+

তখন গোয়ালনী কয় মনেতে হাসিয়া ।
“এমন বয়সে তোমার না হইল বিয়া ॥
বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাইব চলি ।
খালি গাছে ডাকিলেও না আইসে অলি ॥*
এমন যইবন কেন অনর্থে হারাও ।
না জানি কঠিন কেমন তোমার বাপ-মাও ॥
সময় থাকিতে তুমি বিলাও যইবন-মধু ।
সাইধ্যা[১৭] দিলেও পরে আর না আসিবে বঁধু ॥
তোমার যইবন দেইখ্যা চিত্তে জ্বইল্যা মরি ।
যইবন পাইবার লাইগা যেন মরি তড়াতড়ি[১৮] ॥
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ।
বিয়া না করিলা তুমি না চিন মদন ॥
গান্থিয়া ফুলের মালা দিবা কার গলে ।
তোমার গান্থা মালা দেইখ্যা দুঃখে অঙ্গ জ্বলে ॥
এমন সুন্দর মালা যাইব শুকাইয়া ।
তোমার দুখুঃ দেইখ্যা কন্যা আমার জ্বলে হিয়া ॥

১৭। সাইধ্যা = সাধিয়া। ১৮। তড়াতড়ি = তাড়াতাড়ি

পাঠান্তর :— * “তখন ডাকিলে কন্যা না আসিবে অলি
+ তোমার যৌবন দেখি চিত্তে অনুরাগী ।
আবাব মরিয়া জন্মি যৌবনের লাগি ।

নিজের মালা নিজে পইরা কেবা সুখী হয়।
এইমতে কাটাইতে কাল উচিত না হয়॥
তোমার লাইগ্যা কত ভমর পাগল হয়্যা ফিরে।
অন্ধকারে বইস্যা তুমি রইলা অন্দরে॥
বিয়া যদি হইত তোমার বনদুর্গার বরে।
ভালা দই আইন্যা দিতাম তোমার নাগরে॥"

এই কথা শুইন্যা কন্যা মুচকি হাসিয়া।
গোয়ালনীরে কয় কিছু অধোক্ষ[১৯] হইয়া।
"শুন শুন গোয়ালিনী বচন আমার।
আমার বিয়ার কথা অতি চমৎকার॥
সংসার হাদমে* মোর জোড়া নাহি মিলে।
এই যে ফুলের মালা আমি দিবাম্ কার বা গলে॥
পূর্বজন্মের কথা মোর শুন দিয়া মন।
স্বর্গে আছিলাম মোরা রতি আর মদন॥
শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে।
মানুষের সাধ্যি নাই মোরে বিয়া করে॥
দেখিছ আমার রূপ চান্দের কিরণ।
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন॥
সেই চিন্তা করি আমি বিরলে বসিয়া।
ধরায় থাকিব কেমনে মদনে ছাড়িয়া॥
কত বিয়ার সম্বন্ধ আইসে কয় বাপ-মায়।

১৯। অধোক্ষ=কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ বা অধোমুখ।

পাঠান্তর :— * "হাদমে=অ্যাডাম। যে শব্দ হইতে 'আদমি' শব্দ হইয়াছে, এখানে সংসার হাদমে' অর্থ সংসারে পুরুষদের মধ্যে।"

মনুষ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায় ॥
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আইসে।
উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুষে ॥
সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইর‍্যাছি দড়[২০]।
বিয়া না করিব আমি রইব আইবুড় ॥
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব।
মদনের রতি আমি তার লাইগ্যা রইব ॥"*

এই না কথা শুইন্যা তবে চিকন গোয়ালিনী।
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ভাঙ্গা দেহখানি ॥
চিকনের হাসি দেইখ্যা কন্যা হাসে খলখলি।
রাঙ্গা দেহ ভাইঙ্গ্যা তার চুল পড়ে এলি ॥
গোয়ালিনী কয় "কন্যা, শুন মোর কথা।
সত্য কইবাম্ আমি না হইব অন্যথা ॥
একদিন দই লয়্যা আমি যাই স্বর্গপুরে।
পন্থেতে লাগাল[২১] পাই তোমার মদনেরে ॥
তোমার লাইগ্যা মদন পন্থে ফিরে পাগল হইয়া।
আশ্‌মানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া ॥
মদন কইল[২২] মোরে 'তুমি থাকো মর্তপুরে।
কোথায়ও নি দেইখ্যাছ তুমি আমার রতিরে ॥
দই-দুধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী।
রতির বিরহানলে আমি জ্বইল্যা মরি ॥

২০। দড়=দৃঢ়, স্থির। ২১। লাগাল=দেখা, হাতে পাওয়া।
২২। কইল=কহিল।

পাঠান্তর :—* মদনের ঘাটে আমি খেয়া দিয়া খাইব ॥

কও কও দূতী তুমি আমার মাথা খাও।
সত্য কথা কইবা মোরে কিঞ্চিৎ না ভাঁড়াও॥'
আমি কইলাম 'রতি তোমার রাজার ঘর আলা।
জনম লয়্যাছে কন্যা নামেতে কমলা॥
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম।
উবুত্[২৩] হইয়্যা করে মদন আমারে পন্নাম[২৪]॥
একখানা পত্র মদন যত্নেতে লিখিয়া।
আমার আইঞ্চলে[২৫] সেই না দিয়াছে বান্ধিয়া॥
আইঞ্চল খুইল্যা আসল* কথা পরীক্ষা যে কর।
তোমার বিরহে মদন করে ধড়ফড়॥
এত কষ্ট করিলাম আমি তোমার লাগিয়া।
স্বর্গপুরে যাই আমি দধি দুগ্ধ লইয়া॥
উঠিতে যোজন সিড়ি কোমর ভাইঙ্গ্যা পড়ে।
আমি বইল্যা গিছি কন্যা অন্যে যাইতে নারে॥
আইন্যাছি মদনের পত্র এখন দেও পুরস্কার।
এমন কাম[২৬] কইর‍্যা দিতে বল সাধ্য কার॥"
বক্‌শিস্ মিলিবে ভালা দ্বিজ ঈশান কয়।
মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয়॥

পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল।
পড়িতে পড়িতে কন্যা কোর্‌ধেতে[২৭] জ্বলিল॥

২৩। উবুত=উপুর, ভুমিষ্ঠ। ২৪। পন্নাম=প্রণাম। ২৫। আইঞ্চল =আঁচল। ২৬। কাম=কার্য। ২৭। কোর্‌ধেতে=ক্রোধে।

পাঠান্তর :—* মৈমনসিংহ গীতিকায় আছে "গাছল—সত্য (?)॥" পূর্ববঙ্গে কোথাও অসল বলিতে গাছল বলে না। ইতি—সম্পাদক।

পুষ্পবনেতে যেমন লাগিলা আগুনি।
শিরে রক্ত উঠে কন্যার তৈলেতে বাগুনি[২৮] ॥
মনের গুমর কন্যা মনে লুকাইয়া।
গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া খেলিয়া ॥
"শুন শুন মনের কথা চিকন গয়লানী।
আমার লাগিয়া তুমি হইলা পেরাশিনী[২৯] ॥
স্বর্গপুরী গেলা তুমি আমার লাগিয়া।
পুরস্কার দিবাম্ আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥
মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাইত দিন।
তোমার কার্যেতে আমার ফিরিল সুদিন ॥
তোমার মদনঠাকুর দেখিতে কেমন।
দেখি নাই কোনোদিন সে চান্দবদন ॥
কিবা কাম করে সেই কিবা গুণ ধরে। +
সকল শুনিতে চাই কোথা বাস করে ॥ +

গোয়ালিনী কয় তার রূপের বাখান।
"কাত্তিক কুমার[৩০] হেন কুথায় নাই আন ॥
চান্দের ছুরত্[৩১] তার সর্ব অঙ্গে জ্বলে।
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে ॥
বকুলের গাছে বইস্যা দেইখ্যাছে তোমায়।
তোমার লাইগ্যা এখন সেই না করে হায় হায় ॥
বাপের বাড়ীর চাকর তোমার নিদান কারকুন।
একবার কই শুন তার যত গুণ ॥

২৮। বাগুনি = বেগুন। ২৯। পেরাশিনী = ক্লান্ত। ৩০। কাত্তিক কুমার = কার্তিকের মত সুন্দর। ৩১। ছুরত = রূপ, সৌন্দর্য।

নারী মজাইতে তার কত গুণ আছে।
আখির ইসারায় তার কত নারী মইজ্যাছে ॥
আমি তো মজিয়া যাই শুইন্যা মিঠা কথা।+
মন মজাইবার লাইগ্যা জানে কত কথা ॥+
তোমারে পাইলে সেই আর না চাইব[৩২]।+
পর্থমে পিরীত কইর‍্যা পরে বিয়া হইব ॥+
পিরীতে মজিবে ভালা পানে আর চুনে।
তাহারে ভজিলে তুমি সুখ পাইবা মনে ॥"

কন্যা কয় "চিকনী তরে কিবা দিব আর।+
মনের মতন দিব আইজ তরে পুরস্কার* ॥+
এই ব্যবসা কইর‍্যা তুমি হইয়াছ বুড়া।+
আমার লাইগ্যা স্বর্গে যাইতে হইয়াছ খোড়া ॥+
আহা রে কত না কষ্ট পাইলা তুমি আর।+
তোমার পেরাশিনির[৩৩] লাইগ্যা লও পুরস্কার ॥"+
এই না বইল্যা গলার হার খুইল্যা লইল।
হাইস্যা গয়লানীর কণ্ঠে পরাইতে গেল ॥
গোয়ালিনী ভাবে হইল সুদিনের উদয়।
বিধাতা মিলাইলা ভালা এই মনে লয় ॥

৩২। চাইব=চাহিব, কামনা করিব। ৩৩। পেরাশিনির=পরিশ্রম জনিত ক্লেশের।

পাঠান্তর :— * কন্যা বলে "গোয়ালিনী কিবা দিব আর।
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার ॥"

কত ট্যাকা কড়ি পাইব সোনার অলঙ্কার।+
পরথম বউনি[৩৪] তার কন্যার গলার হার॥+
পরথম যইবন কন্যার গায়ে শক্তি ধরে।+
পালঙ্ক হইতে লাইম্যা[৩৫] আইস্যা চিকনেরে ধরে॥+
চুলেতে ধরিয়া তারে টাইন্যা আনিল।
পিষ্ঠে লাত্থি মাইর‍্যা গালে ঠোক্কর[৩৬] মারিল॥
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে।
নড়া দন্ত পইড়্যা গেল কন্যার ঠোক্করে॥
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল ঢিল[৩৭]।
পিষ্ঠেতে মারিল তার হুড়ুম্ দুড়ুম্[৩৮] কিল॥
চুলেতে ধরিয়া তারে দিল তিন পাক।
লাত্থি মাইর‍্যা গোয়ালনীর ভাইঙ্গা দিল নাক॥
কাঞ্চা দন্ত পইড়্যা গেল কন্যার লাত্থির জোরে।+
নাক মুখ দিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে॥+
আর বার লাত্থি মাইর‍্যা মাটিতে ফালায়।
গোসায়[৩৯] ফুলিয়া কেবল উষ্ঠা[৪০] মারে গায়॥
উঠিতে না পারে চিকন পিষ্ঠে পড়ে গুরি[৪১]।+
এমন মাইর না খাইয়্যাছে জীবনেতে বুড়ী॥+
ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়ালিনী।
কন্যার পায়েতে ধরে চউক্ষে ঝরে পানি॥
জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে।
কিবা পত্র লেইখ্যাছিল দুরন্ত কারকুনে॥

৩৪। বউনি=প্রথম লাভ। ৩৫। লাইম্যা=নামিয়া। ৩৬। ঠোক্কর=থাপ্পর, চপেটাঘাত। ৩৭। ঢিল=ঝাঁকুনি। ৩৮। হুড়ুম্ দুড়ুম=এলপাথারি। ৩৯। গোসায়=ক্রোধে। ৪০। উষ্ঠা=পায়ের গুঁতো। ৪১। গুরি=কিল।

কন্যা কয় "শুন্ ওলো চিকন গয়লানী।
তিন কাল গেল তোর না গেল নষ্টামি॥
বয়সে মইজ্যাছিলি তুই কত নাগরের সনে।
পরকে মজাইছিস তুই কত নানান ভানে॥
শূলেতে দিতাম তরে বাপেরে কইয়া।
আইজ তরে ছাইড়্যা দিলাম অনেক ভাবিয়া॥
মাছি মাইর‍্যা কেন করবাম্ দুইহাত কালা।
কারকুনেরে কইছ্[৪২] গিয়া তোর আগ্ছালা[৪৩]॥
আমার মন্দিরে তুই না আইবি আর।
আইলে গর্দান তর যাইবে আরবার॥
কারকুনে কইছ্ তার মুখে মারি ঝাটা।
বাড়ীর চাকর হইয়্যা এত বুকের পাটা॥
পায়ের চাকর হইয়্যা শিরে উঠিতে চায়।
বেঙ্গে কবে শুইন্যাছিস পদ্মের মধু খায়॥
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে॥"

চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে।
দন্ত বাইয়া রক্তধারা কাপড় ভিইজ্যা পড়ে॥
ছিঁড়া বস্ত্র আউলা চুল পন্থ দিয়া যায়।+
পন্থের লোক দেইখ্যা তারে ডাইক্যা জিগায়[৪৪]॥+
"ছিঁড়া কাপড় আউলা চুল রক্ত কেন দাঁতে।"*
গোয়ালিনী কয় "মোরে মারিল সান্নিকে॥"

৪২। কইছ্=কহিস। ৪৩। আগছালা=দুরবস্থা। ৪৪। জিগায়=জিজ্ঞাসা করে।

পাঠান্তর :—* 'পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাঁতে।'

আরও লোকে জানিতে চায় যে খুলাসা[৪৫]।
যতই জানিতে চায় তত করে গুসা ॥
মর্মকথা কইতে নারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
বাড়ী গিয়া কান্দে চিকন শিরে হাত দিয়া ॥
ওষুধ-মন্তর তার সব হইল শেষ।+
সতী নারীর পাল্লায় পইড়্যা জীবন অবশেষ ॥+
দ্বিজ ঈশান কয় ভাই রে কিল আর তেল[৪৬]।
একবার পইড়্যা গেলেই গণ্ডগোল গেল্ ॥

(৫)

সইন্ধ্যাবেলা কারকুন তবে কোন কাম করে।
উতলা হইয়া যায় গোয়ালিনীর ঘরে ॥
আন্‌চান্ করে মন কত লাগে ভয়।
কিজানি গয়লানী আবার কোন কথা কয় ॥
যাইয়া দেখে গোয়ালিনী কান্থা মুড়ি দিয়া।+
শুইয়া কান্দিছে ব্যথায় রইয়া রইয়া ॥+
কারকুনে দেখিয়া গোয়ালনীর কোর্‌ধে অঙ্গ জ্বলে।
গাইল দিয়া কারকুনেরে যত কথা বলে ॥
"কি পত্তর লিখ্যাছিলি ওরে আট্‌কুরীর ব্যাটা।
আমার বাড়ী আইলে তোর মুখে মারবাম্ ঝাটা ॥
বাঘিনীর মুখে পইড়্যা আমার ভাইঙ্গ্যা দিছে হাড়।+
জম্মে কম্মে খাই নাই আমি অমনতর মার ॥+
গায় আইছে কম্পজ্বর কোমর ভাইঙ্গ্যা গেছে।+
এত দুখুঃ পাইলাম আমি লাইগা তোর পাছে ॥+

৪৫ খুলাসা = স্পষ্ট করিয়া। ৪৬। তেল = ঘুষ।

তোর লাইগা হইল মোর এতেক অপমান।
পুরুষ হইলে তোর আমি কাইট্যা দিতাম কান ॥
আর বার আইস যদি আমারে ডাকিয়া।
শূলে দিবাম্ আমি তরে কন্যারে বলিয়া ॥"

গোয়ালিনীর মুখে শুইন্যা এতেক বচন।
দুঃখিত হইয়া কারকুন ভাবে মনে মন ॥
"আর না যাইবাম্ আমি গোয়ালনীর বাড়ী।
ছারখার করবাম্ চাক্‌লা সাতদিনের আড়ি[১] ॥
তারপর গিয়া দুষ্টা কমলার পাশ।
বলেতে পুরাইবাম্ আমি নিজ অভিলাষ ॥"

ঘরের খোন্দলে[২] বইস্যা ভাবে মনে মনে।
বেইজ্জতের পরতিশোধ[৩] লইবাম্ কেমনে ॥
রঘুপুরে বাস করে দয়াল জমিদার।
তাহার অধীন হয় মাণিক চাক্‌লাদার ॥
তার অধীনে নিদান কারকুন করিছে চাকুরী।
মনে মনে ফন্দি আটে দিতে গলায় দড়ি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কি কাম করিল।
জমিদারের কাছে এক পত্র পাঠাইল ॥

"পরথমে পন্নাম করি ধর্ম-অবতার।
তারপর নিবেদন শুন্‌খাইন্[৪] আমার ॥
চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া।
সাত ঘড়া মোহর কেবল গণিয়া বাছিয়া ॥

১। আড়ি—মধ্যে। ২। খোন্দলে—নির্জন অন্ধকার গৃহকোণে
৩। পরতিশোধ—প্রতিশোধ। ৪। শুনখাইন্—শুনুন

না জানায় এই কথা জমিদার গোচরে।
জমিদারের পাওনা আইনা[৫] রাইখাছে নিজ ঘরে
সেই ধন দিয়া কত হাত্তি ঘোড়া কিনে।+
লোক লস্কর কইর‍্যাছে কত আপনারে জিনে[৬]।
জমিদারী লইব সেই কইর‍্যাছে বাসনা।+
সময় থাকিতে হইবা আপনি সাবধানা॥"+

(৬)

পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল।
চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল॥
হাজারে-বেজারে পাইক বাড়ী যে ঘিরিয়া।
মাণিক চাকলাদারে নিল পিছমোড়া বান্ধিয়া॥
চাকলাদারে জিজ্ঞাসা করিল জমিদার।
"কত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার॥"

হুজুরে মাণিক কয় অবাক্কি[১] হইয়া।
এতেক জুলুম মোরে কিসের লাগিয়া॥
কে কইল ধন পাইছি কোথায় পাইবাম্ ধন।
কোন দুশ্‌মনে কৈল আমার এতেক বিড়ম্বন॥"*

৫। আইনা=আনিয়া। ৬। জিনে=পরাস্ত করিয়া।
১। অবাক্কি=বিস্মিত।

পাঠান্তর :—* কে কহিল ধন পাইয়াছি কোথায়।
কিসের লাগিয়া মোর ঘটিল এমন দায়

এত শুনি জমিদারের কোরধে অঙ্গ জ্বলে।
মাণিকে বান্ধিয়া তবে রাখে খুনশালে[২] ॥

এদিকে হইল কিবা শুন মন দিয়া।
কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া ॥
বেড়া ভাঙ্গিতে যেমন চোরে করে মন।
এক বেড়া কমলার ভাই সেই সে সুধন ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কয় সুধনেরে।
"জমিদার বাইন্ধ্যা নিছে তোমার বাপেরে ॥
শুন শুন সুধন রে শুন মোর কথা।
পিতারে বাইন্ধ্যা তোমারে দিছে বড় ব্যথা ॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা[৩]।
শয্যায় বিছাইয়া দিছে মনকাকরের[৪] কাঁটা ॥
কুপুত্র হইলা তুমি কিসের কারণ।
পিতার উদ্ধার কার্যে দেও তুমি মন ॥
পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম-লক্ষণে।
চোদ্দ বচ্ছর-ভরা গোয়াইল বনে বনে ॥
পিতার আদেশ পাইয়া পুত্র পরশুরাম।
মায়েরে কাটিয়া রাখে বাপের সম্মান ॥
শ্রীমন্ত পাটনে গেল বাপেরে আনিতে।
ঘরেতে বসিয়া তুমি থাক কিবা মতে ॥
শীঘ্র কইর‍্যা যাও তুমি জমিদারের বাড়ী।
সত্বর আনিবা তুমি পিতারে উদ্ধারি ॥

২। খুনশালে=প্রাণদণ্ডের আসামি যে ঘরে আবদ্ধ থাকে। দীনেশ সেন মহাশয়ের মতে "যে ঘরে গুপ্তহত্যা অত্যাচার চলিত সেখানে।"
৩। পাটা=পাথর। ৪। মনকাকর=একপ্রকার ত্রিফলাযুক্ত ছোট ফল।

কয়খান্ মোহর দিয়া তুমি জানাইবা পর্নাম।
পিতার উদ্ধার তোমার জানাইবা কাম ॥"

পিতার উদ্ধার লাগি সুধন চলিল। +
এহি মতে তারে কারকুন বাড়ী ছাড়াইল ॥
জমিদারের দরবারে দাখিল হইয়া।
সুধন জানিল যাহা গিয়াছে ঘটিয়া ॥ +
জমিদারে দেইখ্যা সুধন করিল পরণাম।
মোহরের থলি দিয়া কহিল নিজ নাম ॥
তারপর কহিল সুধন আইল কি কারণ।
বিনা দোষে হইয়্যাছে তার পিতার বন্ধন ॥
এই কথা শুইন্যা তারে জমিদার কয়।
"যত মোহর পাইয়াছ তার সমুদয় ॥
হাজির করিবা আগে তবে সে বিচার।
পরে তো ছাড়িব জাইন পিতারে তোমার ॥
তোমার বাপে পাইছে ধন মাটি খুড়িয়া।
নিজে ভোগ করে ধন আমারে ভাড়াইয়া ॥"

পায়েতে ধরিয়া সুধন কহিল "হুজুর।
মিছা রটনা হইল নহি আমরা চোর ॥"
কোন বা পরম শত্রু তারে নাই তো জানি। +
মিছা খবর বলিয়াছে যাহা আমি শুনি ॥ +
এই না কথা জমিদার যখন শুনিল।
পাষাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল ॥
পিতা-পুত্রে একসঙ্গে দিল পাষাণ চাপা।
মোহর না দিলে আর নাহি তার রক্ষা ॥

(৭)

এই কথা শুনিয়া কারকুন হরষিত মনে।
উগাইল[১] যত খাজনা ডাইক্যা প্রজাগণে॥
পাঠাইয়া সেই খাজনা জমিদার গোচরে।
চাকলাদারীর লাইগ্যা নিদান দরবার করে॥
খাজনা পাইয়া জমিদার খুশী যে হইয়া
চাকলাদারীর সনদ তারে দিল পাঠাইয়া॥

সনদ পাইয়া কারকুন কি কাম করিল।
কমলার ঘরে গিয়া দাখিল[২] হইল॥
কমলারে ডাইক্যা কয় "শুন গো সুন্দরী।
আইজ থাইক্যা হইল এই আমার চাকলাদারী
তোমার সঙ্গেতে যদি মোর বিয়া হয়।
সুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদায়॥
মনের সুখেতে করবা মোর চাকলাদারী।
চিরদিন করবাম আমি তোমার চাকুরি॥
আমারে বিয়া কৈলে কন্যা চিত্তে পাইবা সুখ।
না-অইলে গাছের পাতা ঝইরব দেইখ্যা দুঃখ্॥
চিত্তে বুইঝ্যা দেইখ্যা যদি ইতে কর আন।
মোর বাড়ী ছাইড়্যা জল্‌দি করিবা প্রস্থান॥

এই না কথা শুইন্যা কমলা কয় কারকুনেরে।
"শুইন্যাছ নি কেউ বিয়া করে নরপিচাশেরে॥

১। উগাইল=উসুল করিল। ২। দাখিল=উপস্থিত।

আমার বাপের লুন খায়্যা বাচাইলা পরাণে।
তার বুকে পাষাণ দিতে না বাঝিল[৩] প্রাণে॥
পরাণের দোসর ভাইয়ে যেই না দুঃখ দিল।
মুখে মারি ঝাটা তার পিষ্ঠে লাথি কিল॥
বনজঙ্গলে থাকবাম্ আমি নাই তো করি ডর।
তবু নাই সে করবাম্ আমি নররাক্ষসের ঘর॥
মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা মাইগ্যা খাইবাম নগরে।
তিলেক না রইবাম্ মোরা পিচাশের ঘরে॥
পায়ের গোলাম তুই বাড়ীর বাইরের নফর।
চরণে আছিলি বান্ধা হইয়্যা চাকর॥
বেইমানি করিয়া তুই হইছস্ চাকলাদার।+
ঠাডা পড়িব একদিন তোর মস্তক উপর॥+
কি আর কইব তরে তুই পশুর অধম।
মাথায় তুইল্যা লয় কেবা পায়ের খড়ম॥
বাপ ভাই দেশে থাক্‌ত কইতিস্ এমন কথা।
কোটালেরে ডাইক্যা তর[৪ক] কাইট্যা দিতাম মাথা॥
তে-কাটিয়া[৪খ] পথে নিয়া দিতাম তরে শূলে।
বিধি শুনাইলা কথা এই ছিল কপালে॥"

কোর্‌ধে রক্ত আঙ্খি কন্যার দেইখ্যা কারকুন।+
বিয়ার সাধ মিট্যা গেল মুখ হইল চুন॥+
রসুই ঘরের কুকুর যেমন মার খায়্যা পলায়।+
কারকুন পলাইয়া গেল কন্যার সামনে থাকন্ দায়॥+

৩। বাঝিল =দুঃখ বাজিল। ৪ক। তর=তোর। ৪খ। তে-কাটিয়া —যেখানে তিনটি পৃথক পথ একত্রিত হইয়াছে।

তবে তো কমলা কন্যা কি কাম করিল।
আন্দি সান্দি দুই ভাইরে খবর পাঠাইল ॥
তারা দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর[৫] কাম।
মায়ে ঝিয়ে লয়্যা তারা গেল মামার ধাম ॥

(৮)

মামাবাড়ী গেল কমলা শুনিল কারকুন। +
শুইন্যা তো কারকুনের মাথায় চাইপ্যা গেল খুন ॥ +
যতনে আছয়ে কমলা আপন মামার বাড়ী।
মামারে লিখিল কারকুন পত্র শীঘ্র করি ॥
"শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী।
পরপুরুষে মইজ্যা সেই হইল কলঙ্কিনী ॥
তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া।
পঞ্চাইতে রাখিব তোমারে সমাজে ঠেকাইয়া[১] ॥*
নাপিত ছাড়িব তোমার ছাড়িব ঠাকুরে[২]।
একঘইরা হইবা তুমি কইলাম সুবিস্তারে ॥
চাড়াল ব্যাটার লাইগা কমলা হইছে পাগল।
কামেতে মাতিয়া দুষ্টা ভাসাইল কুল ॥
কলঙ্কিনী হইছে তার গেল কুল জাতি।
এই পাপের নাই সে জাইন পরাচিত্তির পাঁতি[৩] ॥

৫। সোয়ারীর=পাল্কিবাহকের।

১। সমাজে ঠেকাইয়া=সমাজচ্যুত করিয়া। ২। ঠাকুর=পুরোহিত

৩। পরাচিত্তির পাঁতি=প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

পাঠান্তর :— * পঞ্চাইতে রাখিব তোমার বাছ করিয়া ॥"

বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী।
তোমার বাড়ী থাইক্যা তারে খেদাও শীঘ্র করি ॥
আর কথা কই তোমারে শুন মন দিয়া।
কিবা হুকুম দিছে জমিদার কলঙ্ক শুনিয়া ॥
কলঙ্কিনী কন্যারে যেবা দিব স্থান।
বাল-বাচ্ছা সহিতে তার যাইব গর্‌দান ॥”

পর্‌বাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া।
বাড়ীতে লিখিল পত্র শীঘ্রগতি হইয়া ॥
কমলার মামীর কাছে পত্র যে লিখিল।
এবারতে[৪] লেইখ্যা যত কুচ্ছা[৫] যে করিল ॥
“পরবাসে[৬] থাইক্যা শুনি তুইয়ে মায়ে ঝিয়ে।
আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে ॥
কুমারী হইয়া কন্যা ভাঙ্গাইল জাতি।
পর-পুরুষেরে ভইজা[৭] তার এতেক দুর্গতি ॥
বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভারাই[৮] চাড়াল সঙ্গে ঘরের বাইর হইল ॥
এমন কন্যারে তুমি ঘরে না দিবা স্থান।
ঘরের বাইর কইর‍্যা দিবা কইর‍্যা আপমান ॥
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে।
চুলে ধইরা ঘরের বাইর কইর‍্যা দিবা তারে ॥
সমাজে না লইব মোরে কমলা থাকিলে।
পতিত হইয়া রইব মজিব জাতি কুলে ॥”

৪। এবারতে = ভাষার ইঙ্গিতে। ৫। কুচ্ছা = কুৎসা। ৬। পরবাসে = প্রবাসে;
বিদেশে। ৭। ভইজা = ভজনা করিয়া। ৮। ভারাই = একব্যক্তির নাম।

(৯)

পত্র পাইয়া মামী কোন কাম করিল।
পত্র পইড়্যা বইস্যা তবে ভাবিতে লাগিল॥
"সাক্ষাৎ ভাগিনী আর আবিয়াত কুমারী।
কেম্‌নে তারে দিবাম্ আমি ঘরের বাইর করি।
জাতি কুল লইয়্যা কন্যা যাইব কার কাছে।
এমন কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে॥
মায়ে ঝিয়ে কান্দিব যখন কিবা কইবাম্ কথা।
এমন কোমল পরাণে কেম্‌নে দিবাম্ ব্যথা॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কিবা কাম করে।
পত্রখানা ফেইল্যা আইল কন্যার সেজের[১] উপরে॥

সইন্ধ্যাবেলা ঘরে আইল কমলা সুন্দরী।
সেজের উপরে দেখে পত্র রইছে পড়ি॥
পত্র পইড়্যা চোক্ষের জলে ভাসিল কমলা।
"এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা॥
বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই।
কত দুঃখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী আই॥
বাপের বাড়ীর যত ধন লুটিল ডাকাতে।
এতেক অপমান পাইলাম দুশ্‌মনের হাতে॥
বিপাকে পড়িয়া আইলাম এই না মামার বাড়ী।
সেই আশ্রা ছাইড়্যা আইজ যাইবাম্ কার্ বা বাড়ী॥*

১। সেজের=শয্যার। ২। আই=আসিলাম

পাঠান্তর :— * কিছুকালে পূর্ব দুঃখ গেছিলাম পাশরি

চান্দ সুরুয্ ডুইব্যাছে আমার আন্ধাইর সংসার।
এক দণ্ড এই ঘরে আমি না থাকবাম্ আর ॥
বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী।
বিপদে করিব রক্ষা মা দুর্গা ভগবতী ॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ী না থাকবাম্ দণ্ড দিবা রাতি ॥
যা করেন বনদুর্গা দেইখ্যা লইবাম্ পাছে।+
শেষ দেইখ্যা করবাম্ কাম মনে মনে আছে ॥"+
এই না ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করিল।+
রাইতের অইন্ধকারে ঘরের বাইর হইল ॥

একবার না দেখিল কন্যা
কি ফেইল্যা গেল পাছে।+
একবার না গেল কন্যা
আপন মায়ের কাছে ॥
একবার না গেল কন্যা
তাহার মামীর সদনে।
একবার না চাহিল কন্যা
দুঃখিনী মায়ের মুখপানে ॥
একবার না ভাবিল কন্যা
আপন জাতি কুল মান।
একবার না ভাবিল কন্যা
তাহার পথের সন্ধান ॥
একবার না ভাবিল কন্যা
আমার কি হইবে গতি।

একেলা পন্থেতে পইড়্যা
　　　　কি হইব দুর্গতি ॥
একবার না ভাবিল কন্যা
　　　　পন্থে কেবা আশ্রয় দিবে।
একবার না ভাবিল কন্যা
　　　　কোন বা পন্থে যাবে ॥
সইন্ধ্যা বেলা সূরুয্ ডুবে
　　　　আশমানে ফুটে তারা।+
ঘরের বাইর হইল কন্যা
　　　　হইয়া দিশা হারা ॥+
বনদুর্গা স্মরি কন্যা
　　　　পন্থে মেলা করে।
পইড়্যা রইল মা ও মামী
　　　　না জিগাইল ফিরে ॥+
আখি জলে ভাসে কন্যা
　　　　চক্ষে নাই সে দেখে পথ।
বারে বারে চক্ষু মোছে
　　　　ও তার নাই যে চলে রথ[৩] ॥

(১০)

আশমানে তারা নিমিঝিমি
　　　　আন্ধাইরা রাইত কালো।+
সেই না পন্থে চলে কন্যা
　　　　জুনাকি দেয় আলো ॥+

৩। রথ—দেহ।

হাইট্যা অভ্যাস নাই রে কন্যার
ও সে যইবনের ভারে।
ক্ষণে বইস্যা ক্ষণে উঠে
কন্যা চলিতে না পারে ॥
কোন বা দেশে যাইব কন্যা
ও সে নাই ঠিক ঠিকানা।+
আন্ধাইর পন্থে জন মনিষ্যির
নাই রে আনাগুনা ॥+
পন্থে যাইতে হাওর পাইল
হাওরে অথৈ পানি।+
কোন বা দিকে যাইব কন্যা
কিছুই তো না জানি ॥+
হাওরের ধারে কন্যা
না দেখে লোক জন।
বিধাতা শুনিল বুঝি
কন্যার কান্দন ॥
এক বুড়া মইষাল রাইতে
মইষ লয়্যা যায়।
পন্থে কান্দে সুন্দরী কন্যা
দেখিবারে পায় ॥*
"কে তুমি সুন্দরী কন্যা
কোথায় তুমি যাও।+
সঙ্গে তোমার নাই তো কেহ
কেবা বাপ-মাও ॥"+

পাঠান্তর :— * পন্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায়

কাইন্দ্যা কইল কন্যা
"তুমি ধর্মের বাপ।
সংসার ছাইড়্যাছি আমি
পাইয়া বড়ো তাপ॥

দুশমনের ভয়ে আইছি
ছাইড়্যা ঘর বাড়ী।+
আমার ধর্ম রাখো মইষাল
তোমার পায়ে ধরি॥+

এত দুঃখ নাই সে জানি
আমার আছিল কপালে।
আইজ রাইতে জাগা[1] দেও
বাপ, তোমার গোয়ালে॥

ভাত পানি না চাইবাম্ আমি
বাপ, তোমার সদনে।
আইঞ্চল বিছাইয়া থাকবাম্
আমি গোয়াইলের এক কুণে॥"

অপরূপ রূপ দেইখ্যা মইষাল ভাবিল।
লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল॥
"ভালা পূজা দিবাম্ মা গো আইস আমার ঘরে।
অচলা হইয়্যা করবা দয়া এই না অধমেরে॥
ধনে পুত্রে বর দেও মা-গো বাড়ুক সম্পদ।
তোমার কির্পায় ঘুচুক আমার বালাই আপদ॥

১। জাগা=জায়গা, স্থান।

বিয়ানী মইষে দিউক তিনগুণ দুধ।
আমার ঘরে থাকবা মা-গো রাইখ্যা অনুরোধ॥"

এত্তেক কইয়া মইষাল কন্যারে ঘরে লয়্যা গেল।
মইষালনী লক্ষ্মীরে পাইয়্যা কুলে[২] তুইলা নিল॥+
না আছিল বেটা পুত্তুর বড়ো দুঃখ মনে।+
পন্থে টুকাইয়া[৩] পাইল এমন কন্যা ধনে॥+
বুড়া-বুড়ী আদর কইর‍্যা কন্যারে খাওয়ায়।+
সইন্ধ্যাকালে বাতি কন্যা গোয়ালে জ্বালায়॥
এইমতে রইল কন্যা মইষালের বাসে।*
সর্ব কর্ম করে কন্যা মনের হরষে॥
সইন্ধ্যাকালে জ্বালে বাতি গোয়ালে দেয় ধূনা।
মইষালের লাইগ্যা পাইত্যা রাখে খড়ের বিছানা॥
ভালা কইর‍্যা রাইন্ধ্যা বেন্নুন খাওয়ায় মইষালেরে।†
সব কাম করে কন্যা মইষালের ঘরে॥
বাথানে থাইক্যা মইষাল মইষ চরায়।
সইন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিইর‍্যা রাজভোগ খায়॥††
গামছা বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া।
উপ্ড়া[৪] খই দিয়া খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া॥

২। কুলে=কোলে। ৩। টুকাইয়া=কুড়াইয়া।
৪। উপ্ড়া=গুড়ের মুড়কি। মৈমনসিংহ গীতিকায় আছে 'উলার খই', কিন্তু তাহার অর্থ দেওয়া হয় নাই।

পাঠান্তর :— * তিন দিন রইল কন্যা মইষালের বাসে।
† তিন বেলা ভাত রান্ধি খাওয়ায় মইষালেরে।
†† বাড়ীতে আসিয়া মইষাল তৈরী ভাত খায়।

কমলার যত্নে মইষাল সব দুঃখ ভুলে।
মনে থির করে তার লক্ষ্মী আইল ঘরে

(১১)

একদিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
কোড়া শিকারে আইল শিকারী একজন॥
কোন দেশের শিকারী ঐ না কোথায় বাড়ীঘর।
রূপে গুণে শিকারী সে কাত্তিককুমার॥
সোনার অঙ্গেতে তার সোনার সাজন।
দেখিলে মনেতে হয় তারে রাজার নন্দন॥
জল খাইবার লাইগ্যা মইষালের বাড়ী।+
আইস্যা দেখিল কন্যা পরম সুন্দরী॥+
চাইর চক্ষু মিলন হইল মন গেল চুরি।+
দোয়ে দোয়ে দেখে দোয়ে আপনা পাসরি॥+
"কে তুমি সুন্দরী কন্যা কোথায় ঘরবাড়ী।+
কেবা তোমার বাপ-মাও কও সত্য করি"॥
"মইষালের ঘরে থাকি মইষাল মাও বাপ।+
পরিচয় জিগাইয়া না বাড়াইবা তাপ॥"
"এহি তো পরিচয় কন্যা তোমার না হয়।+
মইষালের ঘরে কভু তোমার জন্ম নয়॥+
সর্ব অঙ্গে দেখি তোমার রাজকন্যার লক্ষণ।+
তোমার কথা পর্‌তিত না করে আমার মন॥"
"কি হইব পরিচয়ে কি কইবাম্ আমি কথা।+
কোন জনা বুঝিবে আমার অন্তরের ব্যথা॥+

ঐ না বিরিক্ষের পাখি বিরিক্ষ ছাইড়্যা যায়।+
বট বিরিক্ষ ছাইড়্যা সেই না মান্দার বিরিক্ষ পায় ॥+
বিধাতা লেখ্যাছে মোর মান্দার গাছে বাসা।+
সেইখানেতে সুখে আছি না করি কোনো আশা ॥" +

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা শুন মন দিয়া।+
জমিদারের পুত্র আমি না কইর‍্যাছি বিয়া॥ +
মনের মতন কন্যা আমি কোথাও না পাই।+
এত দিনে পাইলাম দেখা যাহা আমি চাই॥+
শুন শুন শুন কন্যা কই যে তোমারে।+
তোমারে বিয়া করবাম্ আমি কইয়া বাপেরে॥

"শুন শুন শুন কুমার কই যে আমার কথা।+
মনে আমার লাইগ্যা রইছে শক্তিশেলের ব্যথা॥+
যতদিনে না হইব এই শেল উৎপাটন।+
ততদিনে বিয়ায় আমার না হইব মন॥+
আমার মনের কথা এখন কইতে তো না পারি।+
সময় হইলে কথা কইব সুবিস্তারি ॥+
ততকাল তুমি যদি থাক মোরে চাইয়া[১]।+
তবে তো হইতে পারে তোমার সঙ্গে বিয়া॥"+

(১২)

আড়াইপর বেলায় মহিষাল বাথান হইতে আসে।
কাত্তিক দেখিল যেন দাঁড়াইয়া পাশে॥

১। চাইয়া=অপেক্ষা করিয়া।

মইষালেরে দেইখ্যা কুমার কহিল তাহারে।+
"তোমার বাড়ীতে আমি আইলাম দুপরে ॥+
বড়ো মেন্নত পাইয়া আইছি দেও একটু পানি।
পানির লাইগ্যা যে আমার আকুল পরাণি ॥"

টুপায় করিয়া জল কমলা আনিল।
জল না খাইয়া কুমার শীতল হইল ॥
পরিচয় কথা কুমার কয় মইষালেরে।
"বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে
তোমার ঘরে কন্যারে দেইখ্যা বুঝিতে না পারি।
আমারে যে জল দিল এই বা কোন নারী ॥
সইন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা আশমানের চান্দ।
লক্ষীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ ॥
কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী।
অনুমানে বুঝি কন্যা কোনো রাজার কুমারী ॥
সত্য কইরা কইবা মহিষাল কোন দেবতার বরে ॥
লক্ষ্মী হেন কন্যা এই আইল তোমার ঘরে ॥*
বিয়া হইয়াছে কন্যার কিবা রইছে কুমারী।
সত্য পরিচয় মোরে কইবা শীঘ্র করি ॥"

মহিষাল কইল তারে "শুন ধর্ম্মঅবতার।
বাপ-মায়ের নাম আমি না জানি কন্যার ॥
কোন দেশেতে বাড়ী তার কোন বা দেশে ঘর।
কিছুই না জানি আমি কি দিবাম্ উত্তর ॥†
সদয় হইয়া লক্ষ্মী মোরে দিলা দরশন।

পাঠান্তর :— * চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ঘরে
† সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর

মায়েরে পাইয়া হইল মোর সফল জীবন ॥
যেই না দিন হইতে আমি পাইয়াছি মায়।
মইষের দুগ্ধ বাইড়্যা গেছে মায়ের কিরপায় ॥
বাথানের বইন্ধ্যা মইষ হইয়াছে গাভীন[১]।
মায়ের কির্পায় আমার ফির্যাছে সুদিন ॥"

শিকারী কহিছে "মইষাল মোর কথা ধর।
এই কন্যা দেও মোরে লইয়া যাই ঘর ॥
মণি-মুক্তা দিব তোমারে ধামাতে মাপিয়া।
চোদ্দ পুরা[২] জমি দিব বাপেরে কইয়া ॥"

কান্দিয়া মইষাল কয় "মোর ধনে কাজ নাই।
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই ॥
রাঙ্গাচরণ পাইয়া আমি অল্পে না ছাড়িব।
ক্ষীর সর দিয়া আমি মায়েরে পূজিব ॥
একদিন না দেখিলে আমার সংসার অইন্ধকার
হেন মায়ে ছাইড়্যা আমি না বাঁচিব আর ॥"

যত কথা কয় কুমার মইষাল না মানে।
কি যেন লাইগ্যাছে দাগা মইষালের প্রাণে ॥
দেশের রাজা দয়ালচন্দ তাহার কুমার।+
বিয়া করিবার লাইগ্যা কন্যা লইব ঘর ॥+
রাখিতে না পারে কন্যা জমিদারের ডরে।+
স্বীকার হইল কন্যা দিব রাজার কুমারে ॥+
অনেক হইল বুঝা-পড়া দিনের হইল শেষ।
কন্যারে লইয়া কুমার আইজ যাইব দেশ ॥

১। গাভীন=গর্ভবতী। ২। পুরা=কুড়া, ছয় বিঘায় এক কুড়া ॥

কান্দিয়া মইষাল কয় "শুন মোর মাও।
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দুটি পাও ॥
বড়ো দুঃখ পাইলা মা-গো থাইক্যা মোর ঘরে।
মনেতে রাখিবা মা-গো এই অভাগারে ॥
ধনরত্ন না চাই আমি না চাই জমিবাড়ী।
অন্তকালে দিও মা-গো তোমার চরণতরী ॥"
মইষালের চক্ষের জলে উলা বাথান[৩] ভাসে।
কন্যারে লইয়্যা কুমার গেল নিজ দেশে ॥

(১৩)*

রাজার বাড়ীতে কমলা না কয় কোনো কথা। +
অন্তরেতে চাইপ্যা রাখে নিজের মনের ব্যথা ॥ +
প্রদীপ কুমার আইসে যায় তিন সইন্ধ্যাবেলা। +
পরিচয় না কয় কন্যা থাকয়ে একেলা ॥ +
বিয়ার লাগিয়া কুমার মিন্নতি জানায়। +
স্বীকার না হয় কমলা মনে দুঃখ পায় ॥ +
কুমার না থাকিলে কাছে কন্যা আপন মনে। +
মনের গান গায় একেলা কেউ নাই সে শুনে ॥ +

"যে দিন হইতে দেইখ্যাছি রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, তোমারে মইষালের বাড়ী,
সেই দিন থাইক্যা পরাণ আমার
আরে বন্ধু, লইছ তুমি কাড়ি ॥ +

৩। উলা বাথান=উলুখড়ের মাঠ।

* এই অধ্যায়টি মৈমনসিংহ গীতিকায় পালাটির শেষে দেওয়া হইয়াছে। ইতি—সম্পাদক।

আন্ধাইরে ডুইব্যাছে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমার চন্দ্র সূর্য তারা।
তোমারে না দেখিয়া রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি হইছি আপনহারা ॥

তোমার লাগিয়্যা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি পাগল হয়্যা ফিরি।
আমার আর কেউ তো নাই রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, বল আমি কিবা করি ॥+

কপালের দোষে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমার বন্দী বাপ-ভাই।
দোসর দরদী রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমার তুমি ছাড়া নাই ॥

বিফলে ফিরিয়া রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, তুমি যাও নিজ ঘরে।
একেলা শুইয়া রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি কান্দি তোমার তরে ॥

বাইরেতে শুনিলে বন্ধু,
আরে বন্ধু, তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম থাইক্যা জাইগ্যা উঠি
আরে বন্ধু, আমি অভাগিনী ॥

বুক ফাইট্যা যায় রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, মুখ ফুটাতে না পারি।
অন্তরের আগুনে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি জ্বইল্যা পুইড়্যা মরি ॥

পঙ্খী যদি হইতা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, রাখ্‌তাম্ হৃদ্ পিঞ্জরে।
বনের পুষ্প হইলে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি রাখ্‌তাম্ কেশে তরে ॥
চান্দ যদি হইতা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি জাইগ্যা সারা নিশি।
চান্দমুখ দেখিতাম রে বন্ধু
আরে বন্ধু, আমি নিরালায় না বসি ॥
এক দিনের দেখা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, সেই মইষালের বাথানে।
চান্দমুখ দেইখ্যা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমি মইজ্যাছি পরাণে।
বাটা ভইরা বানাই রে পান
আরে বন্ধু, তরে দিতে লাজ বাসি।
আপনার চক্ষের জলে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আপনি যাই ভাসি ॥
আর কত দিন যাইলে রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, আমার আইব[৪] সুখের দিন।
তোমার লাইগ্যা ভাইব্যা রে বন্ধু
আরে বন্ধু, আমার যইবন হইল ক্ষীণ ॥

(১৪)

সইন্ধ্যা কালেতে কমলার ঘরে দীপ জ্বলে।
মায়ের কথা মনে পইড়্যা ভাসে চক্ষের জলে ॥

৪। আইব = আসিবে।

হেন কালে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে গেল কুমার কন্যার মন্দিরে॥
পালঙ্কে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা।
এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল তথা॥

"শুন শুন শুন লো কন্যা,
আরে কন্যা, আমার মাথা খাও।+
আইজ কাইল কইরা লো কন্যা,
আরে কন্যা, আর না ভারাও[১]॥
আমার মাথা খাও লো কন্যা,
আরে কন্যা, আর না কর দেরি।+
পরিচয় কও লো কন্যা,
আরে কন্যা, আমি পায়ে ধরি॥+
দিবা নিশি দেখি লো কন্যা,
আরে কন্যা, তোমার চক্ষে জল।
তোমার কান্দন দেইখ্যা লো কন্যা,
আরে কন্যা, আমার পরাণ বিকল॥+
মুছিলে না মুছে আখির জল
আরে কন্যা, কান্দ কোন বা দুঃখে।
বিয়া কইর‍্যা মোরে কন্যা,
আরে কন্যা, তুমি রইবে মনের সুখে॥
যেইদিন দেইখ্যাছি লো কন্যা,
আরে কন্যা, আমি মইষালের ঘরে।
জীবন-যইবন সইপ্যা দিছি
আরে কন্যা, ঐ না তোমার করে॥

১। ভারাও=বঞ্চনা কর।

কোড়া শিকার লাইগ্যা লো কন্যা,
আরে কন্যা, আর না যাই আমি।
তোমার লাইগ্যা উদাসী রে কন্যা,
আরে কন্যা, না বুঝিলা তুমি ॥
বাগ-বাগিচা ফুলের শোভা
আরে কন্যা, আমার চক্ষে নাই তো লাগে।
পাগল হইয়াছি লো কন্যা,
আরে কন্যা, আমি তোমার অনুরাগে ॥
তুমি আমার চান্দ সুরুয্ কন্যা,
আরে কন্যা, তুমি আমার নয়ন তারা।
তুমি আমার ফুল মালা লো কন্যা,
আরে কন্যা, তুমি মণি মুক্তা হীরা ॥
তিলেক না দেখিলে রে কন্যা,
আরে কন্যা, আমার নাইতো বাচে প্রাণ ॥
তোমারে না পাইলে কন্যা,
আরে কন্যা, আমি ত্যজিব পরাণ ॥
তুমি যদি ছাড়ো লো কন্যা,
আরে কন্যা, তবে আমি না ছাড়িব।
পায়ের গুঞ্জরি হইয়া কন্যা,
আরে কন্যা, তর পায়েতে থাকিব ॥”
দ্বিজ ঈষান ভনে কন্যা,
আরে কন্যা, এই মদনের বাণ।
বাইজ্যাছে উভয়ের প্রাণে
আরে কন্যা, তাতে নাই তো আন ॥

বিয়ানবেলা যায় কুমার সইন্ধ্যা বেলার আশে।
দিনের মধ্যে তিনবার পরিচয় জিজ্ঞাসে ॥
কন্যা বলে "পরিচয় একদিন দিব।
যেদিনে সুদিন মোর সম্মুখেতে পাব ॥
সত্য কইর‍্যাছ তুমি মইষাল বন্ধুর কাছে।
তোমার সে সত্যের কথা মনে কি না আছে ॥
বলে না করিবা তুমি মোর পরিচয়।
আমার যত কথা তোমার রাখন উচিত হয় ॥
সবুর করিবা তুমি কিছু কাল রইয়া।
পরিচয় কথা কইব আমি সুদিন পাইয়া ॥"

এইমতে কুমার যে পর্‌তিদিন আইসে।
বিফলে ফিরিয়া যায় আপনার বাসে ॥
অন্তরে মন্তর কলি[২] নাই তো ফুটে মুখ।
ভোমরা যেমন উইড়্যা যায় মনে পায়া দুঃখ্ ॥
এইমত কথায় কথায় তিন মাস গেল।
একদিন রাজার পুরে বাদ্য যে বাজিল ॥

(১৫)

অপরূপ বাদ্য শুইন্যা কমলা ভাবিত অন্তরে। +
হেন কালে আইল দাসী গৃহের মাঝারে ॥
"কিসের বাদ্য বাজে আইজ রাজার পুরী মাঝে"
"নর বলি দিয়া রাজা রক্ষা কালী পূজে ॥"

২। অন্তরে মন্তর কলি—ইষ্টমন্ত্র যেমন মুখে উচ্চারণ করে না সেই প্রকার যে প্রেম ফুলের কলির মত অন্তরে ফুটিয়াছে কিন্তু বাহিরে প্রকাশ নাই।

কেবা নর কেন পূজা কারে দিবে বলি।
পরিচয় কথা কন্যা শুনিল সকলি ॥
বাপ ভাইরে বলি দিবে কান্দে চন্দ্রমুখী।
কমলার কান্দনে কান্দে বনের পশুপঙ্খী ॥
হেনকালে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল কন্যার মন্দিরে ॥

"আইজ কন্যা শুন এক অচরিত কথা।
নর বলি দিয়া বাপে পূজে রক্ষাকালী মাতা ॥
তুমি আমি দুই জনে যাব সেইখানে।
দেখিব সেই নরবলি সানন্দিত মনে ॥"

কোথা হইতে আনিল নর কত ধন দিয়া।
জিজ্ঞাসা করিল কন্যা অন্তরে দুঃখ চাপিয়া।
একে একে কয় কুমার পরিচয় কথা।
মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়া বড়ো ব্যথা ॥
বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্যা কন্যার ঝরে আঁখি।
ঝরিল চক্ষের জল দেখি বা না দেখি ॥
অবাক্কি[১] হইয়া কুমার জিজ্ঞাসে কন্যারে।+
"আইজ কেন এত দুঃখ তোমার অন্তরে ॥"+

"শুন শুন শুন কুমার কই যে তোমারে।+
আইজ আমি পরিচয় দিবাম্ সভার মাঝারে ॥+
আইজ আমার হইয়্যাছে দিন দিবাম্ পরিচয়।*
এক তো নালিস মোর শুনিতে উচিত হয় ॥

১। অবাক্কি=বিস্মিত।

পাঠান্তর :— * আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয়।

গাইব আমার দুঃখের গান ধর্মসভার মাঝে।
কিন্তু এক কথা মোর শুনিবার আছে ॥
হুলিয়া গ্রামেতে মাণিক চাকলাদারের বাড়ী।
তাহার কারকুন নিদানেরে আন্‌বা শীঘ্র করি ॥
সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী।
তাহারে আনিবা হেথা সাক্ষী করি আমি ॥
আন্ধি সান্ধি দুই ভাই পাল্কী বাইয়া খায়।
তাহারে আনিবা সভায় পরিচয়ের দায় ॥
মইষাল বন্ধুরে তুমি আন্‌বা শীঘ্র করি।
আমারে পাইছিলা কুমার তুমি যার বাড়ি ॥
সকলেরে হাজির কর ধর্ম সভার ঠাঁই।
পরিচয় কথা মোর সভাতে জানাই ॥”

ইঙ্গিতে কইল কন্যা আনিতে মাতুলে।
পরিচয় কথা কুমারে না কইল খুইলে ॥
মামীরে আনিতে কন্যা কুমারে কইল।
এহাতেও পরিচয় কন্যা নাই সে দিল ॥

(১৫)

দয়াল রাজার সভা সেই ধর্মসভা নাম। +
সভায় পরবেশি কন্যা করিল পরণাম ॥ +
চাইর দিকে চাইয়া দেখে সব সাক্ষী আছে। +
প্রদীপকুমার দাঁড়াইলা সেই না কন্যার কাছে ॥ +
অবাক্কি হইয়া সভা কন্যারে দেখিল। +
পরণাম করিয়া কন্যা কইতে লাগিল ॥ +

"কইয়াম্[১] কইয়াম্ প্রাণের কথা
আমি সভাজনের কাছে।
অভাগী কমলার ভাগ্যে
ও সে যত না ঘইট্যাছে ॥
সাক্ষী আমার চান্দ সূরুয
আর যত দেবগণ।
সাক্ষী আমার তরুলতা
বনের পশুপক্ষীগণ ॥
মায়ের মন্দিরে আমি
সাক্ষী করি তারে।
আগুন পানি সাক্ষী আমার
ডাকি সর্ব দেবতারে ॥
কাত্তিক গণেশ সাক্ষী আমার
সাক্ষী লক্ষ্মী সরস্বতী।
জগতের মাতা সাক্ষী
ঐ না দেবী ভগবতী ॥
ইন্দ্র যম সাক্ষী আমার
আর সাক্ষী বসুমাতা।
এই সকলে সাক্ষী কইর‍্যা
কইবাম্ আমার দুঃখের কথা ॥
বনের সাক্ষী বন-দুর্গা
আমি সদাই পূজা করি।
জমিনে মোর সাক্ষী যত
আমি কইয়াম্ সুবিস্তারি ॥

১। কইয়াম্=কহিতেছি।

পইলা সাক্ষী মাতা পিতা
আমার দেবতার সমান।
দোহার চরণে করি
আমি সহস্র পর্ণাম॥
গর্ভসোদর ভাই আমার
বন্দী হইয়া আছে।
তাহারে সাক্ষী কর্বাম্ আমি
আইজ সভাজনের কাছে॥+
আর সাক্ষী করি আমি
এই নিদান কারকুনেরে।
যাহার কারণে আইজ
আমি এই সভার মাঝারে॥+
চিকন গয়লানী সাক্ষী
ঐ না ভাঙ্গা দন্ত যার।
মামা মামী সাক্ষী করি
তান্‌রা সম্বন্ধে আমার॥
সইন্ধ্যা কালের তারা সাক্ষী
সাক্ষী আমার আখির পানি।
আর সাক্ষী হাতে আমার
এই সে মামার পত্রখানি॥
গলুর[২] গোষ্ঠি সাক্ষী আমার
ঐ যে মইষাল বন্ধু ছিল।
নিশি রাইতে বাপের মত
যে মোরে আশ্রা দিল॥

২। গলুর=গোয়ালার।

তার পরেতে সাক্ষী আমার
এই সে রাজার কুমার।
যাহার কারণে আমি
আইজ পাইলাম নিস্তার॥
পরাণের পতি সে মোর
আমার পরাণের দেবতা।
সভারে কইবাম্ আমি
কুমার আমার পরাণদাতা॥

"কইয়াম্ কইয়াম্ কইয়াম্ আমি
আমার সুখ দুঃখের কথা।+
সভার মাঝে কইয়াম্ আমি
কে দিল মোর ব্যথা॥+
কুলের কুমারী আমি
আমি পন্থে পন্থে ঘুরি।+
কোন জনার কারসাজি দিল
মোরে ঘর ছাড়া করি॥+

"জষ্ঠি মাসের ষষ্ঠীর দিন
সেই না শুক্রবার যায়।
কালা মেঘে সাজন করে
ঐ না আশমানের গায়॥
রাইত শেষে জন্ম লইলাম
এই আমি অভাগিনী।
কমলা রাইখ্যাছে নাম
আমারে আদরে জননী॥

এক দুই বচ্ছর কইর‍্যা
সেই না তিন বচ্ছর গেল।
গর্ভ-সোদর ভাই মোর জনম লইল॥
পূর্ণিমার-চান্দ নাইম্যা আইল
দেখি মোর মায়ের কোলে।
সর্ব দুঃখ দূরে গেল জনমের কালে॥
কোলে করি কান্ধে করি
করি দোল্‌নায় খেলা।
এইরূপে যায় দিন সুখে শৈশব বেলা॥
ভাই আমার নয়ানতারা
আমার মাও আদরিণী।
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পরাণি॥

"এক দুই কইর‍্যা দেখ তের বচ্ছর যায়।
আমার বিয়ার কথা শুনি কয় বাপ মায়॥
আইস্যাছে যইবন কাল অঙ্গে জ্বলে সোনা।
একেলা জলে যাইতে মোরে মায় করে মানা॥
হাসিয়া খেলিয়া মোর দিন চইল্যা যায়।
পোষ মাসের শীত আইল সংসারে জানায়॥
সকলের ছোটো দিন রাইতে পোষা আন্ধি[৩]।+
বিয়ান বেলা উইঠ্যা দেখি সূজ্জি মামার ফন্দি॥+
সকলের ছোটো বোন[৪] পোষ মাস হয়।
চোখ মেলাইতে দেখ কত বেলা যায়॥

৩। পোষা আন্ধি=পৌষমাসের কুয়াশায় অন্ধকার। ৪। সকলের ছোটো বোন=বারো মাস বারো বোন (ভগ্নী) তাদের মধ্যে ছোট।

পরভাতে উঠিয়া করি বনদুর্গার পূজা।
দুপুরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা[৫] ॥
কেশে মাখি গন্ধ তৈল সিনানের বেলা।
আবের কাকই দিয়া কেশ করি এলা[৬] ॥
আচড়ি বিচড়ি চুল সখীগণ সঙ্গে।
জলের ঘাটে নিত্যি আমি যাই নানা রঙ্গে ॥
কণ্ঠ হইতে খুইল্যা রাখি হীরামতির হার।
সিনানের কাপড় পইর্যা যাই দেখিতে বাহার ॥+
সোনার কলসী কাঙ্কে সঙ্গে চলে সখিগণ।
জলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন ॥
নিত্যি নিত্যি করি সিনান শানবান্ধা ঘাটে।
কেউ না আসিতে পারে ঘাটের নিকটে ॥

"এক তো দিনের কথা এইক্ষণ কইতে হইল।
আমি কি জানি রে ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল ॥
সরল মনে যাই আমি সিনান ত করিতে।+
সখিগণ সঙ্গে চলে সেই না ঘাটের পথে ॥+
কোনো সখী হাসে নাচে কোনো সখী গায়।
রঙ্গে ঢঙ্গে সব সখী জলের ঘাটে যায় ॥
চরণে ঠেকিল মাটি বাধা পড়ে পথে ।
আইজ কেন হিয়া মোর কাঁপিল চলিতে ॥
আগে যদি জানতাম্ আমি পন্থে কাল সাপ।
ঘরের বাইর হইয়া কেন পাইবাম্ এই তাপ ॥
ঘাটের পাড়ে বকুল গাছ পাতায় পাতায় ঢাকা।+
দেখ্‌বার লাইগ্যা দুশমন থাকে গাছে বইসা একা ॥+

৫। সাজা=সজ্জা। ৬। এলা=এলাইয়া।

এইতো স্থানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি।
কারকুনের লেখা পত্র কইবে সুবিস্তারি ॥*

"পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাঁপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাইত হইল বড়ো দুখ ॥
শীতের দীঘল রাইত পোয়াইতে না চায়।
এইরূপে আস্তে ব্যস্তে মাঘ মাস যায় ॥
ফালগুনের পর্ থমে দেখ কি কাম হইল।
দধির পশরা লয়্যা গোয়ালিনী আইল ॥
এই খানে সাক্ষী মোর চিকন গয়লানী।
দধি বেচিবার লাইগ্যা আইল আপনি ॥
হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে।
পড়া-দন্ত সাক্ষী করি সভার বিদ্যমানে ॥
লাথি-গুরির দাগ পিষ্ঠে মিলাইয়া গেছে। +
ভাঙ্গা দন্ত আইজও তার সাক্ষী হইয়া আছে ॥ +
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাইখ্যা দিলাম সভাজনের কাছে ॥
এই পত্র আইন্যা গোয়ালনী লাথিগুড়ি খায়। +
এই পত্র আমার ভাগ্যে এতেক দুঃখ ঘটায় ॥ +

"আইল ফালগুন মাস সঙ্গে লয়্যা তার।
বসন্তের ফুটা ফুল নবীন পাতার বাহার ॥
ভ্রমরা কোকিলা কুঞ্জে গুঞ্জরিয়া ফিরে।
সোনার খঞ্জনা নাচে আঙ্গিনায় ঘুরে ॥

পাঠান্তর :—* তারপরে হইল কিবা কহি সবিস্তারি ॥

আমার যে হইব বিয়া শব্দে[৭] শুনা যায়।
আস্তে-ব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়॥
শব্দে শুনা যায় কথা আড়াল থাইক্যা শুনি।
এত দুঃখ আইব তখন আমি তো না জানি॥
আইল রাজার চর বাপের আগে কয়।
রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়॥
হাতি সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী[৮]।
বাপে মোর চইল্যা গেল পুরী আন্ধার করি॥
যাইবার কালে বাপে এই অভাগীরে কয়।
'কত দিনে ফিরবাম্ মা-গো না জানি নিশ্চয়॥
সাবধানে থাইক মা-গো দিবস রজনী।'
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে ঝরে পানি॥
বাপে তো বিদেশে গেল পুরী অইন্ধকার।
চাইরদিকে দেখি যেন খোয়ার আকার[৯]॥

"আইল চৈতর[১০] মাস বসন্তে দুর্গাপূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গে সাজা॥
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাকে ঝাকে শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়॥
মণ্ডপে মায়ের মূর্তি দেখিতে সুন্দর।
চান্দোয়া টাঙ্গাইয়া করে মণ্ডপ মনোহর॥
পাড়াপড়শী সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি।
ঘরের কুনায় লুকাইয়া আমি কাইন্দ্যা মরি॥

৭। শব্দে=লোকমুখে। ৮। পহরী=প্রহরী ৯। খোয়ার আকার =কুয়াশার মত। ১০। চৈতর=চৈত্র।

মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা করি হায় হায়।
বৈদেশী হইল পিতা না দেখি উপায়॥
এমন কালেতে দেখ কি কাম হইল।
কারকুন আনিয়া পত্র মায়ের হাতে দিল॥+
বাপ মোর বন্দী হইছে রাজার সভায়।+
কি কারণে বন্দী হইল বিস্তারি না কয়॥+
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্মসভার আগে।
আমার বাপ বন্দী হইল কোন অপরাধে॥

"বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়।
বাপেরে আনিবার লাইগ্যা যাওন[১১] উচিত হয়॥
সরল অবুঝ ভাই কিছু নাই তো জানে।
দুশ্‌মনের দুশ্‌মনি সেই বুঝিব কেমনে॥+
কান্দিতে কান্দিতে ভাই পন্থে করে মেলা।+
ঘরের মাইঝায় পইড়্যা কান্দি আমি যে অবলা॥+
বৈদেশেতে গেল ভাই বাপের সন্ধানে।
তার সঙ্গে নাই সে গেল বাড়ীর কারকুনে॥+
মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধূলায় পড়িয়া।
কার পূজা কেইবা করে না দেখি চাহিয়া॥
গলায় কাপড় বান্ধি পড়িয়া ধূলায়।
বাপ-ভাইয়ের মঙ্গল মাগি ঝিয়ে আর মায়॥

"বৈশাখ মাসেতে গাছে
ঐ না ফলে আমের কড়ি।
পুষ্প ফুটে পুষ্প বিরিক্ষে
বেড়ায় ভোমরা গুঞ্জরি॥

১১। যাওন=যাওয়া।

ফুলদোলে ফুলের সাজ
পূজা কহিতে বিস্তর।
আর বার পত্র আইল
আমার মায়ের গোচর॥
পিতা পুত্র দুই জনা
ও রে বন্দী পরবাসে।
আমার মায়ের চক্ষের জলে
সেই না বসুমাতা ভাসে॥
অভাগী কমলা কান্দি
রাইতে শয্যা ভাসাইয়া।
কেমনে বাচিল পরাণ
মোর শানে বান্ধা হিয়া॥
কোন বা দেবের পূজা কইর‍্যা
আমি বাপ-ভাইরে পাব।
মায়ের ঝিয়ের দুঃখের কথা
কার বা কাছে কইব॥
ঘরে রইছে কাল সাপ
ঐ সে যমের দোসর।
তার কাছে যাইতে মোদের
মনে হইল ডর॥
মায়ে ঝিয়ে ধন্না দিলাম
ঐ সে চণ্ডীর মন্দিরে।
তার পরের কথা কইবাম্
আমি সভার গোচরে॥

"জৈষ্ঠ মাসেতে দেখ
পাকে গাছের ফল।
রাইত দিন নাই সে শুখায়
আমার চোখের জল॥
মায়ে করে ষষ্ঠীপূজা
ঐ সে পুতের লাগিয়া।
প্রাণের ভাই বিদেশে বন্দী
মোর দুঃখে কান্দে হিয়া॥
মায়ের স্নেহের ডুঙ্গায়[১২]
ক্ষীর পইড়্যা রইল।
পুত্রেরে ডাকিয়া মায়
করুণ বিলাপ জুড়িল॥
এক হস্তে মুছি আমি
নিজের চক্ষের পানি।
আর হস্তে ধইর‍্যা তুলি
মোর মায়েরে দুঃখিনী॥
এই না সময়ে কারকুন
দুষ্ট কি কাম করিল।
রাজার সনদ[১৩] হাতে লয়্যা
দুশমন অন্দরে ঢুকিল॥
সেই তো সনদে আমি
আইজ সাক্ষী কইর‍্যা যাই।
বিদেশে হইয়্যা রইছে
বন্দী বাপ আর ভাই॥

১২। ডুঙ্গায়=কলার খোলে নির্মিত ডোঙ্গায় জৈষ্ঠ্য মাসের ষষ্ঠীতে মায়ে পুত্রের সমপরিমাণ লম্বা ক্ষীরের পুতুল ষষ্ঠীকে নিবেদন করিয়া সেই ডোঙ্গা সমেত ক্ষীর পুত্রকে দিয়া থাকেন। ১৩। সনদ=আদেশপত্র।

আমারে বলিলা দুশমন
'তুমি বিয়া যদি কর ।+
সুখেতে থাকিবা আর
পাইবা এই না ঘর ॥+
আমার কথা না শুনিলে
খেদাইবাম্ তরে ।+
ভিক্ষা মাইগ্যা খাইতে হইব
দুয়ারে দুয়ারে ॥' +
দুশ্‌মনের কথা শুইন্যা
মোর গায়ে ফুটে কাঁটা ।+
খেদাইয়া দিলাম তারে
মুখে মারবাম্ ঝাটা ॥'

"নিজের বাড়ীতে মোরা হইলাম পরবাসী ।
মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম নৈরাশী ॥
দিন গোঞ্জরিয়া[১৪] যায় সইন্ধ্যা নাইম্যা আইসে ।
মায়ের আঙ্খির জলে বুক যায় রে ভাইসে ॥
এই খানেতে সাক্ষী মোর আন্দি-সান্দি দুই ভাই ।+
যাহার পাল্কিতে চইড়্যা মামার বাড়ী যাই ॥+
পাল্কিতে চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী ।
সঙ্গেতে নাহি গেল মোদের এক কানার কড়ি ॥

"আষাড় মাসেতে আইল
ঐ না নদী ভইরা পানি ।
মামার বাড়ীতে থাইক্যা
কান্দি মোরা দিবস রজনী ॥

১৪ । গোঞ্জরিয়া = অতিবাহিত হইয়া ।

ডিঙ্গা বাইয়া আইব ঘরে
আমার বাপ আর ভাই।
এই না আশায় বাইন্ধ্যা বুক
আমি রজনী গুয়াই[১৫] ॥
এমন সময় হায় রে বিধি
কি কাম ঘটাইল।
বৈদেশে থাকিয়া মামা
এই সে পত্র যে লিখিল ॥
দুঃখিনীর কপালে দুঃখ
আর বার লিখিলা বিধাতা।
কারে বা কইব আমি
আমার এই না দুঃখের কথা ॥
আগুনের উপরে যেন
আর বার জ্বলিল আগুনি।
এই কথা নাই সে জানে
আমার অভাগী জননী ॥
এই পত্র সাক্ষী করবাম্
আমি ধর্ম্মসভার আগে।
ছাইড়্যা গেলাম মামার বাড়ী
আমি মনের বিরাগে ॥
মামার বাড়ীর অন্ন পানি
আর না খাইবাম্ আমি।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা
ত্যজিবাম্ পরাণি ॥

১৫। গুয়াই=কাটাই।

সাপে না খাইল মোরে
বাঘে নাইতো খায়।
কোথায় লুকাইবাম্ রে মুখ
আমি না দেখি উপায়॥
সইন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া সেইনা
রাইত হইল ভারী।
একেলা হাওরে[১৬] পইড়্যা
আমি হায় হায় করি॥
দেবেরে ডাকিয়া কই
আশ্রা[১৭] দিতে মোরে।
কেবা আশ্রা দিবে রাইতে
এই না ঘোর অইন্ধকারে॥
দুই আখির জলে আমার
বইক্ষ ভাইস্যা যায়।
আইঞ্চল ধইর‍্যা আখি মোছি
পানি তবু না ফুরায়॥
না দেখি পন্থের কায়া
সেই না জোর[১৮] আখির জলে।
তরাইতে দরদী নাই রে
এমন বিপদের কালে॥
সাত জন্মের সুহৃদ মোর
এই সে মইষাল বাপ ছিল।
বাথানে যাইবার কালে
পন্থে দেখা হইল॥

১৬। হাওরে=সুবিস্তীর্ণ জলা ও জংলা মাঠে। ১৭। আশ্রা=আশ্রয়।
১৮। জোর=প্রবল।

জন্মে জন্মে সুহৃদ মোর
মইষাল বাপের সমান।
এক মাস দিল মোরে
তার গোয়ালেতে স্থান ॥*
মায়া মমতায় মইষাল
বাপের চাইতে বাড়া।
এইখানে পাইলাম আমি
নিরাপদের আছরা[১৯] ॥
এই তো সে মইষাল বন্ধু
বড়ো সাক্ষী মোর।
জাইত কুল বাচাইয়্যা
আমার বিপদ কৈল দূর ॥
একে একে কইলাম আমি
সকল সাক্ষীর কথা।
এইখানে করবাম্ সাক্ষী
মোর পরাণের দেবতা ॥

"শাওন মাসেতে দেওয়ার
দেখ ঘন বরিষণ।
বিলের মাঝে কোড়া ডাকে
আশমানে গর্‌জন[২০] ॥
কোড়া শিকারে আইল
এই সে রাজার কুমার।

১৯। আছ্‌রা=আশ্রয়। ২০। আশমানে গরজন=আকাশে মেঘের গর্জন।

পাঠান্তর :—*"তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান।"

মইষালের বাসেতে আইল
পানি চাইবার ॥
আমারে দেখিয়া কুমার
পরিচয় চায়।
কি দিবাম পরিচয়
মোর নাইতো উপায় ॥+
মিন্নতি করিয়া আমি
কইলাম তারে।+
একদিন পরিচয়
আমি দিবাম্ তাহারে ॥
সময় পাইলে কইবাম্
আমার পরিচয় কথা।
আর কিছু কইবাম্ আমি
আমার অন্তরের ব্যথা ॥
টুপা[২১] ভইর‍্যা জল দিলাম
কুমারের পরাণ শীতল।
অন্তরে ফুটিল সেই দিন
আমার সোনার কমল ॥
মনে প্রাণে সোঁইপে দিলাম
পরাণ তার পায়।
আমার পরাণের বন্ধু
মোরে ঘরে লয়্যা যায় ॥
"চলিল সোনার পান্সী[২২]
ঐ না ভরা নদী দিয়া।

২১। টুপা = ছোটো মেটে ভাঁড়। ২২। সোনার পানসী = সুসজ্জিত তরণী।

লিলুয়ারী[২৩] বাতাসে দেখ
রাঙ্গা পাল উড়াইয়া ॥
কত দিনে আইলাম আমি
এই তো রাজার পুরে।
দাসী হইয়া আইলাম আমি
এই না রাণীর দুয়ারে ॥
মনের আগুন মোর
জ্বলে নাইতো নিভে।
আর কতদিন এমন দুঃখ
মোর পরাণে সইবে ॥
মায়ের মতন কইর‍্যা রাণী
আমারে ভুলায়।
এই পুরীতে থাকবাম্ আমি
ধইর‍্যা রাণীর পায় ॥
কুমার আসিয়া জিগায়[২৪]
আমার কিসের মনে ব্যথা +
উপায় না দেইখ্যা কান্দি
না কই মনের কথা ॥
মনে দুঃখ লয়্যা কুমার
নিতি ফিইর‍্যা যায়। +
ঘরেতে থাকিয়া আমি
করি হায় হায় ॥ +

২৩। লিলুয়ারী = ধীর অথচ কার্যকর। ২৪। জিগায় = জিজ্ঞাসা করে।

"একদিন শুনিতে পাই নগরের মধ্যিখানে।
ঢাক ঢোল বাজে আর নাচে সর্বজনে॥
দাস দাসীগণে যত আনন্দে অপার।
অঙ্গেতে বসন পরে যা আছে যাহার॥
কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শাওন-সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে॥
বাড়ীর কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে মায়ের কথা।
শক্তিশেল হানিল বুকে
বুকে নিদারুণ ব্যথা॥
বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শূন্যি
মণ্ডপে কেবা পূজা করে।
অভাগিনী মাও আমার
আইজ কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ফিরে॥
দরদ পায়্যা ছাইড়্যা আইলাম
আমার অভাগিনী মায়।
আমার দুঃখের কথা কইতে
মুখে না জুয়ায়॥
একদণ্ড না দেখিলে মাও
ও সে হইত পাগলিনী।
সইন্ধ্যা রাইতে ছাইড়্যা আইলাম
মাওরে আমি অভাগিনী॥

"ভাদ্রমাসে তালের পিঠা
খাইতে মিষ্ট লাগে।

দরদী মায়ের মুখ যে আমার
সদাই মনে জাগে ॥
গাঙ্গ দিয়া বাইয়া যায়
দৌড় বাইছা নাও[২৫] ।
কোন বা দেশে রইলা মোর
অভাগিনী মাও ॥
দিনের বেলা ঝরে আঁখি
রাইতের অইন্ধকার ।
ভাদ্রমাসের চান্নি গেল
নাই সে রুসনাই বাহার ॥
ভাদ্রমাসের চান্নি দেখায়
ঐনা সাওরের[২৬] তলা ।
সেও চান্নি আইন্ধার দেইখ্যা
ওরে কান্দিল কমলা ॥

"ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল
দুর্গা পূজা দেশে ।
আনন্দ সায়রে[২৭] ভাইস্যা
বসুমাতা হাসে ॥
বাপের মণ্ডপ খালি রইল
কেবা পূজা করে ।
বাপ ভাই খালাস হউক
দুর্গা মায়ের বরে ॥

২৫ । দৌড় বাইছা নাও=বাইছ খেলা দ্রুতগামী নৌকা । ২৬ । সাওরের =সাগরের । ২৭ । সায়রে=বড়ো জলাশয়ে, এখানে অর্থ হইবে—সাগরে বা স্রোতে ।

কাত্তিক মাসেতে দেখ
হয় কাত্তিকের পূজা।
পর্‌দিমের ঘট আইঙ্ক্যা
বাতির করে সাজা॥
সারা রাইত হুলা মেলা[২৮]
গীত বাদ্য বাজে।
কুলের কামিনী যত
অবতরঙ্গে[২৯] সাজে।
সেই তো কাত্তিক যায়্যা
ঐ না আগণ[৩০] আইল।
পাকা ধান্যে সরু-শস্যে[৩১]
এই না পৃথিবী ভরিল॥
লক্ষ্মী পূজা করে লোকে
সোনার আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আইসে
লক্ষ্মীর আগ্‌ বাড়াইয়া॥ *

২৮। হুলামেলা = আনন্দে হৈহুল্লোড়। ২৯। অবতরঙ্গে = অভিনবত্বে। ৩০। আগণ = আঘণমাস। ৩১। সরু শস্যে = তিল, সরিষা প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি শস্য।

* পূর্ববঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেতে ধান পাকিতে আরম্ভ করিলে গৃহস্থ সেই পাকা ধানের কিছু শুভদিনে কাটিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া নবান্ন ও লক্ষ্মীপূজা করিতেন। এই প্রথম পাকাধান কাটিয়া আনয়ন-উৎসবকে 'আগ্‌বাড়ানো' উৎসব বলা হইত। এই উৎসবের বহু গান এককালে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। ইতি—সম্পাদক।

জয়াদি জুকার পড়ে
পর্‌তি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে
চিড়া পিঠা করে॥
পায়েস খিচুরি রাইন্ধ্যা
দেয় দেবের পারণ[৩২]।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে
লক্ষ্মী পাইবার কারণ॥
আমি সে অভাগী বইস্যা
কান্দি ঘরের কোণে। +
দারুণ মনের ব্যথা
বুঝাইবাম্‌ কেমনে॥ +
বাপ কোথায় মাও কোথায়
কোথায় গুণের ভাই।
এই তো সংসারে অভাগীর
আর নাই রে ঠাই॥ +
কাইন্দ্যা কাইট্যা যায় রে নিশি
আমি মোছি চউক্ষের পানি।
এই'খানে করবাম্‌ রে আমি
সাক্ষী রাজার রাণী॥

একদিন শিরে তৈল মাখিয়া রাণীরে।
কলসী লইয়া যাই ঘাটে জল আনিবারে॥
ঢাক ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে[৩৩]।
আইজ গো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে॥

৩২। পারণ = ভোজ্য, ভোগ। ৩৩। সাজে পারে = সাজসজ্জা করে

শুনি কালী পূজা হইব কালীর মন্দিরে।
নরবলি হইব আইজ মায়ের দুয়ারে ॥
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া।
নরবলি হইব শুইন্যা থির নহে হিয়া ॥
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি।
চাকলাদাররে বলি দিব এই কথা শুনি ॥
সকালে[৩৪] ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে।
শীঘ্র কইর‍্যা ছান করাই রাণীমায়েরে ॥
রাণী করে সাজাপারা যাইব দেবের বাড়ী।
আপন মন্দিরে আমি যাই একেশ্বরী ॥
আইঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়ানের পানি।
উপায় না দেখি আর আমি অভাগিনী ॥
হেন কালে সাক্ষী মোর আইল মন্দিরে।
রাজার কুমার আইস্যা মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ॥
"কি কারণে কান্দ কন্যা ঝরে চক্ষের পানি।+
তোমার কান্দনে আমার আকুল পরাণি ॥+
বিয়া কইর‍্যা মোরে কন্যা রাখো মোর প্রাণ।"
আমি তো কইলাম আমার পূর্বের সন্ধান[৩৫] ॥
আইজ কেন শুনি পুরে আনন্দের রোল।
কিসের লাইগ্যা বাজে পুরে এত ঢাক ঢোল ॥
রাজার কুমার কয় মনেতে ভাবিয়া।
'কালীপূজা করে বাপে নরবলি দিয়া ॥'
কেবা নর কেনে পূজে কেনে দিব বলি।
সকল জানিয়া আমি হইলাম পাগলী ॥

৩৪। সকালে=শীঘ্র। ৩৫। সন্ধান=কথামত কার্য

কুমারে কইলাম আমি আমার দিনের উদয়।
এই দিনে দিবাম্ রে কুমার, মোর পরিচয় ॥
সঙ্গে কইরা লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায়।
নরবলির বাদ্য যত কোচেরা বাজায় ॥
আগে তো আনিবা আমার সাক্ষী আছে যত।+
পরে তো পরিচয় আমি দিবাম্ ধর্ম মত ॥+
সাক্ষী সব হাজির কইর‍্যা কুমার আইল মন্দিরে।+
লাজ ভয় ত্যাগ কইর‍্যা আমি আইলাম সভার মাঝারে ॥+
আগেতে আইল কুমার পাছে অভাগিনী।
এইখানেতে সাক্ষী আমার মাতা জগত জননী ॥
পরিচয় কথা মোর কইলাম সবিশেষে।
বাপ ভাই দুই মোর আছে বন্দী বেশে ॥
বিচার করিয়া রাজা দিবা নরবলি।
আগেতে বিচার কইর‍্যা পরে পূজ রক্ষাকালী ॥”

(১৬)

বারমাসি দুঃখের গান এইখানে থইয়া।
রাজার বিচার কথা শুন মন দিয়া ॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা বিচারসভায় গেল।
সকলেরে সভাস্থানে ডাকিয়া আনিল।
বিচার করিয়া রাজা ধর্ম অধিপতি।
রোষিয়া কহিল রাজা কারকুনের প্রতি ॥
“সত্য কথা দুষ্টমতি কইবা এইবার।
দিবাম্ উচিত দণ্ড না পাইবা নিস্তার ॥”

কাড়া[১] ভাইঙ্গ্যা ঠাডা[২] পড়ে কারকুনের শিরে।
কইতে না পারে কথা ধর্ম্মরাজার ডরে ॥
পত্রখানা পইড়্যা রাজা সভারে শুনায়।
চিকন গয়লানী এইবার ঠেইক্যা গেল দায় ॥
রাজা বলে 'দন্ত তোর ভাঙ্গিল কিবা মতে।'
গোয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে ॥
পরক্ষণে বাহানা[৩] ধরে চিকন গোয়ালিনী।
'সান্নিকে পইড়্যাছে দন্ত আমি কিছুই না জানি ॥'
রোষিয়া কোটালে রাজা হুকুম যে দিল।
গর্জ্জিয়া কোটাল আইস্যা চুলেতে ধরিল ॥
উপায় না দেইখ্যা কান্দে দুষ্টা গোয়ালিনী।
কারকুনেরে গালি পাড়ে "আমি নাই তো জানি ॥
কিবা পত্র লিখ্যাছিল ঐ আটকুড়ির ব্যাটা। +
একবার খাইচি লাথি আরবার এই ল্যাঠা[৪] ॥ +
পত্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তার।
দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার ॥"

আন্দি সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দুটি ভাই।
মায়ে ঝিয়ে পাল্‌কি কইর‍্যা মামার বাড়ী যাই ॥
মামা সাক্ষী মামী সাক্ষী কয় সকল কথা।
মইষাল বাপ সাক্ষী দিল সত্যিকারের কথা ॥
রাজার কুমার সাক্ষী দিল "শিকারেতে যাই।
গোয়ালায়[৫] যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই ॥"

১। কাড়া = আকাশ। ২। ঠাডা = বজ্র। ৩। বাহানা = অছিলা।
৪। ল্যাঠা = বিপদ। ৫। গোয়ালায় = গোশালায়, গোয়ালের বাড়ীতে।

সকল সাক্ষী শেষ হইল বিচার হইল দড়[৬]।
রাজার হুকুম শুইনা কারকুন হইল ফাফর ॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা লয় দারুণ কোটালে।
রাজা কয় "কারকুনেরে নাই তো দিবাম্ শূলে
করিয়া মায়ের পূজা রাইত নিশা কালি।
কারকুনেরে দিবাম্ পূজায় কাইল নরবলি ॥"
দ্বিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিমতে।
জয়ধ্বনি কর সবে মা-কালীর পীরিতে[৭] ॥

(১৭)

কারকুনেরে বলির কথা এইখানে থইয়া[১]
কমলার বিয়ার কথা শুন মন দিয়া ॥
বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া।
বিয়ার যে শুভ দিন দিল সে দেখিয়া ॥
সোনার কালিতে পত্র সকলি লিখিল।
সিন্দুরের সাত ফোটা তার মধ্যে দিল ॥
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ।
ইষ্ট কুটুম্বে সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥

ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই।
নাইচ গায়ন হয় কত জুড়িয়া আঙ্গিনায় ॥
জয়াদি জুকার গীত হয় ঘরে ঘরে।
বাড়ী ভইর‍্যা থাকে লোক আথারে পাথারে ॥

৬। দড়=দৃঢ়, নির্দিষ্ট। ৭। পীরিতে=প্রীত্যর্থে।
১। থইয়া=থুইয়া, রাখিয়া, শেষ করিয়া।

চাড়ি[২] ভইর‍্যা মিঠাই সব ময়রা বানায়।
হাজারে বিজারে গোয়াল দই দিয়া যায় ॥
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে।
এরে দেইখ্যা চান্দ যেমন লুকায় আন্ধারে ॥
ইষ্টি-কুটুম আইল কত তার সীমা নাই।
রাইয়ত বিলাত[৩] কত গণা বাছা নাই।
গুরু পুরুইত পণ্ডিত আইল সকলে ॥
নায়রীর[৪] বাজার যেমন অন্দর মহলে।
বিধিমত হইল কত দেবতা পূজন।
বনদুর্গা একচুড়া[৫] খোলা কীর্তন ॥
জোড় পাঠা বলি দিয়া শ্যামা পূজা করে।
মইষ দিয়া পূজা দিল ডরাই[৬] দেবীরে ॥

বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়া উতযুগ[৭]।
মণ্ডপে বসিয়া তবে করে নান্দীমুখ ॥
নান্দীমুখের মাটি কাটে যত নারীগণ।
তাহার গীতেতে যেমন ছাইল গগন ॥
তারপরে সোহাগের ডালা মাথায় করিয়া।
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়ায় ঘুরিয়া ॥
আগে চলে কন্যার মা পাছে চলে মামী।
গীতজুকারে নারী কত চলে গজগামী ॥
তার পাছে চলে ঢুলি বাদ্যভাণ্ড লইয়া।
এইমতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া ॥

২। চাড়ি=সুবৃহৎ মেটে গাম্‌লা। ৩। বিলাত=বিদেশী। ৪। নায়রীর =পিতৃগৃহে বা পিতৃসম্বন্ধে আগতা বিবাহিতা কন্যাদের। ৫। একচুড়া= গণেশ। ৬। ডরাই=ভয়ের দেবতা। ৭। উতযুগ=উদ্‌যোগী।

কাঙ্কেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী।
জল ভরিবারে যায় পাছে বাদ্যগীতি॥
নদীর ঘাটে জল ভইরা পন্থে মেলা দিয়া।
গীতজুকারে আইল সবে বাড়ীতে ফিরিয়া॥
সম্মুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি।
বর-কন্যা বসিল যে হইতে খেউরি॥
নবদ্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে।
সেই নাপিতে কামায় সোনার নরুণ ক্ষুরেতে॥
জয়জুকার করে দেখ যতেক যুবতী।
হরষ অন্তরে গায় কামানির[৮] গীতি॥
তারপরে যে গেল তারা সিনান করিবারে।
সব সখী মিল্যা গাষ্টঘিলা[৯] মাজন করে॥
হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক সুন্দরী।
ভরা কলসীর জল ঢালে ত্বরা করি॥
সিনানের গীত হইল যত জানা ছিল।
ছান কইর‍্যা বর কন্যা ঘরেতে আসিল॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত তার সীমা নাই।
বরকন্যারে সাজন করে সখিগণ যাই॥
রতন মুকুট দিল বরের যে শিরে।
আর্‌শি হস্তে তুলি দিল যত্ন কইরে॥
নানান্ জাতি কাপড়েতে হইল সাজন।
রূপেতে জিনিল বর যেমন মদন॥

৮। কামানির=ক্ষৌরি হইবার সময়োপযোগী। ৯। গাষ্টঘিলা=মটরের ডাল, হলুদ, মাখন, চন্দন গুড়া, কেওড়া পাতা, গোলাপ জল দিয়া বাঁটিয়া প্রস্তুত উর্দ্ধতন বিশেষ।

গলেতে ফুলের মালা সুগন্ধি চন্দনে।
বরাসনে বসিল বর ভাইস্তা ভাগিনা সনে ॥

কন্যারে বেড়িয়া আর যত সখিগণ
মনের মতন করে অঙ্গের সাজন ॥
আচুড়িয়া চিকণ কেশ মাথায় বান্ধে খোপা।
কাঁটা চিরুণি দিল আর দিল চুপা [১০] ॥
তারপর পরাইল শাড়ী নামে আশ্‌মান্‌তারা।
ভূমেতে থইলে[১১] শাড়ী ভূই আশ্‌মান্‌পারা ॥
হস্তেতে লইলে শাড়ী ঝলমল করে।
শূন্যেতে থইলে শাড়ী শূন্যে যায় উড়ে ॥
কানেতে পরাইল দুল চম্পক ঝুমুকা।
নাকেতে বেসর দিল আর তো বলাকা[১২] ॥
গলাতে পরাইয়া দিল হীরার হাসুলি।
পায়েতে পরাইল খাড়ু গুজ্‌রি পাচুলি ॥
হস্তেতে সেনার বাজু সোনার বাতেনা।
মস্তকেতে সিথিপাটী সুবর্ণের দানা ॥
এইমতে সখিগণ করিলে সাজন।
বিধিমতে কলাতলে হইল বরণ ॥
সাত পাক ঘুরে কন্যা বরের চৌদিকে।
শুভ যোগে হইল দুহার মুখ-চন্দিকে[১৩] ॥
ঢাক ঢোলে বাজে কত গীতবাদ্যের ধ্বনি।
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাপয়ে মেদিনী ॥

১০। চুপা = সোনার প্রজাপতি সমন্বিত জালি। ১১। থইলে = থুইলে।
১২। বলাকা = নথ। ১৩। মুখ-চন্দিকে = মুখচন্দ্রিকা, শুভদৃষ্টি।

তুর্‌মি ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ খাড়া।
হাউই পানাস্[১৪] ছুটে আশমানের তারা॥
মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন॥
কমলারে পাইয়া কুমার আনন্দিত মন॥
এইমতে বিয়া কার্য হইয়া গেল শেষ।
পুত্র সহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ।

এইখানে করিলাম শেষ বারমাসী গান।
বাটা ভইর‍্যা জামাইর মা দেও গোয়া[১৫] পান॥
আমরা সবে দিয়া যাই ধনে পুত্রে বর।
ধন দৌলত যত সব বারুক নিরন্তর॥
বন দুর্গা মায়ের পায় শতেক পরণাম।
কর্ম কর্তারে করুন মাপ বিপদে আসান॥

সমাপ্ত

১৪। পানাস—ফানুস্। ১৫। গোয়া—গুয়া, সুপারি।

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

কাফেন চোরা পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কাফেন চোরা

(আয়রা বিবির পালা)

ভূমিকা

'কাফেন চোরা' (আয়রা বিবির পালার) ছত্র সংখ্যা ৫৩৬। ইহার মধ্যে ৫২৪ ছত্র মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, ১২টি ছত্র নূতন সংগ্রহ। নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সংগ্রহের ২২টি তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। শব্দের উচ্চারণ ও বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

এই পালার রচয়িতা কবির নাম জানা যায় নাই। পালার প্রারম্ভে বন্দনা পালার রচয়িতা কবির রচনা নহে, উহা চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশ অথবা ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলনিবাসী কোনো 'গায়েন' কর্তৃক রচিত। আমি এই পালা বহুবার বিভিন্ন গায়েনের মুখে শুনিয়াছি। প্রত্যেক গায়েনেরই এক একটা নিজস্ব 'আসর-বন্দনা' থাকে। সেই নিজস্ব বন্দনা তিনি তাঁর জানা সব পালা গাহিতেই ব্যবহার করেন।

এই পালার কবি সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"নিরক্ষর চাষা তাহার বন্ধুর ও কর্কশ ভাষায় কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন * * *।" কিন্তু পালার ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, উহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য 'চট্টলী' ভাষা নহে, বহুস্থানে ছত্রের পর ছত্র রচিত হইয়াছে মধ্যবঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় 'মঙ্গলকাব্যের'

ভাষায়। সেকালে সেই সুদূর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'নিরক্ষর চাষা'র পক্ষে তাঁহার আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষায় এই প্রকার জমাট পালা রচনা সম্ভব কিনা তাহা চিন্তনীয়।

কাফেন চোরা-মনসুর আলী ডাকাতের উপদ্রব চলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, পাহাড়ী ও মঘ দস্যুর অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতি উৎখাত হইয়া গিয়াছিল। চেঁউয়াপরীর পিতামহের নাম গুরাধন কারবারী হইলেও তিনি হিন্দু নহেন। কারণ গুরাধনের বাড়ী ছিল ঠেগা নদীর কূলে জুম্মাপাড়া। জুম্মাপাড়া নামের হেতু, ঐ পাড়ায় এখনও একটি প্রাচীন জুম্মা মস্‌জিদ আছে। জুম্মাপাড়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে কোনো হিন্দুর বসতি নাই। তথাপি নামটা হিন্দুর মত হইবার কারণ, এই বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে হিন্দু ভাবাপন্ন নাম রাখার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পালাগানে ইহার বহু নিদর্শন আছে। চেঁউয়াপরীর পরিধেয় বর্ণনা করিতে কবি লিখিয়াছেন,—'পিন্ধনেতে কালা খামি'। এই কালাখামি কোনো হিন্দু নারী কোনো কালেই পরেন না, উহা মুসলমান নারীদের মধ্যেই প্রচলিত। এইসব কারণে মনে হয়, লুধাগাজী ও মনসুর আলীর কাণ্ডকারখানার দ্রষ্টা ও ফলভোক্তা ছিলেন ঐ অঞ্চলের মুসলমান সমাজ, এবং কবি তাঁহাদেরই একজন। সম্ভবত কবি নিজে আজিম বেপারীর বিবাহে বরযাত্রী ও আয়রার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন। এপ্রকার অনুমানের হেতু, ঐ দুইটি ঘটনার বর্ণনা কবি-কল্পিত বলিয়া মনে হয় না। আর এই জন্যই কবির নাম জানা যায় না, নতুবা এমন সুপ্রচলিত পালার রচয়িতা কবির নাম দুইশত বৎসরে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

নবদ্বীপ
অক্টোবর, ১৯৬১।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কাফেন চোরা পালা

(আয়রা বিবির পালা)

গায়েনের বন্দনা ঃ—

সভাজনে পন্নাম্ করি ঠাঁইয়াজীর মোকাম ।-ক
ছোডরে[১] মান্যতা[২] জানাই বড়োরে সেলাম ॥
তোমরা সক্কলর[৩] কাছে মাগি অপরাধ[৪] ।
শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইলে না কইবা সভাত্ ॥
তোমরা সবে গুণবন্ত আমি অধম জন ।
বুড়া বুড়ীর কাছত্[৫]* মুই ছাওয়ালের মতন ॥
ভালো মন্দ দুই আছে দুনিয়ার মাঝারে ।
ভাঙ্গা চোরা কথা আইলে ক্ষেমিবা আমারে ॥
আমি হীন মূর্খমতি না জানি তাল-মান ।
বিছ্‌মিল্লা বলিয়া এখন সুরু করি গান ॥

অনুবাদ :—ক। সভায় উপস্থিত সকলকে প্রণাম করিয়া বাড়ীর কর্তার গৃহদেবতাকে প্রণাম জানাইতেছি।

১। ছোডরে = ছোটোকে, বয়ঃকনিষ্ঠকে। ২। মান্যতা = সম্মান। ৩। সক্কলর = সকলের। ৪। মাগি অপরাধ = দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৫। কাছত্ = কাছে।

পাঠান্তর :— * '—কাছেতে—'

(১)

পালা আরম্ভ।

চাডিগার পূগে আছে ওঁচল পাহাড়।-খ
দিনে রাইতে ঘুরে সেথায় কতই জানোয়ার॥
গহিন জঙ্গলায় চরে মির্গ[১]* নানান্ জাতি।
বাঘ ভাল্লুক গয়াল[২] আর ঝাঁকে ঝাঁকে হাতি॥
যত পূগে[৩] যাইবারে তত বড়ো বড়ো মুড়া[৪]।
আশ্‌মান লাগত্ পায়[৫] রে যেন পাহাড়ের চূড়া॥
সেখানে বসতি করে রোসাইঙ্গা[৬] বনজুগী[৭]।
পাঙ্খোয়া[৮] মুরুং[৯] আর লেঙ্গা-ভেঙ্গা[১০] কুকী[১১]॥
বাঘ-ভাল্লুকের মত তারা বনে বনে ফিরে।
আন্‌ক্যারে[১২]† পাইলে তারা বুগত্[১৩] ছুরি মারে॥

অনুবাদ :—খ। চাটিগাঁয়ের পূবে আছে উচ্চ পাহাড়।

১। মির্গ=মৃগ। ২। গয়াল=বন্য মহিষের মত এক প্রকার দুর্দান্ত বন্যপশু। ৩। পূগে=পূবে। ৪। মুড়া=টিলা পাহাড়। ৫। লাগত্ পায়=ধরিতে পারে। ৬। রোসাইঙ্গা=আরাকানী, মঘ, মংঠিফ্ প্রভৃতি কয়েক জাতি মানুষের মধ্যে যাহারা পাহাড়ের বনাঞ্চলে বাস করে তাহাদের 'রোসাইঙ্গা' বলে। ৭। বনজুগী, ৮। পাঙ্খোয়া, ৯। মুরুং, ১০। লেঙ্গা ভেঙ্গা=লেংটা, ১১। কুকী—এই সব পার্বত্য জাতির নাম। ১২। আন্‌ক্যা—আচম্‌কা অপরিচিত। ১৩। বুগত্=বুকেতে।

পাঠান্তর :— * '—মির্ক—'।
† আন্‌ক্যা='চাটগাইয়া, আরাকানীরা চট্টগ্রামকে আনক বলে।'

জুম্মা চাম্মোয়া [১৪] আছে যারা জোমকুচি[১৫] খায়।
মুড়ার গুড়িত্ মাচাং বাঁধি সুখ্খে দিন কাড়ায় ।।-গ
জোমর ক্ষেতে[১৬] সোনা ফলে মাডির[১৭] এমন বল।
হৈর্[১৮] হুতা [১৯] মার্ফা[২০] চিনার[২১] নানান্ জাতি ফল ।।
জঙ্গলীরা বেচে যে মাল হাডে[২২] হাডে যাই।
ভূঁইয়র[২৩] মানুষ আসে জিনিস কিনিবার লাই[২৪] ।।

(২)

লুধাগাজী নামে ছিল ওঝা[১] একজন।
পাহাড় হইতে আনি বেচে বাঁশ বেত ছন ।।
সুদিন মাসে[২] বাঁশ-বেপার[৩] করে লুধাগাজী।
তাহার সঙ্গেতে যায় দুইজনা মাঝি ।।

অনুবাদ :—গ। টিলার নিম্নদেশে মাচাং অর্থাৎ কাঠের পাটাতন করা ছোটো ছোটো ঘর বাঁধিয়া সুখে দিন কাটায়।

১৪। জুম্মা চাম্মোয়া = জুমিয়া ও চাক্‌মা জাতি। ১৫। জোমকুচি = এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট শস্য। ১৬। জোমর ক্ষেতে = পাহাড়ের 'জুম' আবাদের ক্ষেতে। ১৭। মাডি = মাটি। ১৮। হৈর = সরিষা। ১৯। হুতা = সূতা, কাপাস তুলা। ২০। মারফা = শস্য বিশেষ। ২১। চিনার = ফুটি জাতীয় ফল। ২২। হাডে = হাটে বাজারে। ২৩। ভুঁইয়র = সমতলের। ২৪। লাই = লাগি, জন্য।

১। ওঝা = গ্রাম্য বৈদ্য,—এখানে ওঝা অর্থে নামকরা লোক। ২। সুদিন মাসে = বৎসরে সুবিধা মত মাসে। ৩। বাঁশ-বেপার = বাঁশের ব্যবসা।

কাঁইচার[৪] উজান বাঁকে করিয়া ভর্‌মণ[৫] ।
চালি[৬] লইয়া ঠেগার কূলত্[৭] করিল গমন ॥
ডুম্‌ডুম্যার[৮] পাড়াত্ গেল চাড়ি গাইয়া কেলা[৯] ।*
হৈর কিনে হুতা কিনে চাহি[১০] ভালা[১১] ভালা ॥
বাঁশের চালিতে তারা রাঁধি বাড়ি খায় ।
সারাদিন ঘুরে লুধা পাড়ায় পাড়ায় ॥
ঠেগার কূলত্ বলা-জাগাত্[১২] আছে জুম্মাপাড়া ।
কিছুদিন সেই ঘাটে রহিলেক তারা ॥
একদিন লুধাগাজী দেখিবারে পায় ।
অপরূপ সোন্দর কইন্যা জোমর ক্ষেতত্ যায় ॥
এমন ছুরত্ রে তার কি করি বয়ান[১৩] ।
পিন্ধনেতে[১৪] কালা খামি [১৫] বাঁকা দুই নয়ান ॥
কানের মাঝে সোনার নাধং[১৬] চান্দর মতন মুখ ।
সিনাতে[১৭] আনারের[১৮] কলি ফাড়ি[১৯] পড়ে রে বুক ॥

৪। কাঁইচা=কর্ণফুলী নদীর পার্বত্য নাম 'কাঁইচ্যা'। ৫। ভর্‌মণ =ভ্রমণ। ৬। চালি=নদীতে ভাসাইয়া দূরদেশে লইবার জন্যবহু বাঁশের ভেলা বিশেষ। ৭। ঠেগার কূলত্=ঠেগা নামক একটি খানের কূলে। ৮। ডুম্‌ডুম্যা একটি বড়ো গ্রামের নাম। ৯। কেলা=কলা। ১০। চাহি= চাহিয়া, খুঁজিয়া। ১১। ভালা=ভালো, উৎকৃষ্ট। ১২। বলা-জাগাত্= উর্বর জায়গায়। ১৩। বয়ান=বর্ণনা। ১৪। পিন্ধনেতে=পরিধানে। ১৫। খামি=মুসলমান রমণীদের সৌখিন পরিধেয়। ১৬। নাধং=ঝুম্‌কা দুল। ১৭। সিনাতে=বক্ষে। ১৮। আনারের=ডালিমের। ১৯। ফাড়ি =ফাটিয়া।

পাঠান্তর :— * 'ডুম্‌ডুম্যার পাড়ায় গেল চাঁটি গাইয়া কালা।'

গলার মাঝে সোনার দানা কণ্ঠমণি হার।
মাথার উপর ফুলর ছড়া বয়ারে উড়ার[20] ।।*
মুচ্‌কি হাসি যায় রে নারী আর চাবায় পান।
নয়া যইবন ষোল কলায় ঠারে লই যায় প্রাণ ।।
আরে, গুরাধন বেপারীর নাতিন্ চেঁউয়া[21]পরী নাম।
ঠেগার কুলত ঘুরি ঘুরি করে জোমত্ কাম ।।
বাঁশর চালিত্‌ বসি দেখে লুধাগাজী ভাই।
ধড়্‌ফড়্‌ করে পরাণ চেঁউয়াপরীর লাই[22] ।।

তারপর কি হইল শুন গুনিগণ।
ঠেগার খালে আইল রে কন্যা গোছলের[23] কারণ ।।
গাছের আগাত থোরা থোরা রোইদর ছড়া[24] আছে।
চালি হইতে লামি[25] লুধা আইল কইন্যার পাছে ।।
আস্তে আস্তে আসে লুধা কথা বার্তা নাই।
পিছের দিকে থাইকা তারে ধরিল বেড়াই[26] ।।
ফিরি চাহি চেঁউয়াপরী উডিল রে কাঁদি।
লুধাগাজী গামছা দিয়া মুখ্‌খান লইল বাঁধি ॥
তারপরে দুশ্‌মন লুধা কিনা কাম করে।
কইন্যারে তুলিয়া লইল কাঁধের উপরে ॥

২০। বয়ারে উড়ার=বাতাসে উড়ে। ২১। চেঁউয়া=‘চেংড়া’র স্ত্রীলিঙ্গ ‘চেঁউয়া’।´ সরল চঞ্চল কিশোরী। ২২। লাই=লাগিয়া। ২৩। গোছলের=স্নানের। ২৪ রোইদর ছড়া=রৌদ্রের ছটা। ২৫। লামি=নামিয়া। ২৬। বেড়াই=বেষ্টন করিয়া।

পাঠান্তর :— * ‘মাথার উয়র ফুলর ছাড়া বয়ারে উড়ার

বাঘের মুখত্ পড়ি বনের হরিণী।
ছাড়ি দিয়ে হোতর্ মতন দোন চোগর পানি ॥-ক

ঠেগার ছড়া[২৭] এড়ি চালি কাঁইচা খালে পইল[২৮]।
কাঁদিতে কাঁদিতে চেঁউয়া বেহুঁস হইল ॥
ভাডি গাঙ্গে যায় রে চালি কইন্যারে লইয়া।
লুধাগাজী পর্বোধ[২৯] দেয় রে নানান কথা কইয়া ॥
নাহি বুঝে কথা কইন্যা নাহি বুঝে বাণী।
কাঁইচার সোত[৩০] বাড়াই দিল তার চোগর[৩১] পানি ॥
চলিতে চলিতে চালি চাইর দিনের পরে।
গজালি গেরামে লুধা আইল আপন ঘরে ॥
অনাহারে মরে কইন্যা নাহি সহে দুখ্।
দিনে দিনে শুকাইল তার সোনা মুখ ॥
নাহি ছোঁয় ভাত কইন্যা নাহি ছোঁয় পানি।
লোহার পিঞ্জরায় বাঁধা পড়িল হরিণী ॥

(৩)

তারপরে সভাজন শুন দিয়া মন।
কিছুকাল পরে হৈল গর্ভের লক্ষণ ॥
মাথায় উডিল[১] বিষ সর্ব অঙ্গে জ্বালা।
চম্পার বরণী কইন্যার দেহ হইল কালা ॥

অনুবাদ :—ক। ছাড়িয়া দিল স্রোতের মত দুই চোখের জল।

২৭। ছড়া=খাল। ২৮। পইল=পড়িল। ২৯। পর্বোধ=প্রবোধ
৩০। সোত=স্রোত। ৩১। চোগর=চোখের।

১। উডিল=উঠিল।

কেবা দেয় ভাত পানি কনে[২] পুছাড় করে[৩] ।+
লুধার যে বড়ো বিবি সতীনে নাই সে ধরে ॥+
বিপরীত হইল সব আচানক্[৪] কাম।
গর্ভের যাতনায় কইন্যার নিকলি[৫] যায় জান ॥
লুধাগাজী কইন্যার মিকে[৬] ফিরে না তাকায়।+
যইবন গিয়াছে কইন্যার কি হইব উপায় ॥+
হাঁটিতে না পারে চেঁউয়া ঝিমি ঝিমি[৭] পড়ে।
এত দুখুঃ হায় তার না সয় শরীলে ॥
নিকট হইল যখন পর্‌সবের[৮] দিন।
ক্রমে ক্রমে চেঁউয়াপরীর তনু হইল ক্ষীণ ॥
দিন মাস পূন্ন হইলে দরদ উড়িল।
মাডিতে পড়িয়া কন্যা বেহোঁস হইল ॥
বহুত পাইল দুখুঃ নসিবেতে লেখা।
মা ও বাপের সঙ্গে আর ন[৯] হইল দেখা ॥
গর্ভপাত হইতে কইন্যার বন্ধ হইল দম্[১০]।
জন্মিল ছাওয়াল এক বড়ই অলৈক্ষণ ॥
মায়েরে খাইল পুতে পরসবের কালে।
লুধাগাজী তারে লইয়া পড়িল বেনালে[১১] ॥
লুধার যে বড়োবিবি লুধার ভয়ে ডরে।+
পালিতে লাগিল শিশু আপনার ঘরে ॥+

২। কনে=কেবা। ৩। পুছাড় করে=জিজ্ঞাসা করে, যত্ন করে। ৪। আচানক=অনভিপ্রেত, হঠাৎ। ৫। নিকলি=বাহির হইবার মত, নির্গত। ৬। মিকে=দিকে। ৭। ঝিমি ঝিমি=অবশ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে। ৮। পর্‌সবের=প্রসবের। ৯। ন=না। ১০। দম=নিশ্বাস। ১১। বেনালে=অসুবিধায়।

দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্চার মত।
পূগের[১২] জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে অবিরত॥
কোন দিন জঙ্গলায় থাকে কোন দিন ঘরে।
মাও মরা ছেমড়ারে বল কনে[১৩] পুছাড়্ করে॥
পিন্ধনেতে ছেঁড়া লেঙ্গি[১৪] মৈষা গন্ধ গায়।
আষ্টপর[১৫] মুখ লাড়ে যাহা পায় খায়॥
গাছে গাছে থাকে বেটা গাছের বান্দর।
পোঁছে না তাহারে বাপে না করে আদর॥
মন্সুর বলিয়া তার রাখা ছিল নাম।
শিখিতে লাগিল বেটা দাগাবাজি কাম॥
কালা বরণ দেহরে তাঁর চোগর[১৬]বরণ লাল।
চলিতে ফিরিতে করে উথাল পাথাল[১৭] ॥*

একদিন হইল কিবা কহিয়া জানাই।
রাইতের নিশাকালে লুধা বাথানেতে যাই॥
দেখিল বিরিষ-গরু[১৮] বাঘে ধরি টানে।
লাডি[১৯]লইয়া তড়াতড়ি গেল সেইখানে॥
গরুরে ছাড়িয়া বাঘ ধরিল লুধারে।
খাইয়া বুকের লৌ[২০] পলাইল পাহাড়ে॥
এইরূপে হইল হায় রে লুধার মরণ।
জাহিল[২১] হইয়া মন্সুর ফিরে বনে বন॥

১২। পূগের=পূবের। ১৩। কনে=কোন জনে। ১৪। লেঙ্গি=লেংটি। ১৫। আষ্টপর=অষ্টপ্রহর। ১৬। চোগর=চোখের। ১৭। উথাল পাথাল=তোলপাড়। ১৮। বিরিষ-গরু=ষাঁড়। ১৯। লাডি=লাঠি। ২০। লৌ=রক্ত। ২১। জাহিল=বেপরোয়া, দুর্বৃত্ত।

পাঠান্তর :—* 'চলিতে ফিরিতে সদাই করে উথাল তাল॥'

ধন দৌলত নাই রে তার নাই রে ঘর বাড়ী।
কুসঙ্গে মজিয়া হইল দুস্‌মন দুরাচারী॥
সেই গেরামের পূগ কিনারে মস্ত মস্ত মুড়া[২২]।
পাইয়া বাঁশ[২৩] গল্লাক্ বেত[২৪] আর উলুছনে ভরা॥
সেইত জঙ্গলায় মন্‌সুর ঘুরে অবিরত।
ভূঁইয়র[২৫] মানুষ ডরায়* তারে বাঘ-ভল্লুকের মত।
মাও নাই বাপ নাই নাই রে বাড়ী ঘর।
ডাকাতি করিয়া ফিরে† জঙ্গলার ভুতর[২৬]॥
খুন করে ডাকাতি করে মনে নাই তার দুঃখ্।
সিং কাড়ি[২৭] বাহির করে ঘরের সন্ধুক[২৮]॥
এমনি ডাকাইত হইল কি বলিব হায়।
মরার কাফেন্[২৯] চুরি করি বাজারে বিকায়॥
দফনের[৩০] সংবাদ যখন পায় রে মনসুর চোরা।
রাইত নিশিতে সুরু করে মড়ার কয়ববর খোড়া॥
আখেরের[৩১] সম্বল চুরি করি চোরা নিশি রাইত।
দোজকের রাস্তা কাড়ি[৩২] লইয়াছে ডাকাইত॥
দুই চোউগ্[৩৩] দেখ্‌তে লাল সুরুজ[৩৪] বরণ।
মুখের আওয়াজ যেন দেওয়ার গর্জন॥

২২। মুড়া—টিলা। ২৩। পাইয়া বাঁশ=ছাতার বাট হয় যে বাঁশে। ২৪। গল্লাক বেত=লাঠি হয় যে বেতে। ২৫। ভূঁইয়র=সমতলের। ২৬। ভুতর—ভিতর। ২৭। সিং কাড়ি=সিঁধকাটিয়া। ২৮। সন্ধুক=সিন্দুক। ২৯। কাফেন্—মৃতের পোশাক। ৩০। দফন্—কবর দেওয়া। ৩১। আখেরের—অন্তিমকালের। ৩২। কাড়ি—কাটিয়া। ৩৩। চোউগ্—চক্ষু। ৩৪। সুরুজ্—সূর্য।

পাঠান্তর:— * '—ভাবে—।' † '—ঘুরে—।'

মানুষ মারিতে বেটার দিলে নাইরে দুখ্‌।
সঙ্গীরে বিলায়্যা ধন মনে পায় সুখ॥

কেহ বলে, মড়া খায় ডাকাইত্যা মনসুর।
কেহ বলে, দেও-দানার মত তার গায়ের জোর॥
দল-বল হইল রে তার নানান্‌ মোকামে।
কোলের পোয়া[৩৫] শান্ত হয় কাফেন্‌চোরার নামে॥

(৪)

জোন্‌পহরগ্যা[১] রাইত ওরে দোলা যায় রে চলি।
মুট্‌করি মারে[২]রে মেলা বৈল্‌[৩]-ফুলের কলি॥
দোলা যায় যায় রে দোলা মুড়ার কিনার[৪] দিয়া।
মনসুর ডাকাইত্যা ভাবে রে আজুকা[৫]* কার বিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাইত কুর্মাই খালের বাঁকত্‌[৬]।
চুপ্পে চুপ্পে লুকাই রইল কেয়া-কাঁডার ঢাকত্‌[৭]॥
দোলা যায় যায় রে দোলা আষ্ট বেড়ার[৮] কাঁধে।
দোলার ভুতর[৯] নয়া বউয়ে গুড়ি গুড়ি[১০] কাঁদে॥

৩৫। পোয়া=পোলা, শিশু।

১। জোনপহরগ্যা=জ্যোৎস্না পক্ষের। (জ্যোৎস্নাপ্রহর—দীনেশ সেন)। ২। মুট করি মারে=মুঠিমুঠি ছিটায়। ৩। বৈল=বেল। ৪। মুড়ার কিনার=পাহাড়তলী। ৫। আজুকা=আজ, অদ্য। ৬। বাঁকত্‌=বাঁকে, বক্র তীরে। ৭। কেয়া কাঁডার ঢাকত্‌=কেয়া কাঁটা বনের আড়ালে। ৮। বেড়ার=বেহারার। ৯। ভুতর=ভিতরে। ১০। গুড়ি গুড়ি=মৃদু কণ্ঠে।

পাঠান্তর :— * —'আজুয়া—।'

মা-বাপের মনত্[১১] পড়ে ছোড ভাইয়র মুখ।
ঝিঁঝিঁ পোগর ডাগ[১২] শুনি কাঁপ্পি উডে বুক॥
আগে পিছে বৈরাতী[১৩] যায় যায় রে ধীরে ধীরে।
দহিনালী[১৪] হাওয়া পাইয়া দোলার উলাস[১৫] উড়ে॥
ধব্‌ধব্যা[১৬] জোন্‌পহর দিনের মতন রাইত।
ঝাড়ত্[১৭] বসি খাপ্‌দি রইয়ে[১৮] মনস্থুরগ্যা ডাকাইত॥
এক সোতি[১৯] কুর্মাই খাল হাডি[২০] হইয়া পার।
আস্তে আস্তে আইল দোলা ঝাড়ের কিনার॥
বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া রে গরুর ঝাঁকত্ পড়ে।
মনস্থুর ডাকাইত পৈড়্‌ল তেমনি দোলার উপরে॥
দোলার উপর পড়ি ডাকাত্ মাইরল এক ডাগ্[২১]।
কেহ বলে ভাল্লুক আইল কেহ বলে বাঘ॥
সোয়ারী ফেলি বেরা পরাণ লই ধায়।
পাল্‌কির দুয়ার খুলি আরে মনস্থুর-আলি চায়॥
নয়া বউয়ে কাঁদি উডিল আল্লা-তালা বলি।
টান মারি লইল ডাকাইত্যা গলার হাস্থুলি॥
কানর[২২] করম-ফুল লইল আর নাগর[২৩] নথ।
তড়াতড়ি মনস্থুর-আলি ফাল্‌-দি[২৪] পইড়ল ঝাড়ত্॥

১১। মনত্=মনে। ১২। পোগর ডাগ=পোকার ডাক। ১৩। বৈরাতী=বরযাত্রী। ১৪। দহিনালী=দক্ষিণা বাতাস। ১৫। উলাস=কারুকার্য করা রঙ্গীন আবরণ বস্ত্র। ১৬। ধব্‌ধব্যা=ফুট্‌ফুটে। ১৭। ঝাড়ত্=ছোটো নিবিড়বনে। ১৮। খাপ্‌দি রইয়ে—আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ১৯। সোতি=স্রোতা। ২০। হাডি=হাঁটিয়া। ২১। ডাগ=ডাক, ডাং, ডাণ্ডা। ২২। কানর=কানের। ২৩। নাগর=নাকের। ২৪। ফাল্‌-দি=লাফ্ দিয়া।

বৈরাতীরা ধাইয়া আইল দোলার কিনারে।
আচানক্[২৫] তয়ঁসা[২৬] দেখি হায় রে হায় করে ॥
দেখিল সয়ল লোকে দোলার ভুতর।*
নাগর লউয়ে[২৭] বুগর চুলি[২৮] ভাসি যায় বউয়র ॥
জোন্‌পহরগ্যা রাইত্ রে ওরে দোলা আইল চলি।
বিয়া-বাড়ীত্ কাঁদা কাড়ি দোলার দুয়ার খুলি ॥

(৫)

চিন্তাপুর গেরামে সেই না দেখিতে সোন্দর।
দোচালা চৌচালা তাতে কত বাড়ী ঘর ॥
কুর্মাই খালর পাড়ে পাড়ে কত আছে সোনার ভূঁই।
দুই খন্দ[১] পায় চাষা দুইবার রুই[২]।
মাঝে মাঝে আছে রে ভাই মিডা[৩] পানের বর।
কুর্মাই কুলত্ শোভা ধরে আজিম বেপারীর ঘর ॥
পাঁচ খানি সরেঙ্গা নাও[৪] ঘাটে বান্ধা তার।
সকলে মান্যতা করে পাড়ার সরদার ॥
কাছালং আর মাইনতিতে জোম-বেপার[৫] করে।
বছর বছর তোড়া তোড়া ট্যাকা আনে ঘরে ॥

২৫। আচানক্ = আচম্‌কা, অকস্মাৎ। ২৬। তয়ঁসা = তামাসা, ঘটনা।
২৭। নাগর লউয়ে = নাকের রক্তে। ২৮। বুগর চুলি = বুকের জামা।
১। খন্দ = ফসল। ২। রুই = রোপণ করিয়া। ৩। মিডা = মিঠা।
৪। সরেঙ্গা নাও = চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ অসামে প্রস্তুত বড়ো নৌকা।
৫। জোম-বেপার = খাদ্য শস্যের ব্যবসা।

পাঠান্তর :— * দেখিল সকলে তখন দোলার ভুতর

দুনিয়াদারীতে আজিম বড়ো হুসিয়ারী।
জুম্মা-চাম্মোয়া[৬] কয় তারে সাল্খারা[৭] বেপারি[৮] ॥
পর্থম আওরত্[৯] তার গিয়াছে মরিয়া।
চল্লিশ বচ্ছর উম্রতে[১০] আবার কর্ল বিয়া ॥
দোতীয়[১১] বিবির নাম আয়রা সোন্দরী।
শুন সভাজন থোরা রূপের বয়ান[১২] করি ॥
নতুন যইবন কইন্যার সোন্দর বদন।
থাকুক মরদের কথা নারীর ভুলে মন ॥
হাসিতে ঝলকে যেমন বিজলির রেখা।
মুখেতে মুক্তার ছড়া জোড়া যায় দেখা ॥
কি কইব আয়রার চুলের বয়ান।
যেমন কালা তেমন লম্বা পায়ের সমান ॥
বড়ই ছুরত্ তার দুই নয়ান বাঁকা।
ধনুকের মতন ভুরু আশমানেতে আঁকা ॥
হস্তপদ গোলগাল চাম্বা ফুলের কলি।
হাঁটিতে লাগে রে যেমন খঞ্জন যায় চলি ॥
উন্মত্ত যইবন কন্যার ভালা লাগে রে অতি।
উনাই উনাই[১৩] পড়ি যায় রে শরীলের জ্যোতি।
ভাড়ি-বসের[১৪] কালে পাইয়া নতুন যইবন।
বড়ো সুখে আছে আজিম খোশালিত[১৫] মন ॥

৬। জুম্মা-চাম্মোয়া=চাষী চাকমা জাতি। ৭। সালখারা=মালদার। ৮। বেপারি=ব্যবসায়ী। ৯। আওরত=স্ত্রী। ১০। উমরতে=বয়সে। ১১। দোতীয়=দ্বিতীয়। ১২। বয়ান=বর্ণনা। ১৩। উনাই উনাই=উপচিয়া, গলিয়া। ১৪। ভাড়ি-বসের=ভাটিবয়সের। ১৫। খোশালিত=খুশীতে ভরা।

বিয়ার দিনে ডাকাইত্যার হাতেতে পড়িয়া।
নাকর বঁভু[১৬] কানর লতি গিয়াছে ছিঁড়িয়া ॥
নাকে কানে হাত বুলাইয়া আজিম যখন চায়।
সরমেন্দা[১৭] হইয়া আয়রা বুকে মুখ লুকায় ॥
আজিম বলে,—'আমার কথা শুন আওরত।
কঁড়ে[১৮] সোনার করম ফুল আর নাকর নথ' ॥
আয়রা বলে,—'আমার সাদী হইবার আগে।
ধইরাছিল আমারে যে কালা এক বাঘে ॥
কানর করমফুল আর নাকর নথ।
কালা বাইঘ্যা লই পলাইছে পূগের[১৯] জঙ্গলত॥
এইরূপ দুই জনা রঙ্গ রস করে।
বড়ই আসক[২০] আজিম আয়রার উপরে ॥

(৬)

আঘন মাসে শীত পইল জমিনে পাকে ধান।
জোম বেপারে যায় রে আজিম মাইয়নির উজান ॥
মাও আসি কাঁদন করে ধরি পুতর্ হাত।
'কতদিন পরে আবার পাইনু সাক্ষাত ॥
তুমি আমার এক পুত রে অন্ধজনের লাড়ি।
তিলেক মাত্র ন[১] দেখিলে বইক্ষ যাইব ফাড়ি' ॥
ঘাটেতে সরেঙ্গা নাও হইয়াছে তৈয়ার।
আয়রার মুখ আজিম-মিয়া চাহে বার বার ॥

১৬। নাকর বঁভু=নাকের দুই ছিদ্র মধ্যবর্তী পরদা। (পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রদত্ত অর্থ 'নাকের অলঙ্কার বিশেষ'।) ১৭। সরমেন্দা=লজ্জিতা। ১৮। কঁড়ে =কোথায়। ১৯। পূগের=পূবের। ২০। আসক=আসক্ত। ১। ন=না।

কান্দিতে লাগিল আয়রা মাডির উপর পড়ি।
ধড়্ফড়্ করে যেমন পাগ্ভাঙ্গা কৈতরী ॥
'ন দিব পরাণের খসম[২] ন দিব ছাড়িয়া।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি যাইব মরিয়া ॥
ধন দৌলত ন চাই আমি মাল-মাত্তা আর।
দিন রাইত চাই থাইক্যাম্[৩] সোনা-মুখ তোমার ॥'

মায়েরে বুঝাইয়া আজিম বুঝায় আওরতে।
তারারে[৪] করিয়া শান্ত যাত্রা কইরল পথে ॥
উড়িয়া যাইতে আজিমের চউক্ষে পইড়ল মাছি।
ঘরেরথুন্[৫] বাইর হইতে মুখে পইড়ল হাঁচি ॥
ডাইনরথুন আসি সর্প বামে গেল ধাই।
পন্থের মাঝে দেখে আজিম ডুমা[৬] এক গাই ॥
দধির ভাণ্ড ভাইঙ্গ্যাছে গোয়াল্যার ছাওয়াল।
জাইল্যার পুতে কাঁদন করে ঘুট্যাত[৭] বাজাই[৮] জাল
তিন বিবি বসিয়া রে মাথাত্ উকুন চায়[৯]।
খাইল্যা কলসী লইয়া নারী জল আনিতে যায় ॥
এই সব অলৈক্ষণ দেখিল আজিম।
খোদার মর্জি বুঝা বড়ই কঠিন ॥

২। খসম=স্বামী। ৩। থাইক্যাম=থাকিব। ৪। তারারে=তাহাদের। ৫। ঘরেরথুন=ঘর থেকে। ৬। ডুমা=শৃঙ্গহীন। ৭। ঘুট্যা=জলে ডোবা গাছ। ৮। বাজাই=বাধাইয়া। ৯। চায়=বাছে, খোঁজে।

উজান গাঙ্গে নৌকা লইয়া জোম বেপারে যায়।
দূরে থাইক্যা বাড়ীর মিকে[১০] ফিরি ফিরি চায়॥
মায়ে দিছে ভাতের মোচা[১১] বউয়ে দিছে পান।
সারি গাইয়া যায় রে আজিম মাইয়নির উজান॥

(৭)

ইদিগে[১] হইল কিবা শুন সভাজন। +
মনসুর না ভুলিতে পারে কন্যার বদন॥ +
উদিস[২] করিয়া সেই ডাকাইত্যা মনসুর।
গোপ্ত ভাবে চলি আইল গেরাম চিন্তাপুর॥
এক বুড়ীর বাড়ীত্ আসি হইল হাজির।
খালা বুলি[৩] ডাকি কইল—'আইলাম মোসাফির'॥
মিডা কথা কহি বুড়ীর মন হরি নিল।
খাওনের মালমাত্তা ভেট বেগর[৪] দিল॥
মনসুর ডাকাইত বলে, 'শুন ওরে খালা।
আখেরের লাগি আমার মন হইছে উতলা॥
সে কারণে হামিস্কণ[৫] কুর্মাইর পাড়ত্ যাই।
আশ্মানের মিকে[৬] চাইয়া ফকিরী কামাই[৭]॥

১০। মিকে=দিকে। ১১। ভাতের মোচা=পথে খাইবার জন্য কলাপাতে বাঁধা খাদ্যকে 'মোচা' বলে।

১। ইদিগে=এদিকে। ২। উদিস=খোঁজ। ৩। খালা বুলি=মাসী বলিয়া। ৪। বেগর=অপ্রতিদানে। ৫। হামিস্কণ=হামেশা। ৬। মিকে=দিকে। ৭। ফকিরী কামাই=বৈরাগ্য লাভের চেষ্টা করি।

হাছা মিছা নানান কথা কহি বুড়ীর কাছে।
আয়রার লাগি ডাকাইত খাপ্‌দি[৮] বসি আছে॥
এই না মতে কিছুকাল গোজারিয়া[৯] যায়।
মোরগের ছালন বুড়ী পর্‌তিদিন খায়॥

একদিন কি হইল শুনরে খবর।
জোহরের ওক্ত[১০] সুরুজ মাথার উপর॥
রান্ধা বাড়া সাঙ্গ করি অপস্বর[১১] হই।
গাঙ্‌-সিয়ানে[১২] আইল আয়রা কাঙ্কে কলসী লই॥
রঙিনা সাটিনের চুলি[১৩] পরিয়াছে গায়।
নতুন আনারের[১৪] কলি আল্‌গে দেখা যায়॥
কালা ভম্‌রা দেখিয়া রে করে আন্‌চান্‌।
নিকলি যাইতে চায় রে দুর্গত্যা[১৫] পরাণ॥
হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা ডুব দিল জলে।
দেখিল ডাকাইত্যা বসি হিজল গছের তলে॥
দেখিয়াত ডাকাইত্যা মনসুর হইল পাগল। +
রাইত দিন বইস্যা ভাবে পরাণে নাই কল[১৬]॥ +
"কি দেখিলাম কি হইল অপরূপ ধাঁধা।
খালিতনু লই আইলাম পরাণ দিলাম বাঁধা॥*

৮। খাপদি=ওত্‌ পেতে। ৯। গোজারিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ১০। জোহরের ওক্ত=মধ্যাহ্ন নামাজের সময়। ১১। অপস্বর=অবসর। ১২। গাঙ সিয়ানে =নদীতে স্নান করিতে। ১৩। চুলি=বর্তমান কালের 'ব্লাউজ'। ১৪। আনার=ডালিম। ১৫। দুর্গত্যা=দুর্গতি প্রাপ্ত, দুঃখ ভোগী। ১৬। কল=ধৈর্য।

পাঠান্তর :— * কাল তনু ঘাটে রাখি পরাণ দিলাম বাঁধা।

এই না সোন্দর কন্যা হাতত্ পাইয়া। +
সেইনা রাইতে ছাইড়া দিছি ছার্ সোনার লাগিয়া ॥ +
কি করিব সোনা আমার কি হইব ধনে। +
মনের মতন নারী নাই রে বিফল জীবনে ॥ +
সোন্দরী আয়রার সঙ্গে হইলে মিলন।
দুনিয়ার মাঝে হইত সফল জীবন ॥"

কলসী লইয়া আয়রা ঘরত্ চলি গেল।
মনস্থর ডাকাইত বসি ভাবিতে লাগিল ॥*
হাঁজর[১৭] ঘরত্ বাত্তি দিয়া সোন্দরী আয়রা।
ঘরের যত কাজ কর্ম করি লয় সারা ॥
আইসাছে চৈতর মাস গর্মি লাগে অতি।
খসমের কথা ভাবি থির নয় রে মতি ॥
তিন মাস চলি গেল ন আসিল ঘরে।
বিরহ আগুনে কইন্যা জ্বলি পুড়ি মরে ॥
জোমে আছে বাঘ ভাল্লুক নানান্ জানোয়ার।
অমঙ্গল কথা মনে উডে রে আয়রার ॥
নানান্ কথা ভাবি কইন্যার বুক ফাডি যায়।
মনের সন্তাপে আয়রা বারোমাসী গায় ॥

"যইবন কালে এমন জ্বালা কেমন কইরে সই।
না বুইঝা সোয়ামী আমার বিদেশ গেইয়ে গই[১৮] ॥

১৭। হাঁজর = সাঁঝের। ১৮। গেইয়ে গই = যাইয়া রহিল।

পাঠান্তর :— * মনস্থর ডাকাইত নানান কথা ভাবিতে লাগিল।

নানান্ ফুল ফুডিয়াছে উড়ে ফুলর বাস।
নিত্তি-পত্তি[১৯] কান্দি আমি আমার খসম পরবাস॥
নিমায়া[২০] হইয়া তুমি গেলা প্রাণের ধন।
প্রেমানলে দিল্ মোর জ্বলে হামিঙ্কণ[২১]॥
তোমার লাগিয়া আমি উদাসিনী থাকি।
তিন মাসের কথা কই এখন দিলা ফাঁকি॥
নানান ফুলে উড়ি উড়ি ভম্‌রা মধু খায়।
কালাপাখির[২২] ডাক শুনি বুক ফাডি যায়॥
আরে, পূগ্ দুয়ারগ্যা[২৩] ঘরর্ মাঝে দক্ষিণালী বাও[২৪]।
এমন সময় পরাণ বন্ধু মুখ্‌খান দেখাও॥
আমি হইব ফুল বন্ধু তুমি হইবা অলি।
এমন চৈতর মাসে বন্ধু কোয়ানে[২৫] গেইলা চলি॥+
ঘরত্ থাকিলে বন্ধু মুখে দিতাম পান।
কায়া অঙ্গ সঁপি দিতাম যইবন কৈত্তাম দান॥
এইবার আইলে তোমার সামনে মইরগ্যাম্[২৬]
আমি কাঁদি।
মাথার চুলের রশি পাগাই[২৭] পাও রাখিব বাঁধি॥"

এইনা ভাবিয়া আয়রা পালঙ্কে শুতিল[২৮]।
ঘুমর ঘোরে খসমর মুখ স্বপ্পনে দেখিল॥

১৯। নিত্যিপত্তি=প্রতিদিন। ২০। নিমায়া=মমতাহীন। ২১। হামিঙ্কণ =হামেশা, সর্বক্ষণ। ২২। কালাপাখি=কোকিল। ২৩। পূগ দুয়ারগ্যা= পূর্বদ্বারী। ২৪। দক্ষিণালী বাও=দক্ষিণা হাওয়া। ২৫। কোয়ানে= কোথায়। ২৬। মইরগ্যাম=মরিয়া যাইব। ২৭। পাগাই=পাকাইয়া। ২৮। শুতিল=শয়ন করিল।

জোড়-পালঙ্কে শুতি কইন্যা ঘোরে নিদ্রা যায়।
কামারের ভাতির[২৯] মতন নিয়াস[৩০] ফালায় ॥

(৮)

বাইরে গুট্‌গুট্যা আঁধার গহীন[১] হইল রাইত।
সিং কাড়ি[২] ঘরত্ ঢুক্‌ল মনসুরগ্যা ডাকাইত ॥
জ্বালায়্যা মোমের বাত্তি চাইর দিগে চায়।
পালঙ্কেতে হুরপরী দেখিবারে পায় ॥
আউলা ঝাউলা মাথার চুল গায়ে কাপড় নাই।
মনসুর আলী চাহি রইল দুই চোগ পাকাই[৩] ॥
তার পরে ত লুচ্চা মনসুর কি কাম করিল।
আয়রার মুখের কাছে মোমর বাত্তি নিল ॥
চমকি জাগিল কইন্যা কাঁপে ঘন ঘন।
বারুদের ঘরত্ আগুন লাগিল যেমন ॥
মনসুর বলিল তখন—"শুন আওরত্।
তোমার লাগি প্রেম মহব্বত্[৪] হইয়াছে কইলজাত্[৫] ॥
আমার আশমানত্ তুমি পূন্নিমার চান্।
যইবন দিয়া ঠাণ্ডা কর আসকের[৬] পরাণ ॥"

গোল্লার আবাজের[৭] মতন মারিয়া জিঙ্কার[৮]।
পাড়াপরশীজনে আয়রা ডাকে বার বার ॥

২৯। ভাতি=ভস্ত্রা, হাপর। ৩০। নিয়াস=নিশ্বাস।

১। গহীন=গভীর। ২। সিং কাড়ি=সিঁধ কাটিয়া। ৩। পাকাই=বিস্ফারিত করিয়া। ৪। মহব্বত=ভালোবাসা। ৫। কইলজাত্=হৃদয়ে। ৬। আসকের=প্রেমপূর্ণ ব্যক্তির। ৭। গোল্লার আবাজ=কামানের গোলার আওয়াজ। ৮। জিঙ্কার=চিৎকার।

আসকে মস্‌গুল্‌ চোয়া হোঁস্‌-গোস নাই।
এক দিষ্টে চাহি রইছে দোনো চোগ পাকাই॥
ছুড়ি আইল চাইরমিক্‌থুন্‌[৯] লোক-লস্করগণ।
মনসুরগ্যারে ধরি তারা করিল বন্ধন॥
কেও মারে কিল লাথি মাইরর্‌ পড়ল ধুম।
ভাদ্‌্‌'ইস্যা তালর মত পড়ে রে ঘুমাঘুম্‌॥
কেও চুল ধরি টানে নাকত্‌ মারে ঘুসি।
হাতর সুখ করি লইল যার যেমন খুশি॥
তারপর গলাত্‌ শক্ত টোয়াল[১০] বাঁধিয়া।
হেঁচ্‌ড়াই হেঁচড়াই নিল তারে মুড়ার পন্থ[১১] দিয়া॥
অঘোর[১২] জঙ্গলে তারা হইল হাজির।
ছুতা ধরি[১৩] রইল ডাকাইত না লাড়ি[১৪] শরীর॥
বেদম[১৫] হইল মনসুর নাকত্‌ শোয়াস নাই।
গলার মাঝে রসি বাঁধি রাখিল লট্‌কাই॥

আচানক্‌[১৬] কথা সেই কি বলিব হায়।
ক্ষাণিক পরে মনসুর ডাকাইত চোগ মেলি চায়॥
সগ্গলে চলি গেছে নাহি কোনো জন।
ধীরে ধীরে খোলে ডাকাইত ফাঁসির বন্ধন॥
গাছ হইতে লামিয়া রে চলে হেলিঢেলি।
পানির তিয়াসে তার জান যায় নিকলি॥

৯। চাইরমিক্‌থুন্‌=চতুর্দিক হইতে। ১০। টোয়াল=নৌকা টানা বা পাল টাঙ্গানো দড়ি। ১১। মুড়ার পন্থ=পাহাড়ীয়া পথ। ১২। অঘোর=গভীর। ১৩। ছুতা ধরি=ছল করিয়া ১৪। লাড়ি=নড়িয়া। ১৫। বেদম=দম শূন্য। ১৬। আচানক=আশ্চর্য।

কতক্ষ্ক্ষণ বসি এক গাছের তলায়।
পাহাড়ী ছড়াত্[১৭] মনসুর পানি খাইতে যায়॥

(৯)

এইরূপে কিছুদিন গত হইয়া গেল।
মনের আগুনে আয়রা বিমারে[১] পড়িল॥
শুকাইয়া গেল রে তার সোনার যইবন।
শুকাইয়া গেল রে তার ও চাঁদ বদন॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বইসে ভাবনা বিস্তর।
এক মাসে না থামিল সান্নিবাতিক জ্বর॥
মনের যাতনা কইন্যা কইব কার ঠাঁই।
বিছানাতে পড়ি কান্দে গড়াই গড়াই॥
চোগের জলে বালিশ ভিজে, ভিজে বিছান কাঁথা।
জ্বরের গরমে যেন ফাডি যায়র্‌গে মাথা॥
সগ্নলে চাইয়া কয় রে বাঁচিব না আর।
আখেরের সম্বল এখন কর রে তৈয়ার॥
সেই দিন না সইন্ধাকালে সারেঙ্গা নাও নিয়া।
গেরামের ঘাটে আজিম আইল চলিয়া॥
ঘরেতে যাইয়া আজিম দেখিল রে হায়।
শোয়াসে শোয়াসে[২] আয়রার জান নিকলি যায়॥
কলেমা-শাদত্[৩] পড়ে মোল্লা-খোন্দকার।
দেখিয়া আজিম তখন করে হাহাকার॥

১৭। ছড়াত্=ঝরনা নদী।

১। বিমারে=রোগগ্রস্ত হইয়া। ২। শোয়াসে শোয়াসে=প্রতি নিশ্বাসে। ৩। কলেমা শাদত=মৃত্যুকালীন প্রার্থনা নমাজ।

"পরাণের বিবি আমার উডি কও কথা।
বহুত দিন দিয়াছি আমি তোমার দিলে বেথা॥
আয়রা বেগরে[৪] আমার কেমনে যাইব কাল।
টাকাকড়ি ঘর-গিরস্থি হইল বেনাল[৫]॥
কু-ছায়াতে[৬] গেলাম আমি মাইয়নি উজানে।
সাইগরে ডুপিয়া[৭] মইলাম জানে আর পরাণে॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি থাইক্যম্ কোন বা সুখে।
কে মুছাইব চৌক্ষের জল কে লইব বুকে॥
কনে[৮] খাইব ধন দৌলত কেবান্ আইব রে।*
তোমারে ছাড়িয়া আমি কোন পন্থে যাইব রে॥
আসকের[৯] ধন আমার কঁড়ে[১০] পাইব রে।
কুর্মাই কুলর[১১] মিডা পান আর কনে খাইব রে॥
জোম বেপারের কামাই[১২] আমার কেবান লইব রে।
হাসি মুখে আমার মিক্যা[১৩] কনে চাইব রে॥
জোড় পালঙ্কেরা† খাট আমার খাইল্যা[১৪] হইল রে।
বুগর[১৫] ভিতর কইল্জা†† আমার ফাডি পইড়্ল রে॥"

এইরূপে কাঁদি আজিম দোনো চোগ ফুলায়।
পাড়াপরশী পর্বোধ দিয়া পিডে হাত বুলায়॥

৪। বেগরে=অভাবে। ৫। বেনাল=বিফল, লণ্ডভণ্ড। ৬। কু-ছায়াতে=অশুভক্ষণে। ৭। সাইগরে ডুপিয়া=সাগরে ডুবিয়া। ৮। কনে=কোন জনে। ৯। আসকের=ভালোবাসার। ১০। কঁড়ে=কোথায়। ১১। কুলর=কূলের। ১২॥ কামাই=উপার্জন। ১৩। মিক্যা=দিকে। ১৪। খাইল্যা=শূন্য। ১৫। বুগর=বুকের।

পাঠান্তর :—* কনে খাইব ধন দৌলত কনে খাইব রে
† '—পালকের—'। ††'—কৈল্লা—'।

হায়াত্[১৬] মউত্[১৭] * রইছে আল্লাজীর হাতে।
সুখ দুঃখ দুই আছে দুনিয়াদারিতে॥
দেখিতে দেখিতে আয়রার শোয়াস হইল ঘন।
কেবলা-মুখী[১৮] কইরে কন্যার করাইল শয়ন॥
খাটের উপর চিত্‌ভাবে শয়ান করাইয়া।
জল্‌দি করি ওজু বানায় মুখত পানি দিয়া॥
গরম পানি দিয়া পরে করাইল গোসল।
গায়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ-জল॥
কপ্পুরের† গুঁড়া মাখি কাপড়ে তখন॥
সিনাবন্ধ[১৯] ঘোমটা দিয়া পরাইল কাফন॥
তারপর জানাজার[২০] নমাজ পড়িয়া।
আওরতে লইয়া গেল খাটেতে তুলিয়া॥
মিলি মিশি পাড়াপরশী ভাই-বেরাদর।
ময়দানের মাঝে দিল আয়রার কয়ব্বর॥

(১০)

গহীন রাইতে ঝিজি ডাকে অন্ধকার ঘোর।
ময়দানে চলিয়া আইল সেই রে কাফেন চোর॥
সঙ্গে কেও নাই রে সেদিন সঙ্গে কেও নাই।
খন্তা-কোদাল লইয়া আইল গোর কুঁড়িবার লাই[১]॥

১৬। হায়াত=পরমায়ু। ১৭। মউত=মৃত্যুর কাল।

১৮। কেবলা-মুখী=মক্কা সরিফের দিকে মুখ করিয়া। ১৯। সিনাবন্ধ=নারীর বক্ষাবরণ। ২০। জানাজার=মৃত্যুর পরের নমাজ।

১। গোর কুঁড়িবার লাই=কবর খুঁড়িবার জন্য।

পাঠান্তর :— '*—ময়ত—'। † কাপুরের—'।

সেই দিনের মাইরে[২] রইছে বুগে পিডে ধরা[৩]।
তউ না আসকের[৪] টানে আইসে কাফেন চোরা ॥
কয়ব্বর কুঁড়িয়া মনসুর দেখিবারে পায়।
বেহেস্তের পরী আয়রা সুখে নিদ্রা যায় ॥
খানিকক্ষণ ভাবি লুচ্চা কি কাম করিল।
সিনাবন্ধ কাফন ধরি একটান দিল ॥
খোদার মর্‌জি কেও ত বুঝিতে না পারে।
মরা কইন্যা লড়ি উডিল[৫] কয়ব্বরের ভিতরে ॥
টানাটানি করে মনসুর ধরিয়া কাফন।
আতাইক্যা[৬] চোয়াড়[৭] পাইড়্‌ল ঠাডারের[৮] মতন ॥
ভোমরা-পাক[৯] খাইয়া লুচ্চা জমিনে গড়ায়।
দর দর লউ[১০] তার মুখ বইয়া যায় ॥
তার পরে কি হইল কাম শুন বিবরণ।
ভূঁইয়র মাঝে পড়ি মনসুর হইল অচেতন ॥
হোঁস্ গোঁস্ নাই রে তার চোখে কালঘুম।
দুনিয়ার দুখুঃ ধান্ধা ন রইল মালুম ॥
ঘুমের ঘোরে খোয়াবেতে[১১] দেখে মনসুর চোরা।
কয়ব্বর ছাড়ি আইসা আয়রা সাম্‌নে হ্ইল খাড়া ॥
হাত লাড়ি বলে কইন্যা,—"শুন রে মনসুর।
আখেরের কথা ভাব দুখুঃ হইব দূর ॥

২। মাইরে=প্রহারে। ৩। বুগে পিডে ধরা=বুকে পিঠে ব্যথা ধরিয়া আছে। ৪। আসক=ভালোবাসা, আসক্তি। ৫। লড়ি উডিল=নড়িয়া উঠিল। ৬। আতাইক্যা=আচম্‌কা। ৭। চোয়াড়=গণ্ডে চপেটাঘাত। ৮। ঠাডারের=বজ্রের। ৯। ভোমরা-পাক=ভ্রমরের মত ঘুরিতে ঘুরিতে। ১০। লউ=রক্ত। ১১। খোয়াবেতে=স্বপ্নে।

ছাড়ি দেও আজি হইতে দাগাবাজি কাম।
নমাজ পড় রোজা থাক রাখ রে ইমান।”

খোয়াবেতে বলে মনসুর জোড় করি হাত।
“ডাকাতি ন[১২] কইর্‌লে আমার ন জুটিব ভাত॥
ন খাই মরিলে কনে[১৩] পড়িব নমাজ।
কেমন করি চুরি ছাড়ি নিজর পেশা কাজ॥”

আয়রা বলিল তখন,—“বুঝিবে মরদ।
একদিন দিলে তোমার আসিবে দরদ্[১৪]॥
চুরি কর কথা নাই[১৫]* শুন আমার কথা।
পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড় ন কর অন্যথা॥
কোনো কেও নয় রে আপন মিছা দুনিয়াই।
হক[১৬] ছাড়ি কাড়াকাড়ি নাহকের লাই[১৭]॥
ভাবিয়া দেখ রে তুমি আখেরের† পথে।
মাথাত্ লই গুনার গাট্টি[১৮] যাইবা কিমতে॥
ছাড়িতে না পার যদি চুরি পেশা কাম।
পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ তবু পড়িবা তামাম্[১৯]॥”

খোয়াবেতে কাফেন চোরা মাথা লাড়ি কয়।
“পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আমি পড়িব নির্চ্চয়॥”

১২। ন=না। ১৩। কনে=কোন ব্যক্তি। ১৪। দরদ্=বেদনা। ১৫। কথা নাই=নিষেধ করিনা। ১৬। হক=প্রকৃত প্রাপ্তব্য। ১৭। লাই=লাগিয়া, জন্য। ১৮। গুনার গাট্টি=পাপের বোঝা। ১৯। তামাম্=সমগ্র।

পাঠান্তর :—* ‘— ক্ষেতি নাই— ’। † ‘— বেহেস্তের —।’

এইনা কথা শুনি আয়রা হইল অদর্শন
জমিনে রহিল চোরা ঘুমে অচেতন ॥

(১১)

গোজারিয়া[১] গেল রাইত হইল বিহান[২] ।
কুড়ার ডাকেতে মনসুর পাইল রে জ্ঞান* ॥
খোয়াবের কথা মনে হইল উদয় ।
কয়ববরেতে মরা কন্যা দেখে সে সময় ॥
তড়াতড়ি উডি ডাকাইত কি কাম করিল ।
ফজরের[৩] নমাজ আগে পড়িয়া লইল ॥
তারপর আয়রার কয়ববরের উপরে ।
মাটিচাপা দিয়া গেল আপনার ঘরে ॥

গোমর মতন[৪] থাকে মনসুর আগের মতন নাই ।
পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে মোস্‌জিদেতে যাই ॥
দল-বল আসি-যায় চুরির কারণ ।
ভালা করি নাহি বুঝে সর্‌দারের মন ॥
কেও বলে,—বিমার[৫] হইছে দিলে নাই খোশ্[৬]
কেও বলে,—মাইর্ খাইয়া হারাইছে হোঁস্[৭] ॥
এইমত নানান্ কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
একদিন কহে তারা সামনে খাড়া হইয়া ॥

১। গোজারিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ২। বিহান=প্রভাত। ৩। ফজরের=প্রভাতের। ৪। গোমর মতন=গম্ভীর চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায়। ৫। বিমার=রোগ। ৬। খোশ=সুখ। ৭। হোঁস্=হুঁস, জ্ঞান।

পাঠান্তর :—* '—থান

"শুন শুন উস্তাদজী আইজ তোমায় কাছে কই।
খাওন বেগরে[৮] মোরা মইরা যাইর্‌গই[৯] ॥
এতদিন পাইলাছ তুমি বাপের সমান।
ভোকের[১০] জ্বালায় এখন নিকলি যায় জান ॥"
মনসুর আলী কয় তখন "শুন দোস্ত জন।
ডাকাইতি করিব আইজ কর আয়োজন" ॥

কাঁইচা নদী পার হইল শিলকের[১১] মুখে।
গুদাম কোটা দেখি তারা সেই বাড়ীত্ ঢুকে ॥
অমাবস্যা রাইতের নিশি গুট্‌গুট্যা আঁধার।
বাড়ীর পিছন পন্থ দিয়া চোরর দল হইল পার ॥
ধীরে ধীরে গেল তারা পিছের ডেইয়ার[১২] কোণে।
যদি কেহ চেতন থাকে কান পাতি শুনে ॥
সাড়া শব্দ নাই কারও নিঝোম* সগল।
পরামশ্য করে তখন মনসুর চোরার দল ॥
বাইর দুয়ার দিগ্ রইল কেও সিং কোড়ে।
সর্‌দার মনসুর চোরা একা পর্‌বেশিল ঘরে ॥
জোড়পালঙ্ক খাটের মাঝে রঙ্গীলা মশারি।
দোলতদার[১৩] শুইয়া আছে লইয়া সোন্দর নারী ॥
বড়ো এক সন্দুক আছে সিথানে তাহার।
থাবা দিয়া তাল বাজায় চোরা বার বার ॥

৮। খাওন বেগরে—খাইতে না পাইয়া। ৯। যাইরগই—যাইতেছি। ১০। ভোকের=ক্ষুধার। ১১। শিলকের— '?'। ১২। ডেইয়া—মেটে ঘরের ভিটার কিনার, ডোয়া।

পাঠান্তর — * ' — নিঝোপ—'।

অঘোরে ঘুমায় তারা চেতন ন পাইল।
কলের চাবি দিয়া চোরা সন্দুক খুলিল ॥
সন্দুক খুলিয়া পাইল ট্যাকা তোড়া তোড়া।
আষ্ট আলঙ্কার আর শাল জোড়া জোড়া ॥
দামি মাল-মাত্তা সব করিয়া বাহির।
দেখিতে* লাগিল মনসুর মাথা করি থির ॥
এম্‌নিকালে কুড়ায় ডাকি জানাইল ফজর।
খাপ্‌দি[১৪] চাহি দেখে ডাকাইত রাইত হইছে ভোর ॥
আশমানেতে তারা নাই পূগর দিগ লাল।
দূরের তুলা গাছত্‌ বসি ডাকিছে কুড়াল ॥
মোসজিদে আজান দিল যত মোল্লাগণ।
লা-এলাহা-ইল-আল্লাহ,—ডাকে মনসুর তখন ॥
ফজরের নমাজ পড়ে চোরার হোঁস্ গোঁস্ নাই।
দলের মানুষ পাড়ি দিল নিজের জান বাঁচাই ॥
তক্‌বির[১৫] করিয়া ডাকাইত দিল এক ডাক।
গিরস্ত উড়িয়া দেখি হইল অবাক ॥

নমাজ হইলে শেষ গিরস্ত আসিয়া।
মনসুরর পায়ের উপর রহিল পড়িয়া ॥
"কোন আউলিয়া তুমি আইলা কোন পীর।
পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির ॥"

মনসুর বলিল,—"আমার কাফেন চোরা নাম।
দুনিয়াতে করি আমি দাগাবাজি কাম ॥

১৩। দৌলতদার=ধন দৌলতের মালিক। ১৪। খাপ্‌দি=ব্যগ্র হইয়া।
১৫। তক্‌বির=উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি করা।
পাঠান্তর :—* ভাবিতে— '।

নাই অন্য পেশা আমার চুরি করি খাই।
তোমার সিং কাটিছি মালমাত্তার লাই ॥”
গিরস্ত বলিল তখন—“ঝুটা কেন কহ।
তোমার পায়ের তলায় মোরে আজি লহ ॥”
এই বলি দৌলতদার কি কাম করিল।
বেশুমার[১৬] ধন দৌলত মনসুরেরে দিল।

দৌলত আনিয়া মনসুর আপনার ঘরে।
ভাগবাটরা করি দিল দলের লোকেরে ॥
তারপর ঝোলা একটা পিডেতে করিয়া।
জঙ্গলের পন্থে ডাকাইত গেল যে চলিয়া ॥
কত কাল গত রে হইয়া গেল রে তারপর।
কাফেন চোরার কেহ আর না পাইল খবর ॥
মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে আইসে এক পীর
কদমে কদমে[১৭] জপে আল্লার জিকির ॥
মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে।
আয়রার কয়ব্বরে পীর জেয়ারত করে ॥

সমাপ্ত

১৬। বেশুমার—অপরিমিত। ১৭। কদমে কদমে—প্রতিপদক্ষেপে ॥

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা
তৃতীয় খণ্ড

সুনাই সুন্দরী

বা

দেওয়ান ভাবনা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন ডি. লিট্. মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে 'সুনাই সুন্দরী' পালাটি 'দেওয়ান ভাবনা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত পালাটিতে আছে ৩৭৪টি ছত্র। এই সম্পাদনায় ছত্রসংখ্যা ৫৪৫; সেন মহাশয়ের সঙ্কলন অপেক্ষা ১৭১টি ছত্র অধিক।

এই সম্পাদনায় সেন মহাশয় সঙ্কলিত ৭০টি ছত্রের পাঠান্তর আছে, তাহার মধ্যে সেন মহাশয়ের ৪৩টি পাঠ ফুটনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে। নূতন ছত্র বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

'সুনাই সুন্দরী' বা 'দেওয়ান ভাবনা' পালার রচয়িতা কবি সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ১৵০) লিখিয়াছেন, 'দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকায় বর্ণিত আছে তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা অকারণ নহে।' ভূমিকায় এই মন্তব্য করিয়া পালার প্রারম্ভে নামকরণে লিখিয়াছেন 'দেওয়ান ভাবনা ও দস্যু কেনারামের পালা চন্দ্রাবতী প্রণীত।'

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিং জেলায় মশাখালী হাটখোলায় যুধিষ্ঠির পোদ্দারের গদীতে প্রথম আমি শুনি এই পালাটি। তখন গায়েনকে জিজ্ঞাসা করিয়া পালাটির রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই। সেই হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পালাটি আরও কয়েকবার শুনিয়াছিলাম, ঐ সময়ে কোনো গায়েনই কবির নাম বলিতে পারেন নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হওয়ার পর কোনো কোনো গায়েনের মুখে কবি চন্দ্রাবতীর নাম

শুনিয়াছি, পালাটির নামও পরিবর্তিত হইয়া 'দেওয়ান ভাবনা' হইয়াছে।

আমার বিবেচনায় এই পালার রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী নহেন। কারণ ইহার ছন্দ 'ভাওয়ালী ভাটিয়ালী'; কবি চন্দ্রাবতীর কোনো প্রসিদ্ধ রচনায় এই ছন্দ নাই। অধিকন্তু এই সঙ্কলনের চতুর্থ অধ্যায়ে মাধবের মনোভাব বর্ণনায় যে 'ভাটিয়ালী ঝাঁপ' ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে উহার নিদর্শন সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের কোনো গানে দেখা যায় না। মাননীয় দীনেশ সেন মহাশয়ের মতে কবি চন্দ্রাবতী দেবী ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

এই পালা গানটি পূর্ববঙ্গে এককালে সুপ্রচলিত ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেও পালাটির বিকৃতি ঘটে নাই। বিকৃতি লক্ষ্য করিলাম ১৯৩৪ সালে ময়মনসিং জেলায় শেরপুরে। পালার মধ্যে একটি মহাধার্মিক সদাশয় নবাব আমদানী করিয়া তাঁহার দ্বারা সুনাই উদ্ধার ও দেওয়ান ভাবনাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে সুনাইর মামা 'যজমান্যা বামুন'-এর ও মামীর চরিত্র অতি কুৎসিত করিয়া দেখানো হইয়াছে।

ইহার দুই বৎসর পরে গফরগাঁও বাজারে 'মলুয়া' পালা শুনিয়া লক্ষ্য করিলাম, উহার মধ্যেও একটি ধার্মিক পীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, এবং হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা-অত্যাচার অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পর ১৯৫১ সালের মধ্যে এই প্রকার বিকৃতি বহু পালায় লক্ষ্য করিয়াছি।

এই বিকৃতির কারণ সম্বন্ধে বৃদ্ধ গায়েনদের মুখে শুনিয়াছি, এই সব পালার মূল রচনা গান করিলে নাকি সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। জানি না, শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সঙ্কলিত চার খণ্ড গীতিকায় এই শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক

গাথাগুলির বিশেষ বিশেষ স্থান বাদ পড়ার ইহাও একটি হেতু কিনা।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বাঙ্গলা দেশে পল্লী-জীবন এবং জনসাধারণের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র এই পল্লীগীতিকাগুলিতে আছে। চিরকালই রাজানুগ্রহপুষ্ট ঐতিহাসিকগণের লেখনী অনুগ্রাহকদের সৎকর্মের উঁই-ঢিবিটাকে পর্বতপ্রমাণ ও অপকর্মের এঁদোপুকুরটাকে গোষ্পদ করিতে অভ্যস্ত। প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় নিরপেক্ষ বিদেশী ভ্রমণকারীদের লেখায়, আর এই সরল পল্লী কবিদের রচিত গাথায়। সেই গাথা-গুলিতে বর্ণিত ঐতিহাসিক কালো ঘটনাগুলি চাপা দিয়া যদি জাতির কোনো লাভ হইত, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের ভিত্তিতে ভারত খণ্ডিত হইত না। গত আটশত বৎসরের প্রকৃত ভারত-ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করিতাম, তবে বহু দুর্বিপাক কাটানো যাইত।

এই ঘটনার কাল সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। 'ভাবনা' নামটি দেওয়ান সাহেবের প্রকৃত নাম নহে। সেকালে সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান বংশ হইতেই দেওয়ানী পদ পাইতেন। তাঁহাদের নামও বেশ জমকাল হইত। সম্ভবত যে ভয়ে পালাটির কবি নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই, সেই ভয়েই দেওয়ান সাহেবের আসল নাম গোপন করিয়া 'ভাবনা' নাম রাখিয়াছেন, এবং দেওয়ান ভাবনার কার্যকলাপ বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক হইয়াছেন। এই সতর্কতাও রচনার ভাষা দৃষ্টে মনে হয়, মলুয়া পালার ঘটনার একশত হইতে দেড়শত বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ঘটনার স্থান সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় (পৃঃ ১।৵০) লিখিয়াছেন,—

"নেত্রকোণায় (মহকুমায়) কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ 'বাঘরার হাওর' (হাওর = বিল) সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্য রূপে সংশ্লিষ্ট। সোনাই-এর মত কত রূপসী সাধ্বীর সর্বনাশ করিয়া 'বাঘরা' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাজ (নিষ্কর) সর্তে দান পাইয়াছিল। তাহারই নামে কলঙ্কিত হইয়া এই বিল এখনও পরিচিত। দীঘলহাটি গ্রামের এখন আর অস্তিত্ব নাই। এই গ্রামের সন্নিহিত নদীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকেরা রোরুদ্যমানা সোনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

কংসাই নদীর তীরে দীঘলহাটি গ্রামের স্মৃতি ১৯৪১ সাল পর্যন্তও ছিল। ঐ সময়ে নদীর তীরে কেওয়াবনও ছিল। কিন্তু দেওয়ান ভবনার 'সওর' যে কোথায় তাহার সন্ধান সেন মহাশয়ও দেন নাই, আমিও পাই নাই, পালার রচিয়তা কবিও গোপন করিয়াছেন।

এই সমস্ত সত্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত পল্লীগাথাগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রাক্‌বৃটিশ যুগে রচিত এই পালাগান গুলির মধ্যে সমসাময়িক বাঙ্গলার জনজীবনের প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, যে চিত্র প্রচলিত ইতিহাসের পাতায় নানা কারণে দেওয়া হয় নাই।

নব বারাকপুর
ফাল্গুন, ১৩৬২

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

সুনাই সুন্দরী

(দেওয়ান ভাবনা)

(১)

ছয় না বচ্ছরের সুনাই গো হীরা-মোতি জ্বলে।
হাইস্যা খেইল্যা উঠে সুনাই গো
আপন মায়ের কোলে ॥
সাত না বচ্ছরের সুনাই গো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাই গো
যেমন পুন্নিমার শশী ॥
আট না বচ্ছরের সুনাই গো ঝাইড়্যা বান্ধে চুল
মুখেতে ফুইট্যাছে সুনাইর গো
ঐ না শতেক পদ্ম ফুল ॥
নয় না বচ্ছরে সুনাই গো নবীন কিশোরী।
গিরের পর্‌দীম[১] সুনাই গো
মায়ের আঙ্গিনা পশরি[২] ॥*
দশ না বচ্ছরের সুনাই গো দশে শূন্য পড়ে।
বিধাতা হইল বাদী গো
সুনাই পড়ল বিষম ফেরে ॥

১। গিরের পরদীপ — গৃহের প্রদীপ। ২। পশরি = আলোকের হেতু

পাঠান্তর :—* 'গিরের পরদীম সুনাই সুনাই গো আঙ্গিনা পশরি।'

শুন শুন পূর্ব কথা গো দুঃখের বিবরণ।
দশ বচ্ছর কালে গো বাপের
হায় রে অকাল মরণ ॥
বাপ নাই ভাই নাই গো একেলা জননী।
কর্ম দোষে হইল সুনাই গো
হায় রে জনম-দুঃখিনী ॥
পাড়াত্[৩] নাই পর্তিবাসী[৪] রে একলা থাকে ঘরে।
অভাগী মায়ের দুখুঃ গো
জ্বইল্যা পুইড়্যা মরে ॥
বিরিক্ষ মইর‍্যাগেলে যেমুন গো
হায় রে ঝুইর‍্যা পড়ে লতা।
লতা যদি শুইক্যা গেল গো
হায় রে ঝরে পুষ্পা পাতা ॥
অভাগী মায়ের দুখুঃ সুনাই গো
নিজের অন্তরে বুঝিল। *
চউক্ষের জলেতে সুনাইর গো
হায়রে বুক ভিইজ্যা গেল ॥
অঙ্গেতে নাই বসন সুনাইর গো
তার দুক্ষের[৫] নাইরে সীমা।
দীঘল-আটি[৬] আছে সুনাইর গো
সেইনা মায়ের ভাই মামা ॥

৩। পাড়াত্ =পাড়াতে। ৪। পর্তিবাসী =প্রতিবাসী। ৫। দুক্ষের দুঃখের। ৬। দীঘল-আটি =গ্রামের নাম।

পাঠান্তর :— * 'অভাগী মায়ের দুক্ষু গো সুনাই অন্তরে বুঝিল।'

কারে লইয়্যা থাকবো* মাও গো
ঐ না একলা শূনা[7] ঘরে।
তাহে ত সুন্দর কন্যা গো
মায়ে ভাইব্যা চিন্ত্যা মরে॥
দেশেতে দুশ্‌মন কত গো
তারা ফিরে সব ঠায়। +
দেখিলে সুন্দর কন্যা গো
তারা কাইড়্যা লইয়্যা যায়॥
দেশের দেওয়ান ভাবনা[8] গো
সেই সে দুশমনের সেরা। +
সুন্দর নারীতে ভাবনার গো
আছে হাউলী[9] ভরা॥ +
তাতেও না মিটে ভাবনার গো
ঐ না নারীর পরে আশ। +
দেখিলে সুন্দর নারী গো
তার করে সর্বনাশ॥ +
দশ বচ্ছর গিয়া সুনাই গো
সেই না এগারতে পড়ে।
ঘুইর‍্যা না যায় অঙ্গের বসন
সুনাই বইস্যা থাকে ঘরে॥ +

৭। শূনা=শূন্য। ৮। ভাবনা=দেশের দেওয়ানের নাম। ৯। হাউলী =ছলে বলে অপহৃতা নারীদের রাখিবার জন্য সুরক্ষিত গৃহ।

পাঠান্তর :— * '—থাকবাম্—।' 'থাকবাম্' ক্রিয়া পদটি উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত হয়। ইতি—সম্পাদক।

বারো না বচ্ছর গিয়া গো
সুনাই তেরত্ দিল পাও[১০] । +
কন্যার যইবন দেইখ্যা গো
ভাইব্যা পাগল হইল মাও ॥ *
একে ত সুন্দর সুনাই গো
তাহে কন্যা সে যুবতী । ।
কেবা বিয়া দিব কন্যার গো
হায় রে কে করিব গতি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়ে গো
আরে কোন বা কাম করে ।
আশ্রয় মাগিতে গেল গো
সেই সে ভাইয়ের গোচরে ॥

(২)

গেরামের ভাডুক[১] ঠাকুর যজমানি বাউন[২] ।
এইখানে কইবাম্ আমি তাহার বিবরণ ॥
ঘরে নাই পুত্র কন্যা তার কেবল সুনাইর মামী ।
ভাডুক ঠাকুরের বেবসা কেবল যজমানি ॥
সইন্ধ্যাবেলা সুনাইর মাও সুনাইরে লইয়া ।
আপন ভাইয়ের বাড়ীত্ দাখিল হইল[৩] গিয়া ॥

১০ । তেরত্ দিল পাও = তের বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল ।
১ । ভাডুক = ভাট, যে সকলের বংশপরিচয় রাখে । ২ । বাউন = ব্রাহ্মণ
৩ । দাখিল হইল = পৌঁছিল ।

পাঠান্তর :— * "কন্যার যৈবন দেখ্যা গো ভাব্যা চিন্তা মরে ॥"
+ "এতেক সুন্দর কন্যা গো তাহেত যুবতী ।"—

"শুন শুন পরাণের ভাই কি কইবাম্ তোমারে।
দৈবের দুর্গতি আমার গো আইজ কপালের ফেরে॥
কে দিব সুনাইর বিয়া গো কন্যা হইল বড়ো।
ভাইব্যা চিন্ত্যা আইলাম দাদা গো এইনা তোমার ঘর॥"

পুত্র কন্যা নাই ঠাকুরের একলা-মদন[৪]।
সুনাইরে পাইয়া হইল সানন্দিত মন॥
মামার বাড়ী থাকে সুনাই মায়ের সঙ্গেতে।
ভাইয়ে বইনে যুক্তি করে সুনাইর বিয়া দিতে॥
পরম সুন্দর সুনাই দীঘড়[৫] মাথার চুল।
মুখেতে ফুইট্যাছে সুনাইর গো
শতেক চম্পা ফুল॥
মামায় ত দিয়াছে কিন্যা রে
শাড়ী পাছা-নীলাম্বরী।
জল ভরিতে যায় সুনাই গো
লয়্যা কাঙ্কেতে[৬] গাগরী॥
নদীর পাড়ে কেওয়াবন রে
ফুট্ল কেওয়া ফুল।
ফুলের গন্ধে উইড়্যা আইসে
ভোমরা কইর‍্যা রুল[৭]॥*
কাঙ্কেতে গাগরী সুনাইর গো
তার পৈরণে[৮] নীলাম্বরী।

৪। একলা মদন=স্বেচ্ছাচারী, চিন্তাশূন্য, এটি একটি গ্রাম্য প্রবাদ বাক্য, যথা 'একলা মদন ঘুরে বেড়ায়।' ৫। দীঘড়=দীঘল। ৬। কাঙ্কেতে=কক্ষে। ৭। রুল=রোল, গুঞ্জন। ৮। পৈরণে=পরিধানে।

পাঠান্তর :—* 'তার গন্ধে উইড়া করে ভমরারা রুল।'

পন্থের মানুষ চাইয়্যা থাকে গো
কন্যা সুনাইরে হেরি ॥
অঙ্গের লাবণি সুনাইর গো
আরে বাইয়া পড়ে ভূমে।
তের না বচ্ছরের সুনাই গো
পর্‌থম[৯] পইড়্যাছে যইবনে ॥*
আষাঢ় মাসে দীঘ্‌লা পানসী[১০] রে
পানসী নয়া জলে ভাসে।
সেইমত সুনাইর যইবন গো
আরে যইবন খেলায় বাতাসে ॥
কাজল মেঘে সাজল[১১] হাসি রে
আরে হাসি বিজুলীর ঝালা[১২]।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাই গো
আরে ঘর আন্ধাইরে উজলা ॥

পাড়ার লোকে কানাকানি সুনাইরে না হেরি।
"কোথাতনে আইছে কন্যা গো পরম সুন্দরী ॥
এইমত সুন্দর কন্যা যাইব কোন বা ঘরে।+
দারুণ দুশ্‌মন্ বাঘ্‌রা[১৩] গেরামে গেরামে ফিরে ॥+
গেরামে সুন্দর কন্যা গেরামের আপদ।+
এই না কন্যার লইগ্যা গেরামে ঘটিব বিপদ ॥+

৯। পর্‌থম=প্রথম। ১০। দীঘলা পানসী=দীর্ঘ সুসজ্জিত নৌকা। ১১। সাজল=সজ্জিত। ১২। ঝালা=ঝলক্। ১৩। বাঘ্‌রা=দেওয়ানের চরের নাম।

পাঠান্তর ঃ— * 'বারো বচ্ছরের কন্যা গো পইড়াছে যৈবনে।'

(৩)

মামার বাড়ী গিয়ে সুনাইর পরিচয় হয়েছিল সল্লা নামে গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে। সল্লা যদিও সুনাই অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়ো এবং চাষী ঘরের মেয়ে, তথাপি দু'জনের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে উভয়ে উভয়ের সখী—সই। একদিন সল্লা এসে দেখে সুনাই বসে বকুল ফুলের মালা গাঁথছে। দেখে সল্লা হেসে গান ধরল,—

"গান্থ গান্থ সুন্দর সুনাই লো
গান্থ মালতীর মালা।*
ঝইর‍্যা পড়্ছে সোনার বকুল গো
ঐ না গাছের তলা॥
ঐ না গাছের তলায় আইব
কন্যা তোমার চিকণকালা।+
সোনার নাগর আইব লইতে
কন্যা তোমার গান্থা মালা॥+
তোমার বিয়ার ঘটক আইব লো
কন্যা কালুকা বিহানে[১]।+
কেমন কইর‍্যা দিব গো বিয়া
মায় ভাবছে মনে মনে॥"

"বরমা[২] যে লেখ্যাছে কলম রে
সই কপালে আমার ++।

১। কলুকা বিহানে=আগামী কাল প্রভাতে। ২। বরমা=ব্রহ্মা।

পাঠান্তর:—* 'গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্যা লো মালতীর মালা।'
† 'তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লো কালুকা বিহানে।'
†† '—তোমার।'—।

ভাইব্যা চিন্ত্যা মায় মোর
কেবল দেখে অইন্ধকার ॥
কপালে থাকিলে বিয়া সই লো
বিয়া হইব নিশ্চয় ।+
কপালের লিখন সই লো
লিখন খণ্ডন না যায় ॥" +

এই ত না ঘটক ফির্‌য়্যা গেল গো
মায়ের পছন্দ না হয় ।
চান্দের সমান কন্যা গো
বর যে কালা হয় ॥
সুনাই সুন্দরী কন্যা গো
আন্ধারে উজলা ।+
ঘটকে আইনাছে বর গো
রান্ধনের হাড়ি কালা ॥+
এই ঘটক ফিইর্‌য়্যা গেল গো
আরে আর ঘটক আইল ।
সুনাইর বিয়া দিতে গো
মায়ের মন না উঠিল ॥
ধন জন আছে বরের গো
আছে সকল সম্পদ ।+
গায়ের বরণ কাঞ্চা সোনা
বরের পায়ে আছে গোদ ॥+
আর এক সম্বন্ধ আইল গো
বর বড়লোক ভারী ।+

দুই বউ মইর‍্যা গেছে গো
তিনে দিতে নাই ত পারি ॥+

যেমন সুন্দর কন্যা গো
তেমন না আইল বর।
তার মধ্যে থাক্‌ব জামাইর
বাড়ীত্[৩] বার বাংলার ঘর[৪]
সোনার কাত্তিক হইব জামাই
আরে যেমন চান্দের ছটা।
কুলে শীলে বংশে ভালা গো
হইব জমিদারের বেটা ॥
যতেক সম্বন্ধ আইল সোনাইর
মায় নাই সে বাসে[৫]।
এহি মতে আইল ঘটক গো
পর্‌তি[৬] মাসে মাসে ॥

(৪)

সুনাইর মামাবাড়ী দীঘলহাটি গ্রাম থেকে কিছু দূরে এক গ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। জমিদারের এক মাত্র পুত্র মাধব। মাধব তরুণ যুবক, যেমন কার্তিকের মত রূপ তেমনি বহুগুণে গুণান্বিত। মাধবের বিবাহ হয় নি, তাঁর সখ শিকার করা। শিকারের

৩। বাড়ীত্ =বাড়ীতে। ৪। বার বাংলার ঘর=সে কালে পূর্ব বঙ্গে প্রচলিত ব্যয় বহুল সুবৃহৎ খড়ের ঘর। ৫। নাই সে বাসে=পছন্দ করেন না। ৬। পরতি=প্রতি।

উদ্দেশ্যে দীঘলহাটি এসে মাধব দেখছেন সুন্দরী সুনাইকে। চার চক্ষুর মিলনও হয়েছে। তারপর—

ইকরের কড়্ মড়্ মাকড়ের না আঁশ[১]।
এই না বিরিক্ষে সোনার ফুল
আরে ফুটে বারো মাস ॥
বারো মাসে বারো ফুল রে
ফুইট্যা থাকে ডালে।
এই না পন্থে আইসে নাগর
পর্তি সইন্ধ্যা কালে ॥
হাতেতে খাগরের শর[২] নাগর
জুলুঙ্গা[৩] কান্ধে লয়্যা।
পালা-টুপি[৪] সঙ্গে নাগর
আইসে পন্থ দিয়া ॥
দেখিতে সোনার নাগর গো
আরে নাগর চান্দের সমান।
সুবর্ণ কাত্তিক যেমন গো
নাগরের হাতে ধনুক-বাণ ॥

১। ইকরের কড় মড় মাকড়ের না আঁশ=ইহা একটি প্রবাদ বাক্য। ইকড় একপ্রকার ঘনভাবে উৎপন্ন গুল্ম। ইকড়বনে চলিতে গেলে কড়্ মড়্ শব্দ হয়। প্রবাদটির অর্থ—অপথে ইকড় বনের ভিতর দিয়া চলিতে গেলে যেমন শব্দ হয় এবং মাকড়শার জাল মুখে জড়াইয়া যায়, সেই প্রকার গোপান প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়ে ও নানা অসুবিধা ঘটায়। ২। খাগরের শর=খাগড় নামে পরিচিত বাঁশের কঞ্চির মত গাছের ডাঁটায় লোহার ফলা বসানো তীর। ৩। জুলুঙ্গা=শিকার রাখিবার ঝোলা। ৪। পালা টুপি=শিকার ধরিবার জন্য প্রতিপালিত শিক্ষিত পাখি। মৈঃ গীঃ মতে পালিত ঘুঘু।

ঐ না পন্থ দিয়া নাগর গো
আনাগনা করে।
সোনাইরে দেইখ্যাছে নাগর
ঐ না গাঙ্গের ধারে ॥
গাঙ্গের পাড়ে কেওয়া বন গো
ফুলের গন্ধেতে হাইল[৫] ।*
মাধবের সঙ্গে স্থনাইর গো
পরথম দেখা হইল ॥
"আরে কোথায় থাকে স্থন্দর নাগর রে
আরে কোথায় বাড়ী ঘর।
মনের কথা কইবাম বা কারে
কে দিব উত্তর ॥
চাইর চক্ষু এক হইল রে
আরে পরাণ কাইড়্যা লইল।
কোন দৈবে মনের মান্থষ রে
আইন্যা দেখাইল ॥
কোন বা দেশে থাকে ভোমরা
আরে কোন বাগানে বৈসে।
কোন বা ফুলের মধু খাইতে রে
ভোমরা উইড়্যা উইড়্যা আইসে ॥
উইড়্যা উইড়্যা আইসে রে ভোমরা
ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা যায়।

৫। হাইল = আমোদিত।

পাঠান্তর :— * 'গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল।'

কোন বা ফুলের মধুর আশায় রে
ভমরা ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ধর্‌তাম্[৬] যদি পার্‌তাম্ ভোমরারে
আমি রাইতের নিশাকালে।
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায়
আমি রাখতাম্ খোপার ফুলে ॥
খাইতে দিতাম ফুলের মধু
তোমায় বইতে[৭] দিতাম পিড়ি।
শুইতে দিতাম শীতলপাটি
আমি সঙ্গে যাইতাম উড়ি ॥
পক্ষী হইলে সোনার বন্ধু রে
আমি রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে পরাণ বন্ধু রে
আমি রাখ্‌তাম্ খোঁপায় তরে ॥
কাজল হইলে রাখ্‌তাম্ বন্ধু রে
আমার নয়ানে ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম রে বন্ধু
আমি দেশান্তরী হইয়া ॥"

"ফুল তুল ফুল তুল কন্যা ফুলের পানে চাইয়া। +
একবার না দেখ কন্যা তোমার পিছনে ফিরিয়া ॥ +
ও তর রূপ দেইখ্যা রে, +
ও তর গান শুইন্যা রে, +
ও তর মালা গান্থা রে, +
দেইখ্যা শুইন্যা আমার মন না রয় ঘরে ॥ +

৬। ধরতাম = ধরিতে। ৭। বইতে = বসিতে।

জল ভর জল ভর কন্যা তুমি জলে দিছ মন।+
ঘাটের পাড়ে রইছি আমি না দেখ এক ক্ষণ॥+
একবার মুখ তুইল্যা রে,+
একবার নয়ান চাইয়া রে,+
একবার আমায় দেইখ্যা রে,+
হাসি মুখে কওনা কথা আমি যাই ফিরে॥+

ঘাটের পন্থে যাইছ কন্যা তোমার পায়ে বাজে মল।+
ঐ না বাজন্ শুইন্যা আমার পরাণ হয় বিকল[৮]॥+
আমি পর্‌ভাত[৯] কালে রে,+
আমি দুইপর বেলায় রে,+
আমি সইন্ধ্যা কালে রে,+
রাইতে স্বপন দেখি কন্যা আমি তোমারে॥+

ফুল তুল ফুল তুল কন্যা গান্থ ফুলের হার।+
ঐ না ফুলের মালা গাইন্থ্যা দিবা তুমি কার॥+
ঐ মালা পাইলে রে,+
মালা গলায় পরতাম্ রে,+
মালা বইক্ষে রাখতাম্ রে,+
ঐ না মালা পাইলে দিতাম পরাণ তোমারে॥+

ফুল তুল জল ভর কন্যা ঘাটের পন্থে যাও।+
আমার পানে চাইয়া কন্যা একবার কথা কও॥"+

৮। বিকল=ব্যাকুল। ৯। পরভাত=প্রভাত।

ঘাটের পথে না হয় কথা কেবল আনাগুনা।+
পরথম যইবন কন্যা লাজেতে সেয়ানা[১০] ॥
পরথমে লিখিল পত্র মাধব সুন্দর।
সল্লার হস্তে দিল পত্র কইয়া বিস্তর।+
পত্র পাইয়া কন্যা পড়ে সাবধানে।
মাধব লেখ্যাছে পত্র পড়ে মনে মনে ॥
একবার দুইবার তিনবার পড়ে।
পত্র পড়িতে কন্যার দুই আখি ঝরে ॥

"দেইখ্যাছি সুন্দরী কন্যা
তোমারে পন্থে একেশ্বর[১১]।"*
সেই হইতে বাউরা[১২] আমি
ছাইড়্যা আইছি ঘর ॥+
গাঙ্গের পাড়ে হিজল গাছ লো
গাছে চিড়ল্ চিড়ল্ পাতা।
জলের ঘাটে যাইও কন্যা গো
আমি কইবাম্ মনের কথা ॥
গাঙ্গের পাড়ে আছে গো কন্যা
সেই না কেওয়া পুষ্পের বন।
নিরালায় বসিয়া করবাম্ লো
প্রেম আলাপন ॥

১০। সেয়ানা=চতুর। ১১। একেশ্বর=একলা। ১২। বাউরা =চিন্তায় পাগল।

পাঠান্তর :— * "দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর।"

তোমার লাইগ্যা হইলাম রে কন্যা
আমি যে পাগলা।
তুমি আমার মুখের মধু রে কন্যা
আমার গলার পুষ্প মালা॥
বাপের আছে ধনদৌলত
লাখের জমিদারী[১৩]।
তোমারে দিয়াম লো কন্যা
আমি অগ্নিপাটের শাড়ী॥
বাড়ীর আগে ফুল বাগিচা
ফুল লাল আর নীলা।
ফুল তুইল্যা দিবাম লো কন্যা
তুমি গাইন্থ মালা॥
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট
আছে চৌকুনা পুষ্কুণি*।
তুমি কন্যা জলে যাইতে লো
সঙ্গে যাইবাম্ আমি॥
ভরিতে না পার কলসী †
ভইর্যা দিবাম কোলে।
তোমারে লইয়া কন্যা
আমি সাতার দিবাম জলে॥

১৩। লাখের জমিদারী = লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী।

পাঠান্তর :— * '—আছে পুষ্করিণী।'
† '—পার কন্যা।'

বাহুতে পরাইয়া দিবাম্
তোমার বাজুবন্ধ তার।
হীরা-মোতি দিয়া দিবাম
কন্যা তোমার গলার হার॥
বাপের বাড়ীত্ আছে গো কন্যা
আমার জলটুঙ্গীর[১৪] ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া কন্যা
তুমি করিবা পশর[১৫]॥
বাড়ীর মধ্যে আছে লো কন্যা
সেইনা কামটুঙ্গীর[১৬] বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি
মোরা খেলাইবাম্ পাশা॥
গলায় গান্থিয়া দিবাম
তোমার জুনাকির মালা।
বাসরে শিখাইবাম কন্যা
তোমায় কত খেলা *॥
বাগানের বাছা ফুলে
তোমার বাইন্ধ্যা দিবাম্ চুল।
টোনা[১৭] ভইরা তুইল্যা আনবাম্
কন্যা মালতীর ফুল॥

১৪। জলটুঙ্গী ঘর=গ্রীষ্মকালে বাস করিবার জন্য জলাশয়ের মধ্যে নির্মিত শীতল গৃহ। ১৫। পশর=আনন্দে বিশ্রাম। ১৬। কামটুঙ্গী=চারিদিকে খোলা বারান্দাযুক্ত দ্বিতলের গৃহ। ১৭। টোনা=ফুলের সাজি, মৈঃ গীঃ মতে 'বস্ত্রাঞ্চল'।

পাঠান্তর :— * '—তোমায় রতিকলা।'

ধন দিবাম দৌলত দিবাম্
আর দিবাম্ পরাণ।
খুশী মনে কর লো কন্যা
আমারে মালা দান *॥"

মাধবের পত্র পেয়ে সুনাই আশার আলো দেখতে পেল। সে তার মনের কথা পত্রে খুলে লিখল—

শুন রে পরাণের বন্ধু
তুমি শুন দিয়া মন।
আমি যে কুমারী কন্যা
আমার আছে কুল মান ॥+
মা ও মাতুল মোর
আছে তারা ঘরে।
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া
দিব ভালা বরে ॥
আমার কথা শুন রে বন্ধু
আমার কথা ধর।+
মাতুলের কাছারে[১৮] তুমি
বিয়ার পরস্তাব কর ॥+
ফুল হইয়া ফুট্‌তাম রে বন্ধু
যদি ঐ না কেওয়া বনে।

১৮। কাছারে=সমীপে।

পাঠান্তর :— * '—আমারে যৌবন দান।'
+ 'বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন ॥'

নিতি নিতি হইত রে বন্ধু
দেখা তোমার সনে ॥
তুমি যদি হইতা রে বন্ধু
আমার আশ্‌মানের চান্‌[১৯] ।
রাইতের নিশায় চাইয়া থাকতাম
আমি খুলিয়া নয়ান ॥
তুমি যদি হইতা রে বন্ধু
ঐ সে নদীর পানি ।
তোমারে চাহিয়া দিতম
আমার তাপিত পরাণি ॥
একে ত অবলা নারী
আমি ঘরে বন্দী রই ।
দারুণ দুঃখের জ্বালা
কেম্‌নে রইয়া রইয়া সই[২০] ॥
যেই দিনে দেইখ্যাছি বন্ধু রে
তোমায় ঐ না জলের ঘাটে ।
সেই দিন হইতে পাগলা মন
আমার ফিরে বাটে বাটে[২১] ॥
মায়ে রে না কইতে পারি
আমি আপন মনের কথা ।
কত দিনে পুরিব আশা বন্ধু
যাইব মনের ব্যথা ॥

১৯। চান্‌=চাঁদ। ২০। রইয়া রইয়া সই=প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া নীরবে সহ্য করি। ২১। বাটে=পথে।

কত দিনে হইব বন্ধু
তোমার সঙ্গেতে মিলন।
দূরের পানে চাইয়া বন্ধু
লিখিলাম লিখন ।।"*

চন্দন ফুলের মালা আর পত্রখানি।
দূতীর অইঞ্চলে বাইন্ধ্যা দিল যে মেলানি[২২] ।।
পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়।
পরথম যইবনে কন্যা করে হায় হায় ।।

(৫)

দীঘলহাটি গ্রাম যে পরগণায় অবস্থিত, সেই পরগণার দেওয়ানের ডাক নাম 'দেওয়ান ভাবনা'। দেওয়ান ভাবনা অতিশয় লম্পট, পরগণার মধ্যে কোনো সুন্দরী নারীর সন্ধান পেলে সেটিকে সে হস্তগত করে। তার এই কুকর্মে যে ব্যক্তি প্রধান সহায় তার নাম 'বাঘরা'। বাঘরা সুনাইকে দেখেছে, দেখে—

দারুণ দুর্জন্যা[১] বাঘরা রে কোন কাম করে।
খবর কইল গিয়া গিয়া ভাবনার গোচরে ।।
বইস্যা আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলা ঘরে।
এমন সময় বাঘরা গিয়া জানাইল তারে ।।
"পরগণা মহলে আছে পরম সুন্দরী।
ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হুরপুরী[২] ।।

২২। মেলানি=বিদায়।
১। দুর্জন্যা=দুর্জনতার অতিশয়োক্তি।

পাঠান্তর :—* "দূরের পানে চাইয়া কন্যা লিখিল লিখন

বারো বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে[৩] ।
এমন সুন্দর কন্যা নাই কারো ঘরে ॥
বিয়া না হইছে কন্যার বিয়ার বাকি আছে ।
তুমি যদি কর সাদী আইন্যা দিবাম পাছে ॥
সাদী না করিয়া যদি সরে[৪] লইয়্যা যাও ।+
ইনাম বকশিস পাইবা যত তুমি চাও ॥
এমন সুন্দর নারী নাই নবাবের হাউলীতে[৫] ।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা কর কাম কইলাম বিধিমতে ॥"+

কথা শুইন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন কাম করিল ।
বাঘরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল ॥
ধন পাইয়্যা খুশী মনে বাঘরা চইল্যা যায় ।+
একেবারে সোনাইর মামার বাড়ী দাখিল হয়[৬] ॥+

"শুন শুন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে ।
এক যে সুন্দর কন্যা আছে তোমার ঘরে ॥
জল বাইছে যাইতে দেওয়ান দেইখ্যাছে তাহারে ।*
সেই হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে ॥
তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেও গো সাদী ।
ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইব বাঁদী ॥
বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকুণা পুষ্কুণা ।
শানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটের সিঁড়িখানি ॥

২। হুরপুরী=স্বর্গের অপ্সরী। ৩। উতরে=পার হয়। ৪। সরে=রাজধানী শহরে। ৫। হাউলী=নানা উপায়ে সংগৃহীত সুন্দরী নারীদের রাখিবার জন্য সুরক্ষিত ভবন। ৬। দাখিল=উপস্থিত হইল।

পাঠান্তর :—*"জল বাইতেছে দেওয়ান ভাবনা দেইখ্যাছে তাহারে ॥"

বাউন্ন পুরা[৭] জমিন দিব লেখ্যা লাখেরাজ।
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ॥"

একেত ভাটুক ঠাকুর যজমান্যা বামুন।
সেইত পাইল আবার জমির লোভন॥
আর ত ভাবিল মনে কন্যা নাই সে দিলে।+
পরাণে মারিয়া লইব কন্যা নানা ছলে॥+
সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জন্যা বাঘরায়।
জাতি মাইর‍্যা বিয়া দিব মনেতে গুছায়[৮]॥
মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়।
কানা কানি হানা হানি শব্দে শুনা যায়॥

(৬)

সুনাই মাধবকে যে পত্র লিখেছে তাতে উভয় পক্ষের অভিভাবক প্রথামত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে সব ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু সে অবকাশ আর পাওয়া গেল না, মামার সঙ্গে বাঘরার ষড়যন্ত্রের কথা সুনাই জানতে পেয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। শেষে একদিন সে জানতে পেল সেই দিনই রাত্রে মামা তাকে দেওয়ান ভাবনার চর বাঘরার হাতে ধরিয়ে দেবেন। এই ষড়যন্ত্র জানতে পেয়ে সুনাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এমন সময় সল্লা এসে বলল,—

"কি কর সুন্দর কন্যা একেলা নিরালা।
আইজ কেন না গান্থ কন্যা তোমার পুষ্প মালা॥

৭। বাউন্ন পুরা—প্রায় চল্লিশ বিঘা। ৮। গুছায়=প্রথমে দেওয়ানের হাতে তুলিয়া দিলেই কন্যার জাতি নষ্ট হইবে। তাহার পর বিবাহ দিতে আর অসুবিধা হইবে না, এই পরামর্শ করে।

কাইল দিছিলাম পত্র লো ঐ না পদ্ম পাতে।
কোন জনা লিখ্যাছে পত্র কিবা লেখা তাতে ॥
গেরামে শুনিতে পাই কথা কানা কানি।+
ছুইট্যা আইলাম আমি বড়ো বিপদ মানি ॥”+

“শুন শুন সল্লা সই* কই যে তোমারে।
পত্র লয়্যা যাও তুমি বন্ধুর গোচরে ॥
আইজ সইন্ধ্যাকালে বন্ধু গ' মোরে লয়্যা যায়।
সইন্ধ্যা তারা নিব্যা[১] গেলে না দেখি উপায় ॥
দুর্জন দুশ্‌মন মামা দুশমনি করিয়া।
দেওয়ানের কাছে আইজ মোরে দিব বিয়া ॥
এই কথা বাহিয়া[২] আইস বন্ধুর গোচরে।
সইন্ধ্যা বেলা এথা হইতে লয়্যা যায় মোরে ॥”

পত্র লইয়া দূতী ত্বরিত করিল গমন।
মাধবের নগরে গিয়া দিল দরশন ॥
পত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া।
আর বার ফিরে দূতী কিবা পত্র লইয়া ॥
“শুন শুন কন্যা তুমি ভয় না করিবা।+
সইন্ধ্যা কালে জলের ঘাটে তুমি সে আইবা ॥+
মন পবনের নাও[৩] লয়্যা ঘাটে থাকবাম্ আমি।+
সেই নায় উঠিয়া সুখে চইল্যা আইবা তুমি ॥”+

১। নিব্যা=নিভিয়া। ২। বাহিয়া=জানাইয়া। ৩। মন পবনের নাও=দ্রুতগামী বাইছের নৌকা।

পাঠান্তর :—* '—দূতী—'। + '—দূতী—'।

পত্র না পড়িয়া কন্যা ভাবিত হইল।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা সল্লা সইরে কইতে লাগিল ॥+

"কাইল যে দেইখ্যাছি আমি অতি দুঃস্বপন।
জলের ঘাটে যাইতে সই আমার নাই সে চলে মন ॥
বাঁও[৪] আখি ঝরে মোর তরাসে কাঁপে বুক।
আইজ কেন ঘন ঘন আমার শুকাইছে মুখ ॥
খাইল্যা[৫] কলসী কান্ধে আইজ তুলিতে না পারি।
কিবা জানি কি হইল মোর কও সে বিচারি* ॥
যাইতে জলের ঘাটে আমার নাই সে চলে পাও।
শুকনা ডালেতে বইস্যা কাগায়[৬] করে রাও[৭] ॥
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিকটিকী আর যত অলক্ষণ ॥
জলে না যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে।
কি জানি কপালে মোর কত দুখু: আছে ॥"

সুনাই স্থির করল, সন্ধ্যা কালে নদীর ঘাটে যাবে না; কিন্তু বেলা যতই পড়ে আসতে লাগল, ততই সে উতলা হয়ে উঠল। শেষে সন্ধ্যার কিছু আগে সল্লা-সই এলে সুনাই ব্যাকুল হয়ে বলল,—

"শুন শুন প্রাণের সই কই যে তোমারে।
জলের ঘাটে না যাইলে না পাইবাম বন্ধুরে ॥

৪। বাঁও=বাম। ৫। খাইল্যা=খালি, শূন্য। ৬। কাগায়=কাক পাখিতে। ৭। রাও=শব্দ, ডাকে।

পাঠান্তর:—* '—কহ শীঘ্র করি।'

আমারে না দেইখ্যা বন্ধু যাইব চলিয়া।*
আর না পরাণের বন্ধু আসিব ফিরিয়া॥"

এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে।
খাইল্যা কলসী তুইল্যা কন্যা লইল কাঁকালে॥
আগে যায় সল্লা সই পাছেতে সুনাই।
দৈবের নির্বন্ধ কথা সভারে জানাই॥
বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে।
সুনাই রে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে॥
ডাক ছাইড়্যা[৮] কান্দে সুনাই উপায় না দেখিয়া।+
দারুণ দুশমন বাঘরা রাইখ্যাছে ধরিয়া॥+
পরতিবাসী না আসিল না আসিল মামা।+
বাঘ ত ডরায় দেইখ্যা দেওয়ান ভাবনা॥+
দুর্জন দেওয়ান ভাবনা ক্ষেমতা অপার।+
তার কামে বাধা দিলে করে মহামার॥+
ঘর পুড়াইয়া দেয় বাইন্ধ্যা দেয় শূলে।
জাতি ধর্ম না বাচিব দেওয়ানে ঘাটিলে॥
বাঘবার হাতে পইড়্যা কান্দে সুন্দরী সুনাই।+
ঘাটে পইড়্যা কান্দে মাও পরাণের সল্লা সই॥
মায়ের কান্দনে ঝরে বিরিক্ষের কাঞ্চা পাতা।+
অভাগী সুনাইর দুঃখে ঢইলে পড়ে লতা॥+

সুনাই রে ভাবনায় লয়্যা যায় রে—,
ডাক ছাইড়্যা কান্দে সুনাই কইর‍্যা হায় হায় রে।

৮। ডাক ছইড়্যা =চিৎকার করিয়া।

পাঠান্তর :—* '—কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব চলিয়া।'

"কইও কইও কইও দূতী
কইও মায়ের আগে।
আমারে যে লইয়্যা যায়
দেওয়ান ভাবনা বাঘে ॥*
(ভাবনায় লয়্যা যায় রে)।
কইও কইও কইও দূতী
কইও মামীর আগে।
আমার কাখের কলসী রইল
ঐ না নদীর ঘাটে ॥
(ভাবনায় লয়্যা যায় রে।)
কইও কইও কইও দূতী
দুশ্‌মন মামার ঠায়।
বাউন্ন পুরা জমিন লয়্যা
সুখে বইস্যা খায় ॥
কইও কইও কইও দূতী
পরাণ বন্ধুর আগে।
বন্ধুরে জানাইও সুনাইরে
খাইছে ভাবনা বাঘে ॥
সাক্ষী থাইক চান্দ সুরুজ[৯]
আর দিবস রজনী।
বন্ধুরে জানাইও তোমরা
আমার দুঃখের কাইনী[১০] ॥†

৯। সুরুজ র্য। ১০। কাইনী=কাহিনী।

পাঠান্তর :—* '—চরে।'
† 'বন্ধুর লাগল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী ॥'

উইড়্যা যাও রে বনের পঙ্খী
তোমার নজর বহু দূরে।
বন্ধেরে[১১] কইও সুনাইরে
লইয়্যা গেল চোরে॥
গাঙ্গের পাড়ের হিজল গাছ
তোমারা শুন আমার ব্যথা।
প্রাণ বন্ধুরে লাগাল পাইলে
কইও আমার কথা॥
গাঙ্গের পাড়ের কেওয়া ফুল
তোমরা ফুইট্যা রইছ ডালে।
দুক্কের কথা কইও আমার
বন্ধুর লাগাল পাইলে॥
সাক্ষী হইও নদী নালা[১২]
আর বনের পশু পঙ্খী।
অভাগী সুনাইরে আইজ
দিল কাল বিধাতা ফাঁকি॥
সত্যযুগের পবন সাক্ষী
আমার আর ত সাক্ষী নাই।
বন্ধুর আগে কইও তোমার
মইর্যাছে সুনাই॥
কি করিলাম দুক্কের কপাল
আমি কেন বা আইলাম জলে।
সেই কারণে যজ্ঞের ঘিরৃত[১৩]
আইজ খাইল চণ্ডালে॥

বন্ধেরে = বন্ধুকে ১২। নালা = খাল। ১৩। ঘিরৃত = ঘৃত।

আগে যদি জান্‌তাম রে দুঃক্ষু
আমার এই ছিল কপালে।
কাষ্ঠের কলসী গলাত্‌ বাইন্ধ্যা
আমি ডুইব্যা মরতাম জলে ॥
আইব বইল্যা পরাণ বন্ধু
না আইল কিয়েরে[১৪] ।*
না জানি পরাণের বন্ধু
আইজ পইড়্যাছে কি ফেরে ॥
না আইল না আইল বন্ধু
ক্ষতি নাই সে তাতে।
না জানি বিপদে বন্ধু
পইড়্যাছে কি পথে ॥
বিষম নদীর ঢেউ রে
আইজ অলছ্‌-তলছ্‌[১৫] পানি।
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর
ডুইব্যাছে নাওখানি ॥
ভালা থাকুক আমার বন্ধু
দেব্‌-দেবতার বরে।+
স্থখেতে থাইক রে বন্ধু
তুমি আপনার ঘরে ॥+
আমি রে অভাগিনী নারী
আমার কপাল পুইড়্যা গেল।

১৪। কিয়েরে=কিসের জন্য। ১৫। অলছ-তলছ=উচ্ছল, উদ্দাম।

পাঠান্তর :—* 'আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে

ইয়ার লাইগ্যা[১৬] পরাণ বন্ধু
ঘাটে না আইল ॥
উইড়্যা যাও রে বনের পঙ্খী
পঙ্খী খবর দিও তারে ।
তোমার সুনাইরে লয়্যা যায়
আইজ দেওয়ান ভাবনার ঘরে ॥
হায় আমারে ভাবনার লয়্যা যায় রে ॥
সুন্দর দেইখ্যা ভাবনায় লয়্যা যায় রে ।
লয়্যা যায় লয়্যা যায় লয়্যা যায় রে ॥"

পানসীতে বন্দিনী সুনাই কান্দে উচ্চ স্বরে ।+
পারে[১৭] থাইক্যা লোকে শুনে সভয় অন্তরে ॥
হেনকালে আইসে মাধব নায়ে মনপবন ।+
কানেতে পশিল তার নারীর কান্দন ॥+
মন পবনের নাও সেই বাতাসের আগে উড়ে ।+
মাধবের হুকুমে নাও পানসী নাও ধরে ॥+
"কেবা যাও রে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও ।
কার ঘরের যুবতী নারী ধইর্যা লয়্যা যাও ॥
কিসের লাইগ্যা কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়া ।"
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া ॥
মাধবের ডাক সুনাই যখন শুনিল ।
ডাক ছাইড়্যা কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল ॥
জলের উপর হইল রণ সেই নিশির আমলে ।
কোথায় রইল দাড়ী মাঝি পইড়্যা মরে জলে ॥

১৬ । ইয়ার লাইগ্যা =ইহার জন্য । ১৭ । পারে =নদীর দুই তীরে

সুনাইরে উদ্ধার কইর‍্যা মাধব সুন্দর।+
মনপবনের নায়ে গেল আপনার ঘর ॥+

কিসের বাদ্য বাজে আইজ মাধবের নগরে
আইল্[১৮] আনন্দে গেরাম তোলপাড় করে
তুইল্যা আন বনের ফুল আইঞ্চল ভরিয়া।
মাধবের সাথে আইজ সুনাইর বিয়া ॥
পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল জুকার[১৯]।
বাসর সাজাইতে কেউ গান্থে পুষ্প হার।
জল ভরে পুরনারী নদীর ঘাটে গিয়া।
সুনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া ॥

(৭)

ইহার পরে হইল কিবা শুন সভাজন।+
দারুণ দুশ্‌মন বাঘরা দেওয়ান সে দুর্জন ॥+
সল্লা[১] কইরা দুইজনে পরাণা ফরমাইল[২]।+
মাধবের বাপের উপরে পরাণা জারি হইল ॥+

"পুত্রেরে করাইছ বিয়া সুন্দর কন্যার সাথে।+
নজরমরেচা[৩] তুমি দিবা বিধিমতে ॥+
চোদ্দ হাজার রূপয়া দিবা ইহার কম নয়।+
দেওয়ানে[৪] হাজির হইবা আপনি[৫] নিশ্চয় ॥+

১৮। আইল্ =উদ্দাম। ১৯। জুকার =উলুধ্বনি।

১। সল্লা =পরামর্শ। ২। ফরমাইল =রচনা বা মুশাবিদা করিল। ৩। নজরমরেচা =মুসলমান শাসনাধীন অমুসলমান প্রজাদের দেও বিবাহ কর। ৪। দেওয়ানে =দেওয়ানের দরবারে। ৫। আপনি =স্বয়ং।

হপ্তা হইলে পার পরাণা হইব জারি। +
বাজেয়াপ্ত হইব তোমার সব জমিদারী ॥ +
পরাণা[৬] পাইয়া বাপে কোন কাম করে। +
সোনা দানা যাহা ছিল বেইচ্যা[৭] ট্যাকা ভরে[৮] ॥ +
ট্যাকা লয়্যা মাধবের বাপ করিল গমন। +
দেওয়ানের দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ +
নজরমরেচার ট্যাকা জমা যে লইয়া। +
দেওয়ান ভাবনা কয় জমিদারে ডাকিয়া ॥ +
"তোমার পুত্র মাধব সে যে আমার দুশ্‌মন্‌। +
আমার গরাস[৯] কাইড়্যা লয় অতি সে দুর্জন ॥ +
আমার পরগণায় থাইক্যা গোস্তাকি[১০] তাহার। +
না চলিব পাইতে হইব উচিত বিচার ॥ +
মাধবেরে হাজির কর আমার দেওয়ানে। +
না করিলে হাজতে থাক জান পরশানে[১১] ॥ +

পাইক-পশ্চানে দেওয়ান হুকুম কবিল। +
জমিদাররে বাইন্ধ্যা তারা হাজতে লইল ॥ +

"কি কর মাধব তুমি গিরেতে বসিয়া।
তোমার বাপেরে দেওয়ান রাইখ্যাছে বান্ধিয়া ॥" *

৬। পরাণা = পরোয়াণা, নোটিশ। ৭। বেইচ্যা = বিক্রয় করিয়া ৮। ভরে = পরিপূরণ করে। ৯। গরাস = গ্রাস। ১০। গোস্তাকি = স্পর্ধা। ১১। জান পরশানে = জীবন বিপন্ন করিয়া।

পাঠান্তর :—* "তোমার বাপে দেওয়ান ভাবনায় নিয়াছে বান্ধিয়া ॥"

এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে।
ভাওলিয়া[12] সাজাইয়া গেল দেওয়ানের দরবারে॥
মাধবরে পাইয়া ভাবনা বাইন্ধ্যা ফেলিল।+
হাতে পায়ে লোহার শিকল বুকে পাথর দিল॥+
গর্জন কইর‍্যা কয় ভাবনা "সুনাইরে আন্।+
সুনাইরে আইন্যা দিলে তর বাচিব পরাণ॥"+

বাপে পুতে রইল তারা দেওয়ানের হাজতে।+
পরকাশ না হইল কথা সুনাইর কানেতে॥+

(৮)

আযাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পানসীখানি॥
একেলা ঘরেতে সুনাই কেবল সঙ্গে দাসী।
এইখানে শুনিও সেইনা সুনাইর বারোমাসী॥
একেলা ঘরেতে রইল সুনাই যুবতী।
সুনাই কান্দিয়া কয় শুন সল্লা দূতী॥

আষাঢ় মাস গেল দূতী
এইনা আশার আশে।
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু
আমার রইল বৈদেশে[1]॥

১২। ভাওলিয়া—পূর্ববঙ্গে ভাওয়াল পরগণায় প্রস্তুত সুসজ্জিত প্রমোদ তরণী

১। বৈদেশে=বিদেশে।

শাওন[২] মাসেতে দূতী
আমি পূজিলাম মনসা ।*
সেইতে না পূরিল সইগো
আমার মনের আশা ॥
ভাদ্দর মাসেতে দূতী
ঐ না গাছে পাকন্[৩] তাল ।
ভাইব্যা চিন্ত্যা দুঃখে আমার
গেল যইবন কাল ॥†
আশ্বিন মাসেতে আইল
দূতী দুর্গাপূজা দেশে ।
না আইল পরাণের বন্ধু
দুর্গা পূজার আন্দেশে[৪] ॥††
কাত্তিক মাসেতে দূতী
ঐ না শুকায় নদীর পানি
আইব[৫] আমার পরাণবন্ধু
আমি মনে অনুমানি ।**
আইল না রে পরাণের বন্ধু
এই না কাত্তিক মাসও যায় ।
বাইরে কান্দে দাস দাসী
আরে ঘরে কান্দে মায় ॥

২। শাওন=শ্রাবণ। ৩। পাকন=পরিপক্ক। ৪। আন্দেশে=আমোদ প্রমোদে। ৫। আইব=আসিবে।

পাঠান্তর :—* '—দূতী পূজিলা মনসা ।'—
† 'ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে (সুনাইর) গেল যৈবন কাল ।'
†† '—বন্ধু দুর্গামায় পূজিতে ॥'—
** 'আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি ॥'

আগণ মাসেতে দূতী
নয়া শীতের কুয়াসা।
পরাণ বন্ধু বৈদেশে রইল
আমার না মিটিল আশা ॥
পৌষমাসে পোষা-আন্ধি[৬]
অঙ্গ কাঁপে শীতে।
একেলা শয্যায় শুইয়্যা থাকি
রইল বন্ধু বৈদেশে ॥*
পৌষ গেল মাঘ রে গেল
আইল ফালগুন মাস।
বসন্তে বন্ধু ঘরে নাই
বাড়িল দ্বিগুণ হুতাশ ॥ †
কি বুঝিবা আরে দূতী
কাল বসন্তের জ্বালা।
যার ঘরেতে নাই সে পতি
যইবতী একেলা ॥
চৈতর[৭] মাসেতে দূতী
ঐ না বইছে চৈতালী[৮]।
দেশে না আইল বন্ধু
আমি হইলাম পাগলী ॥

৬। পোষা আন্ধি=পৌষমাসে ঘন কুয়াসা জনিত অন্ধকার। ৭। চৈতর =চৈত্র। ৮। চৈতালী=চৈত্রমাসের দমকা হাওয়া। মৈঃ গীঃ মতে বসন্ত কালীন বায়ু।

পাঠান্তর :—* 'একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে।'
† 'বসন্তে যৌবন জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল ॥'

চৈত মাসও গেল রে দূতী
বচ্ছর হইল শেষ।
এক দিন না বান্ধা হইল *
অভাগীর চিকণ কেশ॥
একদিনও বাগিচার ফুল
আমি না লইলাম তুলিয়া
মধুর যইবন গত হইল
আমার ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
আখির জলে আখি ঘোলা †
যইবন হইল কালি।
কোন বা কুঞ্জে বিরাজ করে
দূতী আমার বনমালী॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী
গাছে পাকন আম।
কপাল বাইয়া পড়ে আমার ††
জ্যৈষ্ঠ মাইস্যা ঘাম॥
তালের পাঙ্খা লয়্যা বাতাস
করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয়
মন যার উদাসী॥"

পাঠান্তর :—* '—না বন্ধিলাম—'
† 'গায়েতে পড়িল··· —'
†† '—পড়ে কন্যার—।'

(৯)

বচ্ছর চলিয়া গেল সুনাই না আইল। +
বাঘরার সঙ্গে ভাবনা সল্লা যে করিল ॥ +
সল্লা কইর‍্যা মাধবের বাপেরে আনিয়া। +
দেওয়ান ভাবনা কয় তারে বুঝাইয়া ॥ +
"তোমারে ছাইড়্যা দিলাম চইল্যা যাও দেশে। +
হপ্তা মধ্যে সুনাইরে চাই কইছি অবশেষে [১] ॥ +
হপ্তা হইলে পার মাধবেরে লইয়া। +
নিরলক্ষ্যার চরে[২] কবর দিবাম্ বান্ধিয়া ॥" +

সুনাইর শ্বশুর আইল দেশেতে ফিরিয়া।
বধূর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
"তুমিত পরাণের বধূ কই যে তোমারে।
একপুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে ॥
সেও পুত্র হারা হইলাম কপালের দোষে।
তোমার লাইগ্যা দেওয়ান মোরে অপযশে ॥
আমারে বান্ধিয়া রাখে দেওয়ান ভাবনা সহরে।
মাধবেরে রাইখ্যা * দেওয়ান ছাইড়্যা দিল মোরে ॥
শুন বধূ তুমি যদি কিরপা[৩] নাই সে কর।
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ঘর ॥
দুরন্ত দুর্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা[৪] যে করে।
তোমারে পাইলে ছাইড়্যা দিব মাধবেরে ॥

১। কইছি অবশেষ = শেষ কথা বলিতেছি। ২। নিরলক্ষ্যার চর = নদীর যে চরে জনমানব নাই। ৩। কিরূপা = কৃপা। ৪। পর্তিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা।

পাঠান্তর :—* '—পাইয়া—।'

বংশের পর্‌দীম * পুত্র এক বিনে নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই ॥”

এই না কথা শুইন্যা সুনাইর
চউখে আইসে পানি।
আউলা কেশ বাইন্ধ্যা কন্যা
মুছে চউখের পানি ॥
ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল
কন্যা আপন শ্বশুরে।
পতি উদ্ধরিতে যাইব
ভাবনার সওরে[৫] ॥
সঙ্গে লইল জরের লাড়ু[৬]
সুনাই কটরায়[৭] ভরিয়া।
পরভাত কালে উইঠ্যা কন্যা
নায়ে দিল পা[৮] ॥
ঘাটে কান্দে শ্বশুর শাউড়ী
যত দাস দাসী।+
নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া কান্দে
পাড়া পরতিবাসী ॥+
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে
মেঘ গেল ছাইয়া।+
দিনের সূরুজ্ ডুইব্যা গেল
আন্ধাইর করিয়া ॥+

৫। সওরে=সহরে। ৬। জরের লাড়ু=প্রাণঘাতী বিষবড়ি।
৭। কটরায়=কৌটায়। ৮। নায়ে দিল পা=নৌকায় উঠিল।

পাঠান্তর :—* ‘বংশের নিদান—।’

বনের পশু পঙ্খী কান্দে
নদীর কান্দে ঢেউ।+
চইল্যা যায় রে সুন্দর সুনাই
আর না দেখিব কেউ ॥+

নদী বাইয়া যায় চইল্যা সুন্দর ভাওয়ালিয়া।
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়া ॥
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন কাম করে।
সুনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে ॥
সুনাই রে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান।
দেখিতে যইবতী কন্যা পূন্নু মাসীর চান ॥
হাতে জরের লাড়ু কন্যা অতি সাবধান।+
পতি উদ্ধারিতে কন্যা পাইত্যাছে[৯] রূপের ফান্দ[১০]+
সেই ফান্দে দেওয়ান ভাবনা ধরা যে পড়িল।+
দূরে রাইখ্যা কন্যা তারে হুকুম যে করিল ॥+

"শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কই যে তোমারে।
আমার সোয়ামী বন্দী আছে তোমার ঘরে ॥*
আমার সোয়ামীরে আগে করিবা খালাস।
তবে সে মিটাইবাম্ আমি তোমার মনের আশ ॥
শুন শুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা।
না কয় যেন আমার কথা যতেক খবরিয়া[১১] ॥

৯। পাইত্যাছে=পাতিয়াছে। ১০। ফান্দ=ফাঁদ। ১১। খবরিয়া =সংবাদ দাতা।

পাঠান্তর :— * "প্রাণের বন্ধু বন্দী কইরা রাখছ তোমার ঘরে ॥"

আমি যে আইছি গো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে
এই কথা না জানাইবা তুমি আমার সোয়ামীরে ॥*
খালাস হইয়া যায় সোয়ামী আমি নয়ানে দেখিব ।+
তবে ত তোমার আশা পূরণ হইব ॥”+

কন্যার কথা শুইনা দেওয়ান কোন কাম করে ।
মিরদারে হুকুম কইর‍্যা দেওয়ান আনে মাধবেরে ।+
বন্দীখানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর ।
হাতে পায় আছিল তার লোহার শিকল ॥
যেই ভাওলিয়া লয়্যা সুনাই আসিল ।
সেই ভাওলিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল ॥
মাধবেরে লয়্যা ভাওয়াল্যা ঘাট ছাইড়্যা যায় ।+
বারবাংলা ঘরে বইস্যা কন্যা দেখিবারে পায় ॥+
খালাস পাইয়া মাধব যায় সুনাইর সুখ ।+
সোয়ামী খালাস পাইল সুখে ভইর‍্যা উঠে বুক ॥+
শেষ দেখা দেখিল সুনাই
বইস্যা ভাবনার ঘরে ।+
আর না দেখিব সুনাই
পরাণ বন্ধু মাধবেরে ॥ +

(১০)

মুক্তি পাইয়া মাধব আরে গেল নিজে দেশে
সুনাইর কি হল দশা শুন অবশেষে ॥

* ‘এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে ।’

নিশি রাইত মেঘে আন্ধা
আশ্‌মানে নাই তারা।
বারবাংলার ঘরে সুনাই
চৌদিকে পাহারা॥
মায়ের পায়ে করে সুনাই
আইজ কোটি নমস্কার।
উর্‌দিশে বিদায় মাগে
কন্যা কইর‍্যা হাহাকার॥
তারপরে স্মরিল কন্যা
সোয়ামী মাধবের মুখ।
আন্ধাইর ঘরে বইস্যা কন্যা
পাইল মনে বড়ো সুখ॥*
সোয়ামীর চরণে জানায়
কন্যা শতেক ভকতি।
তার পরে স্মরিল সুনাই
মাও দুর্গা ভগবতী॥
আশমান কালা জমিন রে কালা
আরে কাল নিশা যামিনী
বিষের কটরা খুইল্যা লইল
কন্যা জনম-দুঃখিনী॥
হায় রে শিশুকালে বাপ মইল[১]
এতেক নাই রে মনে।

১। মইল = মরিল।

পাঠান্তর :—* 'আন্ধাইরে পাইল কন্যা মনে সুখ।'

সেইত দুঃখের কথা আইজ
কন্যার পইড়্যা গেল মনে ॥*
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে
আরে মেঘ কান্দে রইয়া[২] +
আশমানেতে তারা কান্দে
আরে মেঘে মুখ ঢাকিয়া ॥ +
নদীর ঢেউ কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা
হায়রে পাড়ে আছাড় খায় । +
সুন্দরী সুনাই রে আইজ
সব ছাইড়্যা যায় ॥ +
ঘরে আন্ধার বাইরে আন্ধার
আইন্ধারে দিক্ হারা । +
বিষের লাড়ু খাইল সুনাই রে
সুনাই রূপের পশরা[৩] ॥ +
পইড়্যা রইল সাধের সংসার
সাধের সোয়ামী ঘরবাড়ী । +
সুন্দরী সুনাই রে গেল
আইজ সুন্দর দেহ ছাড়ি ॥ +
ফুইট্যাছিল বসন্তে ফুল
আরে বন আলো করিয়া । +
দুরন্ত চৈতী ঝড়ে হায় রে
ফুল ফেলিল ছিড়িয়া ॥ +

২। রইয়া = রহিয়া, থাকিয়া থাকিয়া। ৩। রূপের পশরা = রূপের ডালি।

পাঠান্তর :— * 'সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে।'

না দেখিল অভাগী মাও
হায় রে আপন বন্ধু জনে।
কোথায় রইল পরাণের বন্ধু
আইজ এই সে নিদানে[৪] ॥
কোথায় রইল শাউড়ী[৫] শ্বশুর
কোথায় সই সল্লা দূতী।*
নিদান কালে কাছে নাইসে
রইল পরাণের পতি ॥

নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে।
আইস্যা দেখে পইড়্যা সুনাই পালঙ্ক উপরে ॥
বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইছে কালা।
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরল বিষের জ্বালা ॥
দুর্জন দুশমন ভাবনার আশা না পূরিল।
প্রাণ বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল ॥

সমাপ্ত

৪। নিদানে = অন্তিমকালে। ৫। শাউড়ী = শাশুড়ী।

পাঠান্তর :—* 'কোথায় রইল শাউড়ী কোথায় সল্লা দূতী।'

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

তৃতীয় খণ্ড

ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

২২

ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালার

ভূমিকা

ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালার ছত্র সংখ্যা ৬২০। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত এই পালার ছত্র সংখ্যা ৫০১। সেন মহাশয় সম্পাদিত ৫০১ ছত্রের মধ্যে ৪৯৮ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, উহার মধ্যে ৫৮টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনায় তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎস্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। শব্দের বানান, শব্দের অগ্রপশ্চাৎ, ছত্রের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। এই সম্পাদনার যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহা বুঝাইতে সেই ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালার রচয়িতা কবির নাম অজ্ঞাত। ঘটনার কাল সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'এই তান্ত্রিক প্রভাব দশম-একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। * * * কিন্তু সম্ভবতঃ পালাটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর আদিভাগে রচিত হইয়া থাকিবে। ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে।'

তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে সংঘটিত ঘটনা অবলম্বনে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে পালা রচনা বোধ হয় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীকবি ঐতিহ্যের

বিরোধী। 'ভাষা ও গল্প বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া'ও এ সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাহা যদি করা যাইত, তবে পালার শেষ অধ্যায়ে 'আশমান কালা মেঘ দেইখ্যা' পাঠের স্থলে সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 'নব জলধর দেইখ্যা' ঢুকিয়া ছন্দ ও সুর বিভ্রাট ঘটাইত না।

বাংলাদেশের ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, চিরকালই বাঙ্গালী আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি অনুরক্ত। কুহেলিকাময় অলৌকিক কোনো ব্যাপার বাঙ্গালী চিত্তে সাময়িক কৌতুহল উদ্রেক করে মাত্র, স্থায়ী হয় না। অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম ব্যবস্থাপক তন্ত্রগুলি বৈদিক ও অবৈদিক—এই দুই প্রকার দেখা যায়। অবৈদিক তন্ত্রগুলির অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের উদ্ভাবিত অথবা তিব্বতাদি বিদেশ হইতে সংগৃহীত এই প্রকার বৌদ্ধ তন্ত্র ছাড়াও আর এক প্রকার অলৌকিক কার্য সাধন পদ্ধতি ভারতের আদিম অধিবাসী ও আসামের পার্বত্য জাতি-গুলির মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিও দুই প্রকার, দ্রব্যপ্রধান ও মন্ত্রপ্রধান। আসামে দ্রব্যপ্রধান এবং ভারতের অন্য সব প্রদেশে মন্ত্রপ্রধান পদ্ধতি প্রচলিত। বাংলাদেশে কিন্তু কোনো কালেই এই সব অলৌকিক কুহেলীময় তান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহা যদি পারিত, তবে সেন মহাশয় লিখিত তান্ত্রিক কর্ম প্রভাবিত দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালী রাজা বীরসিংহ বাংলাদেশ হইতে সুদূর গৌহাটি সহরের পূর্বদক্ষিণ কোণে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে 'মাইয়ানি' যাইতেন না।

এই পালার ঘটনা যে কালে সংঘটিত হইয়াছিল, সেকালের যুদ্ধে শারীরিক শক্তি ও ধনুক-বাণ প্রাধান্য লাভ করিত। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন তখনও বাংলাদেশে হয় নাই। কিন্তু মুসলমানী বাংলা—

অর্থাৎ আরবী-ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, ঘটনাটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়াছিল। এই পালার রচনা শৈলী দৃষ্টে ঘটনা ও পালা রচনার কাল নির্ণয় করার প্রয়াস বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কারণ, এককালে পালাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলিয়া আঞ্চলিক সুর ভেদে ছন্দের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে।

ঘটনার স্থান ও নায়কদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় কিছু লিখেন নাই। এবিষয়ে পালা অনুসন্ধান কালে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে যে সামাজিক পদমর্যদা থাকা প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। আমার যোগ্যতা অনুসারে গায়েন, বয়াতী ও সাধারণ গৃহস্থ সমাজের মধ্যেই কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। রাজা জমিদার মহলে আমার স্থান ছিল না, আমার পিছনে সুপারিশ করিবায় মতও কেহ ছিলেন না।

এই পালার নায়ক-নায়িকা চরিত্র সমালোচনায় রাজকুমার দুধরাজ সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'নায়ক চরিত্র অতি হীন, ধোপার পাটের কাঞ্চনমালার প্রণয়ী রাজপুত্রের মতই তাহার চরিত্র।'

সেন মহাশয় যে ভাবে পালাটি সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে প্রয়োজন হইলে ঐ প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু রাজা বীরসিংহ যে যুদ্ধে ভারই রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন, সেই যুদ্ধে ও পরবর্তী ঘটনাগুলির সময়ে কুমার দুধরাজ ভারইয়া রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন, এমন কোনো প্রমাণের আভাস সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় নাই। অধিকন্তু শেষ অধ্যায়ে চম্পাবতীর বিলাপে,—

পাঠের স্থলে সেন মহাশয়ের পাঠ—

'আপনা বলিয়া প্রাণ সপিলাম সেও করিল দূরা।
কারে বা কহিমু মন্দ কপাল হইল বুরা॥"

এই পাঠে 'প্রাণ, দূরা, কহিমু, বুরা' শব্দ চারটির প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার মত। নানাস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে এই পালা লেখা খাতা আমি দেখিয়াছি, কোথাও সেন মহাশয়ের ঐ পাঠ আমি পাই নাই।

সেন মহাশয়ের সম্পাদিত এই পালায় মন্ত্রাদি বলে বলীয়ান রাজা বীরসিংহ যুদ্ধ যাত্রাকালে,—

'দুধরাজ রে রাইখ্যা গেল পুরীর পওরা।
এই না বিষুম রণে ঠিক নাইত বাঁচা মরা॥"

এই দুইটি ছত্রও নাই।

ইহাতে বুঝা যায় রাজা বীরসিংহ ভারইয়া রাজপুরী অধিকার করিয়া রাণী ও রাজকন্যাকে রাজপুরী হইতে যে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহা রাজকুমার অন্তত ঐ ঘটনার সময় জানিতে পারেন নাই। ঘটনা যদি এই প্রকারই হইয়া থাকে, তবে রাজকুমার দুধরাজ ও কাঞ্চনমালার (ধোপার পাটের) নায়ক রাজপুত্রকে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না।

রাজকুমার দুধরাজের সঙ্গে ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতীর বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'একটা

বন্য রাজার সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজার বিবাহের প্রস্তাবটাও বোধ হয় শেষকালে হিন্দু সমাজে খুব সঙ্গত ব্যাপার বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, বিশেষ বিবাহের পূর্বে এতটা প্রেমের বাড়াবাড়ি ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিরোধী হইয়াছিল।" কিন্তু সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় বহুবার বলিয়াছেন, এই পূর্ব মৈমনসিংহ চিরকালই 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম' ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং 'টুলো পণ্ডিত'দের সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এই পালাটি আমি প্রথম পাই মৈমনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমার দুধেগাছা গ্রামে তরণীকান্ত সাহার গৃহে (১৯৩৭)। পরে মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলার বহু ব্যক্তির নিকটে এই পালা লেখা খাতা পাইয়াছি। ঘটনার বর্ণনা সব খাতায়ই এক প্রকার।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৈমনসিংহ জেলার উত্তরে জামালপুর মহকুমার শ্যামগঞ্জে হরিসভায় ভাগবত পাঠক প্রাণবল্লভ গোস্বামীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নিকটে এই চম্পাবতী পালা লেখা ছিল, অনেকগুলি পালার সন্ধানও তাঁহার জানা ছিল। মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমমসিংহ গীতিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে তাহার ভূমিকা ও পালাগুলি পড়িয়া গোস্বামী মহাশয় সেন মহাশয়কে কয়েকখানা পত্র লিখিয়া উত্তর পান নাই। এই গোস্বামী মহাশয় পূর্ববঙ্গের সবগুলি জেলার পল্লী অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল ভাগবতপাঠ করিয়াছেন, এবং এইসব পল্লীগাথার প্রতি তাঁহার অপূর্ব অনুরাগ ছিল। এই পালা ও আরও কয়েকটি পালা সংগ্রহ ও সম্পাদনায় সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকটে ঋণী। গোস্বামী

মহাশয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে গোকুলানন্দ ঘাটে নিজ গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালায় কবি যে ভাবে ও ভাষায় কারারুদ্ধ রাজকুমারের মুক্তি ও চম্পাবতীর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারের ব্যবহারে কোনো ছলনা প্রকাশ পায় নাই, বরং—

'কন্যার হস্ত ধইরা কুমার মুছায় আখির ধারা
আপনি মুছিয়া লইল দুই নয়ানের ধারা ॥'

এই দুই ছত্রের বর্ণনায় বুঝা যায়, রাজকুমারের ব্যবহার অকৃত্রিম ছিল।

কারামুক্ত দুধরাজ দেশে গিয়া নিশ্চয়ই পিতাকে মুক্তিদাত্রী ভারইয়া রাজকুমারীর কথা জানাইয়াছিলেন। এই মুক্তিদানের পশ্চাতে রাজকুমারীর মনোভাব এবং সেই মনোভাবের সম্মুখে অবিবাহিত তরুণ যুবক দুধরাজের মানসিক অবস্থা রাজা বীরসিংহ বুঝিয়াছিলেন। কুমার দুধরাজকে যুদ্ধে না আনিয়া রাজ্য ও রাজপুরী রক্ষার জন্য দেশে রাখিয়া আসার প্রধান হেতু বোধ হয় ইহাই।

যুদ্ধ জয়ের পর রাজা বীরসিংহ পরাজিত ভারইয়া রাজমহিষী ও রাজকন্যার প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহা সেন মহাশর কর্তৃক বহুনিন্দিত 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত হিন্দুধর্ম' ও কৃষ্টির ঐতিহ্য নহে। বরং হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস ও শাস্ত্র উহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করে। ঐ প্রকার অমানুষিক ব্যবহারের মূল হেতু বোধ হয় সেন মহাশয় কর্তৃক প্রশংসিত 'কামরূপীয় তান্ত্রিক ধর্ম'। কারণ, রাজা বীরসিংহ 'কামিনীর দেশে' গিয়া 'মাইয়ানী বুড়ী'র নিকটে ঐ ধর্মে 'দীক্ষা' গ্রহণের পর ঘটনা ঘটিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের

বহু স্থলে দেখা যাইবে, ঐ প্রকার বিদ্যাগুলিকে 'অবৈদিক', 'আসুরিক' ও 'রাক্ষসী মায়া' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এইসব অবৈদিক অলৌকিক বিদ্যা বা কেরামতি অধ্যাত্ম সাধনের গুরুতর পরিপন্থী বলিয়া হিন্দু সাধকগণ চিরকাল ওগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড
নবদ্বীপ
আষাঢ়, ১৩৭৫।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী

গায়েনের বন্দনা।

সভা কইরা বইছ[১] ভাইরে হিন্দু মোছলমান।
তোমরার জনাবে[২] আগে জানাইরে সেলাম॥
আইজকার গান গাইবাম্ রে আমি ভারইয়ার কাইনী।[৩]
কিবা গান গাইবাম আমি ভালা মন্দ নাই সে জানি॥

(১)

পালা আরম্ভ।

আমগোসাইলার[১] ভারইয়া[২] রাজা রে,
রাজার কথা শুন দিয়া মন।
এমুন ক্ষেমতাবান রাজা নাই সে তির্ভুবন॥
মুল্লুকগিরি[৩] করে রাজা সুন্দাসেতীর[৪] পার,
আরে ভালা, সুন্দাসেতীর পার।
লোক লস্কর যত, তাহান্ বা কইবাম কত রে,
আরে ভালা, সে এক আচানৌক[৫] সমাচার॥

১। বইছ—বসিয়াছ। ২। তোমরার জনাবে=তোমাদের সমীপে।
৩। কাইনী=কাহিনী।

১। আমগোসাইলা—একটি পরগণার নাম বা রাজ্যের নাম।
২। ভারইয়া—রাজবংশের নাম। ৩। মুল্লুকগিরি=রাজ্যশাসন।
৪। সুন্দাসেতী—নদীর নাম। ৫। আচানৌক—আশ্চর্য।

আরে ভাই, এক পাল হাত্তি রাজার
আর এক পাল আছে ঘোড়া।
ময়ালে[৬] মহিষ কত, গুইণ্যা ফুরায় না তত,
শত শত কোটাল পওরা[৭] ॥
বাথানে দুধের গাই, তার গুণা বাছা নাই,
আরে ভালা, ভারইয়া মুল্লুকের তানি রাজা।
ভাটি মুল্লুকে না ছিল ভাইরে, তানির মতন রাজা ॥

ভারইয়া রাজা ছিলেন জাতিতে কোচ। দেশটা বনজঙ্গলে ভরা। সেজন্য রাজ্যের সুনির্দিষ্ট সীমানা রাজা জানতেন না। এ অবস্থায়,—

আরে ভাই রে,—
এক ত দিনের কথা শুন দিয়া মন।
চলিলাইন কুচ রাজা রাইজ্য দরশন ॥
সুন্দাসেতী নদীর পাড়ে কতক জঙ্গলা।
লোকজন কহে 'রাজা' আন ত কামেলা[৮] ॥
কামেলা আনিয়া রাজা, কাটাও ত বন।
ভেউর জঙ্গলার[৯] মাঝে কোন বা প্রয়োজন ॥"

প্রজাদের এই যুক্তিপূর্ণ কথা রাজার মনে সাড়া দিল।

তবে রাজা যুক্তি কইরা কামেলা আনিল।
বারো শত কোচ আইসা হাজির হইল ॥
রাজার না পাইক আইসা ডঙ্কায় মাইরল বাড়ি।[১০]
বারো শত কামেলা দেখ কতক পুরুষ আর নারী ॥

৬। ময়ালে=মহলে। ৭। পওরা=পাহারা। ৮। কামেলা=মজুর। ৯। ভেউর জঙ্গলা=অগাছায় ভরা গভীর জঙ্গল। ১০। ডঙ্কায় মাইরল বাড়ি=ভেরী বাজিয়ে কাজ আরম্ভের সঙ্কেত করিল।

কেউ কাটে ঘোর জঙ্গলায় বড়ো বড়ো গাছ।
কোদালিয়া[১১] মাটি কাটি চলেক্ যত তার পাছ॥
আগুন লাগাইল কেউ জঙ্গলার মাঝে।
বনের যত বাঘ ভাল্লুক পড়িল বিপাকে॥
আরে ভাই রে, তড়াসে[১২] ত ছুট্যা পলায়
তারা না পায় কোনো দিশা।
বনের পঙ্খী* উইড়া যায় রে,
না কইরা বাসার আশা॥
ছাও ত রাখিয়া মাও ডরেতে[১৩] উড়িল।
আগুনের লাল জিব্বা আশ্‌মানে ঠেকিল॥
আরে ভাই রে, বনেলা না পশু পক্ষী
হায় রে, করে হাহাকার।
সুখের না ঘর বাড়ী আরে ভালা,
দুশ্‌মনে কইর্‌ল ছার্‌খার॥

চৈতের রোইদ খরতর বৈশাখ মাস আসে।
ভাটি বেলায়[১৪] বিষ্টি লামে লয়্যা ঝড় বাতাসে॥+
মাটি ভিইজা বিষ্টির পানি নদী নালায় পড়ে।+
হাল বাইতে কোচের রাজা যুক্তি পরামিশ[১৫]+ করে

১১। কোদালিয়া—কোদাল দিয়া। ১২। তড়াসে=ভয়ে। ১৩। ডরেতে=ভয়ে। ১৪। ভাটি বেলায়=অপরাহ্লে। ১৫। পরামিশ=পরামর্শ।

পাঠান্তর :—* পশুপক্ষী উইড়া যায়—'।
+ '—সল্লা—'। (সল্লা=কুপরামর্শ। ইতি—সম্পাদক)।

বড়ো বড়ো হালুয়া রাইজ্যের দিল নিমন্তন[১৬] ।
নিমন্তন পাইয়া তারার হইল আগমন ॥*
ঠাসা লাঙ্গল ভাসা হাল গরু মইষে টানে ।
আষাঢ় মাসে ক্ষেত খলা ভইরা গেল ধানে ॥+

(২)

আমগোসাইলের ভারই রাজার রাজ্যের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা ছিলেন বীরসিংহ । বীরসিংহ জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং বড়ো রাজা । এক দিন—

বীরসিংহ বইসা আছ্লাইন্[১] রাজ সিংহাসনে ।+
খবরিয়া[২] কয় ত খবর রাজার বির্দ্যমানে ॥
"শুন শুন বীরসিংহ রাজা, কই যে তোমারে ।
তোমার রাইজ্য দখল কইরাছে ভারইয়া ধাঙ্গরে[৩] ॥"

এই না কথা শুইনা রাজা কোর্ধে জ্বইলা উঠিল ।+
লোক লস্কর সিপাই সব সাইজ্তে হুকুম দিল ॥+
লাঠিয়ালে মাইর্ল ফাল্[৪] ভালা হুকুম শুনিয়া ।
রাইজ্য জুইড়া লোক জনে হইল মুনিয়া[৫] ॥
কেউ বা লইল বাঁশের লাঠি কেউ বা লইল তীর ।
ঝলুঙ্গা[৬] লইয়া নাচে ভালা, বড়ো বড়ো বীর ॥

১৬ । নিমন্তন = নিমন্ত্রণ ।

১ । আছ্লাইন = আছিলেন । ২ । খবরিয়া = রাজ্যের সংবাদ সংগ্রাহক কর্মচারী । ৩ । ধাঙ্গর — ঘৃণা ব্যঞ্জক জাতীয় শব্দ । ৪ । ফাল = লম্ফ । মুনিয়া = যুদ্ধে সহায়ক শ্রমিক । ৬ । ঝলুঙ্গা = বাণ রাখা তূণ ।

পাঠান্তর :— * নিমন্ত্রণ পাইয়া তারা আইল কোচ রাজার বাড়ী ॥

টেডা লইল শল্‌কি লইল বাইছা চোখা চোখা[৭] ।*
হাতে লইল ধনুক তীর মাথায় লইল ঝুকা[৮] ॥
কুন্দিয়া[৯] চলিল লস্কর সুন্দাসেতীর পাড়ে ।
হালুয়াণ† পলায়্যা গেল রাজা বীরসিংহের ডরে ॥

আরে ভালা, তবে ত হালুয়াগণ কোন কাম করে ।
দাখিল হইল তারা ভারই রাজার পুরে ॥
“শুন শুন ভারইয়া রাজা কই যে তোমারে ।
আইল রাজা বীরসিঙ্গী খেদাইল আমরারে[১০] ॥”

এই না কথা শুইনা ভারই রাজার গুস্‌সা[১১] যে হইল ।
বারুদের আগুন যেমুন জ্বলিয়া উঠিল ॥
“কে আছ রে লোক লস্কর সাইজা লও জল্‌দি ।
কত বল ধরে বেটা সেই না সিঙ্গির পুতি[১২] ॥
নগর কাইট্যা ভালা আইজ সায়রে[১৩] ভাসাও ।
বীরসিঙ্গির মস্তক আইনা আমারে দেখাও ॥”
লম্ফ দিয়া ভারইয়া রাজা ঘোড়াকে[১৪] চলিল ।
কুন্দিয়া ঘোড়ার পিষ্ঠে সোয়ার হইল ॥
তবে যত লোক লস্কর কইতে অপার ।
তাহান পিছনে চলে কইরা মার মার ॥

৭। চোখা চোখা = সুতীক্ষ্ণ ফলা। ৮। ঝুকা = বেত দ্বারা নির্মিত শিরস্ত্রাণ। ৯। কুন্দিয়া = বীরদর্পে। ১০। আমরারে = আমাদের। ১১। গুস্‌সা = ক্রোধ। ১২। পুতি = পুত্র। ১৩। সায়রে = গভীর নদীতে। ১৪। ঘোড়াকে = ঘোড়ার নিকটে।

পাঠান্তর :—* টেডা লৈল আর লইল রে, শলকী চোখামাখা।
† কামেলা—'।

দুই হাজার লোক লস্কর একত্র হইল।
সায়রের বুকে যেমুন তোফান ছুটিল ॥
সবার মস্ত পালোয়ান বীর শিরে পাগ্ড়ি বানা[১৫]।
আগে আগে যায় বীর নাই সে মানে মানা[১৬] ॥
হাতে লোহার মুগুর বীর যারে মারে বাড়ি।
মাও বাপের ছাড়ে আশ জমিনেতে পড়ি ॥
কার বা ভাঙ্গে শির গলা রে কার বা হাত পাও।
কেউ বা কান্দে ডাক ছাইড়া, কুথায় রইলা মাও ॥

হাতে ধনুক সিঙ্গি রাজা সন্ধান ভালা জানে।
পালোয়ান বীরের বুকে এক তীর হানে ॥
কালো লোহার তীর গোটা বাতাসে উড়িল।
বুকে ত বিন্ধিয়া তীর পিঠে বাইর হইল ॥
তবে ত বীর সিংহের দল করে মার মার।
ভারইয়া রাজার লোক করে হাহাকার ॥
কারও বুকে তীরের ঘা লৌ[১৭] উঠে মুখে।
ধনুক তীর বাজে গিয়া মালেমস্ত[১৮] বুকে ॥
সুন্দাসেতী নদীর জল রক্ত রাঙ্গা হইল।
ভারই রাজার লোক হাইর যে মানিল ॥

তন্তর মন্তর জানে ভারইয়া রাজা রে,
আরে রাজা কোন কাম করিল।
এক মুইট থলার ধূলা[১৯] আরে ভালা,
রাজা হস্তে তুইল্যা লইল ॥

১৫। বানা=বান্ধা। ১৬। মানা=বাধা। ১৭। লৌ=রক্ত। ১৮। মালেমস্ত=বড়ো বড়ো পালোয়ানের। ১৯। থলার ধূলা=যে স্থানে তিনটি পথ একত্রিত হইয়াছে সেই স্থানের ধূলা।

হস্তে লয়্যা থলার ধূলা রে
আরে রাজা কোন কাম না করে।
মন্তর পড়িয়া রাজা
আরে রাজা উস্তাদের নাম শুরে[২০] ॥

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন কাম করিল।
মন্তর পইড়া হস্তের ধূলা আশ্‌মানে উড়াইল ॥*
মন্তর সিদ্ধি থলার ধূলা হাবায় [২১] উইড়া যায়।+
যার অঙ্গে লাগে সেই না চৌক্ষে আন্ধাইর হয় ॥+
আইন্ধ্যা লইগা বন্দী হইল কত সিঙ্গির লস্কর।
পথ নাই সে পায় তারা খুইজা বিস্তর ॥
ঘোড়ার পিষ্ঠে সিঙ্গি রাজা পরমাদ্ গুণিল।
ভারইয়া রাজা তবে সিঙ্গি রাজারে ধরিল ॥
হস্তে দিল হস্তবেড়ী পায়ে বান্ধ্‌ল দড়ি।
হাত্তির উপর তুইলা লয়্যা গেল ভারই রাজার বাড়ী ॥

(৩)

খবরিয়া খবর কইল সিঙ্গি রাজার ছাওয়ালে।
"তোমার বাপ বন্দী হইল ভারইয়া রাজার পুরে ॥"
বাপের দুগ্‌গতির কথা আরে ভালা, যইখনে[১] শুনিল।
রাজার বেটা দুধরাজ পইরা লইল রণের সাজ
লাল ঘোড়ায় সোয়ার হইল ॥

২০। শুরে=স্মরণ করে। ২১। হাবায়=হাওয়ায়।
১। যাইখনে=যখন।

পাঠান্তর :— * হাতের ধূলা লইয়া রাজা ফুঁয়ে উড়াইল

আগে পাছে লস্কর কত বড়ো বীর যত
সগলি চলিল তবে ধাইয়া।
কেউ মারে উল্কা ফাল[২] কেউ কান্ধে লোহার হাল[৩]। *
আমগোসাইলের পথ আগুলিয়া॥

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন কাম করে।
ডাইক্যা আনিল রাজা রাইজ্যের লস্করে॥
কাড়া বাজে নাগ্‌রা বাজে ডঙ্কায় মারে বাড়ি।
রাইজ্যের যত বীর পালোয়ান চলে অগুসারি॥
আরে ভালা, আলে বেড়া তালে বেড়া হুঙ্কার মারিল।
বজ্‌জর হুঙ্কারে দেখ কন্নে[৪] তালি যে লাগিল॥

শমন সমান রাজার বেটা ঘোড়া চালাইল।
রণের ঘোড়ার পিঠে দেখো চাবুক মারিল॥
হাতে লয়ে তীর তরোয়াল ভালা, তারা হেন ছুটে।
ডাইনে বাঁয়ে যত লোকে যেমুন কলাগাছ কাটে॥
বাঁয়ে ত তরোয়ালে কাইটা ডাইনে ছিরগালে পুছে।
ভারইয়ার লোকলস্কর না রয় খাড়া আগে পাছে[৫]॥
কাত্যালির[৬] কলাগাছ ভালা জমিনে ঢলিল।
তবেত ভারইয়ার লস্কর পর্‌মাদ গুনিল॥

২। উল্কা ফাল—উল্লম্ফ। ৩। হাল=ত্রিকোণ লোহার ডাণ্ডা। ৪। কন্নে=কর্ণে। ৫। বাঁয়ে—পুছে=বাঁয়ের মানুষের মাথা তলোয়ারে কাটিয়া ডাহিনে শৃগালকে দিয়াছিল। ৬। কাত্যালির=কার্তিক মাসের ঝড়ে।

পাঠান্তর :— * '—লোহার ফাল—'॥

খবরিয়া খবর কয়,
"কি কর ভারইয়া রাজা, তুমি গিরেতে বসিয়া।
তোমার লস্কর মইর্‌ল সব রণথলাতে গিয়া॥
রাজার কুমার দুধরাজ হায় ভালা কি কাম করিল।*
তোমার যত লোক লস্কর কাইট্যা ফালাইল॥+
** এইনা কথা শুইনা ভারই রাজা ডঙ্কায় মাইরল বাড়ি।
বড়ো বড়ো বীর লইয়া চল্‌লাইন রণে আগুসারি॥
রণথলাতে ভারইয়া রাজা কি কাম করিল।
এক মুইঠ পন্থের ধূলা রাজা হস্তে তুইলা লইল॥
কি কইবাম্ মন্তরের গুণ মন্তর ডাইক্‌লে কথা কয়।
জীয়ন্তে ত মাইরা মানুষ মরারে বাচায়॥
যে দেবী হইলে রুষ্ট মূল কাটে তার নালে[৭]।
বাচিতে নাই সে পারে লোক লুকায়া সায়রের জলে॥
সেই না দেবীর ভারইয়া রাজা মন্তর যে পড়িল।
মন্তর পইড়া পন্থের ধূলা আশ্‌মানে উড়াইল॥—**

৭। নালে=?

পাঠান্তর :— * কি কাম করিল কুমার কি কাম করিল।

— বড়ো বড়ো বীর লইয়া সঙ্গেত ভারইয়া রাজা পন্থে মেলা দিল।
এক মুঠা পন্থের ধূলা হাতে ত লইয়া।
ভারই রাজা মন্ত্র যে পড়িল।
মন্ত্র পড়িয়া রাজা ধূলা উড়াইল॥
কি কব ওস্তাদের গুণ গো
কামাখ্যার দেবীর কিরপায়।
যাহার প্রসাদে মরা বাঁচে
ঘরে ফিরে আয়॥
যে জন হইলে রুষ্ট মূল কাটে তার নালে।
বাঁচিতে নাই সে পারে লোক লুকাইয়া সায়রের জলে॥

যইখনে ভারইয়া রাজা আরে ভালা, ধূলা উড়াইল।
দুধরাজ কুমারের লস্কর সবে পরমাদ গণিল॥
কেউর ভাইঙ্গ্‌ল ঠেঙ্গের নালা কেউর ভাঙ্গ্‌ল হাত।
বজ্‌জর ভাঙ্গিয়া শিরে যেমুন পড়্‌ল অকর্সাৎ॥
ঘোড়ার ভাঙ্গ্‌ল পাও ভালা, কুমার না দেখে নয়ানে।
কোনো দিকে যাইতে গেলে ভারইয়ায় ধইরা টানে॥
ওলা মন্তর, কোলা মন্তর, বন্ধন মন্তরের গুণে।
দুধরাজরে বাইন্ধ্যা লইল হায় ভালা বাপের বির্দ্দমানে॥

(৪)

বন্দীখানায় বাপ বেটা হায় ভালা, মরে ত কান্দিয়া
বাইশ মুনি পাত্থর দেছে ভালা বুকে চাপাইয়া॥
বাপ বেটার কান্দনে পাত্থর গইলা হয় পানি।
এহি মতে যায় দিন রে পোষায়[১] রজনী॥

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন কাম করিল।
পাত্র-মিত্র লয়্যা রাজা যুক্তি ত করিল॥
এক পাত্র দিগম্বর রাজা পিয়ার[২] করে।
তানারে পাঠাইল রাজা বন্দীখানা ঘরে॥

"শুন শুন সিঙ্গি রাজা, আরে রাজা,
কই যে তোমারে।
যে কারণে আইলাম আমি তোমার গোচরে॥
কোচের রাজা ভারই হাজরা সদয় হইল।

১। পোষায়=প্রভাত হয়　　২। পিয়ার করে=ভালো বাসে।

তে কারণে আমারে রাজা এথায় পাঠাইল ॥
এক কন্যা আছে রাজার যুবাবতী[৩] ঘরে।
চম্পাবতী নাম তার জানে সকল সরে[৪] ॥
তাহার রূপের কথা কইতে না জুয়ায়।
পরদীম পসর দেইখ্যা আন্ধারে লুকায়[৫] ॥
চান্দের ছুরত্[৬] রাজার বেটী যে দেখে, না ভুলে।
মেঘ ত বান্ধিয়া কন্যা রাইখাছে আপন চুলে ॥
মুখে ত রাইখাছে বাইন্ধ্যা পুন্নুমাসীর চান্দে।
দুই না আঙ্খিতে কন্যা দুই তারা বান্ধে ॥
বইক্ষে বান্ধিয়া রাইখ্যাছে কন্যা জোড় পদ্মের কলি।
রাঙ্গা ঠোটে ছাইন্দ্যা রাইখ্যাছে উজ্জ্যালা বিজুলী ॥
শাড়ীর আইঞ্চলে বান্ধা আশ্‌মানের তারা।*
একবার দেখিলে রূপ কন্যার না যায় পাশুরা[৭] ॥
শুন শুন সিঙ্গী রাজা, কই যে তোমারে।
এহি কন্যা বিয়া করাও দুধরাজ কুমারে ॥
অর্ধেক রাজত্বি দিব আর দিব মালামাল।
হাত্তি ঘোড়া যতেক দিব মইষ পালে পাল ॥
পঞ্চশত গাইদিব সঙ্গে ত বাছুরী।
পঞ্চশত দাসী দিব রূপে বিদ্যাধরী ॥
ধেয়ান গিয়ান মন্তর রাজা দিব শিখাইয়া।
খুশীর হালে ঘরে যাইবা এ সব লইয়া ॥"

৩। যুবাবতী=যুবতী। ৪। সরে=সহরে, নগরে। ৫। পরদীম—লুকায় =রূপের সম্মুখে প্রদীপের আলো ও অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। ৬। ছুরত্ =সৌন্দর্য। ৭। পাশুরা=ভুলা।

পাঠান্তর—* সাড়িতে বান্ধিয়া রাখে কন্যা আর যত তারা

তবে রাজা বীরসিংহ কোন কাম করিল।
দিগম্বরের কথা শুইনা রাজা বেন্নামুখী[৮] হইল ॥
অনেয়াই কথা[৯] রাজা বহুত চিন্তা ত করিয়া।
ছলনা পাতিল রাজা আপ্ত কুল বিচারিয়া ॥
দিগম্বরের পরস্তাব রাজা মানিয়া লইল।
বেটার বিয়া দিব বইলা রাজা স্বীকুরি হইল[১০]

(৫)

তবে ত ভারইয়া রাজা কোন কাম করে।
দুই বিয়াইয়ে কোলাকুলি রঙ্গ সহাল[১] করে ॥
যত যত উচা বাছা চিজ[২†] নগরে আছিল।
মইষের পিষ্ঠে বোঝাই দিয়া রাজা বীরসিংহে দিল ॥
পুত্র লয়্যা সিঙ্গি রাজা দেশে চইলা গেল ॥

৮। বেন্নামুখী = ঘৃণায় বিষণ্ণ মুখ। ৯। অনেয়াই কথা = ন্যায় অন্যায়ের কথা। (সেন মহাশয়ের মতে—অনেক।) ১০। স্বীকুরি হইল = স্বীকৃত হইল।

১। রঙ্গ সহাল = হাস্যকৌতুক। ২। উচা বাছা চিজ = শ্রেষ্ঠ সুনির্বাচিত বস্তু।

পাঠান্তর :— * অনেয়াই কথা রাজা আরে ভালা বহুতক্ষণ চিন্তা যে করিল
দিগম্বরের কথা রাজা শেষে স্বীকার হইয়া গেল ॥
আপ্তকুল বিচার কইরা রে রাজা ছলনা পাতিল।
বেটার বিভা দিবেক বইল্যা ভালা স্বীকার হইল ॥
† '—উছা বাছা চিজ বস্তু—'।

ঢোল বাজে ডম্বর বাজে সরে[৩] বহুত উঠ্ল রুল[৪] ।*
ঘর-যুয়ানী[৫] কন্যার আইজ বুজি ফুইটল বিয়ার ফুল ॥
"কি কর লো চম্পাবতী, গিরেতে বসিয়া ।+
তোমার নাগর আইব রাঙ্গা টোপর মাথায় দিয়া ॥+
কি কর লো চম্পাবতী, বইসা ঘরের কোণে ।+
তোমার বর আইব এই না মাস ত ফাগুনে ॥+
রাজার বেটা দুধরাজ রূপে ইন্দ্রের সমান ।+
যেমুন কন্যা তেমুন নাগর তোমার রূপের থাক্‌ব মান ॥+
গান্থ গান্থ গান্থ লো মালা
আলো সখী, তোমার মন ফুল দিয়া ।+
সেই না মালা পরাইবা তুমি
আলো ভালা, নাগরে পাইয়া ॥+
তোমার বাগে ফুল ফুইট্যাছে
আরে ভালা, কত রাঙ্গা ফুল ।+
রাইতে চৌক্ষে নিদ্ আসে না
পরাণ করে আকুল ॥
মন করে লো উড়ু উড়ু
আরে ভালা, কি জানি তর চাই ।+
সগল বস্তু গিরে[৬] থাকতে
কি জানি তর নাই ॥+

৩। সরে—সহরে। ৪। রুল—রোল, আনন্দধ্বনি। ৫। ঘরযুয়ানী—পিতৃ গৃহে স্থিত অবিবাহিতা যুবতী কন্যা। ৬। গিরে—গৃহে।

পাঠান্তর :—* ডাম্বা ঢোল বাজে রাজার ঘরে ভালা বহুত উঠল রুল

আর কতক দিন থাক্ লো সখী,
ভালা আশার পন্থে চাইয়া। +
রাঙ্গাবর আইব লো তর
আরে ভালা, রুশ্‌নাই করিয়া॥" +

(৬)

দেশে আইসা সিঙ্গি রাজা কোন কাম করে।
ভারইয়ার হস্তে অপমান ভুলিতে না পারে॥*
ঘর থাইক্যা না বাইরায় রাজা না যায় সভাস্থলে। +
পাত্র মিত্র আইসা বুঝায় সকালে বিকালে॥ +
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পরামিশ[১] করে +
আর বার সিঙ্গি রাজা রণসাজ ধরে॥
বাইজা উইঠ্‌ল রণের ডঙ্কা কাড়া আর নাগরা। +
ঘাড় নুয়ায়্যা দুধরাজ বাপের সামনে হইল খাড়া॥
"আমি যাইবাম্ এই না রণে
মোরে ভালা দেহ অনুমতি।†
আমি হইবাম্ ভারইয়ার রণে
আরে ভালা, রাজার সেনাপতি॥ +
ভারইয়া রে বাইন্ধ্যা আইনা
দিবাম্ হাতে গলে।
এহি ত পরতিজ্ঞা আমার
আরে ভালা জানিবা সগলে॥ +

পরামিশ = পরামর্শ।

পাঠান্তর :— * অপমান বহুত পাইয়া ভুলিতে না পারে॥
† আমি যাইবাম আইজের রণে ত মোরে দেহ উনমতি রে।

যদি নাই সে আনিতে পারি
আমি শেষে যাই রে কইয়া।
আগুনে ত পুইড়া মরবাম্
আমি ইহার লাগিয়া॥
মুখ না দেখাইবাম্ বাপ গো
এই না নেহুলার সওরে[৮]।
পরতিজ্ঞা কইরা চল্‌লাম বাপ গো
আইজ সবার গোচরে॥"

লাল গোটা ঘোড়াত্ কুমার স্থয়ার হইল যাইয়া।
হাতে লয়্যা ঢাল খাঁড়া লস্কর চলিল ধাইয়া॥
জিহ্বা গোটা দেখি ঘোড়ার জ্বলন্ত আঙ্গেরা।
চাবুক খাইয়্যা রণের ঘোড়া শূন্যে মাইর্‌ল উড়া॥*
তবেত রাজার কুমার কোন কাম করে।
ভারইয়ার রাইজ্যে গিয়া তিন ডাক ছাড়ে॥
"কি কর রে দুশ্‌মন রাজা গিরে তে বসিয়া।
যম ত খাড়া হইল তোমার শিয়রে আসিয়া॥"

তবে ত ভারইয়া রাজা গুস্‌সায়[৯] জ্বলিল।
কুঁদিয়া[১০] ভারইয়া রাজা ঘরের বাইর হইল॥

৮। নেহুলা সওর=রাজা বীরসিংহের রাজধানী। ৯। গুস্‌সায়=ক্রোধে। ১০। কুঁদিয়া=গর্জন করিয়া।

পাঠান্তর :—* পবনার গতি ঘোড়া শূন্যে মারে উড়া॥

(৭)

ভারইয়া রাজকুমারী চম্পাবতী লোকমুখে রাজকুমারের রূপ গুণ ও অসাধারণ বীরত্বের কথা বহু শুনেছেন, এবং শুনে তাঁর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় রাজকুমার দুধরাজ পুনরায় ভারইয়া রাজ্য আক্রমণ করলেন।

হায় রে, শীতল মন্দিরে থাইক্যা
তাহা চম্পাবতী শুনে।
আপনি বহিল লোর[১] রে
কন্যার সুন্দর দুই নয়ানে॥
"দেখো ভেউরা[২] জঙ্গলার মাঝে
রইছে বিরিক্ষ সারি সারি।
এক বুণ্টায়[৩] ফুইটল রে ফুল
এই না পুরুষ আর ত নারী॥
যার উবুরা মাটিরে দিয়া[৪]
আরে ভালা বিধাতা নারী ত গড়িল
সেই ত করম পুরুষ রে আইসা
মোরে দেখা দিল॥

১। লোর=অশ্রু ধারা। ২। ভেউর=গভীর। ৩। বুণ্টায়=বৃন্তে। ৪। যার উবুরা মাটিরে দিয়া=একটি পুতুল গড়িয়া অবশিষ্ট মাটি দিয়া। উবুরা=অতিরিক্ত, অবশিষ্ট॥

---

* এই তিনটি ছত্রের অর্থ:—হিন্দুশাস্ত্র বেদের মতে সৃষ্টির আদিতে প্রতিটি আত্মা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক ভাগ পুরুষ ও এক ভাগ নারী হইয়াছে, এবং 'সংসার বৃক্ষের' সহিত এক বৃন্তে যুক্ত হইয়া আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১-৩॥, কঠ উপনিষদ্ ২।৩।১॥, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫।১০-১১॥ দ্রষ্টব্য। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবি নায়িকার মুখে বলিতেছেন,—সংসার

বাপে দিল বাক্যিদান রে
আমার প্রভু হইলা তুমি।
জীবন মরণে রে বন্ধু,
আর কারে নাই ত জানবাম্ আমি
বাক্যিদান ত শেষ দান রে বন্ধু,
আর ত দান নাই।+
তুমি হইলা পরাণের বন্ধু
আমি আর কিছু ত না চাই ॥+
বাপে দিল বাক্যি দান রে
বন্ধু, আমি হইলাম তোমার দাসী
আইজকার ফুটা ফুল রে বন্ধু
কাইল যে হইব বাসি ॥
আমি সাধ কইরা গান্থি রে মালা
আমার শীতল মন্দিরে।
আইজ কোন দৈবে আগুনি দিল
আমার সেই না আশার ঘরে ॥+
আমি স্নুগন্ধি চন্দন চুয়া
রাইখ্যাছি কত যতন করিয়া।
যইবন ঢালিয়া দিবাম
আমি বন্ধুরে পাইয়া ॥

বৃক্ষে এক বোঁটায় ফোটা দুইটি ফুল—পুরুষ ও নারী। স্রষ্টা বিধাতা প্রতিটি পুরুষ গড়িতে যে উপাদান (মাটি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট দিয়া নারী গড়িয়াছেন। আমার ভাগ্যে এত দিন পরে বিধাতার সেই কর্ম পুরুষ—যাহার অংশ আমি—তিনি আসিয়াছেন।—ইতি সম্পাদক।

পাঠান্তর :—+ জীবনে মরণে বন্ধু প্রাণকান্ত তুমি।

কেশে ত মুছায়্যা চরণ
বন্ধুরে পালঙ্কে বসাইব।
সাজাইয়া বাঙ্গালা পান রে
আমি বন্ধুর মুখে তুইলা দিব ॥
আমার বাগে ফুল ফুইটা রয়
ঐ না সকালে বিকালে।+
সেই না ফুল তুইলা মালা
আমি পরাইবাম্ বন্ধুর গলে ॥+
বহুত্ না আশা কইরা বন্ধু,
আমি দিনের দিন গুয়াই[৫] ।+
আইজ ত আইসাছ কুমার
আমার বন্ধু আইলা কই ?+
তোমারে পাইব বইলা আমি
মন্দিরে দিন গইনা রই।+
আমার সোনার স্বপন ভাইঙ্গা গেল
বন্ধু, আর ত আশা নাই।+
চাম্পা ফুলের মালা গলায়
আইব বন্ধু আমার মন্দিরে।
আইজ কেনে আইলা রে বন্ধু,
তুমি দুশ্‌মনের বেশ ধইরে ॥
ঢোলের বদলে রে বন্ধু,
আইজ বাজাইলা রণের কাড়া।
বাঁশির বদলে রে বন্ধু,
আইজ শুনি যে নাগেরা ॥

৫। গুয়াই=অতিবাহিত করি।

আইজ মঙ্গল জোকার নাই রে বন্ধু,
দেশে উইঠাছে হাহাকার।
এহি মতে হইব কি বন্ধু,
বিয়া সে আমার ॥
বিষ খাইয়া মরবাম্ রে আমি
গলাত্ দিবাম্ কাতি[৬]।
আর জনমে হইও রে বন্ধু,
তুমি আমার পরাণ পতি ॥*
চউক্ষে না দেখ্‌লাম রে চান্দমুখ
আমি দেইখ্যাছি স্বপনে।
না দেইখ্যা না শুইন্যা রে বন্ধু
আমি সোঁইপ্যাছি পরাণে ॥
আশা আর পিয়াসা লয়্যা রে
আইজ আমার জীবন ফুরায়।
পবনার বাতাসে রে ধূলা
যেমুন শূন্যেতে মিশায় ॥
সংসারের আশায় রে আমার
কে দিল এমুন ছালি [৭] +
কোন পাপে এমুন হইল রে
কে দিল মোরে গালি ॥" +

৬। কাতি—নারিকেলের দড়ি, কাটারি দা। ৭। ছালি—শ্মশানের ছাই

পাঠান্তর :— * জীবনে মরণে বন্ধু প্রাণকান্ত তুমি

(৮)

তবে ত ভারইয়া রাজা হাত্তি চালাইয়া।+
রণথলাত আইল রাজা লস্কর লইয়া ॥+
বড়ো বড়ো বীর পালোয়ান আইল রণ সাজে।
দুই ত লস্করে রণ হইল রণথলার মাঝে ॥
ঘোড়ার পিঠে দুধরাজ* তারা যেমুন ছুটে।
কাত্যালির[1] কলাগাছ সামনে পাইলে কাটে ॥
বড়ো বড়ো ভারইয়া বীর আটকাইতে নাই ত পারে।
সিঙ্গির বেটা সিঙ্গি দুধরাজ সামনে পাইলে মারে ॥

তবে ত আউল[2] রাজা কোন কাম করিল।
মন্তর পড়িয়া রাজা ধূলা উড়াইল ॥
মন্তর পড়া ধূলায় হইল দুনিয়া অইন্ধকার।
দুধরাজের লস্কর পইড়া মরে কইরা হাহাকার ॥
কেউ ত কারে নাই সে দেখে চৌক্ষে আন্ধা লাগিল।+
কোন বা পন্থ কুথায় নদী কিছু না দেখিল ॥+
গাথায়[3] পইড়া কুমারের ঘোড়া পাও ভাইঙ্গা যায়।+
চৌক্ষে ত না দেখে কুমার করে হায় হায় ॥+
ভারইয়া লস্করে আইসা কুমারে ধরিল।+
লোহার শিকলে দেখ তাহারে বান্ধিল ॥+

১। কাত্যালি = কার্তিক মাসের ঝড়ে। ২। আউল = অলৌকিক উপায়ে কার্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম, আউলিয়া। ৩। গাথায় = গর্তে।

পাঠান্তর :— * আটকাইতে না পারে দুধরাজ—'।

শিরে গলে বাইন্ধ্যা রাজা লইল কুমারে।
পুরীত্[৪] গিয়া* বাইন্ধ্যা রাখে বন্দীখানা ঘরে ॥
বাইশমুনি পাথর দিল কুমারের বুকে ত তুলিয়া।
লোকলস্কর গেল সব রাইজ্যে পলাইয়া ॥

(৯)

দুধরাজের বলবিক্রমের কথা ভারইয়া রাজকুমারী অনেক শুনিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যুদ্ধে রাজকুমার জয়লাভ করিবেন। সেই সঙ্গে মনের কোণে ক্ষীণ আশা ছিল, বহু ঐতিহাসিক বিবাহের মত যুদ্ধজয়ের পর রাজকুমার দুধরাজ তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, এবং সেইরূপ হইলে ভারই রাজকুমারীর পক্ষে তাহা হইবে গর্বের বিষয়। কিন্তু কোনো একজন আসিয়া সংবাদ দিল,—

"কি কর সুন্দর কন্যা বইসা কিবান্ কর।
তোমার বন্ধু বন্দী হইছে বন্দীখানার ঘর ॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা রাজা আইনা কুমারে।
বাইশমুনি পাথর তুইলা দিছে বুকের পরে ॥
রণে ত না পাইরা রাজা মন্তর চালাইল।
মন্তর ধূলায় আন্ধা[১] কইরা কুমারে বান্ধিল ॥
আছে কি না আছে পরাণ কে জানিতে পারে।
কেহ ত না যাইতে পারে বন্দীখানা ঘরে ॥" †

৪। পুরীত্ = রাজপুরীতে।
১। আন্ধা = কানা।

পাঠান্তর :— * কুমারে—'।
† দুস্মন হইয়া রাজা বধিল কুমারে।

এই না কথা চম্পাবতী যইখনে শুনিল।
বিরিক্ষ ছাড়া কাউলিলতা[২] ভূমিত্‌ বিছায়া পড়িল ॥

"আরে, শুন শুন ধাই মাও গো,
আমি কই যে তোমারে।
আমারে লইয়া চল
যাই-গা বন্দীখানা ঘরে
দুশ্‌মন বিধাতা হায় রে
আমার কপালে লিখিল।
আবিয়াত কালে আমারে
আইজ বিধবা করিল ॥
কি কাম করিলা বাপ গো,
হায় কি কাম করিলা।
হস্তের কাঞ্চন রে আমার
আইজ জোরে কাইড়া নিলা ॥
মাও বাপ থাকিতে আমি †
কারে কিবান্‌ বলি।
কোন দোষ পাইয়া মোরে
কে দিল এমুন গালি ॥
ফুল না ফুটিতে হায় রে
আমার বুণ্টা যে কাটিল।
না আইতে জুয়ারের পানি
আইজ নদী শুকাইল ॥

২। কাউলিলতা = পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে 'সোনালতা' বলে।

পাঠান্তর :— * দুশ্মন হইয়া বাপ এতেক করিল।
† মাও দুশ্মন বাপ রে দুশ্মন—'।

না আইতে সুখের নিশি
আশ্‌মানে খসিল চন্দমা।
না পাইতে যইবনের সোয়াদ[৩] *
আমার টুটিল গরিমা॥
পরাণের ধাই মাও গো,
আগো মাও, কই যে তোমারে।
শীঘ্র কইরা লইয়া চল
মোরে বন্দীখানা ঘরে॥"

আরে আষাইঢ়্যা পাগলা নদী
যেমুন ছুইট্‌ল অইন্ধকারে।
কান্ধে ভর কইরা কন্যা
ছুইট্‌ল বন্দীখানা ঘরে॥

(১০)

ভারইয়া রাজার কারাগার। বদ্ধদরজা কারাকক্ষের বাইরে কারা-প্রহরী জহ্লাদ পাহারা দিচ্ছে। সেই কারাকক্ষের দ্বারে গভীর রাত্রে উপস্থিত হলেন ধাত্রী সঙ্গে রাজকুমারী চম্পাবতী। রাজকুমারী জানেন, জহ্লাদ বড়ো নিষ্ঠুর। সে জন্য—

সোনার কপালী কন্যা শির থাইকা খুলিল।
জহ্লাদের হস্তে কন্যা তুলিয়া না দিল॥
হস্ত হইতে খুইলা কন্যা হীরার কঙ্কণ।
জহ্লাদের হস্তে দিয়া জুড়িল কান্দন॥

৩। সোয়াদ=স্বাদ।

পাঠান্তর :— * না মিটিল যৈবনের সাধ—'॥

"শুন রে উপাক্যা[1] জহ্লাদ, আরে জহ্লাদ,
কই যে তোমারে।
সকালে[2] ছাইড়্যা দেও জহ্লাদ,
আমার পরাণ বন্ধুরে॥"

কন্যার কান্দনে পাথর গইলা হয় পানি।+
কি দিয়া গইড়াছে বিধি জহ্লাদের পরাণি॥+
একে একে খুলে কন্যা হস্তের বাজুবন্ধ তার।
একে একে খুলে কন্যা গলার হীরা-মোতির হার॥
গুঞ্জরি পঞ্চম পায়ের কন্যা খুইলা লইল।
"ধর লও, বাপের জহ্লাদ রে," বইলা হস্তে তুইলা দিল॥*
কানের না কন্নফুল দেখিতে চমৎকার।
পিন্ধনে আছিল শাড়ী কন্যার বসন্ত বাহার॥
সগল খুলিয়া দিল কন্যা সাজিল ফতুরী[3]।
পিন্ধনে কষিয়া পরে ছিঁড়া একখান শাড়ী॥
সর্ব অলঙ্কার কন্যা জহ্লাদেরে দিল।
জহ্লাদের হস্ত ধইরা কন্যা কান্দন জুড়িল॥

"ছাইড়া দে রে পরাণ বন্ধে
ওরে জহ্লাদ, আর তোরে দিব কি।
এতেক দুক্ষু[4] কপালে ছিল জহ্লাদ,
আইজ হইয়া রাজার ঝি॥

১। উপাক্যা=উপকারী। ২। সকালে—শীঘ্র।
৩। ফতুরী—নিঃস্ব ভিখারিণী। ৪। দুক্ষু—দুঃখ।

পাঠান্তর :—* ধর লও বাপের জহ্লাদ হাত তুল্যা নাই সে দিল।

আমারে বাইন্ধ্যা রাখো রে জহ্লাদ,
তোমার ঐ বন্দীখানা ঘরে।
কাইল বিহানে আমার বাপ
শূলে দিউক আমারে॥
আমারে বাইন্ধ্যা রাখো রে জহ্লাদ,
দেও বন্ধেরে ছাড়িয়া।
বাইশমুনি পাথর রে জহ্লাদ,
দেও আমার বইক্ষে ত তুলিয়া
আমার কাঠিন বইক্ষ রে
এইনা পাথর সমান।
আমার বইক্ষে ত সইব
শিল পাথরের অপমান॥
শুন শুন আরে জহ্লাদ,
তুমি খাওরে আমার মাথা।
বন্ধু কি সইতে পারে
এমুন পাষাণের ব্যথা॥
আমার বইক্ষ কঠিন পাষাণ রে
কঠিন ব্যথা সইতে পারে।*
অবুলার কঠিন হিয়া রে জহ্লাদ,
বিধি গইড়াছে পাথরে॥"

এহিমতে সুন্দর কন্যা গো করিল কান্দন।
জহ্লাদের গলিল তবে শানে বান্ধা মন॥

পাঠান্তর :— * সহিলে আমার বুক রে সহিতে যে পারে।

লোহার শিকলে বান্ধা যেমুন যমের দোয়ার।*
সেই দোয়ার খুলিয়া দেখে সগল অইন্ধকার॥
রুশনাই পরদীম জ্বাইলা কন্যা কি কাম করিল।
হস্ত পদের বন্ধন কুমারের খুইলা ত দিল॥

আরে অবাক্কি হইল কুমার
ভালা, মুখে না ফুটে রা[৫]।+
বন্দীখানার অইন্ধকারে
কুমারের শিউরি উঠ্‌ল গা॥+
রাজার কুমার দুধরাজ
সামনে কন্যা খাড়া।+
সগ্গ থাইক্যা লাইমা আইছে
কন্যা রূপের পসরা॥+
অঙ্গে নাই রে অলঙ্কার
কন্যার আউলা মাথার কেশ।+
চউক্ষে বইছে বিষ্টির ধারা
কন্যার ভিখারিণীর বেশ॥+
ছিড়া শাড়ী ভেদ কইরা
কন্যার অঙ্গের বরণ ফুটে।+
বন্দীখানার অইন্ধকার
কন্যার রূপে যায় রে টুটে॥+

"কে তুমি সুন্দর কন্যা
আইলা বন্দীখানা ঘরে।+

৫। রা—কথা।

পাঠান্তর :—† লোহা লক্করের ভালা দেখ যমের দুয়ার

আমার বন্ধন খুইলা দিল
কোন বা কামের তরে ॥" +

"উঠ উঠ পরাণের বন্ধু
আইজ কইবাম্ তোমারে।
আমার বাপ ভারইয়া রাজা
রাইখাছে বন্দীখানা ঘরে ॥*
সোনার পালঙ্ক রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, তোমার ফুলের বিছানি[৬]
আইজ কঠিন মাটির শেজে[৭] রে বন্ধু,
হায় বন্ধু, তুমি গুয়াইছ[৮] রজনী ॥
সোনার পালঙ্ক রে আমার
হায় বন্ধু, আমার ফুলের বিছানি।
সেহ ফুলে পাইলে রে দুখুঃ
বইক্ষে তুইলা লইতাম আমি ॥
শীতল মন্দির রে আমার
তুমি হইবা নিদ্রায় কাতর।†
আইজ বইক্ষে পাথর রইছ পইড়া
এই না বন্দীখানা ঘর ॥††
আমি সুগন্ধ চন্দন জল রে
আবের[৯] পাঙ্খা লইয়া।

৬। বিছানি=শয্যা ৭। শেজে=শয্যায়। ৮। গুয়াইছ=অতিবাহিত করিতেছ। ৯। আবের=অভ্রখচিত।

পাঠান্তর :—* বাপ ত দুষ্মন হইয়া রাখে বন্দীখানা ঘরে ॥
† শীতল মন্দিরে বন্ধু রে আরে বন্ধু নিদ্রায় কাতর।
†† আইজ বন্ধু কত কষ্টে বন্দীখানা ঘর ॥

যোগল[১০] চরণ ধোয়াইতাম
দিতাম কেশে ত মুছায়্যা ॥
সোনার বাটায় পানের খিলি
আমি তুইলা দিতাম মুখে ।
পালঙ্কে পাইলে ব্যথা
রে বন্ধু, আমি তুইলা লইতাম বুকে
আমার সোনার স্বপন সোনার আশা রে
আইজ সগল হইল ফাঁকি । +
কোন বিধাতার শাপে হায় রে
আমি পন্থ[১১] নাই ত দেখি ॥ +

"শুন শুন সুন্দর কন্যা
আরে কন্যা, না কান্দিও আর ।
তোমার বাপ নয় সে নিদয়া নিষ্ঠুর
দোষ সে আমার ॥*
বাক্যিদান হইয়াছিল লো কন্যা,
তোমার আমার বিয়ার কারণে ।+
সত্য ভঙ্গ কইরাছি কন্যা,
আমি সে দুশ্‌মনে ॥+
আমার পাপের পরাচিত্ত হইব
আইজ রাইত পরভাত কালে ।+
রাজার হুকুমে জহ্লাদ
মোরে দিব শূলে ॥ †

১০। যোগল=যুগল। ১১। পন্থ=পথ, উপায়।

পাঠান্তর :—* নিদয়া নিঠুর হইল বাপ সে তোমার ॥
† কাইল ত বিয়ানে তোর বাপ কন্যা লো মোরে দিব শূলে।

আর এক পহর আছে রে নিশি
নিশির তিন পহর ত গেছে।
মরণ সুমুখে লো কন্যা,
একটু বইস আমার কাছে ॥
পাষাণ সমান বুক লো আমার
কাইল হইয়া যাইব খালি।
আমার যত মনের কথা
আমি যাইবাম্ তরে বলি ॥+
রণে ত আমি হাইরা গেলাম
দুই দুই বারে।+
কেম্‌নে মুখ দেখাইবাম
আমি তোমার গোচরে ॥+
এক রাত্তির দর্শনের সুখ
আমার আছিল কপালে।
ভালা হইল আইলা কন্যা,
আমার এই না মরণ কালে ॥+
ভালা কইরা না দেখি লো কন্যা
তোমার সোনার অঙ্গখানি। †
যাই না দেখ্‌লাম তাইতে বুঝলাম
তুমি আমার মনের রাণী ॥+
বড়ো আশা আছিল রে মনে
রণে জয় ত করিয়া।+
তোমারে লইয়া যাইবাম
আমি বইক্ষে তুলিয়া ॥+

পাঠান্তর :— † না দেখি না শুনি লো কন্যা তোর সোনার বরণ।

কাইল ত বিয়ানে[১২] কন্যা,
আমার নিশ্চিত মরণ।
একবার দেখি তোমারে
ভইরা দুই নয়ন॥
বাক্যিদান হইল কন্যা,
না হইল বিয়া। *
আইজ যাইতে না চাহে রে মন
কন্যা, তোমারে ছাড়িয়া॥"

"শুন শুন পরাণের পতি
আমি কহি যে তোমারে।
বন্ধন খুলিয়া দিলাম
বন্ধু, তুমি যাও আপন ঘরে॥
রাখো যদি রাই খো মনে
এই অভাগী চম্পার কথা।
দুশ্‌মনের দেশে আইসা
বন্ধু, পাইলা মরণ ব্যথা॥
আমার মনের দুক্ষু চইলা গেল
বন্ধু, তোমার কথা শুনি।+
বীরের ধরম রাইখ্যাছ রণে
বন্ধু, আমার গুণ মণি॥"+

১২। বিহানে=প্রভাতে।

পাঠান্তর :— * তোমার বাপ বাক্যিদান লো কন্যা দিয়াছে তোমায়।

(১১)

রাইত পর্‌ভাত হইয়া আইসে
দক্ষিণে ছাড়ে বাও।+
কুমারের সঙ্গে কন্যা
বাইরে বাড়ায় পাও ॥+
হাতে ধইরা কুমারে কন্যা
পন্থে বাইর হইল।
জঙ্গলার পথে কন্যা
তবে ত মেলা দিল[১] ॥
চান্দ পালায় আশ্‌মানে যেমুন
ঐ না রাহুর তড়াসে।
জঙ্গলার পথে কন্যা
হায় রে, আঙ্খির জলে ভাসে ॥

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা
তুমি মন কর লো থির।
তোমার চৌক্ষের জল দেইখ্যা
আমার পরাণ হয় অথির ॥ *
রাজার পুত্র আমি লো কন্যা,
আমি চোরের পোলা[২] নই।+
এই না কালে তোমারে লয়্যা
আমি যাইতে নাই ত চাই ॥+

১। মেলা দিল = চলিল। ২। পোলা = পুত্র।

পাঠান্তর :—* তোমারে রাখিয়া যাইতে মনে নাই সে লয়।

আইজ ত বিয়ার রাইত লো কন্যা,
তুমি থির কইরা লও মন।
এই বৈদেশী কুমারের কথা
কন্যা রাইখ লো স্মরণ॥
যদি আইবার[৩] মতন আইবার পারি
আবার হইব দেখা।+
ততকাল থাইক্য লো কন্যা
আমার পন্থা চাইয়া একা॥"+

"শুন শুন পরাণের বন্ধু,
আরে বন্ধু, কহি যে তোমারে।
কেমুন কইরা থাকবাম্ রে বন্ধু
একলা ঐ না ঘরে॥+
দেখা নাই সে ছিল রে বন্ধু
শুনা নাই সে ছিল।+
আইজ দেইখ্যা শুইনা কেমুন কইরা
আমি পরাণ ধরবাম্ বল॥+
জল ছাড়া মীনের গতি
আর বায়ু ছাড়া প্রাণী।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু,
কেমনে ধরিব পরাণি॥"

বনের পথে ঘোড়া গোটা[৪] বাইন্ধ্যা রাইখ্যাছিল।
সেইনা ঘোড়ার কাছে কন্যা কুমাররে আনিল॥+

৩। আইবার—আসিবার। ৪। ঘোড়া গোটা—একটি সুসজ্জিত ঘোড়া।

লাগাম হস্তে দিয়া কন্যা পন্নাম জানায়।*
আইজের নিশি দুঃখের নিশি সে নিশিতে পোহায়॥+
আইজ নিশি দুঃখের নিশি দুঃখের মিলন।
কান্দিয়া জানায় কন্যা নিজের মনের অকিঞ্চন॥

"সাক্ষী হইও চান্দ সুরুজ
আর এই বন বিরিক্ষ লতা।
তোমরা ত শুইনাছ বন্ধের
আইজকার সগল কথা॥
সাক্ষী হইও পশু পক্ষী
আইজ তোমরা সগলে।
আমারে লইয়াছে বন্ধু
আপন নারী[৫] বইলে॥+
এই তির্‌ভুবনে আপন বইলতে
আমার আর ত কেউ নাই।
তোমার চরণে বন্ধু,
পাই যেন আমি ঠাই॥"
এতেক না বলিয়া কন্যা কোন কাম করিল।
যোগল চরণে কন্যা মাথা নুয়াইল॥

কন্যার হস্ত ধইরা কুমার মুছায় আখির ধারা।
আপনি মুছিয়া লইল দুই নয়ানের ধারা॥

৫। নারী=স্ত্রী।

পাঠান্তর :—* যোগল চরণে কন্যা হায় ভালা পন্নাম জানায়।

"চান্দ সুরুজ আইজ সাক্ষী রইল
সাক্ষী বনের বিরিক্ষ লতা।
এক সাক্ষী বনেলা পশু
আর সাক্ষী ধাতা-কাতা[৬] ॥
নদী নালা সাক্ষী রইল,
আর রইল সে পবনে।
আইজ হইতে তুমি লো প্রিয়া
আমার জীবনে মরণে ॥
বাঁইচ্যা যদি থাকি ল্যো কন্যা
আবার হইব দেখা।
মিলন হইব তোমার সঙ্গে
যদি থাকে অদিষ্টের লেখা ॥"

এই না কথা বইলা কুমার
আরে ভালা ঘোড়া ছুটাইল।
পুষ্পের মুখে চুম্ব দিয়া
ভালা ভমরা উড়িল ॥
তারা হইল নিমি ঝিমি
পূব আকাশে লাল।
বনের মাঝে খাড়ায়্যা কন্যা
দুই চৌক্ষের মুছে জল ॥

৬। ধাতা-কাতা = বিধাতা পুরুষ ও কর্তা—পরমেশ্বর।

(১২)

কুমার দুধরাজ দেশে ফিরে এসে রাজা বীরসিংহকে যুদ্ধের ঘটনা ও রাজকুমারী চম্পাবতীর অনুগ্রহে তাঁর মুক্তির কথা জানালেন। সব শুনে রাজা বুঝলেন মন্ত্র বলে বলীয়ান ভারইয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লোকবল, অস্ত্রবল ও বীরত্ব কোনো কাজে লাগবে না। সে জন্য—

হেরতের[১] সিঙ্গি রাজা ভালা কোন কাম করে।
তুরন্ত[২] চল্‌লাইন্ রাজা কামিনীর সরে[৩] ॥
কামিনী মুল্লুকে আছে মাইয়ানার বুড়ী[৪]।
কুবুদ্ধি কুমন্তর বহুত জানে সেই ত নারী ॥
মানুষ গাছালি[৫] হয়, পঙ্খী হয়্যা উড়ে।
সেইত মাইয়ানা নারী তালমন্ত্র পড়ে ॥
বুড়ারে যোয়ান করে, পুরুষরে করে নারী।
সেইত বুড়ীর কাছে রাজা গেলাইন দড়বড়ি ॥
"শুন শুন মাইয়ানা মাও, কই যে তোমারে।
বহু দেশ পার হইয়া আইলাম তোমার গোচরে ॥
ভালা ভালা তালমন্ত্র শিক্ষা দিবা মোরে।*
রাইজ্যের যতেক ধন দিবাম আমি তরে ॥"

এই কথা না শুইনা বুড়ী কোন কাম করে।
যত যত চিজ বস্তু আইনা জড়ো করে ॥†

১। হেরতের=অনেক দিক ভাবিয়া, (সেন মহাশয়ের অর্থ—তাড়াতাড়ি)। ২। তুরন্ত=তাড়াতাড়ি। ৩। কামিনীর সরে=কামরূপ সহরে। ৪। মাইয়ানার বুড়ী=ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ৫। গাছালি=ছোটো বড়ো গাছ।

পাঠান্তর :—* জিয়ান মারণ মন্ত্র ভালা হায় ভালা শিক্ষা দেহ মোরে।
† '—দলা যে করিল।
(সেন মহাশয় 'দলা' অর্থে 'চূর্ণ' করিয়াছেন)।

কাণা মশা, ভালা মাছি, বাঘ ভাল্লুকের আখি।
কাঁকড়ার ঠ্যাং, ইঁচার খড়্গ আর কাউয়াপাখি ॥
শনিবারে পেঁচার হাড্ডি, শেজা মেজার কাঁটা।
শিরগালের জিহ্বা, সাপের ফণা, সরাগাছের আঠা ॥+
শকুনার পিত্ত আর কালা বিলাইর হাড়।
মড়ার মাথার খুলি আর শ্মশানের ভাঁড় ॥+
নানান জাতি চিজ বস্তু দলা[৬]ত করিল।
সেই দলা দিয়া বুড়ি বড়ি বানাইল ॥
শব-শ্মশানের মাটি আর কাষ্ঠ আনিয়া।
নানান্ জাতি কাষ্ঠে দেখো আগুণ জ্বালাইয়া ॥
নিশিকালে রাজারে বুড়ী মন্ত্র দি দান।
মন্তর পায়্যা রাজা হইল ডাকিনী[৭] সমান ॥+

মন্তর পাইয়া সিঙ্গি রাজা হরষিত মন।
আপনার দেশে চলে ত্বরিত গমন ॥
শিবের মন্তর শিবের জটা পিংলা বাঘের ছাও[৮]।
ডাকিনী যোগিনী চলে উইড়া পবন বাও ॥
কত কত অবিদ্যা[৯]* রাজার সঙ্গে ত চলিল।
সিদ্ধি ভগবতী রাজার সহায় হইল ॥
জোড়া মইষ কাইটা রাজা দেব দেবী পূজে ॥
তবে ত সিঙ্গি রাজা সাজিল রণ সাজে ॥

৬। দলা=গুড়া করিয়া মাখিয়া পিণ্ড। ৭। ডাকিনী=অলৌকিক ও অশুভ শক্তির অধিকারী। ৮। পিংলা বাঘের ছাও=পিঙ্গল বর্ণ বাঘের বাচ্চা। ৯। অবিদ্যা=অপদেবতা।

* কত কত মহাবিদ্যা-

দুধরাজরে রাইখ্যা গেল পুরীর পওরা[১০]।+
এইনা বিষুম রণে ঠিক নাই রে বাঁচা মরা॥+

(১৩)

তবে ত বীরসিংহ রাজা কোন কাম করে। +
ভারইয়ার পুরীতে গিয়া তিন ডাক মারে[১]॥
ভারইয়া পুরীতে বাইজা উঠল যত ডাম্বা ঢোল।
রাইজ্য জুইড়া পরজা পরধান[২] হইল উতরোল[৩]॥ +

বাইর হইল ভারইয়া রাজা হাতে ধনুক তীর।
সঙ্গে ত চলিল রাজার মস্ত মস্ত বীর॥ +
ধনুকে টুঙ্কার মাইরা রাজা রণে হইল খাড়া।
গোস্সায়[৪] জ্বইলা সিঙ্গি রাজা হইল আঙ্গেরা[৫]॥
রণথলাতে হইল রণ কেউ না জিনে হারে।
ততক্ষণে সিঙ্গি রাজা হায় ভালা কোন কাম করে॥
মাইয়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধূলা উড়াইল।
মন্তর পইড়া ভারই রাজা বিরিক্ষ হইল॥
কুড়াল হাতে সিঙ্গি রাজা করে মার মার।
ভারই রাজার লোক লস্কর করে হাহাকার॥
সপ্প হয়্যা ভারই রাজা কায়া বদলাইল।
ময়ূর পঙ্খী হয়্যা সিঙ্গি শূন্যে ত উড়িল॥

১০। পওরা=প্রহরী।

১। ডাক মারে=রণহুঙ্কার করে। ২। পরজা পরধান=প্রজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৩। উত্রোল=উদ্বিগ্ন। ৪। গোস্সা=ক্রোধ। ৫। আঙ্গেরা=জ্বলন্ত অঙ্গার।

তবে ত ভারইয়া রাজা বদল করে কায়া।
কইতর হইল রাজা জানে নানান্ মায়া॥
বাজ হইয়া সিঙ্গি রাজা থাপা দিয়া ধরে।
মচ্ছ[৬] হয়্যা ভারই রাজা পড়িল সায়রে॥
উদ্ হয়্যা সিঙ্গি রাজা পশ্চাতে ধাইল।
চিলা হয়্যা ভারইয়া রাজা শূন্যে ত উড়িল॥
মাইয়ানীর মন্তরে রাজা কোন কাম করে।
সাচান্[৭] হইয়া রাজা শূন্যপথে উড়ে॥
ধূলা হইয়া পন্থে পড়ে রাজা না দেখি উপায়।
বাকুণ্ডি[৮] হয়্যা সিঙ্গি রাজা তাহারে উড়ায়॥
তবে ত বীরসিঙ্গি রাজা মারণ মন্ত্র পড়ে।
পাষাণ করিব রাজারে এই মন্ত্রের জোরে॥
তিন ফুঁ দিয়া সিঙ্গি রাজা ডাকিনী স্মরিয়া।
ভারই রাজার গায়ে দিল ধূলা উড়াইয়া॥
বাও বাতাসে ধূলা উইড়া অঙ্গেত লাগিল।
আছিল মানুষ রাজা পাষাণ হইল॥

(১৪)

তবে ত বীরসিংহ রাজা কোন কাম করে। +
রাজা হয়্যা বইসলাইন সিঙ্গি ভারই রাজার সরে[১] ॥ +
রাজার পুরী দখল করে সিঙ্গি রাজার লোকে।
বীরসিংহ রাজা হইল ভারইয়া মুল্লুকে॥

৬। মচ্ছ=মৎস্য। ৭। সাচান=কেঁচো। (সেন মহাশয়ের মতে—'শকুন')। ৮। বাকুণ্ডি=ঘুর্ণি বাতাস।
১। সরে=সহরে।

আষ্ট অলঙ্কার রাণীর খসায়্যা রাখিল।
ভিখ্ মাঙ্গুনীর বেশে পন্থে বাইর কইরা দিল॥

তবে ত ভারইয়া রাণী
হায় রে কাইন্দ্যা জারে জার[২]।
ভারইয়া নগরের লোক
দেইখা করে হাহাকার॥
সোনার বরণ রাজার কন্যা
মায়ের পাছু চলে।
এরে দেইখা[৩] নগরিয়া লোক
ভাসে আখির জলে॥
কে দিব রে রাইতের আশ্রা[৪]
কে দিব মুখের দানা[৫]। +
রাইজ্য জুইড়া সিঙ্গি রাজা
কইরা দিছে রে মানা[৬]॥ +
হায় রে, সোনার তারে বান্ধা কেশ
রূপার তারে বেড়া।
যে পৈরণে[৭] ছিল রে কন্যার
শাড়ী আশমান তারা॥
সেহি কেশ সেহি বেশ রে
পন্থে ধূলায় মৈলান হইল।
চান্দের না পুরীখানি রে
আইজ কালা মেঘেতে ঘিরিল॥

২। জারে জার—জর্জর। ৩। এরে দেইখা—এই ব্যাপার দেখিয়া।
৪। আশ্রা=আশ্রয়। ৫। মুখের দানা=খাদ্য। ৬। মানা—নিষেধ।
৭। পৈরণে=পরিধানে।

সোনার পরতিমাখানি রে
রূপ ঝলমল করে।
হেন কন্যার আশ্রা নাই রে
আইজ পন্থে পন্থে ফিরে॥ *
অদিষ্টের লিখন দেখো ছাড়ন না যায়।
আইজ রাজা দণ্ডধর কাইল ফকির হয়॥

(১৫)

ভারইয়া রাণী শেষ পর্যন্ত নগরের বাইরে একখানা পর্ণকুটিরে আশ্রয় পেয়েছেন, সঙ্গে আছে তাঁর কন্যা চম্পাবতী। ভারইয়া রাজার সেই পাষাণের মত অচল নির্বাক দেহ রাণী সযত্নে এনে রেখেছেন কুটিরে। কিন্তু রাণীর দিন আর চলে না। অনেক ভেবে চিন্তে—

তবেত ভারইয়া রাণী কোন কাম করিল।
সিঙ্গি রাজার দরবারে গিয়া দাখিল হইল[১]॥
"শুন শুন সিঙ্গি রাজা, আরে রাজা,
আমি কই যে তোমারে।
পাষাণ পতির দুঃখে
আমার দুই আঁখি ঝরে॥
যুবাবতী কন্যা ঘরে
এই সে হইল বড়ো দায়।
বাক্যিদান দিছিলা রাজা
আর না দেখি উপায়॥

১। দাখিল হইল=উপস্থিত হইলেন।

পাঠান্তর :— * হেন কন্যা রাজপন্থে ভিখ্ মাঙ্গুনীর বেশে

তোমার পুত্র দুধরাজ
কুমার গুণের সাগর।
আমার কন্যার যোগ্য
কুমার উত্তম নাগর॥
রাইজ্য দিলাম ধন দিলাম
রাজা, আর বা দিবাম্ কি।
তোমার চরণে সোইপ্যা দিলাম
রাজা গো, আমার বড়ো দুঃখের ঝি॥
কইল্‌জার লৌ[২] কন্যা আমার গো
রাজা, দুই নয়ানের তারা।
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
রাজা গো, আমি হই যে বাউড়া[৩]॥
আমি মরি ক্ষেতি নাই গো রাজা,
আমি ভয় না বাসি মনে।
চম্পাবতী কন্যারে রাজা, আগো রাজা,
তুমি রাইখো ছিচরণে॥"

এত শুইন্যা নিষ্ঠুর রাজা কোন কাম করে।
মুখে বলে দুরক্ষরা কথা[৪] দেইখা অভাগী রাণীরে॥
থু থু কইরা তিন বার ঘিন্না যে করিল[৫]।
আভাগী রাণীর দুঃখে দরবার না টলিল॥
সিঙ্গি রাজা কয় কথা চক্ষু রাঙ্গাইয়া।
"জংলী ভারইয়া কন্যায় আমি না করাইবাম্ বিয়া॥

২। কইলজার লৌ=হৃৎপিণ্ডের রক্ত। ৩। বাউড়া=পাগল। ৪। দুরক্ষরা কথা=দুর্বাক্য। ৫। ঘিন্না যে করিল=অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিল।

কোচের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ কিসের বিহালী[৬]।
আশ্‌মান জমিনে কবে হয় সে মিতালী ॥
দেবতার বংশ আমি উচ্চ কুলের কুলী[৭]।
সিংহের সঙ্গে হয় কি শির্‌গালের মিতালী ॥
দারাক তরুর[৮] সঙ্গে না হয় শেওড়ার মিলন।
দুধরাজরে করাইবাম বিয়া দক্ষিণ পাটন ॥
দূর হও রে ভারইয়া রাণী মোর রাইজ্য ছাড়িয়া।
ঘড়ুইয়া হাজঙ্গের[৯] সাথে কন্যারে দেও বিয়া ॥"

এহি কথা শুইনা রাণী কাইন্দ্যা জারে জার।
মাথা থাপাইয়া কান্দে মাও সে আমার ॥
চম্পাবতী কন্যা ঘরে আশায় বইসাছিল।+
কান্দিতে কান্দিতে মাও ঘরে ত আইল ॥+
ধরিয়া কন্যার গলা কান্দে ভারই রাণী।
"এত দুঃখু কপালে তোর আছিল নাই ত জানি ॥"
মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে, কাইন্দ্যা জারে জার ॥
নগরিয়া লোকে কান্দে কইরা হাহাকার ॥
তবে ত ভারইয়া রাণী কি কাম করিল।
সঙ্গে ছিল কালজর[১০] তাতে চুম্ব দিল ॥
মরণ কালে ভারইয়া রাণী
কন্যার হস্ত সে ধরিয়া।+
শেষ কথা কহিল মাও গো
আঙ্খির জলে ত ভাসিয়া ॥+

৬ বিহালী=বৈবাহিক সম্বন্ধ। ৭। কুলী=কুলের মধ্যে সম্মানিত। ৮। দারাক তরু=দেবদারু গাছ। ৯ ঘড়ুইয়া হাজঙ্গ=হাজং জাতীয় কৃষক। ১০। কালজর=সর্পবিষ।

"তির্‌জগতে চম্পাবতী,
আর কেউ যে তর নাই।
একেলা রাখিয়া গেলাম
মাও গো যা করেন দেরাই ॥[১১]
এই না কথা বইলা রাণী
আর কিছু না বলিল। +
পাষাণ পর্‌তিমা কন্যা
শিয়রে বইসা রহিল ॥ +
দুই আখি বুঞ্জিল রাণী
হায় রে, জন্মের মতন। +
নীল হইল সোনার অঙ্গ
রাণী ছাড়িল পরাণ ॥ +

(১৬)

কান্দে কান্দে রে কন্যা একেলা পড়িয়া।—ধুয়া +
"একেলা রাখিয়া মাও গো,
আইজ মোরে গেলা ছাড়ি।
আইজ হইতে হইলাম রে আমি
দুনিয়ায় একেশ্বরী ॥ +
বাপ নাই রে মাও নাই রে
আমার না আছে সোদর ভাই। +
দুনিয়ায় কেউ নাই রে আমার
আমি কোন বা দেশে যাই ॥ +

১১। দেবাই=ঈশ্বর।

বাপের না রাজত্বি হায় রে
আমি হারাইলাম বাপ মায়।
কে মোরে ডাকিয়া শুধায়
আমি কার বা কাছে যাই॥
হায়, সায়রে[১] মাঙ্গিলাম পানি রে
সায়র না দিল এক ফোঁটা।
পশিতে সুখের ঘরে
পড়্‌ল দুয়ারে মোর কাঁটা॥
আশমান-কালা মেঘ[২] দেইখা *
আমি হইলাম চাতকিনী।
আকুল পিয়াসে মাঙ্গিলাম
হায় রে, এক ফোঁটা পানি॥
পানির বদলে আইল
দেশে জ্বলন্ত আগুনি।
বজ্জর ভাইঙ্গা পড়ল শিরে
হায় রে, আমি অভাগিনী॥
আমি সায়রে মাঙ্গিলে ঠাঁই রে
সায়র যায় শুখাইয়া।
জমিনে মাঙ্গিলে ঠাঁই
জমিন যায় পাথর হইয়া॥†
বনে গেলে নাই সে খায়

১। সায়র=বড়ো নদী। ২। আশমান কালা মেঘ=যে মেঘে আকাশ কালো করিয়া ফেলিয়াছে।

পাঠান্তর :— * নবজলধর দেইখ্যা—'।
† '—জমিন লুকায়।

মোরে বাঘ আর ভাল্লুকে।
অভাগী জানিয়া তারা
ফিইরা নাই সে দেখে ॥
দুরন্ত অজগইরা সাপ
তারা আমারে ডরায়[৩] ।
আভাগী রাজার কন্যারে
কেউ ধইরা নাই ত খায়
আপনা বইলা সোপিলাম পরাণ রে
সেহ রইল বহু দূরে।
কারে বা কইবাম্ মন্দ
আমার কপাল গেল পুড়ে ॥
শুন শুন পরাণের পতি গো
আইজ তোমারে জানাই।
অভাগ্যা আমার কারণে
তোমার কোনো দোষ ত নাই।+
সুখে ত রাজত্বি কইর
তুমি সুন্দর নারী লইয়া।
বাঁইচা থাক রে বন্ধু,
তুমি লক্ষ পরমাই পাইয়া ॥
অভাগী চম্পার কথা রে বন্ধু,
তোমার যদি মনে আইসে।+

৩। ডরায়=ভয় করে।

পাঠান্তর :— * আপনা বইলা প্রাণ সপিলাম সেও করিল দূরা
কারে বা কহিমু মন্দ কপাল হইল বুরা ॥

এক ফোঁটা চৌক্ষের জল
দিও বন্ধু, অভাগীর উর্‌দিশে ॥+
দিও রে দিও রে বন্ধু,
তোমার চৌক্ষের এক ফোঁটা পানি ।+
এক ফোঁটায় শীতল হইব বন্ধু,
অভাগীর পরাণি ॥+
শুন শুন পরাণের পতি গো
আমার আর ত কিছু নাই ।
উরদিশে শতেক পর্‌ণাম
তোমার চরণে জানাই ॥"

সাতদিন দুঃখিনী কন্যা
কাইন্দ্যা কাটাইল ।+
পাগেলা হইয়া কন্যা
পরে পন্থে বাইর হইল ॥+
পাগেলা রাজার কন্যা
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ফিরে ।
পাষাণ ভারইয়া রাজার
দুই আখি ঝরে ॥

সমাপ্ত

পাঠান্তর :—* অভাগিনী চম্পার কথা না রাখও মনে ।
উরদিশে বিদায় মাগি তোমার চরণে ।

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

শীলাদেবীর পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

শীলাদেবীর পালা

ভূমিকা

এই সম্পাদনায় শীলাদেবী পালার ছত্রসংখ্যা ৬২৮। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত শীলাদেবী পালার ছত্রসংখ্যা ৫০৬। সেন মহাশয় সংগৃহীত ৫০৬ ছত্রের মধ্যে ৬১টি ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহে তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ যথাস্থানে পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। শব্দের বানান ও অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। নূতন সংগ্রহ, যাহা সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

শীলাদেবীর পালা রচয়িতা কবির নাম জানা যায় নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মৈমনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনেকগুলি গায়েনের খাতায় এই পালাটি দেখিয়াছি কিন্তু কোনো খাতায়ই সম্পূর্ণাঙ্গ পালা পাই নাই। সে-জন্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার সঙ্গে মৈমনসিংহ জেলার কোবডহরা গ্রামের মোহনলাল পালের গৃহে রক্ষিত খাতা মিলাইয়া এই পালা সম্পাদন করিয়াছি।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শীলাদেবী পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'পালাটির ঘটনা সম্ভবত: ঐতিহাসিক। মৈমনসিংহের বহুস্থানে শীলাদেবী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত জেলার নববৃন্দাবনের অরণ্য প্রদেশে শীলাদেবী-সংশ্লিষ্ট অনেক কাহিনী এখনও শোনা যায়। এই পালাটির আর

একটি সংস্করণ সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি। মৈমনসিংহের গোপাল আশ্রমনিবাসী গোপালচন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি ইতিপূর্বে স্থানীয় 'আরতি' নামক পত্রিকায় শীলাদেবী সম্বন্ধে একটি পালার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। গোপালবাবু এখনও জীবিত আছেন, এবং তাঁহার বয়স ৭৪।৭৫ বৎসর হইবে। বর্তমান পালার সঙ্গে আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত পালাটির তুলনা করিলে দেখা যাইবে উভয় পালাই অনেকটা একরূপ হইলেও তাহাদের মধ্যে কিছু গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। মুণ্ডাদস্যুর ব্রাহ্মণ রাজগৃহে চাকরি গ্রহণ হইতে তাহার রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা এবং অবশেষে বন্দীশালা হইতে পালায়ন ও কয়েক বৎসর পরে বন্য মুণ্ডার দল সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ রাজ-প্রাসাদ লুণ্ঠন—এই কাহিনী উভয় পালাতেই এক রূপ। ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহার কন্যা সহ পলাইয়া আর একটি হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন—এই পালায় আমরা ইহাই পাইতেছি। কিন্তু আরতির সারাংশেতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ রাজা পলাইয়া গাজীদের শরণাপন্ন হন। বঙ্গের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে গাজীদের অতুল প্রতাপ হইয়াছিল। তাহারা ভাওয়াল ও ধামরাই, সাভার এবং মৈমনসিংহের অনেক স্থানের হিন্দু গৌরব নষ্ট করিয়াছিল। যে গাজীর নিকটে ব্রাহ্মণ রাজা শীলাদেবীকে লইয়া উপস্থিত হন, তিনি যথেষ্ট আতিথ্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু গাজীর এক তরুণ বয়স্ক পুত্র শীলাদেবীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টিত হন। ব্রাহ্মণ রাজা পলাইয়া নিজেকে মুসলমানের আত্মীয়তা হইতে রক্ষা করেন। ত্রিপুরার রাজা ব্রাহ্মণ রাজাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইয়া নিজ প্রাসাদের এক অংশে স্থান প্রদান করেন। এখানেও ত্রিপুরার

যুবরাজ শীলাদেবীর অনুরাগী হইয়া পাণিপ্রার্থী হন। ব্রাহ্মণ রাজা নানারূপ বিপদের অভিঘাতে বিচলিত হইয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। শীলাদেবীও ত্রিপুরার রাজকুমারের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার যুবরাজ অসংখ্য সৈন্য লইয়া মুণ্ডা দলনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাণ রাজার প্রদেশে অগ্রসর হন। মুণ্ডারা এবার প্রমাদ গণিল, কিন্তু সাহস হারাইল না। তাহারা রাজকুমারের অগ্রগামী সৈন্যের পথের নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। বর্ষাকালের উন্মত্ত বন্যা নদীবক্ষ স্ফীত করিয়া একটা বৃহৎ ভূভাগ ভাসাইয়া ফেলিল। শীলাদেবী ত্রিপুরার রাজকুমারের পার্শ্বে পুরুষ যোদ্ধার বেশে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই আকস্মিক বন্যার প্রকোপে রাজকুমারের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হইয়া গেল, এবং শীলাদেবী ও রাজকুমার অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে অশিক্ষিত ও বর্বর মুণ্ডার দলকে দমন করিতে ত্রিপুরা রাজের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি সমস্ত মুণ্ডার দল জালের দড়ি দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে বন্দী করেন এবং তোপের মুখে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেন। যে স্থানে মুণ্ডারা এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার নাম 'কাঁকড়ার চর'। এখনও এই স্থানটিতে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প গুজব প্রচলিত আছে।

"মুল ঘটনা ঐতিহাসিক। যে সময়ে কোন স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার অব্যবহিত পরেই তথাকার সাধারণ লোকেরা তৎসম্বন্ধে পালা প্রস্তুত করে। এই হিসাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে মুল পালাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল, কারণ ঐ সময়েই গাজীরা অতি পরাক্রান্ত ছিল। আরতিতে যে পালাটির সারাংশ সঙ্কলিত হয় সে পালাটি হারাইয়া

গিয়াছে, এখন আর তাহা পাইবার উপায় নাই। কিন্তু উহার সারাংশ দ্বারা আমরা যতটা বুঝিতে পারি, তাহাতে অনুমিত হয় যে সেই পালাটিই খাঁটি ছিল, এবং বর্তমান পালাটিতে রচয়িতা ইচ্ছা পূর্বক কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।"

মাননীয় সেন মহাশয়ের এই ভূমিকা পড়িয়া আমি গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের সন্ধান করিয়া দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে শীলাদেবী পালার কয়েকটি গান ছিল মাত্র, সম্পূর্ণাঙ্গ পালা ছিল না। 'আরতি' পত্রিকায় যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা শোনা কাহিনী। তবে আমারও বিশ্বাস, শীলাদেবীকে লইয়া 'বামুন রাজা'র গাজীর আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা সত্য। এ বিষয়ে লোক মুখে শুনিয়াছি, গাজীপুত্রের ভয়ে বামুন রাজা গাজীর আশ্রয় হইতে কন্যা লইয়া পালাইয়া গেলে গাজী পুত্র নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, মুণ্ডার সঙ্গে যোগ দিয়া শীলাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে পরগণার রাজকুমারের সঙ্গে মুণ্ডার প্রথম যে যুদ্ধ হয়, উহা প্রকৃত-পক্ষে গাজী পুত্রের সঙ্গেই হইয়াছিল।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন,—'শীলাদেবীর পিতা পলাইয়া যে রাজার নিকট গিয়াছিলেন এই পালাটিতে তাহার নাম বা কোন পরিচয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মণ রাজা গাজীদের নিকটেই সাহায্যের জন্য প্রথম গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের আতিশয্যে দ্বিতীয় পালা লেখক মুসলমান-সংশ্লিষ্ট ঘটনাটা গোপন করিয়াছেন এবং তৎস্থলে একটি অজ্ঞাতকুলশীল অনামা হিন্দু রাজাকে আনিয়া সে স্থান পূরণ করিয়াছেন। এই পরিবর্তন স্বেচ্ছাকৃত।'

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি কিন্তু শীলাদেবীর পিতার নাম, পরিচয় ও বাসস্থান উল্লেখ করেন নাই। কবি যে ভাবে শীলা-

দেবীর পিতার পরিচয় দিতে মাত্র 'বামুন রাজা' বলিয়াছেন, সেই ভাবেই আশ্রয়-দাতাকে 'পরগণার রাজা' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বামুন রাজা পরিচয়েই যদি শীলাদেবীর পিতা 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি' (সেন মহাশয়ের মতে) হইতে পারেন, তবে 'পরগণার রাজা' হইতে পারিবেন না কেন, ইহার যুক্তি আমার বোধগম্য নহে।

গাজীপুত্রের ভয়ে শীলদেবীকে লইয়া বামুন রাজার ত্রিপুরারাজের আশ্রয় গ্রহণ এবং মুণ্ডার দলের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজকুমারের মৃত্যু, যদি সত্য কাহিনী হইত, তবে ঘটনাটা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার রাজ-বংশের ইতিহাসে থাকিত, কিন্তু তাহা তো নাই! ইহাতে মনে হয়, গাজীর কবল হইতে পালাইয়া পরগণার রাজার আশ্রয় গ্রহণ ও শীলাদেবীর আত্মহত্যার পর ত্রিপুরা রাজের আশ্রয়ে মুণ্ডা দমনের কাহিনীই সত্য।

মৈমনসিংহের গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের নিকটে শীলাদেবী পালার যে কয়েকটি গান দেখিয়াছিলাম, তাহা এই কবির রচনা। এই কবির রচিত পালায় গাজীকাহিনী না থাকার হেতু বোধ হয় সেন মহাশয়ের 'ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আতিশয্য' নহে। যে কারণে 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী,' 'রূপবতী,' 'দেওয়ান ভাবনা' প্রভৃতি পালার কাহিনী-বিশেষ ও ঘটনা বর্ণনার অংশ-বিশেষ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় বাদ পড়িয়াছে, সেই কারণেই এই পালার কবি তাঁহার রচনায় গাজী-কাহিনী বাদ দিয়াছেন। সেন মহাশয়ও তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়া-ছেন,—'খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে গাজীদের অতুল প্রতাপ হইয়াছিল।'

শীলাদেবীর পিতার বাসস্থান 'বামুন রাজার সর', 'পরগণার রাজার সর' ও মুণ্ডার দলবলের বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই। পালার ভাষা দেখিয়াও কিছু বুঝিবার সুবিধা

নাই। কারণ, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই পালাটি সমগ্র পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইহার ফলে পালার ভাষায় বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন যে ভাষায় এই পালাটি পাওয়া যায়, উহা ঘটনার সমসাময়িক কোনো একটা অঞ্চলের পল্লীভাষা নহে। তবে এই পালার গানগুলির ছন্দ ও সুর লক্ষণীয়। গানগুলি যে ছন্দে রচিত, ঐ ছন্দ ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত পল্লীসুর 'মুড়াই' ও 'সাইগরী' ছাড়া কোনো 'ভাটিয়ালী ধাঁচ'-এ গাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, এই পালার রচয়িতা কবি ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং শীলাদেবীর পিত্রালয় ও পরগণার রাজার জমিদারী খুব সম্ভব ঢাকা জেলার দক্ষিণ, নোয়াখালী জেলার উত্তরপূর্ব ও ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম—এই সীমানার মধ্যে কোথাও ছিল। 'মনসামঙ্গল'-এর চাঁদসদাগর ও বেহুলার কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় এককালে বাংলার জনসাধারণ যেমন ঘটনার স্থান ও নায়ক নায়িকা তাঁহাদের অঞ্চলের বলিয়া দাবি করিয়া চাঁদ সদাগরের ভিটা, কালীদহ, নেতা ধোপানীর ঘাট প্রভৃতি দেখাইতেন, শীলাদেবীর ব্যাপারেও পূর্ববঙ্গে ঐ প্রকার ঘটিয়াছে।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'আরতি' পত্রিকায় প্রকাশিত গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের প্রবন্ধানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শীলাদেবীর কাহিনী অবলম্বনে দুইজন কবি দুইটি পৃথক পালা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস মহাশয়ের সংগ্রহ গানগুলি এই পালার গান হওয়ায়, কেবলমাত্র বিশ্বাস মহাশয় কথিত কাহিনী অবলম্বনে আর একটি পালার অস্তিত্ব স্বীকার করা কষ্টকর। তবে ১৯৩৩ হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গে পল্লীগাথা অনুসন্ধান কালে শীলাদেবী অবলম্বনে আর একটি পালা আমার হাতে আসিয়াছিল।

এই পালার লেখক মহম্মদ তাহেরুদ্দিন বিশ্বাস। ছাপার অক্ষরেই পালাটি পাইয়াছিলাম। এই পালার ভাষা মুসলমানী উর্দু শব্দের প্রাধান্যে দুর্বোধ্য, বর্ণনা পরধর্মবিদ্বেষ ও অশ্লীলতা দোষদুষ্ট।

তাহেরুদ্দিন বিশ্বাসের রচিত কাহিনীর প্রথমাংশের সঙ্গে এই পালার কাহিনীর মিল আছে। পরে মুণ্ডার ভয়ে বামুনরাজা কন্যা শীলাকে সঙ্গে লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত ধার্মিক রহমৎ গাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। গাজীর আশ্রয়ে থাকা কালে শীলা ইসলাম ধর্মের মহিমা আচার ব্যবহার ও গাজীর যুবকপুত্র হানিফের রূপে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার ছলাকলা হাবভাব ও অনাবৃত অঙ্গাদি দেখাইয়া তাহাকে বশীভূত করে। রহমৎ গাজী ঘটনাটা জানিতে পারিয়া পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া 'সরামতে' শীলাকে সাদী করিতে বলেন। ইহাতে হানিফের পূর্ববিবাহিত বিবিগুলি ভয় পাইয়া বামুন রাজার কাছে এক বৃদ্ধা বাঁদী প্রেরণ করেন। বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বামুন রাজা ও শীলাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া সেই রাত্রেই নৌকাযোগে পালাইতে সম্মত করে। সেদিন সন্ধ্যার পর হানিফের সঙ্গে শীলার মিলন হইলে হানিফের গলা ধরিয়া শীলা যে বিলাপ করে, উহা 'মহুয়া' পালায় উলুইকান্দা হইতে পালানোর প্রাক্কালে মহুয়ার বিলাপ।

গাজীর আশ্রয় হইতে পালাইয়া বামুন রাজা এক হিন্দু জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জমিদারের এক কদাকার লম্পট পুত্র ছিল। বামুন রাজা বিপাকে পড়িয়া এই জমিদার পুত্রের সঙ্গে শীলার বিবাহে সম্মত হন। বিবাহ-সভায় ছদ্মবেশে গাজীপুত্র উপস্থিত ছিল। শীলা তাহাকে চিনিতে পারে এবং পালানোর প্রস্তাব করে। প্রস্তাব ও পরামর্শানুযায়ী শীলা বাসর ঘর হইতে পালাইয়া দুইজনে ঘোড়ায় চড়িয়া এক বড়ো নদীর তীরে উপস্থিত হয়। ওদিকে শীলাকে অপহরণের মতলবে মুণ্ডা বাজনদারের বেশে সদলবলে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিল। বাসর ঘর হইতে শীলা উধাও

হইয়াছে শুনিয়া মুণ্ডা তাহার দল সহ ঘোড়ার খুরের দাগ অনুসরণ করিয়া নদীতীরে হানিফ ও শীলাকে দেখিতে পায়। মহাবীর হানিফ মুণ্ডার দলের সঙ্গে যুদ্ধে একশত একটা কাফের জংলীর মাথা কাটিয়াও যখন দেখিল চারিদিকে অসংখ্য জংলী রহিয়াছে তখন শীলাকে মুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উভয়ে নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া 'বেহেস্তে' চলিয়া গেল। মুণ্ডার দল শীলাকে ধরিতে না পারিয়া জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন ও জমিদার পুত্রকে হত্যা করিয়া জঙ্গলে ফিরিয়া গেল। শোকার্ত জমিদার ও বামুন রাজা ত্রিপুরার রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া নালিস করিলে ত্রিপুরার রাজা সদলে মুণ্ডাকে ধরিয়া আনিয়া কামানের গোলায় উড়াইয়া দিলেন।

আমি যখন গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি তখন তাহেরুদ্দিন সাহেবের এই 'হানিফ গাজী-শীলাদেবীর কেচ্ছা' বইয়ের কথা জানা ছিল না। সম্ভবত ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদপুরে রাস্তার পাশে এক মুসলমানের বইয়ের দোকানে বইখানা পাই। তখন বিশ্বাস মহাশয় জীবিত ছিলেন না। সে জন্য তাঁহার লিখিত 'আরতি' পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীর ভিত্তি এই তাহেরুদ্দিন সাহেবের লেখা 'কেচ্ছা' কিনা, তাহা জানিবার সুযোগ পাই নাই। তথাপি'ও মুণ্ডার ভয়ে শীলাদেবীকে লইয়া বামুন রাজার গাজীর আশ্রয় গ্রহণ ও লম্পট গাজীপুত্রের ভয়ে সে আশ্রয় ত্যাগ অমূলক কাহিনী নহে। পূর্ববঙ্গে বহু গায়েন ও পল্লীবাসী বৃদ্ধের মুখে শীলাদেবীর কাহিনীর গল্প ঐ প্রকারই শুনিয়াছি।

মাঘ, ১৩৬২ — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

শীলাদেবীর পালা

(১)

লোকটির নাম ছিল—মুণ্ডা, জাতিতে আসামের কোনো পাহাড়ীয়া, গায়ে তার অসাধারণ শক্তি, চেহারাও ভীষণাকার।

বাড়ী নাই ঘর নাই জংল্যা[1] মুণ্ডা রে
মুণ্ডা ফিরে দেশে দেশে।
দৈবেতে আনিল তারার[2] ভালা বামুন রাজার দেশে।
দারুণ জংল্যা মুণ্ডা রে—॥

মাও নাই বাপ নাই জংল্যা মুণ্ডা রে
মুণ্ডা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দৈবেতে আনিল তারে ভালা বামুন রাজার বাড়ী।
দারুণ জংল্যা মুণ্ডা রে॥

জঙ্গলাতে জন্ম মুণ্ডার জাতিত্[3] জঙ্গলীয়া।
দরবারে খাড়াইল মুণ্ডা সেলাম জানাইয়া।
দারুণ জংল্যা মুণ্ডা রে॥

'শুন শুন বামুন রাজা, কহি যে তোমরারে[4]।
আমার দুক্কের কথা জানাই তোমার দরবারে রে।
আরে শুন বামুন রাজা রে॥

১। জংল্যা=জংলী, অসভ্য। ২। তারার=তাহাকে। ৩। জাতিত্=জাতিতে। ৪। তোমরারে=তোমাদিগকে।

দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি রে, আমি পন্থের ভিখারী।
দুনিয়ায় কেউ নাইরে আমার নাইরে ঘর বাড়ী। *
শুন বামুন রাজা রে ॥
জন্মিয়া না দেখি বাপ মাও গর্ভসোদর[৫] ভাই।
স্রুতের[৬] শেহলা যেমুন আমি ভাস্যা বেড়াই।
শুন রাজা, আমার দুক্কের কথা রে ॥
কোন জন দিল রে জনম কে থইরাছে পেটে।
কড়ার কাহনি[৭] নিয়া † মোরে কে বিকাইল হাটে রে।
শুন আমার দুক্কের কথা রে ॥
বড়ো দুক্কে পইড়া আমি রে ছাড়লাম তার[৮] বাড়ী।
সেইদিন থাক্যা[৯] শুন রে রাজা, আমি দেশে দেশে ফিরি।
শুন আমার দুক্কের কথা রে ॥
মেঘেতে ভিইজা মরি রইদে যাই রে †† পুড়ি।
বিরিক্ক[১০] তলায় নাই রে ঠাঁই কপাল হইল বৈরী।
শুন শুন বামুন রাজা রে ॥'

মুণ্ডার দুঃখের কাহিনী শুনে ব্রাহ্মণ রাজা তাকে বললেন,—

বড়ো দয়া লাগে তোরে ওরে জঙ্গলার বাসী।
আমার রাইজ্যত্[১১] থাইক্যা তুমি কর ঠাকুরালী[১২]।
শুন শুন জংল্যা মুণ্ডা রে ॥

৫। গর্ভসোদর=সহোদর। ৬। স্রুতের=স্রোতের। ৭। কড়ার কাহনি=তুচ্ছ কড়ির কাহন গণিয়া। (সেন মহাশয়ের অর্থ—কাহনী=মূল্য।) ৮। তার=ক্রেতার। ৯। থাক্যা=থাকিয়া, হইতে। ১০। বিরিক্ক=বৃক্ষ। ১১। রাইজ্যত্=রাজ্যে। ১২। ঠাকুরালী=প্রাধান্য।

পাঠান্তর :—* বাড়া ঘর নাই রাজা। নাই [illegible]
† '—দিয়া—'। †† '—নাই সে—'

বাড়ী দিবাম্[১৩] জমিন দিবাম্ আর দিবাম্ মাহিনা।
রাইজ্যের কোট্টাল[১৪] হয়্যা থাক্‌বা, মোর পুরীত্ থানা[১৫]। *
শুন শুন জংল্যা মুণ্ডা রে॥"

রাজার কথা শুনে মুণ্ডা অত্যন্ত খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল,—

'বাড়ী নাই সে চাই রাজা গো, জমিন নাই সে চাই।
তোমার ছিচরণে যদি একটু ঠাঁই পাই,
তবে মোর জন্নম্[১৬] ভালা রে॥
আমার না চউক্ষের জলে রাজা, নদী-নালা ভাসে।
দশ বচ্ছর ঘুইরা মর্‌লাম কত দেশে দেশে।
আইজ আমার জন্নম ভালা রে॥
পায়ের নফর হয়্যা রে রাজা, আমি থাকিমু দুয়ারে।
আমি থাক্‌লে চোর-চোট্টায় কি করিতে পারে।
শুন শুন বামুন রাজা রে॥
জঙ্গলাতে জন্নম আমার আমি জংলীয়া জাতি।
দুই হস্তে ধইর‍্যা রাখি রাজা, জঙ্গলার হাতী।
শুন শুন বামুন রাজা রে॥
এই না দুই হস্ত মোর লোহার শাবল দুইখান।
এই না মোর বুকের পাটা রাজা, পাত্থর সমান;
দেখ দেখ বামুন রাজা রে॥
খাইতে না পাই গো রাজা, আমি শুইতে না পাই।+
খাওন-দাওন ভালা পাইলে আমি তাগদ্[১৭] দেখাই।+
শুন শুন বামুন রাজা রে॥+

১৩। দিবাম্=দিব। ১৪। কোট্টাল=কোটাল। ১৫। পুরীত্ রাজবাড়ীতে আশ্রয়। ১৬। জন্নম=জন্ম। ১৭। তাগদ্=শক্তি।

পাঠান্তর:— * রাজ্যের কোটাল হইয়া থাকিবা মোর পুরীরে॥

খাওন-দাওন দিবা গো রাজা, দেখবা আমার কাম। +
দুশ্‌মন না আইব রাইজ্যে শুইনা আমার নাম, +
গো রাজা, দেখবা আমার কাম ॥ +
বাঘ ভাল্লুক বরা[১৮] মইষরে ভয় ত না করি। *
জঙ্গলাতে জন্নম আমার জংলায় শিগার[১৯] ধরি, +
গো রাজা আমি জঙ্গলা জাতি রে ॥ +

গাবুরালী[২০] অঙ্গ দেইখ্যা রে রাজার ভয় হইল মনে।
ধীরে ধীরে কয় কথা জঙ্গল্যা মুণ্ডার স্থানে ॥
'শুন শুন জঙ্গল্যা মুণ্ডা রে,—।
কালা দিঘীর পাড়ত্ রে কোট্টালীয়ার থানা। +
সেইখানে পাতিয়া লও রে মুণ্ডা, আপন বিছানা ॥
শুন শুন নতুন কোট্টাল রে ॥
ডাইল দিবাম্ চাইল দিবাম্ ভালা রসুই কইরা খাইও।
বালাখানা[২১] ঘর দিবাম শুইয়া নিদ্রা যাইও ॥
শুন শুন নতুন কোট্টাল রে।
বারো শত কটুয়াল আমার রে, রাইজ্যে করে
খবরদারী
তা সবার উপরে তুমি করবা ঠাকুরালী ॥
শুন শুন নতুন কোট্টাল রে ॥'

১৮। বরা=শূকর। ১৯। শিগার=শিকার। ২০। গাবুরালী=অসভ্য বন্য জাতির মত দৃঢ়। ২১। বালাখানা=সুসজ্জিত আরামদায়ক।

পাঠান্তর :— * বাঘ ভালুকে রাজা ভয় ত না করি
+ '—খানা—'।

এই কথা শুনিয়া মুণ্ডা রে, কোন কাম না করিল।
রাজার দরবারে হাজার সেলাম জানাইল ॥
'রাজার কোট্টাল হইলাম রে ॥'

(২)

এক কন্যা আছিল রাজার পুরী উজাল করে।*
দশ না বচ্ছরের কন্যা রূপ ঝলমল করে।*
সোনার বরণ কন্যা রে ॥*
পঞ্চ সখীর সাথে শীলার রঙ্গে খেলা খেলি।
দেখিতে সুন্দর কন্যা যেমুন কনক চম্পার কলি।
কাঞ্চা সোনার বরণ রে ॥
হাটু বাইয়া পড়ে কেশ রে যে দেখে নয়ানে।
আশমানের কাইলা মেঘরে লুডায়[১] জমিনে ॥
কন্যার মেঘের বরণ কেশ রে ॥
ডালুমের দানা যেমুন রে দন্ত সারি সারি।
চাঁপালিয়া হাসি[২] কন্যা ঠোঁটে রাইখাছে ধরি।
কন্যার রাঙ্গা ঠোট্ রে ॥†

১। লুডায়—লুটিয়া পড়ে। ২। চাঁপালিয়া হাসি—চাঁপা ফুলের মত হাসি।

পাঠান্তর :— * * * কাঞ্চনা সোনার অঙ্গ রে যেমুন ঝলমল।
একক কন্যা আছে রাজার দশ না বচ্ছরের রে
কাঞ্চাবরণ কন্যা রে ॥
† মেঘের বরণ কেশ রে।

দুই আখি দেখি কন্যার পরভাতীয়া তারা।
গোলাপী ছুরত[৩] কন্যার না যায় পাসরা ॥ *
কন্যা পরভাতীয়া[৪] তারা রে ॥
দুশ্‌মনরে পাগল করে কন্যা পর করে আপনা।
দিনে দিনে হইল রাজার দুরন্ত ভাবনা ॥
কন্যার বর কোথায় পাইব রে ॥
যেদিন ফুটিবে এই না কদম্বের কলি।
ভাবে রাজা যুগ্যি বর কোন দেশেতে মিলি ॥
ভাবে বামুন রাজা রে ॥
দেশে দেশে রাজা ভাট[৫] পাঠাইয়া দিল।
পান ফুল হাতে লয়্যা ভাট না চলিল ॥
কোথায় পাব বর রে ॥†

অপূর্ব সুন্দরী শীলার উপযুক্ত সুন্দর রাজকুমার পাত্রের জন্য রাজা বহু দেশে ঘটক পাঠালেন কিন্তু কোনো রাজ্যে রাজকন্যা শীলার পাশে দাঁড়াবার মত সুশ্রী রাজকুমার পাওয়া যাচ্ছে না। এইভাবে আরও দুই বছর গিয়ে শীলার বয়স হল বারো বছর। এদিকে রাজ-অন্তঃপুরে—

হাসিয়া খেলিয়া কন্যার খেলার সময় যায়।
পঞ্চ সখীর সঙ্গে কন্যা রঙ্গেতে খেলায় ॥
সোনার শিশুতি কাল[৬] রে ॥††

৩। ছুরত=রূপ। ৪। পরভাতীয়া=প্রভাত কালের শুকতারা। ৫। ভাট=ঘটক। ৬। শিশুতি কাল=শৈশব কাল।

পাঠান্তর :— * '—পাশুয়ারে।
† চিন্তিত বামুন রাজারে ॥
†† বাহারে সোনার যইবন রে।

আইব যইবন কাল রে মানা নাই সে মানে।
কাল নদীতে ডাকে জোয়ার কথা নাই সে শুনে।
কন্যা, খেল আপন মনে রে ॥
খেল খেল কন্যা তুমি লো, শেষ শিশুতির খেলা।
কালুকা বিয়ানে[৭] তুমি লো পড়িবা একেলা ॥
কাল যইবন আইব রে। *
কেউ না দিল খবর তোরে লো খেলার সময় যায়।
দিনে দিনে দিন গেলে লো, ঘট্‌বো বিষম দায় ॥
কাল যইবন আইব রে ॥
খেলার ঘর ভাইঙ্গা পরবো আইজ বাদে তোর কালি[৭]।
যখন ফুইট্যা উঠবো কন্যা, তোর মালঞ্চ মুকুলী[৮] ॥
সোনার যইবন আইলে রে।
পরাণের পরাণ পঞ্চ সখী আর ভাল না লাগিব।
বনের পাখির মতন পরাণ তোর শূন্যেতে উড়িব ॥
সোনার যইবন আইলে রে ॥

(৩)

আরও দুই বছর কেটে গেল। রূপবতী রাজকন্যা শীলা যৌবনে পদার্পণ করে রাজপুরী আলো করেছে, কিন্তু যোগ্য রাজপুত্র বর মিলছে না। শীলার রূপের খ্যাতি শুনে রাজপুত্র বহু আসেন, শীলার পছন্দ হয় না। মেয়ের অপছন্দে বাপ-মায়েও কিছু করতে পারছেন না। যে সব রাজপুত্র আসেন,

৭। কালি = আগামী কাল। ৮। মুকুলী = মুকুলিত হইয়া

পাঠান্তর :—* আইল সোনার যইবন রে।

তাদের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ না করলেও বয়স গুণে শীলার মনের পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। সে পরিবর্তন সখীদের সঙ্গে আলাপে বোঝা যায়।—

"শুন শুন পঞ্চ সখী রে একি হইল দায়।
আইজ কেন কোকিলার ডাক কঠিন শুনা যায়—
রে সখী শুন শুন ॥*
পিঞ্জিরার শুক-শারী আইজ কিমত† গান গায়।
বইক্ষের ভিতর কাঁইপ্যা উঠে পরাণ কিবা চায়—††
রে সখী, শুন শুন ॥
কি হইল কি হইল রে সখী আমি বুঝিতে না পারি।
ফাঁপ্‌লা[১] বেদনে আমার বুক হইল ভারী—
রে সখী, শুন শুন ॥
নিলাজ অঙ্গ সে সখী, বসন নাইত চায়।
কি জানি অজানা গান আইজ মন-কোকিলায় গায়—
রে সখী, শুন শুন ॥
কইও কইও পঞ্চ সখী, কইয়া দিস্ তরা।
যে-অঙ্গ বসনে মোর না পইড়াছে ঘিরা[২]—
রে সখী, শুন শুন ॥
বাইন্ধ্যাছি না বাইন্ধ্যাছি কেশ কইয়া দিবি মোরে।
পরভাতে জাগায়্যা দিবি আমি থাক্‌লে ঘুমের ঘোরে—
রে সখী, লাজে মইরা যাই ॥

১। ফাঁপ্‌লা=ফাঁপা, নিরর্থক। ২। ঘিরা=ঢাকা।

পাঠান্তর :— * শুন শুন পঞ্চ সখী রে।
† '—কৈছনে—'।
†† বুকের ভিতর থাকা কাপ্যা উঠে পরাণ রে

ফুল কেনে মৈলান[৩] হইল আর ঐ চাঁদ কেন মৈলান।
আবেতে[৪] ঘিরিয়া লইছে দেখ জমিন আশ্‌মান—
রে সখী, দেখ দেখ ॥
আহার নিদ্রার কথা মোর মনে নাই সে থাকে।
বাপে-মায়ে শুনিলে কথা পড়িব বিপাকে—
রে সখী, কথা কইও না।*
আইজ ভাইঙ্গ্যা চুইর‍্যা নতুন কইরা দুনিয়া গড়িল।
কোন বিধির গড়নে এমুন পরাণ কাইড়া নিল—
রে সখী আমায় বইলা দে ॥+
মুখের আহার নিল রে আমার নিছে নিদ্রা নয়নের।
সববস্বি কাড়িয়া নিছে যা ছিল জীবনের—
রে সখী, কেনে এমুন হয় ॥+
মুখ বান্ধা ফুলের কলি রে, না ফুইটু তোমরা।
পরাণ ভাঙ্গাইতে আইব[৫] দারুণ ভোমরা—
রে কলি, কথা শুন ॥
আইজ যে দিন চইলা গেল সে না আইব কাইল।
লোকে কয় সোনার যইবন, আমার কাছে গাইল—
রে সখী, দুঃখের যইবন কাল ॥
দুনিয়ার দুশ্‌মন বিধি রে দুশ্‌মনি করল মোরে।
মনে লয় নিরলে বইসা কান্দি আনছলে—
রে সখী, কি কইবাম্‌ তরে ॥'

৩। মৈলান=মলিন। ৪। আবেতে=খণ্ড খণ্ড মেঘে, (এখানে বিশেষ অর্থ হইবে—) কুয়াশায়। ৫। আইব=আসিবে।

পাঠান্তর :—* শুন শুন পঞ্চ সখী রে।

রাজকন্যার কথা শুনে সখিগণ হেসে উত্তর দেয়,—

'না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা, তুমি চিত্ত কর দঢ়[৬]।
আইব মালঞ্চে তোমার মন-মধুকর—
লো শুন রাজবালা ॥
এই ত কেশের বান্ধন কন্যা, কত যতনে খুলিয়া।
নয়ানবিল[৭]* বন্ধু তোমার দিব রে বান্ধিয়া—
লো, শুন রাজবালা ॥
এইনা বসন খুইলা কন্যা, নয়ালী পরাইব।
আবের[৮] গায়ে চান্দের কিরণ তেমুন শোভা হইব—
শুন শুন রাজবালা ॥
এইত আখির কাজল কন্যা, যতনে মুছিয়া।
নতুন কইরা বন্ধু তোমার দিব ত আঁকিয়া— **
শুন শুন রাজবালা ॥
এইত গলার ফুলের মালা যতনে খুলিয়া। †
নতুন মালঞ্চ ফুলে দিব সে গান্থিয়া—
শুন শুন রাজবালা ॥
এইত নাকের বেশর তোমার যতনে খুলিয়া
ফুলের আস্ট অলঙ্কার দিব পরাইয়া— ††
শুন শুন রাজবালা ॥"

৬। দঢ়=দৃঢ়। ৭। নয়ানবিল=পূর্বে অজ্ঞাত নূতন, আন্‌কোড়া নূতন। ৮। আবের=অভ্রের, সাদা মেঘ খণ্ডের।

পাঠান্তর :—* নতুন নবেলা—'।
** নতুন নবেলা বন্ধু দিবেক আঁকিয়া।
† এহিত কানের ফুল রে যতনে খুলিয়া।
†† ফুলের বেশর কন্যা দিবে সে গান্থিয়া।

পুরুষ পরশমণি লো কন্যা, পরশে যায় জানা। *
সঙ্গ গুণে রঙ্ ধরে লো মাটি হয় রে সোনা—
শুন শুন সর্বজনা॥ †

(৪)

পাহাড়ী মুণ্ডা পাঁচ বছর ব্রাহ্মণ জমিদারের চাকরি করছে। তার কোতোয়ালীতে দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব নেই। রাজা প্রজা সকলেই তার ওপরে খুশী। কিন্তু মুণ্ডা মাইনে নেয় না, দিতে গেলে বলে, পরে একদিন সব মাইনে এক সঙ্গে নেবে। এই ভাবে—

এক দুই তিন কইরা পাঁচ বচ্ছর যায়।
দরবারেতে আইসা মুণ্ডা সেলাম জানায়॥
'শুন শুন বামুন রাজা, আইজ কহি যে তোমারে।
পাউনী[১] মাহিনা যত দেও ত আমারে॥
পাঁচ বচ্ছর খাইট্যাছি আমি কোট্টাল তোমার।
এই স্থান ছাইড়া যাইবাম্ সওর তির্‌পুরার।'

মুণ্ডা চাকরি ছেড়ে চলে যাবে শুনে রাজা ও রাজদরবারের সকলেই দুঃখিত হলেন. কিন্তু কি করা যায়! কাউকে তো আর জোর করে চাকরিতে বহাল রাখা যায় না। রাজা বললেন,—

'শুন শুন মুণ্ডা, আরে কহি যে তোমারে।
তোমারে লইয়া চল যাইবাম রাজত্বির ভাণ্ডারে॥
আপন হাতে লইবা ধন বাছিয়া গুছিয়া।
ভাণ্ডারের দুয়ার আমি দিবাম খুলিয়া॥'

১। পাউনী=প্রাপ্য।

পাঠান্তর :— * '—পরশে যে জনা। † শুন শুন রাজবালা রে।

ব্রাহ্মণ রাজার এই কথা শুনে মুণ্ডা বলল,—

‘ধনের কাঙ্গাল নই গো রাজা, বুদ্ধি কর থির।
সাবধানে শুনবা কথা না হইবা অথির॥
ধনের ত নই রে কাঙ্গাল শুন মন দিয়া।
বিদায় কালে একধন লইবাম্ চাহিয়া॥
দিবা কি না দিবারে রাজা, সে ধন আমারে।
শুন শুন ধনের কথা কহি যে তোমারে॥
তোমার ভাণ্ডারে রাজা, যত ধন আছে।
সগল ত ধূলা-বালি সে ধনের কাছে॥
যুবাবতী[২] কন্যা তোমার নাই সে দিছ বিয়া।
আমার পরাণ রাখ্‌বা রাজা, সেই ধন দিয়া॥
মুরুই[৩] মাহিনা আমি কিছু নাই সে চাই।
এই ধন দিবা মোরে সঙ্গে লয়্যা যাই॥
পাঁচ বচ্ছর খাইটাছি খাটুনি যে ধনের আশায়।
সেই ধন করিবা দান কহি যে তোমায়॥

এই কথা শুইন্যা ত রাজা জ্বইল্যা উঠিল।
মুণ্ডারে বান্ধিতে যতেক কোট্টালরে হুকুম দিল॥
কেউবা মারে কিল চাপ্পড় কেউ বা লাগায় গুড়ি[৪]
কেউবা বলে দুশমনরে আগুন দিয়া পুড়ি॥
কেউবা বলে ‘রাজার কন্যা আয় দিবাম্ বিয়া।
দেউড়িখানায় লয়ে যাই তরে সাজাইয়া॥’

২। যুবাবতী=যুবতী। ৩। মুরুই—হিসাব নিকাস। (সেন মহাশয় অর্থ না করিয়া (?) চিহ্ন দিয়াছেন)। ৪। গুড়ি=লাথি।

জহ্লাদে লইব শির রাইত নিশি ভোরে। *
ভয় নাই সে করে মুণ্ডা ডর নাই সে করে ॥
রাইতের নিশাকালে মুণ্ডা ছিকল ভাঙ্গিয়া।
গেল সে জঙ্গল্যা মুণ্ডা জঙ্গলে পলাইয়া ॥

(৫)

এক মাস দুই মাস কইরা ছয় মাস যায়।
পাহাড় মুল্লুকে মুণ্ডা দল যে পাকায় ॥
পাহাড় মুল্লুকে আছে জঙ্গলীয়া জাতি।
কির্ষি কাম না করে তারা, কইরা খায় ডাকাতি ॥ } †
দল না পাকাইয়া মুণ্ডা কি কাম করিল। +
একদিন সগলরে ডাইক্যা মুণ্ডা সমঝাইল ॥ +
'শুন শুন জংলীয়া ভাই, কই যে তোমরারে।
ডাকাতি করিতে যাইবাম্ বামুন রাজার ঘরে ॥
ধন দৌলত আছে রাজার নাই তার সীমা।
একদিন মারিলে পাইব বচ্ছরের দানা[১] ॥"

একে ত পাহাইড়া জংলী ক্ষুধায় কাতর।
তাহাতে পাইল লোভানী[২] ধন সে বিস্তর ॥**

১। দানা = খাদ্য, উপার্জন। ২। লোভানী = প্রলোভন।

পাঠান্তর :—* জহ্লাদ ধাইয়া আইল শির লইবারে।

† হায় ভালা এক বচ্ছর দুই বচ্ছর ও ভালা তিন বচ্ছর যায়।
বনে ত থাকিয়া মুণ্ডা কোন কাম করে ॥
বনে ত থাকিয়া মুণ্ডা কোন কাম করিল।
জঙ্গলীর দল লইয়া রসুই পকাইল ॥

** ধনের কথা শুইন্যা সবে হইল পাগল।

রাইত ভোরে ডাকাইত মুণ্ডা কোন্ কাম করিল।
জংলীয়ার দল লয়্যা পন্থে মেলা দিল[৩] ॥
ধইরাছে কামলার[৪] বেশ দাও কাচি হাতে।
বোচ্‌কা বান্ধিয়া লইছে নানা অস্তর সাথে ॥
বাছিয়া লয়্যাছে সাথে ভালা ধনুক তীর।
ঢাকিয়া লয়্যাছে অস্তর না হয় বাহির ॥
সবে দেখে কামুলারা কাম করিতে যায়।
পন্থে যার কাম আছে ডাইক্যা জিগায়[৫] ॥
মুণ্ডা বলে, 'এই দেশে কাম করা দায়।
এই দেশের মানুষ যত বেগার খাটায় ॥
কাজ কাম কইরা শেষে কড়ি নাইত মিলে।
যেইনা দেশে ট্যাকা আছে সেই দেশে যাই চলে ॥'

এক দুই তিন করি চার দিনের পর।*
আস্তে ব্যস্তে যায় গো মুণ্ডা বামুন রাজার সর[৬] ॥
দুষ্ট বুদ্ধি ডাকাইত মুণ্ডা রইল লুকাইয়া।
সঙ্গের কামুলা দিল সওরে পাঠাইয়া ॥
ভাব বুইঝ্যা ডাকাইত মুণ্ডা কোন কাম করে।
নিশি রাইতে পড়ল গিয়া বামুন রাজার পুরে ॥
ভেরঙ্গের[৭] চাকে যেমন ফুম্‌কি[৮]† পড়িল।
যত যত পাইক-পহরী তুরন্তে জাগিল ॥

৩। মেলা দিল=যাত্রা করিল। ৪। কামলা=দিনমজুর। ৫। জিগায় =জিজ্ঞাসা করে। ৬। সর=সহর। ৭। ভেরঙ্গের=ভিম্‌রুলের (সেন মহাশয়ের অর্থ—মৌমাছির)। ৮। ফুম্‌কি=স্ফুলিঙ্গ।

পাঠান্তর :—* '—তার তিন মাসের পর।
† '—পুমুকি—'। (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন,—পুমুকি=ঢিল (?)

বাছা বাছা তীর মারে জংলীয়া দুর্জনে।
বামুন রাজার লোকলস্কর পড়িল নিদানে॥
তীর লইতে তীরন্দাজ যায় জুন্নত্-ঘরে[৯]।
ডাকাইতের তীর খায়্যা পন্থে পইড়া মরে॥
আগুন লাগাইল মুণ্ডা সওরের ঘর বাড়ী।
আগুন নিবাইতে গেল পাইক পওরী॥
সুযোগ পাইয়া মুণ্ডা রাজার ভাণ্ডার লুটিল।
অন্দর মওলায় মুণ্ডা কুঁদিয়া[১০] চলিল॥
দেখে শূন্য পইড়া আছে মওলে কেউ নাই।
কইবা গেল রাজার কন্যা খুইজ্যা নাইত পাই॥+
কইবা গেল বামুন রাজা কইবা তার রাণী।+
খাইলা পুরী খুঁইজ্যা মুণ্ডা পরাণে পেরেসানি[১১]॥+

(৬)

ডাকাতের দল রাজবাড়ী আক্রমণ করলে রাজা দেখলেন, দলের দলপতি মুণ্ডা। মুণ্ডাকে দেখে এ ডাকাতির আসল উদ্দেশ্য যে কি, তা বুঝে রাজা রাণী ও শীলাকে নিয়ে পুরীর পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

বামুন রাজা ছিলেন পরগণার রাজার অধীন ছোটো জমিদার। তাঁহার পক্ষে দুর্ধর্ষ জংলীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবেনা বুঝে—

দেশ ছাইড়্যা বামুন রাজা বৈদেশী হইল।
পরগণার রাজার কাছে আশ্রয় চাহিল॥
'শুন শুন পরগণার রাজা কহি যে তোমারে।
আইজ বিপদে পড়িয়া আইলাম তোমার দরবারে॥

৯। জুন্নত্ ঘর=অস্ত্রশালা। ১০। কুঁদিয়া=মহা বিক্রমে।
১১। পেরেসানি=হয়রাণ।

দারুণ পাহাইড়া জংলী রাজ্য লুড়ি[১] লইল।+
সোনার সওর আমার আগুনে পুড়াইল॥+
দৈবে ত রাজত্বি নিল ঝুলি দিল হাতে।
বিনা মেঘে ঠাডা বজ্জর পড়িল মোর মাথে॥
সঙ্গে আছে এক কন্যা নাই সে হইল বিয়া।
বিপদ কালে তারে আমি কুথায় যাই থইয়া[২]॥"

এই কথা না শুইন্যা রাজা বামুন রাজারে কয়।+
'আমার সওরে থাকবা তুমি না করিবা ভয়॥+
শুন শুন বামুন রাজা, কহি যে তোমারে।
কিছুকাল থাকো তুমি আমার নগরে॥
যাহাব্য[৩] পাহাইড়্যা জংলী না দেই খেদাইয়া।
এই ত নগরে থাকো কন্যারে লইয়া॥'
এই না বলিয়া রাজা কোন কাম করিল।
বামুন রাজার লাগি পুরী বানাইয়া দিল॥

পরগণা সওরে রাজা রইছে ছয় মাস।+
রাজত্বি ফিরিয়া পাইব মনে বড়ো আশ॥+
পরতিদিন বামুন রাজা পূজা-আর্চা করে।+
পূজার ফুল তুলে কন্যা উইঠা দিনের ভোরে॥+
বাড়ীর পাশে রাজার বাগান কন্যা ফুল তুলতে যায়।+
সেই না বাগে আইসে কুমার সকাল সন্ধায়॥+
সুন্দর যুবা রাজার বেটা ভালা দেখিতে সুন্দর।
এইমত নাগর নাই সে দেখি পিত্থিমীর ভিতর॥

১। লুড়ি=লুটিয়া। ২। থইয়া=রাখিয়া। ৩। যাহাব্য=যাহাতক

সোনার হরিণ যেমুন আছম্‌কা[৪] আঁখি।
তেমুন কইরা চায়[৫] কুমার বাগে কন্যা দেখি ॥*
যইবনেতে যুবামান গায়ে গাবুরালী[৬]।
রাইজ্যের উপরে কুমার করে ঠাকুরালী ॥
এমন যইবন কালে না কইরাছে বিয়া।
বাছিয়া গুছিয়া বাপে করাইব বিয়া ॥

এক দুই তিন কইরা কতক্ দিন চইলা যায়।+
দুই জনা দুই জনারে দেখে দূরে সইরা রয় ॥+
এক দিন না রাজার কুমার কি কাম করিল।+
কন্যা ফুল তুলে তার সামনে খাড়াইল ॥+
আস্তে ব্যাস্তে ফুলের সাজি কন্যা তুলিয়া লইল।
নয়া বাগে ফুল তুলিতে গমন করিল ॥
বায়ে[৭] উড়ে আইঞ্চলখানি গায়ে ফুটে কাঁটা।
আইজ সে তুলিতে ফুল কন্যার ঘটল বিষম লেঠা ॥
শুন শুন কোকিলা রে, কই যে তোমারে
এমুন সময় ডাইক্‌লা কেনে বিরিক্ষের উপরে ॥+

আর দিন বাগে কন্যা ফুল তুলিতে যায়।+
পথ আগুলিল কুমার যাওন হইল দায় ॥+
'শুন শুন সুন্দর কন্যা কই যে তোমারে।
কি লাগিয়া তুল ফুল কও লো আমারে ॥

৪। আছম্‌কা =হঠাৎ দেখিয়া বিস্মিত। ৫। চায়=চাহিয়া দেখে।
৬। গাবুরালী=পাহাড়ীয়াদের মত শক্তি। ৭। বায়ে=বাতসে।

পাঠান্তর :—* এমন সুন্দর রূপ জগতে না দেখি।
† কি দাগা দিহ লো জানি দুষ্মন কোকিল তোরে ॥

নিত্যি নিত্যি তুল ফুল তুমি কারে পূজা কর।
আবিয়াত কন্যা তুমি চাইছ কিবা বর।'

'শুন শুন সুন্দর কুমার, মোর বাপে পূজা করে।+
পূজার লাইগা তুলি ফুল নিত্যি আইসা ভোরে ॥+
আইজ্‌ত হইল বেলা এখন আমি যাই।+
ফুলের লাইগা বইসা রইছে মন্দিরে বাপ মাই।[৮]

এই না বইলা সুন্দর কন্যা পন্থে দিল মেলা।+
ফুলের বাগে রাজার কুমার রইল একেলা ॥+
পন্থে যাইতে কন্যা ফিইরা ফিইরা চায়।+
বনেলা হরিণীর চাউনি মন কাইড়া লয় ॥+

গিরে[৯] ত আসিয়া কন্যা মনে কইরল থির।+
ফুল তুলিতে না যাইব, না হইব ঘরের বাহির ॥+
দিন গেল রে ভাইবা চিন্ত্যা রাইত অনিদ্রায়।+
পরভাতে উইঠ্যা ত কন্যা সাজি হস্তে লয় ॥+
কোথায় রইল পর্‌তিজ্ঞা[১০] মনের এমুন টানে।+
মনে পাও টাইনা লইল ফুলের বাগানে ॥+

(৭)

সেদিন প্রভাতে ফুল বাগানে আবার দু'জনের দেখা হল। রাজকুমারই প্রথম কথা বললেন।—

ফুল তুলিতে আইস কন্যা,
তুমি নিত্যি পরভাত বেলা।+
ফুলে ফুলে ভইরা উঠে
তোমার হস্তের সাজি ডালা ॥+

৮। মাই=মা। ৯। গিরে=গৃহে। ১০। পরতিজ্ঞা=প্রতিজ্ঞা।

গোলাপ কেতকী গাছে
রইছে বিস্তর কাঁটা।+
শাড়ীর আইঞ্চল জড়ায়া ধরে
গাছের এমুন বুকের পাটা॥+
দূরে থাইক্যা দেইখ্যা কন্যা
আমার কামে হয় লো ভুল।+
কত কালে তুলবা কন্যা,
আমার মনের বনে ফুল॥+
শুন শুন আলো কন্যা,
আমি কহি যে তোমারে।
আর নাই সে দিবা দাগা
তুমি আমার অন্তরে॥
লোকে বলে পুরুষ জাতি
কঠিন সে অন্তরা।
আমি বলি নারী জাতি লো
পাষাণ দিয়া গড়া॥
কেতকী গোলাপ চম্পা
আছে সুন্দর ফুল।
দেখিতে শুনিতে কন্যা,
তারা না হয় সমতুল॥
ধরিতে ছুইতে লো কন্যা,
তোমার অন্তর যদি বিন্ধে।
এহিত পশিছে মোর কন্যা,
মনে নানান্ সন্দে[১]॥

১। সন্দে—সন্দেহ।

এহিত কোমল অঙ্গ লো কন্যা,
তোমার লাগে যদি হানা[২]।
কত দিন ফিইরা যাই আমি
মনে দিয়া মানা[৩] ॥
মনরে বুঝায়্যা রাখি কন্যা,
আমি শিকলে বান্ধিয়া।
আইজ না পারিলাম আমি
মনরে কইয়া বুঝাইয়া ॥
চিত্তে ক্ষেমা দেও লো কন্যা,
রাগ না কর মনে।
না কইয়া না বইলা আইলাম
এইনা তোমার ফুলবনে ॥
দেইখা তোমার রূপ লো কন্যা,
আমি হইলাম পাগেলা।
এই না ফুল গাইন্থ্যা তুমি
কারে পরাইবা মালা ॥
রাজার কুমারী লো তুমি
কথা শুন দিয়া মন।
কারে বা পরাইবা মালা
সে কোন বা ভাগ্যিমান ॥' *

রাজকুমারের এই আকুল আগ্রহের উত্তরে রাজকন্যা শীলা বলল,—

'শুন শুন সুন্দর নাগর, আমি কই যে তোমারে।
পন্থ ছাইড়া সইরা দাণ্ডাও[৪] আমি লাজে যাই মইরে ॥+

২। হানা=আঘাত। ৩। মানা=বারণ। ৪। দাণ্ডাও=দাঁড়াও।

পাঠান্তর :—* কোন জনে বিলাইবা কন্যা এমন যৈবন ॥
† বসন ছাড়িয়া দেও লজ্জায় যাই যে মরে।

আছিলাম রাজার কন্যা আইজ পন্থের ভিখারী।
দুশ্‌মনের ভয়ে মোরা † আইলাম তোমার বাড়ী॥
চোখে নাই সে নিদ্রা কুমার, ছয় মাস যায়।
কান্দিয়া আমার বাপে হায় রে রজনী পোষায়[৫]॥
চিত্তে ক্ষেমা দেও রে কুমার, শুন মন দিয়া।
মাও বাপে সুন্দর কন্যা তোমারে করাইব বিয়া॥

শীলার উত্তরে রাজার পুত্র দুঃখিত হয়ে বললেন,—

'যেদিন তুমি আইলা লো কন্যা এইনা আমার পুরী।
সেইদিন থাইক্যা আমার মন হইছে লো ভিখারী॥+
যেদিন হেইরাছি কন্যা তোমার সুন্দর বদনখানি।
সেইদিন থাইক্যা হিয়া আমার হইছে উন্মাদিনী॥
একটুখানি রও লো কন্যা এইনা বিরিক্ষের তলে। } *
তোমারে কইব কথা আমার মন যা-যা বলে॥
না ধরিব না ছুইব কন্যা আমি দূরে থাইকা খাড়া। } †
দেখিবে তোমার রূপ আমার দুই নয়ানের তারা॥
হেলা নাই সে কর লো কন্যা, কথা শুন মন দিয়া।
বাপেরে কইয়া আমি কর্‌বাম তোমারে বিয়া॥
'শুন শুন রাজার কুমার, আমি কই যে তোমারে।+
বড়ো দুঃখে পইড়া আইছি তোমার নগরে॥+

৫। পোষায়=পোহায়।

পাঠান্তর :— † দারুণ পেটের দায়ে—'।

* { আজি রাত্রে যাইও গো কন্যা আমার মন্দিরে।
মনের যতেক লো কথা কহিব তোমারে॥

† { না ধরিব না ছুঁইব কন্যা এহি যাই সে কইয়া।
কেবল দেখিব রূপ দূরে ত খাড়াইয়া॥

সোনার রাজত্বি তোমার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে।
আমার না বাপ-মাও পন্থে পন্থে ফিরে॥+
ভালা ভালা রাজার কন্যা তারারে ছাড়িয়া।+
ভিক্ষুক বামুনের কন্যা কেনে করবা বিয়া॥

কুমার কয়, 'শুন কন্যা, যার মনে যা চায়।
পাইলে হাজার দান ভিক্ষা তার না যায়॥
ধন-দৌলত রাজ-রাজত্বি কন্যা, তোমার পায়ের ধূলা।
তোমার দুয়ারে খাড়া আমি হস্তে ভিক্ষার ঝুলা॥
বামুন ভিখারীর জাতি হইল চিরকাল।+
রাজার পুত্র হইয়া লো আমি এই ধনে কাঙাল॥+
ভিক্ষা যদি দেও লো কন্যা, হস্ত পাইতা লইব।
তোমারে যদি পাই আমি আর কিছু না চাইব॥
এই ভিক্ষা ছাড়া আমার অন্য আশা নাই।
রাজ-রাজত্বি পাইবা আমি বনবাসে যাই॥'*

এবার শীলা রাজকুমারের প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারল না। এ বিবাহের বাধা কোথায়, সেই কথা খুলে বলল।—

'শুন শুন রাজার কুমার গো, আমি কই যে তোমারে।
বাপের আছে দারুণ পণ আমার বিয়ার তরে॥
যে জন আনিয়া দিব মুণ্ডারে বান্ধিয়া।
সেই সে জনার কাছে বাপ আমারে দিব বিয়া॥
আমার আছে বরত[৬]-পূজা নিত্যি আমি পূজি।
সেই কারণে ফুল তুলিতে আইলাম লয়্যা সাজি॥

৬। বরূত=ব্রত।

পাঠান্তর :—* রাজত্বি ছাইড়া না আমি বনবাসে যাইব॥

ফুল না তুলিলাম আমি হইয়া গেল বেলা।+
কি কইবাম্ ঘরে গিয়া আমি ত একেলা॥'+

'না ভাইব না চিইন্ত কন্যা না করিও ভয়।+
জঙ্গল্যা মুণ্ডারে আমি করবাম্ যুদ্ধে জয়॥+
শুন শুন সুন্দর কন্যা, কহি যে তোমারে।
লড়াইয়ে যাইবাম্ আমি কইয়া বাপেরে॥
দুশ্‌মন মুণ্ডারে আনবাম্ গলাত্[৭] দড়ি দিয়া।
তোমার বাপের রাজত্বি দিবাম্ ফিরাইয়া॥+
আইজের লাইগা যাও লো কন্যা আপন মন্দিরে।
কাইল ত বিহানে[৮] আমি যাইবাম্ রণে॥
রণ জিইন্যা ঘরে তোমার ফিইরা আসিব।
হাতে গলায় মুণ্ডারে আমি বান্ধিয়া আনিব॥
বিদায় দেও সুন্দর কন্যা, আইজ হাসি মুখে।+
না কইরা রণে জয় না আইবাম সুমুখে॥'+

এইনা কথা শুইনা শীলা কুমারের হস্ত ত ধরিল।+
চউক্ষের জলে ভাইসা কন্যা কইতে লাগিল॥+
'কঠিন পরাণ রে আমার আমি কি করলাম কাম।
কেনে বা লইলাম আমি দুশ্‌মন মুণ্ডার নাম॥
রাজত্বি দৌলতে মোর কোনো কার্য নাই।
আমার লাইগা তোমারে আমি রণে না পাঠাই॥
এক কানাকড়ি মোর গহীন সাওরের[৯] তলে।
তাহারে তুল্‌বার লাইগা না পাঠাই তোমারে॥

৭। গলাত্ = গলায়। ৮। বিহানে = প্রাতে। ৯। সাওরের = সাগরের।

বড়ই দারুণ মুণ্ডা কি জানি কি হয়।
রণে ত পাঠাইয়্যা তোমায় না হইব নির্ভয়॥
না যাইও না যাইও কুমার তুমি এই না রণে। +
কোথায় থাইক্যা কি করিব দুরন্ত দুশ্‌মনে॥' +

'না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা, আমি ভয় ত না করি। +
জংলী মুণ্ডারে আমি আইনা দিব ধরি॥ +
তোমার বাপের পণ আমি আগে ত রাখবাম্‌। +
তবে ত তোমারে আমি ভিক্ষা সে লইবাম্‌॥' +

এই কথা শুনিয়া কন্যা মনে হরষিত।
সাজি ভইরা ফুল লইয়া চলিল ত্বরিত॥ +
নারী ত কোমল অঙ্গ শানে বান্ধা হিয়া।
অন্তরে হইয়া খুশী কন্যা যায় ত চলিয়া॥

পরভাতে উঠিয়া কুমার কি কাম করিল।
ভালা ভালা রণের সাজ অঙ্গেতে পরিল॥ +
বাপ মায়ের চরণে কুমার বিদায় লইয়া।
বামুন রাজার গিরে গেল বিদায়ের লাগিয়া॥
যাইতে না পারে কুমার শীলার মন্দিরে।
দূরে থাইকা বিদায় মাগে আখি আর অন্তরে॥*
'থাকো থাকো আলো কন্যা, আপনা' বাপের বাড়ী।
মুণ্ডারে লইয়া আমি যাবৎ নাই সে ফিরি॥
থাকো থাকো আলো কন্যা, আশার পন্থে চাইয়া।
রণে জিইত্যা যাবৎ আমি না আইসি ফিরিয়া॥

পাঠান্তর :— * দূর হইতে বিদায় মাগে দুটি আঁখি ঝরে॥
+ '—আমার—'।

ফিইরা আইসা তোমারে কন্যা, করবাম্ আমি বিয়া।+
জলটুঙ্গীর ঘর[১০] বান্ধবাম্ যতন করিয়া॥

ভালা কইরা বান্ধ্‌বাম্ কন্যা, কাম টুঙ্গীর ঘর[১১]।
সেইনা ঘরে থাকবাম্ দোহে সুখে নিরন্তর॥+

শীতল পুষ্পেতে কন্যা শয্যা বানাইব।
মনের সুখেতে দোয়ে শুইয়া নিদ্রা যাইব॥'

(৮)

দারুণ জঙ্গলার রণে পাঠায়া কুমারে।
কিমতে থাকিব কন্যা আপন মন্দিরে॥

'বন্ধু, লোক-লাজে কাহারে না পাই কইতে'।—ধুয়া
আইজ তোমায় স্বপনে দেখি রাইতে॥—দিশা
আমি যে অবুলা নারী
মনের কথা কইতে নারি।
চউক্ষের জলে বুক ভাইস্যা যায়
বালিশ ভাসে শুইতে রে—
লোক লাজে কাহারে না পাই কইতে॥
মনের মানুষ পূজবাম্ বইলা
আমি গান্থলাম পুষ্পের মালা।
কাল বিধাতা বৈরী হইল
আমার ঘটল বিষম জ্বালা রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥

১০। জল টুঙ্গী ঘর=জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস। কাম টুঙ্গী ঘর= সুউচ্চ রাত্র্যাবাস।

আমার চন্দন বনে ফুল ফুটিল
ফুলে গন্ধের সীমা নাই।
কোন দৈবে দিল রে আগুন
সগল পুইড়া হইল ছাই রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে
একদিন পন্থের দেখা রে বন্ধু,
আমি পাসরিতে না পারি।
মনে ছিল পরাণ বন্ধু রে
চউক্ষের কাজল কইরা পরি রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে
ফুল বাগানে হইল দেখা
বন্ধু পুষ্পের ভমরা।
সুন্দর নাগর পুরুষ
বন্ধু নবীন কিশোরা রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে
দেখিতে অদেখা হইল
না দেখলাম দিন দুই চারি।
মনে ছিল মন-পাখি রে
রাখবাম্ হৃদ্‌পিঞ্জিরায় ভরি রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে
বন্ধু যদি হইতা বাগের *
কনক চম্পার ফুল।
সোনায় বান্ধায়্যা তরে
পরতাম কানে দুল রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে।

পাঠান্তর ঃ—*'—আমার—'

বন্ধু যদি হইতা আমার
পইরণের নীলাম্বরী।
সর্বাঙ্গ ঘুরায়্যা পরতাম
আমি নাই সে দিতাম ছাড়ি রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥
বন্ধু যদি হইতা ভালা
আমার মাথার চুল।
ভালা কইরা বান্ধতাম খোপা
দিয়া সোনার চম্পা ফুল রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥
বন্ধু যদি হইত আমার
এই দুই নয়ানের তারা।
তিলেক দণ্ড অভাগী রে
না হইত কাছ্-ছাড়া রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥
দেহের মধ্যে পরাণ ভালা
বন্ধু হইত রে আমার।
অভাগী রে ছাইড়া বন্ধু
না যাইত দূরান্তর রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥
এক অঙ্গ কইরা বিধি
যদি গড়িত দুইয়ে রে *।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইত
বন্ধু এই না আভাগী রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে॥

পাঠান্তর :—* '—তাহারে।

কি জানি কি হয় বা রণে
কে কইতে পারে।
রাজ্য ধনে কোন বা কার্য
আমার বন্ধু যদি না ফিরে রে—
লোকলাজে কাহারে না পাই কইতে ॥'

(৯)

রণে ত চলিল কুমার হায় ভালা সঙ্গে লোক লস্কর।
মার মার কইরা চলে সেই না বামুন রাজার সর[১] ॥
তীরন্দাজ ঘোড়্সুয়ারী[২] চলে পালে পাল।
ঘোড়ার দাপটে কাম্পে আশ্মান আর পাতাল ॥
মঞ্চের[৩] না ধূলা বালু আশ্মানেতে উড়ে।
নদী নালা এড়াইয়া[৪] যায় বামুন রাজার সরে ॥
তিন মাসের পন্থ ভালা তিরিশ দিনে গেল।
বামুন রাজার দেশে গিয়া দাখিল[৫] হইল ॥
মার মার কইরা যত ঘোড়ার সুয়ার।
জংল্যার বাড়ী ভাইঙ্গ্যা সব কইর্ল একাকার ॥*
বইক্ষে বিন্ধ্যা তীর যত জঙ্গল্যা মুণ্ডার দল।
ভূমিত্ গড়ায়্যা পড়ে হারাইয়া বল।+
তবেত দুশ্মন মুণ্ডা রণে হইল আগুয়ান।
জংল্যা হাত্তির মত মস্ত পালোয়ান ॥

১। সর=সহরে। ২। ঘোড়সুয়ারী=অশ্বারোহী সৈন্য। ৩। মঞ্চের=পৃথিবীর। ৪। এড়াইয়া=পার হইয়া। ৫। দাখিল=উপস্থিত।

পাঠান্তর :—* বাড়ি ঘর ভাইঙ্গ্যা সব কইল একাকার ॥

হাতে ত লইয়া দাও আর কাষ্ঠের মুগুর ।+
কুমারের উপরে পড়ে যেমন জঙ্গলী শুয়োর ॥+
তবে ত হইল রণ ভালা দুই জনে ।+
কেউ ত না হারে রণে কেউ ত না জিনে ॥+
মুণ্ডার দায়ের কুবে[৬] ঘোড়ার মাথা গেল উড়ি ।+
কুমারের লস্করে লইল দারুণ মুণ্ডারে ঘিরি ॥+
মুণ্ডারে ঘেরিয়া সবে করে মার মার ।
বাছা বাছা তীর মারে মুণ্ডার উপর ॥
তীর খায়্যা জংল্যা মুণ্ডা কাতর হইয়া ।
জঙ্গলে পলায়্যা গেল সগল ফালাইয়া ॥*
রণজয় কইরা কুমার দেশে খবর পাঠাইল । †
মনের সুখে বাপ মায় পুরী সাজাইল ।+
ঘন ঘন জয়ডঙ্কা পুরীতে উঠে ধ্বনি ।
আইঞ্চল শয্যা ছাইড়া কন্যা উইঠা বসিল ॥

(১০)

কুমারের সঙ্গে কন্যার বিয়া থির করি ।+
বামুন রাজা চইলা গেল দেশে আপন পুরী ॥+
পরগণার রাজা তবে উতযোগী[১] হইয়া ।+
বিয়ার আয়োজন করে পুত্রের লাগিয়া ॥+
লোক লস্কর হাত্তি ঘোড়া কি কইব আর ।+
হাত্তির উপরে কুমার হইল সুয়ার ॥+

৬ । কুবে=কোপে, আঘাতে । ১ । উতযোগী=উদ্‌যোগী ।

পাঠান্তর :—* তীর খাইয়া জঙ্গল্যা মুণ্ডা গেল পলাইয়া ।
† রণজয় কইরা কুমার গেল দেশে ত ফিরিয়া

বামুন রাজার দেশে আইসা উপনীত হইল ।+
বামুন রাজা পরগণার রাজারে আগুয়াইয়া নিল ॥+
দুই রাজা কুলাকুলি আনন্দ অপার ।+
পুত্রু কন্যার বিয়া হইব সাজনের বাহার ॥+

চম্পা মালতীর মালা গান্থে যত সখী ।
বিয়ার গান গায় দেখ বইসা গাছে পাখি ॥
উজান নদী ভাইটাল বাইয়া খাড়া চলে সুতে[২] ।
দক্ষিণালী হাওয়া বয় জোন্‌পহরগ্যা রাইতে[৩] ॥
পুরনারী বিয়ার যত উতযোগ করে ।+
জয়াদি জোকার দেয় বামুন রাজার পুরে ॥
আমলকী গাইষ্টঘিলা[৪] ভালা বাঁটুনী বাঁটিল ।
বারো তীর্থের জল দিয়া কন্যারে সিনান করাইল ॥
নিছিয়া মুছিয়া তুলে মাও কন্যার চান্দমুখ খানি ।
কপালে সিন্দূরের ফোঁটা কন্যার রূপের বাখানি ॥
সোনার তার বাজুয়া হার যতনে পরাইল ।
মেঘডুম্বুর শাড়ী পরায়্যা সোনার অঙ্গ সে ঢাকিল ॥*
কানে দিল কন্ন ফুল নয়ানে কাজল ।
মেন্দিতে রাঙ্গায়্যা দিল রাঙ্গা পদতল ॥
সোনার ঘুঙুর দেখ কমরে পরাইয়া ।
বিবিধ সাজন কইরা লইল সাজাইয়া ॥ †

২। সুতে=স্রোতে। ৩। জেনি পহরগ্যা রাইতে=রাত্রি এক প্রহর গতে চন্দ্র উদিত হইয়া জ্যোৎস্না বিস্তার করিলে। ৪। গাইষ্ট ঘিলা=মশুর ডাল, হলুদ, চন্দন ও মাখন মিশ্রিত অঙ্গ মার্জনের উদ্বর্তন।

পাঠান্তর :— * মেঘ ডুম্বুর শাড়ীখানা যতনে পরাইল
† বিবিধ সাজুয়া কড়ি সাজাইয়া লইল।

কলাগাছ সারি সারি ঘিয়ের বাত্তি জ্বলে।
চাঁন্দোয়া টাঙ্গাইল কত বাইর বাড়ীর মণ্ডলে[৫] ॥
বাজুনীয়া[৬] আইল কত পইরা নানান সাজে।+
নানান জাতি বাজুনীয়ার ঢুলের বাদ্যি বাজে ॥
উত্তর দেশ হইতে একদফা বাজুনীয়া।
জয়ডঙ্কা কান্ধে আইল বিন্নির মুড়ি লইয়া[৭] ॥ *
পূব দেশ হইতে আইল পূবাইলা বাজুনি।
খড়্কর তাগির[৮] সঙ্গে শুনি জয়ঢাকের ধ্বনি ॥
আর এক বাজুনী আইল চিনি বা না চিনি।
বহুত লস্কর সঙ্গে বহুত সাজুনি[৯] ॥
"শুন শুন বামুন রাজা কই যে তোমারে।
বাদ্যি বাজাইতে আইলাম তোমার না পুরে ॥"

রাজা কয়,—
'দূর দেশ হইতে আইলা বড়ো বাজনিয়া।+
ভালা কইরা বাদ্যি বাজাও আমার কন্যার বিয়া ॥+

(১১)

বাদ্যকরের বেশ ধরে বহু লোকলস্কর সঙ্গে এসেছিল মুণ্ডা ডাকাতের দল। রাজার অনুমতি পেয়ে মুণ্ডার দল বিবাহের রাত্রে বিবাহ সভায় উপস্থিত হল

হায় ভালা, রাইত নিশাকালে গো বিয়া
বাজুনী ঢোলে মইরল তালি।
বামুন রাজার সওরে লোক উঠ্লো উতরুলি[১] ॥

৫। মণ্ডলে—মহলে। ৬। বাজুনীয়া=বাদ্যকর। ৭। বিন্নির মুড়ি লইয়া—বহু দূরে যাইতে হইবে বলিয়া বিন্নি ধানের মুড়ি পথের খাদ্য আনিয়াছিল। ৮। খড়কর তাগি=কাড়া নাগ্রা। ৯। সাজুনি=সাজ-সজ্জা। ১। উতরুলি=আনন্দে চঞ্চল হইয়া।

পাঠান্তর :— * জয়ডঙ্কা ফুঁকের বাঁশী বিন্না মুরী লিয়া।

রাজার কন্যার বিয়া হইব দেখবার লাইগা লোক।
রাজার বাড়ী ভইরা গেল সগল পরজার সুখ ॥
নানান জাতি বাদ্যি বাজে কেউ কারে না চিনে।
বিয়া হইছে রাজার কন্যার সবাই দেখে আপন মনে ॥+
সাত পাক ঘুরায়া বাপ কন্যা দান ত করিল।+
শীলা কন্যা রাজার পুত্রের পাশে দাণ্ডাইল ॥+
পুরী ভইরা জয় জুপার আর বাদ্যির ধ্বনি।+
এন কালে কাল বিধাতা কপালে লাগাইল আগুনি ॥+
মুণ্ডা আইসাছিল সঙ্গে শতেক বাজুনীয়া।+
বাজন ছাইড়া খাড়াইল তীর ধনুক নিয়া ॥+
হায় রে দুশ্‌মন মুণ্ডা কোন বা কাম করে।
ছাইড়া বাজুনীয়ার সাজ তীর ধনুক ধরে ॥ *
বাইছা বাইছা মারে তীর রাজার লস্করের উপরে।
কত্যালীর[২] কলা গাছ যেমুন উপড়ায়া পড়ে ॥

হায় ভালা, বিয়ার সাজ থুইয়া কুমার
কোন কাম করিল।
রণের না সাজ কুমার জলদি পইরা লইল ॥
আনিল রণের ঘোড়া কুমার হইল সুয়ার।
মুণ্ডার উপরে পড়ে কইরা মার মার ॥
রাইত নিশা কালে রে রণ হইল ভীষণ।+
পলাইল দুশ্‌মন মুণ্ডা লইয়া পরাণ ॥+

২। কাত্যালী=কার্তিক মাসের ঝড়।

পাঠান্তর :—* ছাড়িয়া বাজুনীয়ার সাজ ধনু লইল হাতে ॥

রণ জয় কইরা কুমার আইল পুরীর দোয়ারে ॥+
অইন্ধকারে বিষের তীর বিন্ধিল কুমারে ॥+

(১২)

বিবাহের রাত্রেই মুণ্ডার দলের সঙ্গে যুদ্ধের শেষে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে রাজকুমারের মৃত্যু হল। রাজকন্যা শীলা সংবাদ পেয়ে হাহাকার করে ছুটে এলেন।—

"হায় রে বিকালির[১] গান্থা মালা রে
আমার না হইল বাসি।
মাথার না ফুলের মডুক[২]
পইড়া গেল খসি রে—
আর না বাজাইব † ঢোল
ঐ না বিয়ার বাজুনীয়া।
কপাল পুইড়াছে মোর
আইজ খেড়ের আগুন দিয়া রে'—॥
আর না বাজাইবা তোমরা
আমার বিয়ার বাঁশি।
না ফুইট্‌তে বিয়ার ফুল
কলির মুখ হইল বাসি রে—' ॥
না উঠিতে চান্দ রে মোর
আন্ধাইরে ডুব্‌ল তারা।†

১। বিকালির=অপরাহ্নের। ২। মডুক=মুকুট।

পাঠান্তর :—† আর না বাজাইও—'
† না উঠিল চান্দ মোর অন্ধকারে ডুবিল।

আষাইঢ়া আশার নদী রে
আমার শুকায়া হইল চরা রে—**
আশা কইরা বান্ধলাম আমি
এই না সোনার বাড়ী ঘর ।*
কোন বিধাতা ডাইকা আন্‌ল
এমুন দারুণ কাল ঝড় রে—' ॥ +
ঝড়ে ভাইঙ্গা পড়ে রে ঘর
কিছুত তার পাই । +
কোন দৈবে আগুন দিয়া
হায় এমুন পুড়ায়া করল ছাই রে—'।
মনের যত কথা মোর
রইয়া গেল মনে ।
কি কার্য করিল হায়
আইজ দুরন্ত দুশ্‌মনে রে—'॥
পুষ্পের সমান বইক্ষে
হায় রে, তীর না মারিল ।
দারুণ বিষের তীর
হায় রে, পৃষ্ঠে বাহিরিল রে—॥
কিবা ধন লয়্যা রে আমি
থাক্‌বাম্‌ আর ঘরে ।
দুরন্ত দুশ্‌মন মুণ্ডা
আইজ বধিল আমারে রে—॥

** আষাঢ়ে আশার নদী শুকাইয়া গেল ॥
* মিছা আশায় বান্ধিলাম রে সোনার বাড়ি ঘর

বনের না গাছ-গাছালি
পশুপক্ষী যত।
মনের বেদনা আমার
হায় রে, কইবাম আর কতরে—' ॥ †
আর না হইল দেখা
পরাণ বন্ধুর সঙ্গেতে। ·।·
জন্মের মত অভাগীরে
রাইখা গেল পথে রে—' ॥
শুন রে গরল বিষ
তুমি আমার মাথা খাও।
যে পন্থে গিয়াছে বন্ধু
মোরে সেই পন্থ না দেখাও রে—' ॥
আন্ধাইরা সে পন্থে মোরে
তুমি সঙ্গে লয়্যা চল। ·।·
যেই না পন্থে আমার বন্ধু
মোরে ছাইড়া গেল রে—' ॥ *
সোনার পালঙ্ক রে আমার
হায়রে, পুষ্পের বিছানা।
আইজ হইতে এই দুনিয়ায়
আমার উইঠা গেল দানা রে—' ॥ * *

পাঠান্তর :—† মনের বেদনা আমি কইব বা কত।
† সে পথ আন্ধাইর যদি মোরে লইয়া চল।
* দাগা দিয়া পরাণ বন্ধু কৈবা ছাইরা গেল ॥
** এই হইতে শেষ আজ দিন দুনিয়ার দানা ॥

বিদায় দেও গো মা-জননী
　　বিদায় দেও আমারে। *
আর না যাইবাম গো ফিইরা
　　ঐ না তোমার ঘরে রে—' ॥+
বিদায় দেও গো বাপ আমার
　　আইজ বিদায় দেও আমারে।+
আর না যাইবাম রে আমি
　　ঐ না শ্বশুরের সওরে রে—' ॥ †
আর না দেখ্‌বাম্ রে আমি
　　তোমাদের মুখ।
আর না দেখ্‌বাম্ রে আমি
　　ঐ না পরগণার লোক[৩] রে—' ॥
শুনরে দারুণ বিষ,
　　তুমি আমার মাথা খাও।
যে পন্থে গিয়াছে বন্ধু
　　মোরে সেই পন্থ দেখাও রে—॥"

এই না বইলা শীলা কন্যা
　　কুমারের তীর উপ্‌ড়াইয়া।+
আপন বইক্ষে মাইরা তীর
　　পড়িল ঢলিয়া ॥+

৩। পরগণার লোক=পরগণার রাজা শীলার শ্বশুর বাড়ীর লোক।

* বিদায় দেও মাও বাপ গো বিদায় দেও মোরে।
† আর না যাইবাম আমি পরগণা সহরে ॥

হায়রে, নিবিল সোনার বাত্তি
আইজ আচম্‌কা বাতাসে।
নগর কানা কালা মেঘ
আইজ উড়িল আকাশে ॥
চান্দ খাইল তারা রে খাইল
আন্ধাইর হইল ঘর। +
এমুন সুনালী রাইতে
ভাইঙ্গ্যা পড়্‌ল বজ্জর ॥ +
সোনার স্বপন ভাইঙ্গ্যা রে হায়
আন্ধাইর করল দিন। +
না থাকিব সংসারে পাপ
দারুণ মুণ্ডার চিন্‌[৪] ॥

(১৩)

কন্যা জামাতার এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দায়ী মুণ্ডাকে উপযুক্ত দণ্ড দেবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণ রাজার ছিল না। পরগণার রাজাও কিছু করতে পারলেন না ; কারণ, মুণ্ডার বাসস্থান পরগণার বাইরে পার্বত্য বনভূমিতে।

তবে ত বামুন রাজা কোন কাম করিল।*
তির্‌পুরার রাজার কাছে শরণ লইল ॥
তিরপুরার লোক লস্কর চলিল ধাইয়া।
তিরন্দাজ গোলন্দাজ সঙ্গে ত লইয়া ॥

৪। চিন = চিহ্ন।

পাঠান্তর :—+ চান্দ খাইল তারা না খাইল আশ্‌মান জমিন ॥
* তবে ত বামুন রাজা হায় রাজা কোন কাম করিল

হাতিয়ার বান্ধিয়া স্থয়ার[১] * পিষ্ঠের উপর ॥
লম্ফ দিয়া উঠে ভালা ঘোড়ার উপর ॥
পবন গমনে ছুটে বামুন রাজার দেশে।
মুণ্ডার জঙ্গল ঘিইরা লইল লস্কর অবশেষে ॥
দেইখা ত দুর্জন মুণ্ডা পরমাদ[২] গণিল।
জঙ্গলীর দল লইয়া আগ্‌বাড়ন্ত[৩] দিল ॥
একে ত জঙ্গলীয়র দল যুদ্ধ নাই সে জানে।
ডাকাইতি দাগা বাজী এই সে ভালা জানে ॥
শাউনিয়ার ধারা যেমন নালাঙ্গা ছুটিল[৪]।
মুণ্ডার লস্কর যত বিছায়া[৫] পড়িল ॥
দড়ি বেড় দিয়া সবে মুণ্ডারে ধরিয়া।
তিরপুরার দরবারে তারে দাখিল করলো নিয়া ॥
রাজার হুকুমে মুণ্ডারে সবে ময়দানে লয়্যা গেল। **
তিন তোপ[৬] মাইরা তারে শূইন্যে উড়াইল ॥
ইতে কি যাইব মাও বাপের মনের বেথা। +
এত দূরে সাঙ্গ হইল শীলাদেবীর কথা ॥ +

সমাপ্ত

১। স্থয়ার = অশ্বারোহী সৈন্য। ২। পরমাদ = প্রমাদ। ৩। আগ বাড়ন্ত দিল = অগ্রসর হইয়া বাধা দিল। ৪। শাউনিয়ার—ছুটিল = শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টির জল স্রোত যেমন নালার মধ্যে আগাছা ভুমিসাৎ করে। ৫। বিছায় = ভূমিতে গড়াইয়া। ৬। তোপ = কামানের গোলা।

পাঠান্তর :—*—'তাবা—'।
+ তিন মাসের পথ দেখ যায় এক দিনে।
** রাজার হুকুমে মুণ্ডারে সবে ময়দানে খাড়াইল